ললিতমাধবনাটকং

শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ-কর্ত্তৃক সংশোধিত
দ্বিতীয় সংস্করণ সমাপ্ত।

বঙ্গাব্দ ১৩১৫। ১২ই জ্যৈষ্ঠ।

বহরমপুর রাধারমণযন্ত্রে
শ্রীজানকীনাথ সাহা প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত॥

রাধিকাবৈজয়ন্তীং কথং পৃথগ্জনঃ পাণৌ কুর্ব্বীত ॥ ২৫ ॥

গার্গী । কেরিসং তং বরামিঅং ॥ ২৬ ॥

পৌর্ণমাসী । তদভীষ্টমেব ধূর্জটের্জিত্বর-জামাতৃকং বিন্ধ্য ।
গুণবিস্মাপিতভুবনং ভবিতা তব বালিকাযুগলং ॥ ২৭ ॥

গার্গী । পুত্তং মুঙ্কিঅ কণ্ণআ কহং বিঞ্ঝস্স অহিট্ঠা

পাণিগৃহীত্রীং কুর্য্যাৎ। শ্লেষেণ পাণাবপি কথং কুর্ব্বীত। বিবর্ণঃ পামরো নীচঃ প্রাকৃতশ্চ পৃথগ্জন ইত্যমরাৎ। পক্ষে মাধবাৎ পৃথগ্জনোঽন্যো জনঃ ॥২৫॥

গার্গীতি। কীদৃশং তৎ বরামৃতং ॥ ২৬ ॥

পৌর্ণ ইতি। বিন্ধ্যং প্রতি বিরিঞ্চের্বরামৃতং পৌর্ণমাস্যোক্তং ধূর্জটির্নীল লোহিত ইত্যমরাৎ। ধূর্জটিজিত্বরো জামাতা যস্মাত্তস্মাৎ। জামাতা দুহিতুঃ পতিঃ। জামাতা বল্লভে সূর্য্যাবর্ত্তে চ দুহিতুঃ পতাবিত্যভিধানাৎ ॥ ২৭ ॥

গার্গীতি। পুত্রং মুক্ত্বা কন্যকা কথং বিন্ধ্যস্যাভীষ্টা সংবৃত্তা ॥ ২৮ ॥

কুসুমগুম্ফিতা, মাধবহৃদয়স্নিগ্ধকারি মাধুরী মকরন্দস্বরূপা, বৈজয়ন্তী সদৃশী শ্রীরাধাকে কি প্রকারে নীচলোকে হস্তে গ্রহণ করিতে পারে ? ॥ ২৫ ॥

গার্গী । কীদৃশ সেই বরামৃত ? ॥ ১৬ ॥

পৌর্ণমাসী । ব্রহ্মা বিন্ধ্যকে এই বর দিয়াছিলেন, বিন্ধ্য ! তোমার অভিলাষানুরূপ দুইটী বালিকা হইবে, তাঁহাদের পতি এরূপ হইবেন যে তিনি যুদ্ধে ধূর্জটিকে পরাজয় পূর্ব্বক গুণ দ্বারা ভুবন বিস্মাপিত করিবেন ॥ ২৭ ॥

গার্গী । পুত্র পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্যের কন্যা প্রাপ্তির অভি-

সংবুত্তা ॥ ২৮ ॥

পৌর্ণমাসী। জামাতৃসম্পদ্গর্ব্বিতস্য গৌরীপিতুর্গিরীন্দ্র— বিস্পর্দ্ধয়া ॥ ২৯ ॥

গার্গী। অম্মহে সগোত্তুক্করিসং সোঢ়ুং এসো ণ কৃখমো যং পুরা মেরুং জেদুকামো বি কুম্ভজোণিং সম্মাণিঅ উণ ণ বড্ঢিদো ॥ ৩০ ॥

পৌর্ণমাসী। বাঢ়মীদৃগেব স্বভাবো মনস্বিনাং ॥

গার্গী। কেণ রাহী বিঞ্ঝাদো গোউলং লব্ভিদা ॥

পৌর্ণ ইতি। গৌরীপিতৃত্বেন গিরীন্দ্রস্য হিমালয়স্যং ব্যঞ্জিতং। বিস্পর্দ্ধয়া মাৎসর্য্যেণেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

গার্গীতি। আশ্চর্য্যং স্বগোত্রোৎকর্ষং সোঢ়ুং এষো ন ক্ষমো যৎ পুরা মেরুং জেতুকামোঽপি অগস্ত্যং সম্মান্য পুনর্নবর্দ্ধিতঃ ॥ ৩০ ॥

কেন রাধিকা বিন্ধ্যতো গোকুলং লম্ভিতা ॥ ৩১ ॥

লাষ হইল কেন? ॥ ২৮ ॥

পৌর্ণমাসী। জামাতৃ সম্পদ্ গর্ব্বিত গৌরীপিতা হিমালয়ের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া ॥ ২৯ ॥

গার্গী। কি আশ্চর্য্য! এই বিন্ধ্য স্বীয় গোত্রের উৎকর্ষ সহ্য করিতে সক্ষম হইল না, এ পূর্ব্বে সুমেরুকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াও কুম্ভযোনি অগস্ত্যের সম্মান করায় আর বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই ॥ ৩০ ॥

পৌর্ণমাসী। হাঁ মনস্বিদিগের স্বভাব এইরূপই হইয়া থাকে ॥

গার্গী। কোন্ ব্যক্তি বিন্ধ্যের নিকট হইতে শ্রীরাধাকে গোকুলে আনয়ন করিল?

পৌর্ণমাসী। জাতহারিণ্যা পূতনয়া ॥ ৩১ ॥

গার্গী। সভয়ং। অজ্জে জাদহারিণীহিং কৃখু বালআ ভুঞ্জিঅন্তি তা দিট্‌ঠিআ উব্বরিদা কল্লাণী ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি লোকোত্তরাণাং কুমারাণাং সংহারায় কুমারীণাং পুনরপহারায়ৈব কংসেন সা নিযুক্তা ॥ ৩২ ॥

গার্গী। কথং এত্থ উহয়স্মিং রণ্ণা পউত্তং ॥

পৌর্ণমাসী। দেব্যা দেবকীবালিকায়া ব্যাহারেণ ॥

গার্গী। কেরিসো ব্বাহারো ॥ ৩৩ ॥

গার্গীতি। আর্য্যে জাতহারিণীভিঃ খলু বালকা ভুজ্যন্তে তদ্দিষ্ট্যা উদ্বরিতা কল্যাণী ॥ ৩২ ॥

গার্গীতি। কথমত্র উভয়স্মিন্ রাজ্ঞা প্রবৃত্তং ॥

পৌর্ণ ইতি। ব্যাহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বচ ইতমরাৎ ॥

গার্গীতি। কীদৃশো ব্যাহারঃ ॥ ৩৩ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রহারিণী পূতনা ॥ ৩১ ॥

গার্গী। (সভয়ে) আর্য্যে! জাতহারিণী সকল বালক ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইতে যে এই কল্যাণী উদ্ধৃতা হইলেন এ বড় সৌভাগ্যের বিষয় ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! অলৌকিক কুমার সকলের সংহারার্থ এবং কুমারীদিগের অপহরণ নিমিত্ত কংসরাজা পূতনাকে নিযুক্ত করিয়াছিল ॥ ৩২ ॥

গার্গী। কেন কংসরাজের এই দুই কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইল?

পৌর্ণমাসী। দেবকীকন্যা দেবীর বাক্যানুসারে ॥

গার্গী। কিরূপ বাক্য? ॥ ৩৩ ॥

পৌর্ণমাসী। যস্তঙ্গেন পুরোত্তমাঙ্গমহরচ্চক্রেণ তে সঙ্গরে
যং বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দারবিন্দং বিদুঃ।
আনন্দামৃতসিন্দুভিঃ প্রণয়িনাং সন্দোহমানন্দয়ন্
প্রাদুর্ভাবমবিন্দদেষ জগতী কন্দোঽদ্য চন্দ্রোদয়ে ॥ ৩৪ ॥
কিঞ্চ।
মত্তঃ সত্তমমাধুরীভিরধিকাঃ শ্বোবা পরশ্বোঽথ বা
গন্তারঃ ক্ষিতিমণ্ডলে প্রকটতামষ্টৌ মহাশক্তয়ঃ।

পৌর্ণ ইতি। অরে কংস যঃ পুরা জিতরূপঃ সন্ কালনেমিরূপস্ত তে তবোত্তমাঙ্গং মস্তকং চক্রেণাহরৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্যদপ্যুক্তং দেব্যা তদাহ কিঞ্চেত্যাদিনা। গন্তারঃ গমিষ্যন্তি। অষ্টৌ রাধা চন্দ্রাবলী ললিতা বিশাখা পদ্মা শৈব্যা শ্যামলা ভদ্রা। তত্র তাস্বষ্টসু মধ্যে উভে স্বসারৌ রাধা চন্দ্রাবল্যৌ গুণবৃন্দমন্দিরতয়া বৃন্দিষ্ঠে প্রশস্ত বৃন্দ-

---

পৌর্ণমাসী। যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উন্নত চক্র দ্বারা পূর্ব্ব জন্মে কালনেমি নামক তোমার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ যাঁহার চরণারবিন্দ অমরবৃন্দবন্দিতরূপে অবগত আছেন এবং যিনি জগতের মূল স্বরূপ, তিনিই আজ আনন্দামৃতসমুদ্রসমূহ দ্বারা প্রণয়িগণের আনন্দসন্দোহ উল্লাস করত চন্দ্রোদয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

দেবী আরো বলিয়াছেন ॥

আমা অপেক্ষা উত্তম মাধুর্য্যশালিনী অষ্ট মহাশক্তি অর্থাৎ রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, সৈব্যা, শ্যামলা এবং ভদ্রা, ইহাঁরা কল্য হউক বা পরশ্ব হউক ক্ষিতিমণ্ডলে আবির্ভূত হইবেন, কিন্তু ঐ অষ্ট মহাশক্তির মধ্যে গুণ

বৃন্দিষ্ঠে গুণবৃন্দমন্দিরতয়া তত্র স্বসারাবুভে
রাজেন্দ্রো ভবিতা হরস্য চ জয়ী পাণৌ গৃহীতা যয়োঃ॥৩৫

গার্গী। কা পউত্তী দুদিএ বহণীএ ॥

পৌর্ণমাসী। রক্ষোঘ্নমন্ত্রকৃতিনাদ্রিপুরোহিতেন
বিত্রাসবিপ্লবমতেঃ সমনুদ্রুতায়াঃ।
আদ্যা ততঃ করতলাৎ কিল পূতনায়া
নদ্যাঃ প্লবোপরিপপাত বিদর্ভগায়াঃ ॥ ৩৬ ॥

যুক্তে। যূথয়োস্ত যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশ ইতি বক্ষ্যমাণনির্দ্দেশাৎ। অথবা বৃন্দারকস্য বৃন্দাদেশ ইষ্ঠে পরে। বৃন্দিষ্ঠে অতিশয়মনোজ্ঞে। বৃন্দারকঃ সুরশ্রেষ্ঠে মনোজ্ঞেঽপি চ বাচ্যবদিতি কোষাৎ। যয়োঃ স্বস্রো রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ পাণৌ গৃহীতা ভর্ত্তা রাজেন্দ্রো ভবিতা বাণাসুরযুদ্ধে হরস্য জয়ী ভবিতে-ত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

গার্গীতি। কা প্রবৃত্তিঃ বার্ত্তা দ্বিতীয়ায়াশ্চন্দ্রাবল্যাঃ॥

পৌর্ণ ইতি। অদ্রিপুরোহিতেন বিন্ধ্যপুরোধসা ॥ ৩৬ ॥

সমূহের মন্দির বলিয়া দুইটী ভগিনী অতিশয় প্রসিদ্ধা অর্থাৎ তাঁহারা যূথেশ্বরী, পরন্তু ঐ দুই ভগিনীকে যিনি বিবাহ করি-বেন তিনি রাজেন্দ্র হইবেন এবং যুদ্ধে মহাদেবকেও পরাজিত করিতে পারিবেন ॥ ৩৫ ॥

গার্গী। দ্বিতীয় ভগিনীর বৃত্তান্ত কি ?

পৌর্ণমাসী। বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত রাক্ষসনাশক মন্ত্র পাঠ করিলে, তাহাতে বিত্রস্তবুদ্ধি পূতনা ভয়ে পলায়ন করি-তেছিল, তাহার হস্ত হইতে আদ্যা চন্দ্রাবলী বিদর্ভদেশ-গামিনী নদীর স্রোতে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

গার্গী। অজ্জে দুর্ব্বাসণো বরেণ উপ্পণা বিসহাণুণো ওরসী কণ্ণা রাহি ত্তি কহং সব্বণ্ণোবি তাদো ভণাদি ॥ ৩৭ ॥

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রভানু বৃষভানুরমণ্যো-
র্গর্ত্ততঃ কিল বিকৃষ্য নিনায়।
বালিকে কমলজার্থনয়া তে
বিন্ধ্যদারজঠরে হরিমায়া ॥ ৩৮ ॥

গার্গী। সাশ্চর্য্যং কিং পিদরেহিং ইদং জাণীঅদি ॥

পৌর্ণমাসী। অথ কিং স দুর্ব্বাসাঃ কথং নিজোপকারমনাবেদ্য বিশ্রাম্য তু ॥

গার্গীতি। দুর্ব্বাসসো বরেণ উৎপন্না বৃষভানোরৌরসী কন্যা রাধেতি কথং সর্ব্বজ্ঞোঽপি তাতো ভণতি ॥ ৩৭ ॥

পৌর্ণ ইতি। কমলজার্থনয়া ব্রহ্মা তস্যার্থনয়া তে চন্দ্রাবলী রাধিকে ॥ ৩৮ ॥

গার্গীতি। পিতৃভ্যাং চন্দ্রভানু বৃষভানুভ্যাং ইদং রহস্যং জ্ঞায়তে।

গার্গী। আর্য্যে! দুর্ব্বাসা মুনির বরে বৃষভানুর ঔরসজাত কন্যা রাধা। আমার পিতা গর্গ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও এ কথা কেন বলেন ॥ ৩৭ ॥

পৌর্ণমাসী। ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভগবন্মায়া ভগবতী চন্দ্রভানু ও বৃষভানু রমণীদ্বয়ের গর্ভ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক বিন্ধ্য-গিরির রমণীর গর্ভে ঐ দুই বালিকা সংস্থাপন করেন॥৩৮

গার্গী। (আশ্চর্য্যের সহিত) পিতৃগণ কি এ বিষয় অবগত ছিলেন?

পৌর্ণমাসী। হাঁ জানিতেন বৈ কি! দুর্ব্বাসা নিজোপকার না বলিয়া ক্ষান্ত হইবেন কেন?

গার্গী। এদং সব্বং তুএ কধং বিণ্ণাদং॥

পৌর্ণমাসী। গুরোরুপদেশপ্রসাদেন যেনাহং রাধায়ামাসঞ্জিতাস্মি॥ ৩৯॥

গার্গী। ণূণং ণিহদাএ রক্খসীএ সে কোলে এক্কা রাহিআ লদ্ধা॥

পৌর্ণমাসী। ন কেবলং রাধিকা পঞ্চাপ্যপরাঃ॥ ৪০॥

গার্গী। সবিস্ময়ং কাও ক্খু তাও॥

পৌর্ণমাসী। রাধাসখীহ ললিতা ললিতাস্য চন্দ্রা

গার্গীতি। এতৎ সর্ব্বং ত্বয়া কথং বিজ্ঞাতং॥

পৌর্ণ ইতি। গুরোর্নারদস্য। যেন উপদেশেন। আসঞ্জিতা আশক্তীকৃতাস্মি॥ ৩৯॥

গার্গীতি। নিহতায়া রাক্ষস্যাঃ তস্যাঃ ক্রোড়ে একা রাধিকা ত্বয়া লব্ধা॥৪০॥

গার্গীতি। কাঃ খলু তাঃ॥

পৌর্ণ ইতি। ললিত আস্যচন্দ্রো যস্যা সা। তবেতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী ত্বয়েত্যর্থঃ॥

গার্গী। আপনি কিরূপে এ সকল জানিতে পারিলেন॥

পৌর্ণমাসী। গুরুবর নারদের উপদেশ প্রসাদে, তাহাতেই আমি শ্রীরাধাতে আশক্ত হৃদয় হইয়াছি॥ ৩৯॥

গার্গী। নিশ্চয় আপনি রাক্ষসীর ক্রোড় হইতে শ্রীরাধাকে লাভ করিয়াছেন॥

পৌর্ণমাসী। কেবল একা শ্রীরাধা নহেন আরও পাঁচটী॥৪০॥

গার্গী। (বিস্ময়ের সহিত) সে পাঁচটী কে?

পৌর্ণমাসী। মনোহর চন্দ্রবদনা শ্রীরাধার সখী ললিতা,

চন্দ্রাবলী সহচরী রুচিরা চ পদ্মা।
ভদ্রা চ ভদ্রচরিতা শিবদা চ শৈব্যা
শ্যামা চ ধামমুদিতা বিদিতাস্তবেমাঃ॥

গার্গী। ইমাও কেণ গোইণং সমপ্পিদাও॥ ৪১॥

পৌর্ণমাসী। কুমারীণামাসাং নিভৃতমভিতঃ পঞ্চকমহং
বিভজ্যাভীরীভ্যস্ত্বরিতমথ রাধামধিগুণাং।
সুতা তে জামাতুর্জরতি বৃষভানোরিতি মুদা
যশোদায়া ধাত্র্যাং রহসি মুখরায়ামঘটয়ং॥ ৪২॥

গার্গীতি। ইমাঃ কেন গোপীভ্যঃ সমর্পিতাঃ॥ ৪১॥

কুমারীণামিত্যাদি। অথানন্তরং ইত্যুক্তাহং রহসি মুখরায়াং রাধামঘটয়ং অর্পিতবতী। ইতীতি কিং। হে জরতি তে তব জামাতুর্বৃষভানোরিয়ং সুতেতি॥ ৪২॥

চন্দ্রাবলীর সহচরী মনোজ্ঞা পদ্মা, মঙ্গলচরিত্রশালিনী ভদ্রা, কল্যাণদায়িনী শৈব্যা এবং শ্যামকান্তিবিশিষ্টা শ্যামা এই পাঁচজনকে জানিবা॥

গার্গী। কোন্ ব্যক্তি গোপিকাদিগকে এই সকল কন্যা সমর্পণ করিল?॥ ৪১॥

পৌর্ণমাসী। আমি কুমারীগণের মধ্যে পঞ্চ কন্যা গোপীগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া পরে নির্জনে যশোদার ধাত্রী মুখরাকে কহিলাম, জরতি! এই অধিক গুণশালিনী শ্রীরাধা তোমার জামতা বৃষভানুর কন্যা অতএব তুমি ইহাঁকে গ্রহণ কর॥ ৪২॥

গার্গী। ফুড়ং রাহিএ দুদিআ সহী বিসাহা চ্চেঅ গোউলুপ্পণ্ণা ॥

পৌর্ণমাসী। নহি নহি যদেষা কালিন্দীপূরেণ বাহ্যমানা জটিলয়া লেভে ॥

গার্গী। ণ জাণে ণঈপুরেণ বাহিদা সা জেট্‌ঠা বিঞ্ঝকণ্ণআ কেণ লদ্ধা ॥

পৌর্ণমাসী। ভীষ্মকেণ ॥

গার্গী। অব্বো দোণং বহীণীণং বিহড্‌ণকারিণীএ ভবিদব্বাএ ণিট্‌ঠুরদা ॥ ৪৩ ॥

গার্গীতি। স্ফুটং রাধায়াঃ দ্বিতীয়া সখী বিশাখা এব গোকুলোৎপন্না ॥

গার্গীতি। ন জানে নদীপুরেণ বাহিতা সা জ্যেষ্ঠা চন্দ্রাবলী বিন্ধ্যকন্যা কেন লব্ধা। অহো দ্বয়োর্ভগিন্যোঃ বিঘটনকারিণ্যা ভবিতব্যতায়াঃ নিষ্ঠুরতা ॥ ৪৩ ॥

গার্গী। তবে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, শ্রীরাধার দ্বিতীয়া সখী বিশাখাই গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ॥

পৌর্ণমাসী। না না, বিশাখা যমুনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, জটিলাই তাঁহাকে লাভ করিয়াছে ॥

গার্গী। বিন্ধ্যাচলের জ্যেষ্ঠা কন্যা, যিনি বিদর্ভগামিনী নদীপ্রবাহে পতিত হইয়াছিলেন, জানিতে পারিলাম না কে তাঁহাকে লাভ করিল? ॥

পৌর্ণমাসী। বিদর্ভাধিপতি রাজা ভীষ্মক ॥

গার্গী। অহো! দুই ভগিনীর বিঘটনকারিণী ভবিতব্যতার কি নিষ্ঠুরতা ॥ ৪৩ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি, পুনঃ সঙ্গমকারিণ্যাস্তস্যাঃ করুণা চাবধার্য্যতাং ॥

গার্গী। কহং বিঅ ॥

পৌর্ণমাসী। সৈবেয়ং করালায়া নপ্ত্রী চন্দ্রাবলী যা খলু পাঞ্চবার্ষিকী গোবর্দ্ধনবিন্ধ্যয়োঃ কন্দরাবাস্তব্যেন জাম্ববতা বিন্ধ্যবাসিন্যা নিদেশেন কুণ্ডিলাদাকৃষ্টা ॥

গার্গী। স্বগতং। সুদং মএ তাদমুহাদো জং চন্দভাণু-পহুদীণং কণ্ণআ ভীস্‌সপহুদীণং কণ্ণআ একতত্তা অবি বিগ্-

---

গার্গীতি। কথমিব ॥

পৌর্ণমাসী। বিন্ধ্যবাসিনী যশোদা পুত্রী বসুদেবেন গোকুলান্নীতা কংসেন শিলায়াং নিক্ষিপ্তা তদ্ধস্তাদ্বিচ্যুতা সতী বিন্ধ্যাচলে স্থিতা। বিন্ধ্যবাসিন্যা দেবকীকন্যায়াঃ।

গার্গীতি। শ্রুতং ময়া তাতমুখাৎ যৎ চন্দ্রভানুপ্রভৃতীনাং কন্যকা একতত্ত্বা অপি শরীরাদিভির্ভিন্না ইব। তৎ বাঢ়ং একবিগ্রহতাসন্বিধানং মায়য়া এব প্রপ-

---

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ! পুনরায় ঐ দুই ভগিনীর একত্র সঙ্ঘটন ইহাও ভবিতব্যতার করুণা বলিয়া জানিও ॥

গার্গী। কি প্রকার ?

পৌর্ণমাসী। বাছা ! যখন জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স্ পাঁচ বৎসর, সেই সময় বিন্ধ্যবাসিনী দেবকীকন্যার আদেশে গোবর্দ্ধন ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুহাবাসী জাম্ববান্ বিদর্ভনগর হইতে তাঁহাকে আনয়ন করেন, তিনিই এই করালার নপ্ত্রী চন্দ্রাবলী ॥

গার্গী। (মনে মনে) আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে শুনিয়াছিলাম, চন্দ্রভানু প্রভৃতি গোপগণের যে সকল কন্যা,

গহাদীহিং ভিণ্ণা জ্জেব্ব। তা বাঢ়মেক্ক বিগ্‌গহদা সম্বি-
হাণং মায়াএ চ্চেঅ প্পবঞ্চিদং। হোদু পচ্চাদো জাণিস্‌সং
কিং ইদাণিং তস্‌স রহস্‌সস্‌স উট্টঙ্কণেণ। প্রকাশং। ণূণং
গোঅড্‌ণাদি গোএহিং চন্দাঅলী-পহুদীণং উব্বাহোবি
মায়াএ ণিব্বাহিদো॥

পৌর্ণমাসী। অথ কিং।

পতিম্মন্যানাং বল্লবানাং মমতামাত্রাবশেষা কুমারীষু
দারতা যদেষাং প্রেক্ষণমপি তাভিরতিদুর্ঘটং॥ ৪৪॥

ঞ্চিতং ভবতি পশ্চাৎ জানিষ্যং কিং ইদানীং তস্য রহস্য উট্টঙ্কনেন। নূনং গোবর্দ্ধ-
নাদিগোপৈঃ চন্দ্রাবলী প্রভৃতীনাং উদ্বাহোঽপি মায়য়া নির্ব্বাহিতঃ॥ ৪৪॥

তাঁহারা ভীষ্মকাদির কন্যাগণের সহিত একতত্ত্ব, কেবল
দেহমাত্র ভেদ, অতএব ইহাঁদের এক শরীরতা সম্পাদন
মায়া-কর্ত্তৃকই কৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এ বিষয়
পরে জানিব, এখন উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। (প্রকাশ
করিয়া) নিশ্চয় বোধ হইতেছে, গোবর্দ্ধনাদি গোপগণের
সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহও মায়া নির্ব্বাহ করিয়া-
ছেন॥

পৌর্ণমাসী। তবে কি!

পতিম্মন্য গোপদিগের কুমারী সকলের প্রতি যে দারতা
অর্থাৎ ভার্য্যাত্ব, তাহা কেবল মমতামাত্রই হইয়াছিল, যেহেতু
এই সকল কুমারীদিগের দর্শনও তাহাদের সম্বন্ধে অতিশয়
দুর্ঘট অর্থাৎ তাহারা কখন ইহাঁদিগকে ভার্য্যা বলিয়া নিরী-
ক্ষণও করিতে সমর্থ হয় নাই॥ ৪৪॥

গার্গী। অদো ণ কৃখু অচ্চরিও অট্‌ঠাণং কহ্নে গরিট্‌ঠো অণুরাও ॥

পৌর্ণমাসী। অষ্টানামিতি কিমুচ্যতে গোকুলে কন্যাঃ খলু কুরঙ্গীদৃশস্তত্র নানুরাগঃ ॥ ৪৫ ॥

গার্গী। সচ্চং ভণাসি জং দাণীং সদুত্তরাইং সোলহাইং গোউলকণ্ণআ সহস্‌সাইং। কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ। এদং মন্তং জপন্তাইং পঞ্চেহিং চন্দাঅলী পহুদীহিং সংগমিঅ উণ চণ্ডিঅং অচ্চন্তি ॥

গার্গীতি। অতো ন খলু আশ্চর্য্যং অষ্টানাং কৃষ্ণে গরিষ্ঠোঽনুরাগঃ ॥ ৪৫ ॥

গার্গীতি। সত্যং ভণসি যদিদানীং শতোত্তরাণি ষোড়শ-কন্যাসহস্রাণি। কাত্যায়নীতি এতন্মন্ত্রং জপন্তীভিঃ পঞ্চভিঃ চন্দ্রাবলীপ্রভৃতিভিঃ সংগম্য পুনঃ চণ্ডিকাং অর্চ্চন্তি ॥

গার্গী। তবে এই অষ্ট কুমারীর কৃষ্ণের প্রতি গরিষ্ঠ অনুরাগও আশ্চর্য্য নয় ॥

পৌর্ণমাসী। অষ্ট কন্যার কথা কি বলিতেছ, গোকুলে কোন্ হরিণাক্ষীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ নাই ? ॥৪৫॥

গার্গী। সত্য বলিতেছেন, যেহেতু শতাধিক ষোড়শ সহস্র গোকুল-কন্যাদিগের সহিত গমন করিয়া চন্দ্রাবলী প্রভৃতি পঞ্চ কুমারী "হে কাত্যায়নি ! হে মহামায়ে ! হে মহাযোগিনি ! হে অধীশ্বরি ! নন্দগোপসুতকে আমার পতি করুন, আপনাকে প্রণাম করি" এই মন্ত্র জপ করিয়া চণ্ডিকার অর্চ্চনা করেন ॥

পৌর্ণমাসী। সা কামান্ পরিচরিতা কুমারিকাভিঃ
কামাখ্যা বিতরতি কামরূপদেবী।
ইত্যেনাং ব্রজহরিণীদৃশামুপান্তে
বর্গোহয়ং গুণবতি গর্গভাষিতেন॥ ৪৬॥
গার্গী। কেণ সূরারাহণে রাহী ণিউত্তা॥
পৌর্ণমাসী। তব তাতেনৈব॥
গার্গী। অজ্জে সুদং মএ তাদমুহাদো জং কণ্ণাণং ভাবিণা কন্তেণ সঙ্গমো বিপ্পওঅং উপপাদেই ত্তি॥

পৌর্ণমাসী। পরিচরিতা পূজিতা কামরূপদেবী কামরূপে ক্রীড়তী॥ ৪৬॥
গার্গীতি। কেন সূর্য্যারাধনে রাধা নিযুক্তা॥
গার্গীতি। আর্য্যে শ্রুতং ময়া তাতমুখাৎ যৎ কন্যানাং ভাবিনা কান্তেন সঙ্গমো বিপ্রয়োগং উৎপাদয়তি। বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বেতি ন্যায়াৎ। উক্তং তব তাতেনেতি শেষঃ॥ ৪৭॥

পৌর্ণমাসী। গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন, কামরূপক্রীড়াশালিনী কামাখ্যা দেবী যদি কুমারীকাগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিতা হয়েন, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে কামনা সকল বিতরণ করেন, হে গুণবতি! এই কারণে ব্রজহরিণাক্ষী-দিগের যূথ কামাক্ষ্যা দেবীর আরাধনা করেন॥ ৪৬॥
গার্গী। কাহা কর্ত্তৃক শ্রীরাধা সূর্য্যপূজায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন॥
পৌর্ণমাসী। তোমার পিতা কর্ত্তৃকই॥
গার্গী। পিতার মুখে শুনিয়াছি যে ঐ সকল কন্যাদিগের ভাবি কান্তের সহিত সঙ্গম বিচ্ছেদ ঘটনা করিবে॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে সম্যগিদমুক্তং। তেন ময়াপি তে কিশোরিকাশিরোরত্নে নিরোদ্ধুমভিমন্যুগোবর্দ্ধনয়োর্জনন্যৌ জটিলাভারুণ্ডে নির্ব্বন্ধেন নিযুক্তে ॥ ৪৭ ॥

গার্গী। কহং দুবে সোঅরে তুমং ণ সংঘডেসি ॥

পৌর্ণমাসী। সদা সঞ্চরতাং দুষ্টকংসচরাণাং বিতর্কশঙ্কয়া।

গার্গী। ণং অউরুব্বং বুত্তন্তং অণ্ণো কোবি জণো জাণই।

পৌর্ণমাসী। নহি নহি কিন্তু মদুপদেশ-বলাদেব কেবলং হরিরাময়োর্জনন্যৌ জানীতঃ ॥ ৪৮ ॥

গার্গীতি। কথং দ্বে সহোদরে ত্বং ন সঙ্ঘটয়সি ॥

গার্গীতি। এতদপূর্ব্ববৃত্তান্তং অন্যঃ কোঽপি জনো জানাতি ॥ ৪৮ ॥

পৌর্ণমাসী। বাছা! যথার্থ বলিয়াছ, এই কারণেই আমি কিশোরীশিরোভূষণ রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুই জনকে নিরোধ করিবার জন্য অভিমন্যু এবং গোবর্দ্ধন-মল্লের জননী জটিলা ও ভরুণ্ডাকে আগ্রহ সহকারে নিযুক্ত করিয়াছি ॥ ৪৭ ॥

গার্গী। আর্য্যে! আপনি কেন এই দুই সহোদরাকে (ভগিনীকে) একত্র মিলিত করিতেছেন না?

পৌর্ণমাসী। বাছা! সর্ব্বদা পরিভ্রমণশীল দুষ্ট কংসসহচরদিগের সংশয় আশঙ্কায় ॥

গার্গী। এই অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত অন্য কেহ কি জানে?

পৌর্ণমাসী। না না, কিন্তু আমার উপদেশ বলে কৃষ্ণরামের জননী যশোদা ও রোহিণী এই দুই জন মাত্র কেবল জানেন ॥ ৪৮ ॥

নেপথ্যে॥

মঞ্চাদুত্তিষ্ঠ পদ্মে মুকুটবিরচনং মুঞ্চ পিঞ্ছেন ভদ্রে
শ্যামে দামানুবন্ধং পরিহর ললিতে পিণ্ঢি মা জাগুড়াণি।
শারিপাঠাদ্বিশাখে ব্যুপরম কবরীসংস্ক্রিয়ামুজ্ঝ শৈব্যে
পূর্ব্বাং বেবেষ্টি কাষ্ঠাং সুরভিখুরপুটীপাংশুপিষ্টাতপুঞ্জঃ॥

পৌর্ণমাসী। পশ্য পশ্য।

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।

নেপথ্যে রঙ্গশালায়াং। নেপথ্যং রঙ্গভূমৌ স্যান্নেপথ্যং চ প্রসাধনে॥
সখীনাং পরস্পরোক্তিরিয়ং। মঞ্চঃ স্যাৎ ক্ষুদ্রখট্টায়ামিতি। দামানুবন্ধং মালারচনং। জাগুড়ানি কুঙ্কুমানি। দিশস্তু ককুভঃ কাষ্ঠা ইত্যমরাৎ। পিষ্টাতঃ গন্ধচূর্ণঃ। পিষ্টাতঃ পটবাসস ইতি কোষাৎ॥ ৪৯॥

(বেশ গৃহে)

পদ্মে! মঞ্চ অর্থাৎ ক্ষুদ্রখট্টা হইতে গাত্রোত্থান কর, ভদ্রে! তুমি আর ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা মুকুট রচনা করিও না, শ্যামে! মালারচনা হইতে ক্ষান্ত হও, ললিতে! আর কুঙ্কুম চূর্ণ করার প্রয়োজন নাই, হে বিশাখে! শারিকার পাঠ হইতে বিরাম পাও, অপর শৈব্যে! তুমিও কবরী সংস্কার পরিত্যাগ কর, ঐ দেখ গাভীবৃন্দের খুরোদ্ধৃত সুগন্ধি ধূলি সকল পূর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন করিল॥

পৌর্ণমাসী। দেখ দেখ, এই ধূলি সমূহ হরিকে উদ্দেশ করিতেছে, অন্ধকার সম্মুখে ঐ হরিকে সঙ্গমিত করি-

ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥৪৯

গার্গী। সংস্কৃতেন।

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতে রাধাং বনায় যা নিপুনা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী-দূতী ॥ ৫০ ॥

নেপথ্যে ॥

ধন্যে কজ্জলমুক্ত বামনয়না পদ্মে পদোঢ়াঙ্গদা
সারঙ্গি ধ্বনদেকনূপুরধরা পালি স্খলন্মেখলা

গার্গীতি। হ্রিয়মিত্যাদি পরিকর নাম মুখসন্ধ্যং গমিতং। বীজস্য বহুলী-কারো জ্ঞেয়ঃ পরিকরো বুধৈরিতি। অত্র বনাকর্ষাণাদিনা অনুরাগবহুলী-করণাৎ পরিকরঃ। নিসৃষ্টার্থা লক্ষণং। বিন্যস্য কার্য্যভারা স্যাদযুনোরেক-তরেণ যা। যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে ইতি ॥ ৫০ ॥

ধন্য ইত্যাদি সর্ব্বত্র সম্বোধনং। এবং ভূতা সতী মাধবেতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥৫১

তেছে, এতদ্দ্বারা ব্রজহরিণলোচনা ও সর্ব্বজ্ঞ বেদের মার্গ সকল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৪৯ ॥

গার্গী। (সংস্কৃত ভাষায়) যে লজ্জা অপহরণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে শ্রীরাধাকে বনে আকর্ষণ করিতেছে, সেই নিপুনা উৎকৃষ্ট বংশজা মুরলীর কাকলীরূপ নিসৃষ্টার্থা দূতী জয়-যুক্ত হউক ॥ ৫০ ॥

(বেশগৃহে)

ধন্যে! তুমি বামনয়নে কজ্জল না দিয়া, পাদ্মে! তুমি চরণে অঙ্গদ পরিধান করিয়া, সারঙ্গি! তুমি এক পদে নূপুর দিয়া, পালি! তুমি স্খলিত মেখলায়, লবঙ্গি! তুমি এক গণ্ডে তিলক

গণ্ডোদ্যত্তিলকা লবঙ্গি কমলে নেত্রার্পিতালক্তকা
মা ধাবোত্তরলং ত্বমত্র মুরলী দূরে কলং কূজতি ॥ ৫১ ॥

গার্গী। নীলাম্বররুইধারী ফুড়িদো গোবোড়ু চক্কবালেণ।
সিদগোমণ্ডলমহুরো মাহুরচন্দো পরিপ্‌ফুরই ॥ ৫২ ॥

পৌর্ণমাসী। সানন্দং।
বিভ্রন্নীলচ্ছবিমবিষমামগ্রহস্তেন যষ্টিং
জুষ্টঃ শ্রোণীতটরুচিরসৌ পীতপট্টাংশুকেন।

গার্গীতি। নীলাম্বররুচিধারী স্ফুরিতো গোপোড়ুচক্রবালেন। সিত-গোমণ্ডলমধুরো মাথুরচন্দ্রঃ পরিস্ফুরতি। নীলাম্বর আকাশঃ। পক্ষে বলদেবঃ। রুচিঃ কান্তিঃ পক্ষে অভিলাষঃ। গাঃ কিরণানি পান্তি যান্যুড়ূনি তেষাং চক্র-বালেন মণ্ডলেন। পক্ষে গোপা এব উড়ূনি তেষাং চক্রবালেন সমূহেন। সিতঃ শুক্লঃ যদ্গোমণ্ডলং কিরণসমূহস্তেন মধুরঃ। পক্ষে সিতং স্নেহবন্ধং যদ্গোমণ্ডলং সুরভীসমূহস্তেন মধুরঃ। মথুরাসম্বন্ধি চন্দ্রঃ। পক্ষে মধুর ইত্যস্য সংস্কৃতং মাধুর্য্যং তদ্যুক্তশ্চন্দ্রঃ সুধাংশুঃ ॥ ৫২ ॥

পৌর্ণমাসী। বিভ্রদিত্যাদি। অবিষমাং ঋজ্বীং। পীতপট্টাংশুকেন যুষ্টং যৎ

দিয়া এবং কমলে! তুমি নেত্রে অলক্তক প্রদান করিয়া ধাবিতা হইও না, এখান হইতে অনেক দূরে মুরলী মধুর ধ্বনি করিতেছে ॥ ৫১ ॥

গার্গী। আহা! নীলিমালঙ্কৃত গগনমণ্ডলের ন্যায় বসনধারী গোপরূপ নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবৃত ও ধবল গোসমূহে মনো-হর, মাথুরচন্দ্র বলদেব বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫২ ॥

পৌর্ণমাসী। (আনন্দের সহিত)
আহা! নীলবর্ণ কান্তি ও হস্তাগ্রে সরল যষ্টি ধারণ করিয়া

নিন্দন্নিন্দীবরমবিরলোৎসর্পিভিঃ কান্তিপূরৈ-
রাভীরীণামিহ বিহরতি প্রেমলক্ষ্মীবিবর্ত্তঃ ॥
তদাবাং যশোদামাসাদয়াব ইতি নিষ্ক্রান্তে ॥ ৫৩ ॥
অঙ্কমুখং ॥ ৫৪ ॥
ততঃ প্রবিশতি বয়স্যৈরুপাস্যমানঃ কৃষ্ণঃ।

কৃষ্ণঃ। সখে মধুমঙ্গল পশ্য পশ্য।
অতনুতৃণকদম্বাস্বাদশৈথিল্যভাজা-
মবিরলতরহম্বারস্ততাম্যন্মুখীয়ং।

শ্রোণীতটং তেন রুচির্যস্য সঃ আভীরাণাং প্রেমলক্ষ্মীবিবর্ত্তঃ প্রেমৈব লক্ষ্মীঃ তস্যাঃ বিবর্ত্তো দুগ্ধস্য দধীব পরিণতঃ। যদ্বা বিবর্ত্তশ্চেষ্টা তদ্ধেতুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। আয়ুর্ঘৃতবৎ কারণয়োরভেদঃ ॥ ৫৩ ॥

অঙ্কমুখলক্ষণমাহ বাহিনীপতিঃ। যত্র স্যাদঙ্ক একস্মিন্নঙ্কানাং সূচনাখিলা। তদঙ্কমুখমিত্যাহুর্বীজস্যোত্থাপনং চ যদিতি। বীজমত্র কারণং ॥ ৫৪ ॥

অতনুতৃণেত্যাদি। বিচার নাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং। বিচার-

পীত পট্টবস্ত্র কটিতটের শোভা সম্পাদনপূর্ব্বক সর্ব্বদিক্ ব্যাপি কান্তিসমূহে ইন্দীবরকেও নিন্দা করত গোপিকাগণের প্রেম-লক্ষ্মীর পরিপাকরূপ হরি বিহার করিতেছেন ॥

তবে আমরা এখন যশোদার নিকট গমন করি। (এই বলিয়া দুই জনে প্রস্থান করিলেন) ॥ ৫৩ ॥

অঙ্কমুখ অর্থাৎ কারণের উত্থাপন ॥ ৫৪ ॥

(বয়স্যগণ দ্বারা উপাস্যমান শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। সখে মধুমঙ্গল! দেখ দেখ।

মহৎ তৃণগুচ্ছের আস্বাদনে শিথিলাঙ্গী ও নিরন্তর হম্বারবে

চটুলিতনয়নশ্রীরাবলীনৈচিকীনাং
পথি সুবলিতকণ্ঠী গোকুলোৎকণ্ঠিতাভূৎ ॥ ৫৫ ॥

মধুমঙ্গলঃ। দিট্‌ঠিয়া বচ্ছলাহিং সুরহীহিং কন্তারভ্রমণখিন্নে এত্থ বম্হণে কারুণ্ণং বিরইদং ॥ ৫৬ ॥

রামঃ। পশ্য পশ্য।
গত্বা পুরস্ত্রিচতুরাণি জবাৎ পদানি
পশ্চাদ্বিলোকয়তি হন্ত তিরঃশিরোধি।

স্বেকসাধ্যস্য বহুসাধনবর্ণনমিতি। অত্রোৎকণ্ঠিতত্বরূপ সাধ্যস্য সাধনানি তৃণাস্বাদ শৈথিল্যাদীনি। কশ্চিত্তু বিচারঃ পূর্ব্ববাক্যের্যদপ্রত্যক্ষার্থদর্শনমিত্যাহ অত্রাপ্যেতদেবোদাহরণং। অতনোর্ম্মহতস্তৃণকদম্বস্য শস্যসমূহস্যাস্বাদে শৈথিল্যং ভজন্তি যা স্তাং। অবিরলতরা অতিনিবিড়া যা হম্বা হম্বা রবাস্তাসামারম্ভে তাম্যদ্‌ঘ্রাণং মুখং যস্যাঃ সা। চটুলিতানি চঞ্চলানি যানি নয়নানি তৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ সা ॥ ৫৫ ॥

দিষ্ট্যা বৎসলাভিঃ সুরভীভিঃ কান্তার ভ্রমণখিন্নে অত্র ব্রাহ্মণে কারুণ্যং বিরচিতং ॥ ৫৬ ॥

রাম ইতি। জবাৎ জবং কৃত্বা। শিরোধি গ্রীবা। বিধুরস্তু পরিক্লিষ্টঃ

ক্লান্তমুখী তথা চঞ্চলাক্ষী গাভীশ্রেণী ঊর্দ্ধকণ্ঠে গোকুলগমনার্থ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

মধুমঙ্গল। কি সৌভাগ্যের বিষয়, বৎসলা গাভীগণ বনভ্রমণখিন্ন এই ব্রাহ্মণের প্রতি করুণা বিধান করিয়াছে॥ ৫৬ ॥

রাম। দেখ দেখ।

ধেনু সকল বেগে দুই চারি পদ অগ্রে গমন করিয়া পুনরায়

* বৎসোৎকরাদপি বকীমথনে গরিষ্ঠ-
প্রেমানুবন্ধবিধুরং পথি ধেনুবৃন্দং ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রতীচীমবেক্ষ্য।

বিচলিতুমসমর্থং ব্যোম্নি মুক্তপ্রতিষ্ঠে
সময়বিপরিণামাদ্বীর্য্যবিধ্বংসনেন।
শিথিলতরকরেণালম্ব্য ভাণ্ডীরচূড়াং
চরমগিরিশিখায়াং লম্বতে ভানুবিম্বং ॥ ৫৮ ॥

রামঃ। পশ্যত পশ্যত।

ইতি ॥ ৫৭ ॥

মুক্তপ্রতিষ্ঠ ইতি মুক্তা প্রতিষ্ঠা আশ্রয়তা যেন তস্মিন্। বিপরিণামাৎ ক্ষয়াৎ। বিধ্বংসনেন বিস্রংসনেন হ্রাসেন ॥ ৫৮ ॥

গ্রীবা বক্রসহকারে পশ্চাৎ দিক্ অবলোকন করিতেছে, যদিচ ইহাদের বৎসগণের প্রতি স্নেহাতিশয় তথাপি ঐ বৎসসমূহ হইতে পূতনাশত্রু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহ অধিক, কি জানি পাছে স্নেহভঙ্গ হয়, এই ভয়ে ধেনুবৃন্দ পথমধ্যে কাতর হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণ। (পশ্চিম দিক্ অবলোকন করিয়া)

আশ্রয়শূন্য গগনমণ্ডলে সূর্য্যমণ্ডল দিবাবসানপ্রযুক্ত ক্ষীণ-বীর্য্য হইয়া শিথিল করে (মন্দীভূত কিরণে) ভাণ্ডীরবৃক্ষাগ্র অবলম্বন পূর্ব্বক অস্তাচল শিখা আশ্রয় করিতেছে ॥ ৫৮ ॥

রাম। দেখ দেখ।

---

* বৎসোৎকরস্য চ বকীমথনস্য চেদং ॥ দ্বিপাঠঃ।

বিপুলোৎপলিকাকূটৈর্গিরিকূট-বিড়ম্বিভির্নিবিড়ং।
বয়মভজাম করীষক্ষোদ-পরীতং ব্রজাভ্যর্ণং॥

তদদ্য কালিন্দীমবগাঢ়াঃ প্রগাঢ়বিশ্রান্তিমুৎসারয়াম।
ইতি সখিভিঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ॥ ৫৯॥

কৃষ্ণঃ। সখে মধুমঙ্গল পশ্য পশ্য।

দ্রবন্নব-বিধূপল-প্রকরদত্ত-পাদ্যঃ শশী
সরত্নতরলোচ্ছলজ্জলধিকল্পিতার্ঘক্রিয়ঃ।

বিপুলেতি। উৎপলিকা করীষঃ উৎপলা ইতি প্রসিদ্ধা। করীষক্ষোদানি উৎপলিকাচূর্ণানি। কালিন্দীমবগাঢ়াঃ কালিন্দ্যামবগাহং কুর্ব্বন্তঃ॥ ৫৯॥

দ্রবন্নিত্যাদি। শশী চন্দ্রমা। উন্মীলয়ত্যুদয়তীত্যন্বয়ঃ। দ্রবতা নবীনেন বিধূপলপ্রকরেণ চন্দ্রকান্তসমূহেন দত্তং পাদ্যং যস্মৈ সঃ। সরত্নৈস্তরলৈস্তরলৈরুচ্ছলতা জলধিনা কল্পিতাহর্ঘক্রিয়া যস্য সঃ। হরিদ্ভির্দিগ্‌ভিরেব পরিজনৈ-

---

আমরা বুঝি পর্ব্বতশৃঙ্গবিড়ম্বি বিপুল উৎপলিকা (ঘসি) সমূহে তথা শুষ্ক গোময়চূর্ণে পরিব্যাপ্ত ব্রজপুরের সমীপবর্ত্তি হইলাম॥

তবে চল, প্রগাঢ় পরিশ্রম উপশম নিমিত্ত কালিন্দী-সলিলে অবগাহন করিগা। (এই বলিয়া সখাগণের সহিত প্রস্থান)॥ ৫৯॥

কৃষ্ণ। সখে মধুমঙ্গল! দেখ দেখ।

চন্দ্রকান্তমণি সকল দ্রবীভূত হইয়া যাঁহাকে পাদ্য প্রদান করিতেছে, রত্নাকর উচ্ছলিত সরত্ন-তরঙ্গ দ্বারা যাঁহার পাদ্য বিধান করিতেছে এবং দিগঙ্গনাগণ উদিত-নক্ষত্রসমূহে যাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে, সেই শশী কন্দর্পরস-

* উড়ূল্লসিত-দিগ্বধূগণবিকীর্ণপুষ্পাঞ্জলিঃ
স্ফুরত্তনুরুদঞ্চিতস্মররসোর্ম্মিরুন্মীলতি ॥ ৬০ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্স কিং ইমিণা বরাএণ কলঙ্কিণা চন্দেণ পেক্খ লদাজালম্বরে ণিক্কলঙ্কাইং সোলহ চন্দমণ্ডলসহস্সাইং উম্মীলিদাইং ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণঃ। সমীক্ষ্য। সম্যগাত্থ বহুধা সাম্যেঽপি বাঢ়মেকেন
কর্ম্মণামুষিতোঽয়মোষধীশঃ ॥ ৬২ ॥
তথাহি ॥

স্রীরিতোঽর্পিতঃ স্ফুটতরাণামুড়ূনামেব পুষ্পাণামঞ্জলির্যস্মিন্ সঃ। উদঞ্চিতাস্মররসানামূর্ম্মির্যস্মাৎ সঃ ॥ ৬০ ॥

মধু ইতি। প্রিয়বয়স্য কিং অনেন বরাকেণ কলঙ্কিনা চন্দ্রেণ পশ্য লতাজালাম্বরে নিষ্কলঙ্কানি ষোড়শচন্দ্রমণ্ডলসহস্রাণি উন্মীলিতানি ॥ ৬১ ॥

একেন কর্ম্মণা স্বরঙ্গধরণেন গোপীমুখৈরয়ং চন্দ্রো মুষিতো নির্জিতঃ ॥ ৬২ ॥

বহুধা সমত্বমেক কর্ম্ম চ দর্শয়তি তথাহীতি ॥

তরঙ্গে ভূষিত হইয়া মনোহর মূর্ত্তিতে উদিত হইতেছেন ॥৬০॥

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য! এই কলঙ্কী ক্ষুদ্র চন্দ্রে প্রয়োজন কি? ঐ দেখ লতাজালরূপ আকাশে গোপীরূপ নিষ্কলঙ্ক ষোড়শ সহস্র চন্দ্রমণ্ডল উদিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণ। (নিরীক্ষণ করিয়া) সখে! যথার্থ বলিয়াছ, বহুপ্রকারে সমতা থাকিলেও গুরুতর এক কর্ম্ম দ্বারা এই চন্দ্র লজ্জিত হইয়াছেন ॥ ৬২ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ ॥

---

* হরিং পরিজনেরিতস্ফুটতরোড়ুপুষ্পাঞ্জলিঃ ॥ অয়ং দ্বিপাঠঃ।

নবনবসুধাসম্বাধোঽপি প্রিয়োঽপি দৃশাং সদা
সরসিজাবলীং ম্লানাং কুর্ব্বন্নপি প্রভয়া স্বয়া।
শুচিরপি কলাপূর্ণোপ্যচ্চৈঃ কুরঙ্গধরঃ শশী
ব্রজমৃগদৃশাং বক্ত্রেরেভিঃ সুরঙ্গধরৈর্জিতঃ ॥ ৬৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স জুত্তং উক্কণ্ণোঽসি জং দক্খিণেণ কলম্বকুড়ুঙ্গং কাবি আঅড্ঢণমন্তং পঢ়েদি ॥ ৬৪ ॥

নবনবেত্যাদি। অতিশয় নাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং বহূন্ গুণান্ কীর্ত্তয়িত্বা সামান্যত্বেন সংশ্রিতান্। বিশেষঃ কীর্ত্ত্যতে যত্র জ্ঞেয়ঃ সোঽতিশয়ো বুধৈরিতি। অত্র মুখচন্দ্রয়োঃ সুধাসংবাধোপীত্যাদি সামান্যগুণকীর্ত্তনানন্তরং মুখে সুরঙ্গত্বকীর্ত্তনং বিশেষ ইতি জ্ঞেয়ং। নবনবসুধাভিঃ সম্বাধো নিবিড়োঽপি। শুচিঃ শ্বেতঃ পক্ষে উজ্জ্বলঃ। কলাঃ ষোড়শঃ পক্ষে চতুঃষষ্টিঃ। কুরঙ্গো মৃগবিশেষ এব কুৎসিতরঙ্গস্তং ধরতীতি কুরঙ্গধরঃ ॥ ৬৩ ॥

মধু ইতি। ভো বয়স্য যুক্তং উৎকর্ণোঽসি যৎ দক্ষিণেন কদম্বকুঞ্জং কাপি আকর্ষণমন্ত্রং পঠতি ॥ ৬৪ ॥

শশী নব নব নিবিড় সুধায় নেত্র সকলের প্রিয়পাত্র, সর্ব্বদা স্বীয় প্রভা দ্বারা পদ্মশ্রেণী ম্লানকারী শুভ্রবর্ণ ও ষোড়শ কলায় পূর্ণ হইলেও কুরঙ্গধর অর্থাৎ হরিণলাঞ্ছন প্রযুক্ত ইনি ব্রজ-হরিণাক্ষীদিগের সুরঙ্গধারি বদনসমূহের সমীপে পরাজিত হইয়াছেন ॥ ৬৩ ॥

মধুমঙ্গল। বয়স্য! তুমি যে উৎকর্ণ হইয়াছ ইহা উপযুক্ত বটে, যে হেতু কদম্বকুঞ্জের অদূরবর্ত্তি দক্ষিণদিকে কোন এক রমণী আকর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিতেছে ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণঃ। সেয়ং দীব্যতি শৈব্যায়াঃ প্রাবিকা বিশ্বপাবিকা।
বেণুর্যদ্বিভ্রমারম্ভে স্তম্ভমালম্বতে মম॥
ইত্যগ্রতো গত্বা সোৎসুক্যং॥ ৬৫॥
তুম্বীফলস্তনীয়ং প্রবালসুষমাধরা কলোল্লসিতা।
হরতি ধৃতিং মম ভদ্রা নববল্লবী বল্লকী চাস্যাঃ॥ ৬৬॥

কৃষ্ণ ইতি। পাবিকা ক্ষুদ্রবংশরূপা। বিশ্বপাবিকা বিশ্বশোধিকা যস্যাঃ পাবিকায়া বিভ্রমস্য বাদ্যবিলাসস্যারম্ভে সতি মম বেণু স্তম্ভমালম্বতে॥ ৬৫॥
তুম্বীফলেত্যাদি। ভদ্রা নাম যূথেশ্বরী। অস্যা বল্লকী বীণা চ মম ধৃতিং হরতি। তুম্বীফলবৎ স্তনৌ যস্যাঃ সা। প্রবালবৎ সুষমা পরমা শোভা যয়ো স্তাদৃশাবধরাবধরোষ্ঠৌ যস্যাঃ সা। পক্ষে প্রবালস্য নিজদণ্ডস্য সুসমাং ধরতীতি সা। বীণাদণ্ডঃ প্রবালঃ স্যাদিতি কোষাৎ। সুষমা পরমাশোভেত্যমরাৎ। কলাভিরুল্লসিতা। পক্ষে কলেনোল্লসিতা॥ ৬৬॥

কৃষ্ণ। তাই ত এই যে শৈব্যার বিশ্বশোধিকা ক্ষুদ্র বংশিকার বাদ্যারম্ভে আমার বেণু যে স্তম্ভভাব অবলম্বন করিল! (এই বলিয়া অগ্রে গমন পূর্ব্বক উৎসুকের সহিত)॥৬৫
আহা! ভদ্রা ও ভদ্রার বীণা এই উভয়েই তুল্য, কি আশ্চর্য্য! বীণার যেমন দুই দিকে তুম্বীফল, ভদ্রারও তদ্রূপ বীণার দুই তুম্বীফলে দুই স্তন সংযুক্ত, ভদ্রার যেমন প্রবাল-বৎ শোভা সম্পন্ন অধর, বীণাও তদ্রূপ প্রবাল অর্থাৎ স্বীয় দণ্ডে সুশোভিত, ভদ্রা যেমন কলা সমূহে উল্লাসিনী, বীণাও তেমনি কল অর্থাৎ অব্যক্ত মধুর ধ্বনিতে ভূষিত, অতএব ভদ্রা বল্লবী (গোপী) ও বল্লকী (বীণা) এই দুই আমার ধৈর্য্য হরণ করিতেছে॥ ৬৬॥

মধুমঙ্গলঃ। বঅস্‌স অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং মজ্‌ঝে জমুণং কাবি কচ্ছবী কুণকুণাএদি ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণঃ। সস্মিতং।

স্মরকেলিনাট্যনান্দীং শব্দব্রহ্মশ্রিয়ং মুহুর্দধতী।
বহতি মুদং মে মহতীমিহ মহিতা শ্যামলা মহতী ॥

ইতি পরিক্রম্য সহর্ষং ॥ ৬৮ ॥

কলশিঞ্জিত-কলয়ারাদবিকলয়া মে প্রমোদকল্লোলং।

মধু ইতি। বয়স্য আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং মধ্যে যামুনং যমুনায়া মধ্যে কাপি কচ্ছপী কুনকুনায়তি। কচ্ছপী বীণা। পক্ষে কমঠী। কুনকুনশব্দং করোতি কুনকুনায়তি ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণঃ। স্মরকেলীত্যাদি। শ্যামলায়া মহতী বীণা মম মহতী মুদং বহতী মহিতা শ্রেষ্ঠা। শব্দাত্মক ব্রহ্মণঃ শ্রিয়ং শোভাং প্রপূরয়তী। কীদৃশীং স্মরকেলি-রূপস্য নাট্যস্য নান্দী মঙ্গলপাঠস্তাং ॥ ৬৮ ॥

কলশিঞ্জিতেত্যাদি। পদ্মায়াঃ কলাবী প্রকোষ্ঠৌ নিলয়ৌ যেষাং তে বলয়া

মধুমঙ্গল। বয়স্য! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! যমুনার মধ্যে কোন কচ্ছপী (বীণা) কুন কুন শব্দ করিতেছে ॥৬৭

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া)।

সখে! শ্যামলার মনোজ্ঞ বীণা মুহুর্মুহুঃ কন্দর্পকেলি-নাট্যের নান্দীপাঠরূপ শব্দ ব্রহ্মের শোভা ধারণ করিয়া আমার আনন্দাতিশয় বহন করিতেছে ॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক হর্ষের সহিত) ॥ ৬৮ ॥

অদূরে পদ্মার প্রকোষ্ঠস্থ বলয়া সকল সুধীর অব্যক্ত মধুর

পদ্মা কলাবিনিলয়া বলয়া কলয়াম্বভূবুরলং ॥
ইতি পরিতো দৃষ্টিং ক্ষিপন্।
সখে কথমত্রাদ্য নোন্মীলতি চন্দ্রাবলীপরিমলঃ তদ্বা-
মতঃ করালা গৃহোপান্তবাটিকামাসাদয়াব। ইতি পরি-
ক্রামতি ॥ ৬৯ ॥
মধুমঙ্গলঃ। পুরোঽবলোক্য। এষা উবণন্দ-পুত্তস্স সুহদ্দস্স
বহূ কুন্দলদিআ ইদো আঅচ্ছদি ॥

মে মম প্রমোদকল্লোলং কলয়াম্বভূবুরুৎপাদয়ামাসুঃ। কয়া কলানি মধুরাণি যানি শিঞ্জিতানি তেষাং কলয়া কৌশলেন। অবিকলয়া পূর্ণয়া। কলাবীতি প্রকোষ্ঠঃ স্যাদিতি হারাবলী কলাভিঃ শিল্পৈরুল্লষিতা। যদ্বা কলা লক্ষ্মী স্তস্যাতোঽপ্যুল্লসিতা। কলা স্যান্মূলে বৈ বৃদ্ধৌ শিল্পাদাবংশমাত্রকে। ষোড়শাংশে চ চন্দ্রস্য কমলা কালমানয়োরিতি মেদিনী ॥ ৬৯ ॥
মধু ইতি। এষা উপনন্দপুত্রস্য সুভদ্রস্য বধূ কুন্দলতিকা অত্রাগচ্ছতি ॥

শব্দ দ্বারা আমার আনন্দতরঙ্গ সম্পাদন করিতেছে ॥
(এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত)।
সখে! এ যাবৎ কেন চন্দ্রাবলীর পরিমল উদগত হই-
তেছে না, তবে চল, করালার গৃহসমীপবর্ত্তি উদ্যানে প্রবেশ
করিগা। (এই বলিয়া উভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন) ॥ ৬৯ ॥
মধুমঙ্গল। (অগ্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) এই যে, উপনন্দ-পুত্র
সুভদ্রের বধূ কুন্দলতিকা এই দিকেই আসিতেছে ॥

প্রবিশ্য কুন্দলতা। কহ্ন অআলে প্পফুল্লং বঞ্জুলং কীস ণ সলাহসি ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণঃ। দৃশং ক্ষিপন্নাত্মগতং। নূনং চন্দ্রাবলীচরণচাতুরী-চমৎকারোঽয়ং। ইতি সোৎকণ্ঠমভিনন্দ্য ॥

এতানি বঞ্জুলবনান্তরমঞ্চিতানি
কাদম্বকূজিত-কদম্ববিড়ম্বনানি।
মন্ত্রাণি কর্ণকুহরং মম নন্দয়ন্তি
চন্দ্রাবলীকণকনূপুরশিঞ্জিতানি ॥ ৭১ ॥

কুন্দলতা। সুন্দর ভারুণ্ডাএ গব্ভঘরে নিরুদ্ধাবি চন্দাঅলী

কুন্দলতা। কৃষ্ণ অকালে প্রফুল্লং অশোকং কস্মান্ন শ্লাঘসে ॥ ৭০ ॥
কৃষ্ণ ইতি। আত্মগতং মনসি চিন্তিতং। কাদম্বঃ কলহংসঃ ॥ ৭১ ॥
কুন্দলতা। সুন্দর ভারুণ্ডায়াঃ গর্ভগৃহে নিরুদ্ধাপি চন্দ্রাবলী ময়া চাতুরী-

---

কুন্দলতার প্রবেশ।

কুন্দলতা। কৃষ্ণ! অকালে অশোকবৃক্ষ প্রফুল্ল দেখিয়া কেন প্রশংসা করিতেছ না ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণ। (দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মনে মনে) এ নিশ্চয় চন্দ্রাবলীর চরণ-চাতুরীর চমৎকার অর্থাৎ তাঁহারই পদাঘাতে অকালে এই অশোকবৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়াছে। (এই বলিয়া উৎকণ্ঠার সহিত অভিনন্দনা করিয়া) ॥

আহা! চন্দ্রাবলীর চরণপরিহিত নূপুরধ্বনি মন্ত্রসদৃশ হইয়া এই অশোক-কাননান্তর্গত কলহংসগণকে পরাজিত এবং আমার কর্ণকুহরকে আনন্দিত করিতেছে ॥ ৭১ ॥

কুন্দলতা। সুন্দর! ভারুণ্ডার গৃহমধ্যে চন্দ্রাবলী অবরুদ্ধা

মএ চাতুরীপবন্ধেণ কড্‌ঢিদা ॥

কৃষ্ণঃ। ভারুণ্ডায়া কথমকাণ্ডে কার্কশ্যমারব্ধং ॥ ৭২ ॥

কুন্দলতা। ণ কেঅলং ভারুণ্ডাএ জডিলা পহুদীহিং বি সব্ব বুড্‌ঢিয়াহিং ॥ ৭৩ ॥

প্রবিশ্য পদ্ময়া চন্দ্রাবলী। সংস্কৃতেন।

রচয়তু মম বৃদ্ধা তর্জ্জনং দুর্জ্জনী সা

কবলয়তু কুলেন্দুং কোঽপি দুর্ব্বাদরাহুঃ।

প্রবন্ধেন কর্ষিতা ॥ ৭২ ॥

কুন্দলতা। ন কেবলং ভারুণ্ডয়া জটিলা প্রভৃতিভিরপি সর্ব্ববৃদ্ধাভিঃ ॥ ৭৩ ॥

চন্দ্রাবলী। রচয়ত্বিত্যাদি বৃদ্ধা মম তর্জ্জনং রচয়তু যতঃ সা দুর্জ্জনী। দুর্ব্বাদ এব রাহুঃ মধুরিপোর্মুখমেব পদ্মঃ তস্যালোক এব মাধ্বীকং তস্মিন্‌ যো লোভস্তং ॥ ৭৪ ॥

ছিলেন, আমি চাতুর্য্য-কৌশল দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছি ॥

কৃষ্ণ। ভারুণ্ডা কেন অকারণে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিল ?

কুন্দলতা। কেবল ভারুণ্ডা নহে, জটিলা প্রভৃতি সকল বৃদ্ধাই ॥ ৭৩ ॥

পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবলী। (সংস্কৃতভাষায়)।

সহচরি! দুর্জনস্বভাবা ভারুণ্ডা আমার প্রতি তর্জ্জনই বিধান করুক বা কোন দুর্ব্বাদরূপ রাহু কুলচন্দ্রকেই গ্রাস করুক, তথাপি আমার নেত্রভৃঙ্গদ্বয় মধুরিপুর মুখপদ্মের দর্শন

সহচরী পরিহর্ত্তুং নাক্ষিভৃঙ্গৌ ক্ষমেতে
মধুরিপুমুখপদ্মালোকমাধ্বীকলোভং ॥ ৭৪ ॥

কৃষ্ণঃ । চন্দ্রাবলীমাসাদ্য সানন্দং ।

নীতস্তন্বি মুখেন তে পরিভবং ভ্রূক্ষেপবিক্রীড়য়া
বিভ্যদ্বিষ্ণুপদং জগাম শরণং তত্রাপ্যধৈর্য্যং গতঃ ।
আসাদ্য দ্বিজরাজতাং বিজয়িনঃ সেবার্থমস্যোজ্জ্বল-
শ্চন্দ্রোঽয়ং দ্বিজরাজতা পদমগাত্তেনাসি চন্দ্রাবলী ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণঃ । নীতস্তন্বীত্যাদি । নিরুক্তং নাটকভূষণমিদং । তল্লক্ষণং । নিরুক্তং নিরবদ্যোক্তির্নাম্নর্থস্য প্রসিদ্ধয়ে ইতি । অত্র চন্দ্রাবলী নাম নিরুক্তং । হে তন্বি অয়ং চন্দ্রস্তে তব মুখেন কর্ত্রা ভ্রূক্ষেপবিক্রীড়য়া করণেন পরিভবং নীতঃ সন্ বিভ্যৎ সন্ বিষ্ণুপদমাকাশং শরণং জগাম । তত্রাকাশেঽপি অধৈর্য্য-মস্থিরতাং গতঃ সন্ বিজয়িনোঽস্য সেবার্থং দ্বিজরাজতাং দন্তশ্রেণিতামাসাদ্য তত্তাদাত্ম্যং প্রাপ্য দন্তশ্রেণী ভূত্বোজ্জ্বলঃ সন্ দ্বিজরাজতা পদং চন্দ্রত্বং পক্ষে দন্তেষু রাজত্বপদমগাৎ । তেন হেতুনা ত্বং চন্দ্রাবলী দন্তরূপা চন্দ্রাণামাবলির্যস্যাং সাসি ॥ ৭৫ ॥

মাধ্বীকের লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না ॥৭৪॥

কৃষ্ণ । (চন্দ্রাবলীর নিকট উপস্থিত হইয়া আনন্দের সহিত)

হে কুরঙ্গি ! তোমার মুখচন্দ্রসম্ভূত ভ্রূভঙ্গিলীলায় উজ্জ্বল চন্দ্র পরাভব প্রাপ্ত হওত ভীতি সহকারে আকাশের শরণাগত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি স্থিরভাবে থাকিতে না পারিয়া জয়কারি বদনের সেবার্থ দ্বিজরাজিতা অর্থাৎ দন্ত-শ্রেণীতে আসিয়া দ্বিজরাজত্ব লাভ করিয়াছেন, অতএব হে সুন্দরি ! এই কারণেই তোমার নাম চন্দ্রাবলী ॥ ৭৫ ॥

কুন্দলতা। মোত্তিঅসরমজ্ঝট্‌ঠিঅ রঅণে
অড়িবিম্বদত্তসম্বলিদা।
তুহ হিঅঅং ণিউণা মে
জাআ চন্দাঅলী জাদা॥

কৃষ্ণঃ। স্মিতং কৃত্বা। কুন্দলতিকে কথং তে যাতা
চন্দ্রাবলী॥ ৭৬॥

কুন্দলতা। গোউল জুঅরাঅ গোঅড্ঢণো অব্ব দেঅরো চেচঅ
সচ্চো॥ ৭৭॥

চন্দ্রাবলী। সভ্রুভঙ্গমপবার্য্য। ধৃট্‌ঠে কুন্দলদা চেচঅ ভমরা-

কুন্দ ইতি। মৌক্তিকহারমধ্যস্থিতরত্নে প্রতিবিম্বসম্বলিতা। তব হৃদয়ং নিপুণা মে যাতা চন্দ্রাবলী যাতা॥ ৭৬॥

কুন্দ ইতি। গোকুলযুবরাজ গোবর্দ্ধনঃ খলু অস্যাঃ অলীক স্বামী। অস্মদ্দেবর এব সত্যঃ॥ ৭৭॥

চন্দ্রাবলী। অপবার্য্য কর্ণে লগিত্বাহ। ধৃষ্টে কুন্দলতৈব ভ্রমরাকর্ষিণী ভবতি

কুন্দলতা। কৃষ্ণ! তোমার হৃদয়স্থ মুক্তাহারমধ্যগত রত্নে আমার দেবরপত্নী নিপুণা চন্দ্রাবলী প্রতিবিম্বিতা হইয়াছেন॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কুন্দলতিকে! কিরূপে চন্দ্রাবলী তোমার দেবরপত্নী হইলেন॥ ৭৬॥

কুন্দলতা। গোকুল-যুবরাজ! গোবর্দ্ধন-মল্ল ইহাঁর অলীক-স্বামী, কিন্তু তুমিই আমার দেবর সত্য॥ ৭৭॥

চন্দ্রাবলী। (ভ্রূভঙ্গের সহিত নিবারণ করিয়া) ধৃষ্টে! কুন্দ-

কড্‌ঢিণী হোদি ॥ ৭৮ ॥

কুন্দলতা। দেঅর এষা ণিউঞ্জঘরিণী কধেদি ছইল্লো ণ কৃখু এসো বুন্দাঅণভমরো জং পপ্‌ফুল্লং পউমালীং ণ পিবেদি ॥ ৭৯ ॥

পদ্মা। অলিআসংসিণি চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ জঙ্গলসঞ্চারিণো ভমরস্‌স বিসাহা সহচরী চ্চেঅ সুলহা ণ কৃখু অমি অউপ্পন্না

কুন্দলতা কুন্দপুষ্পলতা। পক্ষে তন্নাম্নী সুভদ্রস্য বধুস্ত্বং। ভ্রমরো ভৃঙ্গঃ পক্ষে ভ্রমণশীলঃ কৃষ্ণঃ ॥ ৭৮ ॥

কুন্দ ইতি। দেবর এষা নিকুঞ্জগৃহিণী কথয়তি ছবিলঃ খলু এষো বৃন্দাবনভ্রমরো যৎ প্রফুল্লং পদ্মালীং ন পিবতি। পক্ষে পদ্মায়া আলীং সখীং চন্দ্রাবলীং। আলী সখী বয়স্যেত্যমরাৎ। ছবিলঃ বিদগ্ধঃ ॥ ৭৯ ॥

পদ্মেতি। অলীকাশংসিনি তিষ্ঠ তিষ্ঠ। বিপিনসঞ্চারিণো ভ্রমরস্য বিশাখা সহচরী এব সুলভা। ন খলু অমৃতোৎপন্না পদ্মালী। পক্ষে পদ্মায়া আলীং চন্দ্রাবলীং। আলী সখী বয়স্যেত্যমরাৎ। পক্ষে পদ্মালিঃ কমলশ্রেণী। পক্ষে বিশাখা শাখারহিতা সহচরী ঝিণ্টী। পক্ষে বিশাখায়াঃ সহচরী শ্রীরাধা। অমৃতে

লতাই ভ্রমরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

কুন্দলতা। দেবর! এই নিকুঞ্জগৃহিণী বলিতেছেন যে, বৃন্দাবনস্থ ভ্রমর বিদগ্ধ নহেন, যে হেতু ইনি প্রফুল্ল পদ্মালীকে (পদ্মশ্রেণীকে) পান করিতেছেন না ॥ ৭৯ ॥

পদ্মা। হে মিথ্যাশঙ্কিনি! থাক থাক, বনভ্রমণশীল ভ্রমরের বিশাখা সহচরীই অর্থাৎ শাখাশূন্য ঝিণ্টী পুষ্পই সুলভ,

পউমালী ॥ ৮০ ॥

কুন্দলতা। চন্দাঅলি বিদিদা উদাসি কীস লজ্জসি তা অলং করেহি পীণুত্তুঙ্গত্থণবন্ধুণা অপ্পণো হারেণ হরিবক্‌খ-খলং ॥ ৮১ ॥

চন্দ্রাবলী। সাভ্যসূয়ং। কুন্দলতিএ ণিঅকণ্ঠট্‌ঠিদাএ একা-অলীএ তুমং চ্চেঅ অলং করেহি ॥

কুন্দলতা। মাহব খবইণীং করেহি চন্দাঅলীএ কণ্ণলদিঅং ॥

জলে উৎপন্না পদ্মালি কমলশ্রেণী। পক্ষে সুধোৎপন্না পদ্মায়া আলী চন্দ্রাবলী-সুখেন লভ্যা নতু যত্নলভ্যা ইত্যাত্মনঃ উৎকর্ষাক্ষেপণং ॥ ৮০ ॥

কুন্দ ইতি। চন্দ্রাবলি বিদিতাকৃতাসি কস্মাল্লজ্জসে তদলং কুরু পীনোত্তুঙ্গ-স্তনবন্ধুনা আত্মনো হারেণ হরিবক্ষঃস্থলং ॥ ৮১ ॥

চন্দ্রেতি। কুন্দলতিকে নিজকণ্ঠস্থিতয়ৈকাবল্যা ত্বমেব অলঙ্কুরু ॥

কুন্দেতি। মাধব স্তবকিনীং কুরু চন্দ্রাবল্যাঃ কর্ণলতিকাং ॥ চন্দ্রেতি।

কখন অমৃতোৎপন্না পদ্মশ্রেণী হইতে পারে না ॥ ৮০ ॥

কুন্দলতা। চন্দ্রাবলি! তোমার অভিপ্রায় জানিলাম, কেন লজ্জা করিতেছ, অতএব আপনার পীন উত্তুঙ্গ স্তনসঙ্গি হার দ্বারা হরি-বক্ষকে অলঙ্কৃত করগা ॥ ৮১ ॥

চন্দ্রাবলী। (অসূয়ার সহিত) কুন্দলতিকে! স্বীয় কণ্ঠস্থিত একাবলী হারের সহিত তুমিই আপনার বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত কর ॥

কুন্দলতা। মাধব! তুমি চন্দ্রাবলীর কর্ণলতিকাকে স্তবকিনী কর ॥

চন্দ্রাবলী। হলা পিঅজণ-পেক্‌খণ-পজ্জুস্‌সুঅস্‌স বইন্দণন্দণস্‌স
মগ্‌গে ণ ক্‌খু পড়িবন্ধিণী হোহি ॥ ৮২ ॥
কুন্দলতা। সহি কা অণ্ণা তুঅত্তো ইমস্‌স্ পিআ ॥
পদ্মা। অই রাহাসহি বিরম্মেহি ॥ ৮৩ ॥
কৃষ্ণঃ। সরোজাক্ষি পরোক্ষং তে কদাপি হৃদয়ং মম।
ন স্প্রষ্টুমপ্যলং বাধা রাধা ত্বাক্রম্য গাহতে।
ইতি সশঙ্কং। বাধা রাধয়োর্বিপর্য্যাসং পঠতি ॥ ৮৪ ॥

সখি! প্রিয়জনপ্রেক্ষণপর্য্যুৎসুকস্য ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য মার্গে ন খলু প্রতিবন্ধিনী ভব ॥ ৮২ ॥

কুন্দেতি। সখি! কা অন্যা ত্বত্তঃ অস্য প্রিয়া ॥

পদ্মেতি। অয়ি রাধাসখি! বিরমেতি ॥ ৮৩ ॥

কৃষ্ণ ইতি। সরোজাক্ষীত্যাদি, ভ্রংশনাম নাটকভূষণমিদং, তচ্চ দ্বিপ্রকারং। তত্রোত্তরপ্রকারলক্ষণং, কথয়ন্তি বুধা ভ্রংশং বাচ্যাদন্যতরদ্বচ ইতি। আক্রম্য হঠাদিত্যর্থঃ। অথবা রাধাহৃদয়মাক্রম্য ব্যাপ্য যা বর্ত্ততে ইত্যস্যাঃ হৃদয়স্পর্শো-ঽবকাশাভাবঃ সূচিতঃ। বাধেতি বাচ্যে রাধেত্যুক্তং ॥

অগ্রে রাধাং পশ্চাদ্বাধাং পঠতি ॥ ৮৪ ॥

চন্দ্রাবলী। সখি! প্রিয়জন সন্দর্শনে পর্য্যুৎসুক ব্রজেন্দ্রনন্দ-
নের পথে প্রতিবন্ধিনী হইও না ॥ ৮২ ॥
কুন্দলতা। সখি! তোমা হইতে ইহাঁর অন্য কে প্রিয়তমা?
পদ্মা। অহে রাধাসখি! ক্ষান্ত হও ॥ ৮৩ ॥
কৃষ্ণ। হে সরোজাক্ষি! তোমার পরোক্ষে বাধা কখন
আমার হৃদয়স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু রাধা
আসিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন।
(এই বলিয়া সশঙ্কে) বাধা ও রাধা এই দুইয়ের বিপর্য্যয়

পদ্মা। মহাপুরিসা কৃখু ণ জাদু অসচ্চভাসিণো হোন্তি ॥

(নেপথ্যে।)

কুন্দলতে! সাহু সাহু, সচ্চং ণ জাণাসি পত্থরপুঞ্জ-কঠোরং গোঅর্দ্ধণং ॥ ৮৫ ॥

কুন্দলতা। হদ্ধী হদ্ধী! ভারুণ্ডা চণ্ডী চণ্ডিমাণং কুণাদি ॥

চন্দ্রাবলী। সত্রাসং। সহি পউমে সদ্দূলীব্ব গজ্জাদি বুড্ঢিয়া তা অপসপ্পম্হ।

পদ্মেতি। মহাপুরুষাঃ খলু ন জাতু কদাচিৎ অসত্যভাষিণো ভবন্তি ॥

(নেপথ্যে) কুন্দলতে! সাধু সাধু, সত্যং ন জানাসি প্রস্তরপুঞ্জকঠোরং গোবর্দ্ধনং। পর্ব্বতমিব গোবর্দ্ধনমল্লং ॥ ৮৫ ॥

কুন্দেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! ভারুণ্ডা চণ্ডী চণ্ডিমানং করোতি। চণ্ডিমানং প্রচণ্ডতাং পক্ষে চণ্ডিত্বং ॥

চন্দ্রেতি। সখি পদ্মে! শার্দ্দূলীব গর্জ্জতি বৃদ্ধা তৎ অপসর্পাবঃ ॥

অর্থাৎ অগ্রে রাধা পশ্চাৎ বাধা, এইরূপ পাঠ করিলেন ॥৮৪॥

পদ্মা। মহাপুরুষেরা কখনই অসত্যবাদী হয়েন না ॥

(নেপথ্যে অর্থাৎ বেশগৃহে।)

কুন্দলতে! সাধু সাধু, তুমি কি জান না? প্রস্তরপুঞ্জের স্থায় গোবর্দ্ধনমল্ল অতিশয় কঠিন ॥ ৮৫ ॥

কুন্দলতা। হা ধিক্! হা ধিক্! কোপবতী ভারুণ্ডা অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল ॥

চন্দ্রাবলী। (ত্রাসের সহিত) সখি পদ্মে! বৃদ্ধা ব্যাঘ্রীর স্থায় গর্জ্জন করিতেছে, অতএব আমরা পলায়ন করি।

ইতি পদ্ময়া সহ নিষ্ক্রান্তা ॥

কুন্দলতা। অহং গোউলেসরীং অণুসরিস্সং।

ইতি নিষ্ক্রান্তা ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণঃ। পুরো গত্বা সৌৎসুক্যং।

মনস্যয়ং সৌমনসস্য ধন্বন স্তনোতি টঙ্কার-কদম্বসম্ভ্রমং।

অনঙ্গখেলা খুরলী বিশৃঙ্খলঃ স্খলদ্বিশাখা কলমেখলারবঃ ॥

(সব্যতো নিভাল্য।)

সখে! সত্যমাহ কুন্দলতা যদদ্য রাধামাধুর্য্যমপি নানু-ভূয়তে। তদহমস্মাদেব সংভাবয়েঽয়মিতি নিষ্ক্রান্তঃ ॥৮৭॥

কুন্দেতি। অহং গোকুলেশ্বরীং অনুসরিষ্যামি ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণ ইতি। মনস্যয়মিত্যাদি, সৌমনসস্যেত্যনেন ধনুষঃ কামকার্ম্মুকত্ব-মানীতং। অনঙ্গক্রীড়াভ্যাসে নির্গলঃ। কুরল্যভ্যাসঃ, অভ্যাসঃ খুরলী যোগ্যেতি ত্রিকাণ্ডশেষাৎ ॥ ৮৭ ॥

(এই বলিয়া পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলীর প্রস্থান) ॥

কুন্দলতা। আমি যশোদার নিকট যাই।

(এই বলিয়া কুন্দলতাও চলিয়া গেলেন) ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণ। (অগ্রে গমন করিয়া উৎসুকতার সহিত।)

আহা! অনঙ্গক্রীড়ার অভ্যাস বিশৃঙ্খল, বিশাখার স্খলিত মেখলার মধুরধ্বনি আমার মনোমধ্যে কন্দর্পধনুর টঙ্কারজনিত ভয় উৎপাদন করিল ॥

(বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া।)

সখে! কুন্দলতা সত্য বলিয়াছে, যেহেতু আজ্ শ্রীরাধার

(ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাসী গার্গী রোহিণ্যাদিভিরাবৃতা যশোদা।)

যশোদা। হন্ত সহি রোহিণি ণ জানে কীস বিলম্বই বচ্ছো ॥৮৮॥

প্রবিশ্য কুন্দলতা। সস্মিতং। অম্ব মা বিসীদ সো কৃখু সুবিমাণাহিং অম্বরালম্বিণীহিং। বিন্দারঅ-রমণীহিং হসিদ-পুপ্‌ফু বরিসেণ উবাসিজন্তো বিলম্বদি ॥ ৮৯ ॥

যশোদেতি। হন্ত সখি রোহিণি! ন জানে কস্মাৎ বিলম্বতি বৎসঃ ॥ ৮৮ ॥

প্রবিশ্য কুন্দেতি। অম্ব মা বিষীদ, স খলু সুবিমানাভিরম্বরালম্বিনীভির্বৃন্দারকরমণীভির্হসিত পুষ্পবর্ষেণোপাস্যমানো বিলম্বতে। শোভনানি বিমানানি রথানি যাসাং তাভিঃ। ব্যোমযানং বিমানোঽস্ত্রীতি কোষাৎ। পক্ষে বিগতমানাভিস্ত্যক্তপরিমলাভির্বা। অম্বরালম্বিনীভিরাকাশমাশ্রিতাভিঃ, পক্ষে অম্বরাণি বস্ত্রাণি সম্যক্ পরিদধানাভিঃ। বৃন্দারকরমণীভিঃ পক্ষে মনোজ্ঞরমণীভিঃ। বৃন্দারকঃ সুরশ্রেষ্ঠে মনোজ্ঞেঽপি চ বাচ্যলিঙ্গিতি কোষাৎ। হ স্ফুটং সিতানি পুষ্পাণি। যদ্বা, হসিতানি বিকসিতানি পুষ্পাণি। পক্ষে হসিতান্যেব পুষ্পাণি তেষাং বর্ষেণ উপাস্যমানঃ পক্ষে সমীপে স্থাপ্যমানঃ ॥ ৮৯ ॥

মধুরিমা অনুভব হইতেছে না, তবে আমি গিয়া জননীকে সন্তোষ করি! (এই বলিয়া গমন করিলেন) ॥ ৮৭ ॥

(তৎপরে পৌর্ণমাসী, গার্গী ও রোহিণী প্রভৃতির সহিত যশোদার প্রবেশ।)

যশোদা। হায়! সখি রোহিণি! জানিতে পারিলাম না, কি জন্য বাছা আমার বিলম্ব করিতেছে ॥ ৮৮ ॥

কুন্দলতা। (প্রবেশ করিয়া হাস্যের সহিত) মা! বিষাদ করিবেন না, বিমানাবলম্বিনী গগনচারিণী দেবরমণীগণ

রোহিণী। দিট্ঠং মএ তহিং দিঅহে দোণং কুমারীণং সোন্দেরং পেক্খিঅ-বিন্দারঅ সুন্দরীও অচ্ছরাও বি বিমচ্ছরাও হোন্তি॥ ৯০॥

যশোদা। ভঅবদি চন্দ্রাঅলী ণঅমালিআ রাহা মাহবীঅ সব্বাও মহ আসাও গুণসোরহপূরেণ পূরেই তত্থবি বচ্ছো বিঅ বচ্ছা লহুঈ ণেত্তভিঙ্গং সোন্দরমঅরন্দেণ আণন্দেই॥৯১॥

রোহিণীতি। দৃষ্টং ময়া তস্মিন্ দিবসে দ্বয়োঃ কুমার্য্যোশ্চন্দ্রাবলী রাধয়োঃ সৌন্দর্য্যং প্রেক্ষ্য বৃন্দারকসুন্দর্য্যঃ অপ্সরসোঽপি বিমৎসরা ভবন্তি। সৌন্দর্য্যেণ পরাভূতত্বাৎ॥ ৯০॥

যশোদেতি। ভগবতি! চন্দ্রাবলী নবমালিকা রাধা মাধবী চ সর্ব্বা মম আশাঃ গুণসৌরভপূরেণ পূরয়তি তত্রাপি বৎস ইব বৎসা লঘ্বী রাধা সৌন্দর্য্য-মকরন্দেন আনন্দয়তি আশা দিশঃ। পক্ষে সর্ব্বাভিলাষান্॥ ৯১॥

হাস্যকুসুমসমর্পণ দ্বারা উপাসনা করাতে তাঁহার বিলম্ব হইতেছে॥ ৮৯॥

রোহিণী। আমিও একদিন দেখিয়াছি, রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুই কুমারীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া দেবরমণী অপ্সরা সকলও দুঃখিত হইয়া মৎসরশূন্য হইয়াছিল॥ ৯০॥

যশোদা। ভগবতি! চন্দ্রাবলী নবমালিকা ও শ্রীরাধা মাধবী, ইহারা দুই জন গুণসৌরভসমূহ দ্বারা আমার আশা সকল পূর্ণ করিতেছে, কিন্তু তন্মধ্যে বৎস শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বৎসা কনিষ্ঠা শ্রীরাধা স্বীয় সৌন্দর্য্য-মকরন্দ দ্বারা সর্ব্বদা আমার নেত্রভৃঙ্গের আনন্দবিধান করিয়া থাকে॥ ৯১॥

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি সর্ব্বেষাং গোকুলবাসিনামীদৃগেব সমুদাচারঃ॥

গার্গী। কুন্দলদে কীস তুম্হেহিং সদা গোঊলেশ্বরী ঘরে রাহী ণিজ্জই॥ ৯২॥

যশোদা। তুএ সক্কিআইং বত্থূইং উবভুঞ্জাণো দীহাউ হোইত্তি দুব্বাসসেণ দিণ্ণবরং রাহিঅং সুণিঅ আআরেমি॥

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি কৃষ্ণমাশঙ্ক্য জটিলা খিদ্যতি॥৯৩॥

পৌর্ণেতি। গোকুলেশ্বরি! সর্ব্বেষাং গোকুলবাসিনামীদৃগেব সমুদাচারঃ। সম্যগুৎকৃষ্টাচারঃ। সর্ব্বগোকুলবাসিন এবমেবমন্যন্তে ইত্যর্থঃ॥

গার্গীতি। কুন্দলতে! কস্মাৎ যুষ্মাভিঃ সদা গোকুলেশ্বরী গৃহে রাধা নীয়তে॥ ৯২॥

যশোদেতি। যশোদাপ্রসঙ্গমবাপ্যাহ, ত্বয়া সংস্কৃতানি বস্তূনি উপভুঞ্জানঃ দীর্ঘায়ুর্ভবতি। দুর্ব্বাসসা দত্তবরাং রাধিকাং শ্রুত্বা আকারয়ামি আহ্বানং করোমি॥ ৯৩॥

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি! সমুদায় গোকুলবাসিরই এই প্রকার অভিপ্রায়॥

গার্গী। কুন্দলতে! কেন তোমারা প্রতি দিন গোকুলেশ্বরীর গৃহে শ্রীরাধাকে লইয়া যাও?॥ ৯২॥

যশোদা। তোমার সংস্কৃত বস্তু সকল উপভোগ করিলে দীর্ঘায়ু হইবে, দুর্ব্বসা শ্রীরাধাকে এই বর দিয়াছেন শুনিয়া, তাহাকে আহ্বান করিয়া থাকি॥

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি! শ্রীকৃষ্ণকে আশঙ্কা করিয়া জটিলা খেদান্বিতা হয়॥ ৯৩॥

যশোদা । বিহস্য । থণন্ধঅম্মি বৎসে কো কৃখু তাএ সঙ্কাএ ওসরো ॥

কুন্দলতা । নীচৈঃ । সচ্চং চ্চেঅ থণন্ধও রাউলাণিএ পুত্ত জং গিরীন্দং কন্দুএদি ॥

পৌর্ণমাসী । দৃষ্ট্বা সহর্ষং ।

প্রথয়ন্ জগদণ্ডমণ্ডলী মুকুটারোহণযোগ্যতামসৌ ।
স্ফুরতি ব্রজরাজগেহিনী থনিজন্মা পুরতো হরিম্মণিঃ ॥

প্রবিশ্য কৃষ্ণঃ ।

যশোদেতি । স্তনন্ধয়েঽস্মিন্ বৎসে কঃ খলু তস্যাঃ শঙ্কায়াঃ অবসরঃ অবকাশঃ ॥

কুন্দেতি । সত্যমেব স্তনন্ধয় রাজ্ঞ্যাঃ পুত্রঃ যৎ গিরীন্দ্রং কন্দুকয়তি কন্দুকবৎ করোতি ॥ ৯৪ ॥

যশোদা । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) দুগ্ধমুখ বৎসের প্রতি তাহার শঙ্কার অবকাশ কোথায় ?

কুন্দলতা । (ধীরস্বরে) রাজ্ঞীর সন্তান সত্যই দুগ্ধমুখ, যিনি গোবর্দ্ধনকে কন্দুকিত করিয়াছেন ॥

পৌর্ণমাসী । (অবলোকন করিয়া হর্ষের সহিত ।)

আহা ! ব্রজরাজগৃহিণীরূপ থনিজন্মা হরিম্মণি হরি আপনাকে জগন্মণ্ডলের মুকুটারোহণের যোগ্যতা বিধান করিয়া অগ্রে বিরাজ করিতেছেন ॥

কৃষ্ণ । (প্রবেশ করিয়া ।)

মাতরুন্মার্জয় সাশ্রুণী লোচনে পুরস্তাদেষোস্মি ॥ ৯৪ ॥

রোহিণী। দীপাবল্যা নিরাজ্য সংস্কৃতেন।

বিন্যস্য বর্ত্মনি গবাং নয়নে কথঞ্চিৎ
নীতাতিদীর্ঘদিবসস্যোত্তরয়াগ যুগ্মাং।
হা বৎস বৎসলতরাং ভবদেকবন্ধুং
সন্ধুক্ষয়স্ব জননীমুপগূহনেন ॥ ৯৫ ॥

কৃষ্ণঃ। মাতুরুৎসঙ্গে উত্তমাঙ্গমাধায় অম্ব দেহি মে মণিমণ্ডন-
মিতি বাল্যবিলাসং প্রপঞ্চয়তি ॥

বিন্যস্যেত্যাদি। কথঞ্চিন্নীতঃ কষ্টেন ক্ষপিতমতিদীর্ঘদিবসস্যোত্তরং যাম যুগ্মং যয়া তাং। সন্ধুক্ষয় সিঞ্চয়। উপগূহনেন সুখেন অর্থাৎ ক্রোড়ারোহণেন আনন্দয় ইতি ভাবঃ ॥ ৯৫ ॥

মা! চক্ষুর্দ্বয়ের অশ্রু মার্জন করুন, এই আমি অগ্রে আছি ॥ ৯৪ ॥

রোহিণী। (দীপশ্রেণীর দ্বারা নির্ম্মঞ্ছন করিয়া।)

হে বৎস! তোমার জননী গাভী সকলের পথে নয়নদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া কথঞ্চিৎ সুদীর্ঘ দিবসের অপরাহ্ণদ্বয় অতি-বাহিত করিয়াছেন, তুমি এক্ষণে ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া স্বীয় জননীর আনন্দ বিস্তার কর ॥ ৯৫ ॥

। (জননীর ক্রোড়ে মস্তক বিন্যাস করিয়া) মা! আমাকে মণিনির্ম্মিত অলঙ্কার দাও। (এই বলিয়া বাল্য-বিলাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন) ॥

পৌর্ণমাসী। নিচুলিতা গিরিধাতু-স্ফীতপত্রাবলীকা-
নখিলসুরভিরেনূন্ ক্ষালয়ন্তির্যশোদা।
কুচকলসবিমুক্তৈঃ স্নেহমাধ্বীকমেধ্যৈ-
স্তব নবমভিষেকং দুগ্ধপূরৈঃ করোতি ॥

কুন্দলতা। (স নর্ম্মস্মিতং)
কহ্ন পিবেহি রাউলাণীএ থণ্ণামিঅং।
জং কুরঙ্গে বহূণং কেলীণং পসঙ্গেণ কিলিম্মিদোসি ॥৯৬॥

যশোদা। বৎসে কীস হসসি, পেক্খ অজ্জবি কোমারং ণ অদিক্কমদি তা কো ক্খু দোসো থণপাণে ॥

পৌ৽ তি। নিচুলিতেত্যাদি। নিচুলিতা আচ্ছাদিতা। গিরিধাতূনাং স্ফীতপত্রাবলী যৈস্তান্ ॥

কুন্দেতি। কৃষ্ণ! পিব রাজ্ঞ্যা স্তনামৃতং যস্মাৎ কুঞ্জে বহূনাং পক্ষে বধূনাং কেলীনাং প্রসঙ্গেন ক্লিষ্টোসি ॥ ৯৬ ॥

যশোদেতি। বৎসে! কস্মাৎ হসসি, পশ্য অদ্যাপি কৌমারং ন অতিক্রামতি তস্মাৎ কঃ খলু দোষঃ স্তনপানে ॥

পৌর্ণমাসী। কৃষ্ণ! গাভী সকলের খুরোদ্ধত ধূলি দ্বারা তোমার যে সকল সুস্পষ্ট গৈরিকাদি ধাতুময় তিলক আচ্ছাদিত হইয়াছিল, তাহা তোমার জননী যশোদা স্তন-মুক্ত স্নেহময় মাধ্বীকরূপ পবিত্র দুগ্ধসমূহ দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া দিতেছেন ॥

কুন্দলতা। (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া)
কৃষ্ণ! তুমি কুঞ্জগৃহে বহুতর ক্রীড়াপ্রসঙ্গে ক্লান্ত হইয়াছ, অতএব রাজ্ঞী যশোদার স্তনামৃত পান কর ॥ ৯৬ ॥

যশোদা। বৎস! হাসিতেছ কেন? দেখ, অদ্যাপি তোমার

কুন্দলতা। ভঅবদি সচ্চং কধেদি রাউলাণী জং অজ্জ এসো বালাণং মণ্ডলেন মহারাসে কীলদে ॥

যশোদা। ভঅবদি কো কৃখু মহারাসো নাম ॥

কৃষ্ণঃ। (স পত্রপং) ভ্রূভঙ্গেন কুন্দলতামবলোকতে ॥

পৌর্ণমাসী। (স্মিতং কৃত্বা) গোপেশ্বরি লাস্যলীলাবিশেষঃ ॥

কুন্দলতা। (অপবার্য্য)

তিণ্ণাউলা চওরী পঞ্জরিআ সংজদা চিরং জ্জলই।

কুন্দেতি। ভগবতি! সত্যং কথয়তি, রাজ্ঞী যদদ্য এব বালানাং বালকানাং পক্ষে স্ত্রীণাং মণ্ডলেন মহারাসে ক্রীড়তি ॥

যশোদেতি। ভগবতি! কঃ খলু মহারাসো নাম ॥

কুন্দেতি। কর্ণে লগিত্বাহ, তৃষ্ণাকুলা চকোরী পঞ্জরিকা সংযতা চিরং

কৌমারকাল অতিবাহিত হয় নাই, তবে স্তনপান করায় দোষ কি ? ॥

কুন্দলতা। ভগবতি! রাজ্ঞী সত্য বলিতেছেন, আজ্ তোমার এই বালক বালিকাদিগের সহিত মণ্ডল রচনা করিয়া মহা-রাসে ক্রীড়া করিতেছেন ॥

যশোদা। ভগবতি'কুন্দলতে'! কাহার নাম মহারাস ? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (লজ্জার সহিত) ভ্রূভঙ্গি দ্বারা কুন্দলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥

পৌর্ণমাসী। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) গোপেশ্বরি! নৃত্যলীলা-বিশেষ ॥

কুন্দলতা। (শ্রীকৃষ্ণের কর্ণপ্রান্তে গিয়া)

তারাধীশ! অর্থাৎ রাধেশ! পিঞ্জর-বদ্ধ তৃষ্ণাকুলা

পাদং বঞ্জুলকুঞ্জে তারাধীশ প্রসারেহি ॥

কৃষ্ণঃ। ভ্রূসংজ্ঞয়া স্বীকারং নাটয়তি ॥ ৯৭ ॥

(নেপথ্যে।)

ত্বন্মুখেন্দ্বনবলোকনোদ্গত-

স্ফার-তাপভর-ধূপিতাত্মনঃ।

এহি বৎস মম দেহি শীতলং

ক্ষিপ্রমদ্য পরিরম্ভ-চন্দনং ॥

কৃষ্ণঃ। পুরস্তাদেষ মন্তাবুকমাশংসন্নাবুকস্তিষ্ঠতি তদেন মান-

অনতি। পাদং বঞ্জুলকুঞ্জে তারাধীশ! প্রসারয় পাদং কিরণং পক্ষে চরণং। তারাধীশশ্চন্দ্রঃ পক্ষে তস্মাং রাধাধীশঃ। তৃষ্ণাকুলেত্যাদি দূত্যং নাম সন্ধ্যন্তরমিদং। তল্লক্ষণং, দূত্যং তু সহকারিত্বং দুর্ঘটে কার্য্যবস্তুনীতি। অত্র জটিলায়াঃ প্রতিকূল্যেন দুর্ঘটে রাধারঙ্গকার্য্যে কুন্দলতায়াঃ সহকারিত্বং দূত্যং ॥ ৯৭ ॥

(নেপথ্যে ব্রজরাজাহ।)

কৃষ্ণ ইতি। ভাবুকং মঙ্গলং ভাবুকং ভবিকং ভব্যমিতি কোষাৎ। ভাবুকো জনকঃ ॥ ৯৮ ॥

চকোরিকা নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, অতএব শীঘ্র অশোককুঞ্জে পাদ প্রসারণ কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ভ্রূসঙ্কেত দ্বারা স্বীকার প্রকাশ করিলেন ॥ ৯৭ ॥

(বেশগৃহে নন্দের উক্তি।)

বৎস! তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে না পাইয়া আমার শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছে, শীঘ্র আসিয়া আলিঙ্গনরূপ সুশীতল চন্দন প্রদান কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ। এই যে অগ্রে আমার কল্যাণাভিলাষী পিতা দণ্ডায়-

ন্দয়ামীতি। যশোদাদিভিরাবৃতো নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ৯৮ ॥

কুন্দলতা। (পরিক্রম্য) দিট্‌ঠিআ বাণীরবণে ললিদাএ রাহী আণীঅদি ॥

(ততঃ প্রবিশতি তথাবিধা রাধা।)

রাধা। হলা ললিদে পসংসীঅদু এসা উবত্থিদা কখণদা জাএ তুহ্মাণং কাবি সুহাসা অঙ্কুরীঅদি ॥ ৯৯ ॥

ললিতা। রঞ্জেদিত্তি রঅণী ভণীঅদি ॥

কুন্দেতি। দিষ্ট্যা বকুলকাননে ললিতয়া রাধা আনীয়তে ॥

রাধেতি। সখি ললিতে! প্রশংস্যতাং এষা উপস্থিতা ক্ষণদা। যয়া যুষ্মাকং কাপি সুখাশা অঙ্কুরায়তে ॥ ৯৯ ॥

ললিতেতি। রঞ্জয়তীতি রজনী ভণ্যতে ॥

মান, তবে গিয়া ইঁহাকে আনন্দিত করি। (এই বলিয়া যশোদাদির সহিত আবৃত হইয়া গমন করিলেন)। ৯৮॥

কুন্দলতা। (প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) কি সৌভাগ্য! বকুল-কাননে ললিতা শ্রীরাধাকে আনয়ন করিয়াছেন ॥

(অনন্তর ললিতার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ।)

শ্রীরাধা। সখি ললিতে! উপস্থিত এই রজনীকে প্রশংসা কর, ইহার দ্বারা তোমাদের কোন সুখলতা অঙ্কুরিত হই-তেছে ॥ ৯৯ ॥

ললিতা। রঞ্জয়তি এই অর্থে আনন্দ প্রদান করে, এ কারণ রাত্রিকে রজনী বলা যায় ॥

কুন্দলতা । (উপসৃত্য) ললিদে অজ্জ অরণীমুহে ঈসিহসি-
দেণ কড়কৃখকুবলএণ ফুড়ং তুহ্মেহিং ণ অচ্চিদো কহ্ণো ॥

রাধা । (স রোমাঞ্চং) ললিদে কো কৃখু কহ্ণো ত্তি সুণীঅদি ।
জেণ কেঅলং কণ্ণস্স চ্চেঅ অদিধী হোন্তেণ উম্মত্তী
কিজ্জামি ॥ ১০০ ॥

কুন্দলতা । সহি এসো লোওত্তরস্স বত্থুণো গাঢ়াণুরাঅস্স
বি জেণ ণিঅ গোঅরো জণো কৃখণে কৃখণে অউরুব্বো
অউরুব্বো করীঅপি ॥ ১০১ ॥

কুন্দেতি । ললিতে ! অদ্য রজনীমুখে ঈষদ্ধসিতেন কটাক্ষকুবলয়েন স্ফুটং
যুষ্মাভিঃ ন অর্চ্চিতঃ কৃষ্ণঃ ॥

রাধেতি । ললিতে ! কঃ খলু কৃষ্ণ ইতি, যেন কেবলং কর্ণস্যৈবাতিথি
ভবতা উন্মত্তী ক্রিয়েঽহং ॥ ১০০ ॥

কুন্দেতি । সখি ! এষা লোকোত্তরস্য বস্তুনো নিসর্গো যৎ সর্ব্বদা উপভুজ্য-
মানমপি অভুক্তপূর্ব্বমেব ভবতি ॥

কুন্দলতা । (নিকটে গমন করিয়া) ললিতে ! স্পষ্ট বোধ
হইতেছে, আজ সন্ধ্যাকালে তোমরা ঈষৎহসিত কটাক্ষ-
পদ্ম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা কর নাই ॥

শ্রীরাধা । (রোমাঞ্চের সহিত) ললিতে ! কৃষ্ণ এই বলিয়া
যাঁহার নাম শুনা যাইতেছে, ইনি যে আমার কর্ণের
অতিথিমাত্র হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিলেন ॥ ১০০ ॥

কুন্দলতা । সখি ! অলৌকিক বস্তুর স্বভাবই এই প্রকার,
যেহেতু সর্ব্বদা উপভোগ করিলেও তাহা অভুক্ত-পূর্ব্বের
ন্যায়ই হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥

রাধা। ললিদে অদিণ্ণুত্তরা, কীস অণ্ণং ভণাসি ॥
ললিতা। (সংস্কৃতেন।)
নবাম্বুধরমণ্ডলী মদ-বিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলনন্দনঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি স্থিরপতিব্রতা নিকর-নীবিবন্ধার্গল-
ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥ ১০২ ॥

ললিতেতি। কুন্দলতে! ন কেবলং লোকোত্তরস্য বস্তুনো গাঢ়ানুরাগস্যাপি যেন নিজগোচরো জনো ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ক্রিয়তে ॥ ১০১ ॥
রাধেতি। ললিতে! অদত্তোত্তরা কস্মান্ন ভণসি ॥ ১০২ ॥

ললিতা। কুন্দলতে! কেবল অলৌকিক বস্তুর নয়, কিন্তু গাঢ় অনুরাগেরও ঐরূপ স্বভাব, যেহেতু ঐ অনুরাগ নিজ-অনুগত-জনকেও ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্বের ন্যায় করিয়া থাকে ॥
শ্রীরাধা। ললিতে! উত্তর না দিয়া কেন অন্য কথা বলিতেছ? ॥
ললিতা। (সংস্কৃতভাষায়।)
সখি! যঁহার দেহকান্তি দ্বারা নবজলধর-মণ্ডলীর গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, এমত কোন ব্রজেন্দ্রকুলনন্দনরূপ নবীন যুবা বিরাজ করিতেছেন। হে সুন্দরি! তাঁহারই বংশীধ্বনি স্থিরপতিব্রতা রমণীদিগের নীবিবন্ধের অর্গলছেদনবিষয়ে কৌতুকী হইয়া জয়যুক্ত হইতেছে ॥ ১০২ ॥

রাধা। (সাশ্রং) কুন্দলদে অবি ণাম ইমস্স একস্স বিহদ ণেত্তস্স মগগং কৃখণং পি আরোহিস্সদি সোমে ধণ্ণস্স কণ্ণস্স অদিধী ॥ ১০৩ ॥

কুন্দলতা। অই তিণ্ণাউলে কল্লি পদোসারম্ভে বিসাহাএ তুমং তিণা সঙ্গমিদাআসি ॥

রাধা। সাহু সুমরাইদং পিঅসহীএ জং একবারং চ্চেঅ

রাধেতি। একস্যাপি হত নেত্রস্য মার্গং ক্ষণমপি নারোহিষ্যতি স মে ধন্যস্য কর্ণস্যাতিথিঃ। সমাধাননাম মুখসন্ধ্যাঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, বীজস্য পুনরাধানং সমাধানমিহোচ্যতে ইতি। অত্র স্বয়ং রাধয়া পুনরনুরাগস্য বীজাধানং কৃতং ॥ ১০৩ ॥

কুন্দেতি। অয়ি তৃষ্ণাকুলে কল্য প্রদোষারম্ভে বিশাখয়া ত্বং তেন সঙ্গমিতাসি ॥

রাধেতি। সাধু স্মারিতং। প্রিয়সখ্যা যদেকবারমেব বিদ্যুতো বিলাস

শ্রীরাধা। (অশ্রু মোচন পূর্ব্বক) সখি! যিনি আমার সুকৃতিশালি-কর্ণের অতিথি হইলেন, তিনি কি ক্ষণকালের নিমিত্তও এই মাদৃশ একজনের নেত্রপথে আরোহণ করিবেন? অর্থাৎ তুমি যাঁহার নাম শুনাইলা, আমি কি তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইব? ॥ ১০৩ ॥

কুন্দলতা। সখি! তুমি অতিশয় তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছ, কল্য স্বায়ংকালে বিশাখা তোমাকে তাঁহার সহিত সঙ্গমিত করিয়াছিল ॥

শ্রীরাধা। প্রিয়সখি! ভাল স্মরণ করাইলা, তোমাদের

বিজ্জুলিআবিঅং তুম্মাণং গোউলজুঅরাও ণেত্তচমক্কারআরী
সংবুত্তো ইমস্স মন্দভাইণো জণস্স ॥ ১০৪ ॥
(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ।)
কলবিঙ্ককলং কলঙ্কয়ন্তী
ললিতা কঙ্কণ-ঝঙ্কৃতির্বরেয়ং।
মম চেতসি বেতসি-নিকুঞ্জং
সময়া সঙ্গময়াঞ্চকার রঙ্গং ॥
(পুনরূৎকর্ণো ভবন্ স পুলকং।)

ইব যুষ্মাকং গোকুলযুবরাজঃ নেত্রচমৎকারী সংবৃত্তঃ। ইমস্য মন্দভাগ্যস্য জনস্য ॥ ১০৪ ॥

কৃষ্ণ ইতি। কলবিঙ্কঃ চটক তস্য স্বরং। বেতসি-নিকুঞ্জসমীপে মম চেতসি রঙ্গং সঙ্গময়াঞ্চকার রঙ্গং সঙ্গমিতবতী ॥

গোকুলযুবরাজ বিদ্যুৎবিলাসের ন্যায় একবারমাত্র এই মন্দভাগিনীজনের লোচনচমৎকারী হইয়াছিলেন অর্থাৎ চকিতের ন্যায় একবারমাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি ॥ ১০৪ ॥

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

আহা! এ কি ললিতার উৎকৃষ্ট কঙ্কণধ্বনি, ইহা দ্বারা কলবিঙ্ককুলের কলধ্বনি অর্থাৎ চটকপক্ষি সকলের শব্দ তিরস্কৃত হইতেছে, কি আশ্চর্য্য! এই ধ্বনি বেতসি-কুঞ্জসমীপে আমার চিত্তমধ্যে রঙ্গ প্রবেশ করাইতে লাগিল ॥

(পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধকর্ণ হইয়া রোমাঞ্চের সহিত।)

মধুরিম-লহরীভিস্তম্ভয়ত্যম্বরে যা
স্মরমদ-সরসানাং সারসানাং রুতানি।
ইয়মুদয়তি রাধা কিঙ্কিনী-ঝঙ্কৃতির্মে
হৃদি পরিণময়ন্তী বিক্রিয়াড়ম্বরাণি॥ ১০৫॥

রাধা। (সচমৎকারং সংস্কৃতেন।)

কুলবরতনু ধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিত-দীর্ঘাপাঙ্গ-টঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি॥ ১০৬॥

মধুরিমেত্যাদি। প্রাপ্তিনাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, প্রাজ্ঞৈঃ সুখস্য সংপ্রাপ্তি-প্রাপ্তিরিত্যভিধীয়তে ইতি। অত্র রাধা কিঙ্কিনী-ঝঙ্কৃতিশ্রবণাৎ কৃষ্ণস্য সুখপ্রাপ্তিঃ। সারসানাং জলচর-পক্ষিবিশেষাণাং। মে হৃদি বিক্রিয়াড়ম্বরাণি বিকার-প্রাগল্ভ্যানি পরিণময়ন্তী অত পরিণামং প্রাপয়ন্তী॥ ১০৫॥

কুলবরেত্যাদি। পরিভাবনানাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, প্লাঘৈশ্চিত্ত-চমৎকারো গুণাদ্যৈঃ পরিভাবনেতি। কুলবরেত্যাদি স এব কিমিত্যাদি-পদ্যাভ্যাং কৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্য-সৌন্দর্য্যাদিগুণদর্শনেন রাধায়াশ্চমৎকার। মরকতমণি-

আহা! যে স্বীয় মাধুর্য্যলহরী দ্বারা গগনচর কন্দর্পমদমত্ত সারসপক্ষিকুলের কলরবকে স্তম্ভিত করিতেছে, সেই শ্রীরাধার কিঙ্কিনী-ঝঙ্কৃতি আবিষ্কৃত হইয়া আমার হৃদয়মধ্যে বিকার সকলের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি করাইতে লাগিল॥ ১০৫॥

শ্রীরাধা। (বিস্ময়ের সহিত সংস্কৃতভাষায়।)

সুমুখি! অগ্রবর্ত্তী এ কোন্ বিশ্বকর্ম্মা? যিনি স্বীয় দীর্ঘ-

ললিতা। হলা সো এসো দে পরাণণাধো॥

রাধা। (সোম্মাদং পুনঃ সংস্কৃতেন।)

এষ কিমু গোপিকা কুমুদিনী সুধাদীধিতিঃ
স এব কিমু গোকুল স্ফুরিত যৌবরাজ্যোৎসবঃ।
স এব কিমু মন্মনঃ-পিকবিনোদপুষ্পাকরঃ
কৃশোদরি দৃশোর্দ্বয়ীমমৃতবীচিভিঃ সিঞ্চতি॥ ১০৭॥

কৃষ্ণঃ। (সাশ্চর্য্যং।)

তন্মাধ্যবসিতৈঃ শ্যামসৌন্দর্য্যপুরৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি পূরয়তীত্যর্থঃ। কুলবয়-ভন্ন বরাঙ্গনা, নিশিতঃ শানিতঃ টঙ্কঃ পাষাণদারণঃ। চিনোতি রচয়তি॥১০৬॥

ললিতা। সখি! এষ তে প্রাণনাথ॥

স এবেত্যাদি। পুষ্পাকারো বসন্তঃ। অমৃতাস্তত্র পূর্ব্বোক্ত সুধা তীর্থো-দক-মধুনি॥ ১০৭॥

কটাক্ষরূপ পাষাণভেদ ও লক্ষ মরকতমণি দ্বারা গোষ্ঠপ্রদেশ রচনা, এককালীন এই দুই কর্ম্ম করিতেছেন॥ ১০৬॥

ললিতা। সখি! ইনি তোমার প্রাণনাথ॥

শ্রীরাধা। (উন্মাদসহকারে পুনর্ব্বার সংস্কৃতভাষায়।)

সখি! ইনি কি সেই গোপীকুমুদিনী-বিকাশক সুধাদিধীতি চন্দ্র? ইনি কি সেই যৌবরাজ্যের উৎসব? এবং ইনি কি সেই আমার মানস-কোকিলের আনন্দপ্রদ বসন্ত? হে ক্ষীণাঙ্গি! ইনি যে আমার লোচনদ্বয়কে অমৃত-তরঙ্গ দ্বারা সেচন করিতে লাগিলেন?॥ ১০৭॥

। (বিস্ময়াপন্ন হইয়া।)

অসকৃদসকৃদেষা কা চমৎকারবিদ্যা
মম রসলহরীভিস্তর্ষমস্তস্তনোতি।
বিদিতমহহ সেয়ং ব্যায়তাপাঙ্গলীলা-
মধুরিম-পরিবাহা কাপি কল্যাণ-বাপী॥ ১০৮॥
(পুনর্নিরূপ্য কথং) সত্যমেব॥
তথাহি—
যস্যাং শৈবলমঞ্জরী বিরচিতা সঙ্গং রথাঙ্গদ্বয়ং
ফুল্লং পঙ্কজ-পঞ্চকঞ্চ বিসয়োর্যুগ্মং চ মূলেন তং।

অসকৃদসকৃদিত্যাদি। ইদমপি পরিভবনাম সন্ধ্যঙ্গং। কৃষ্ণস্য চমৎকারাশ্রয়কত্বাৎ। এষা রাধিকা বিদ্যাত্বেন বাপীত্বেন চাধ্যবসিতা। রসলহর্য্যঃ শৃঙ্গারপরম্পরা এব জলতরঙ্গাঃ তাভিঃ দীর্ঘাপাঙ্গলীলৈব মধুরিম্নাং পরিবাহ উচ্ছাসো যস্যাঃ সা॥ ১০৮॥

বাপীত্বেন তাং প্রতিপাদয়তি॥

যস্যামিত্যাদি। লোমাবলীনাং শৈবলমঞ্জরীত্বেন কুচদ্বয়ো রথাঙ্গদ্বয়ত্বেন হস্তদ্বয় পাদদ্বয় মুখস্য পঙ্কজ-পঞ্চকত্বেন বাহুলতয়োর্ম্মৃণালত্বেন নেত্রয়োঃ শফরী-

---

এ কোন্ চমৎকারিণী বিদ্যা? যিনি বারম্বার রসতরঙ্গ দ্বারা আমার অন্তঃকরণের অভিলাষ বৃদ্ধি করিতেছেন, আহা! জানিতে পারিলাম, ইনি সেই দীর্ঘকটাক্ষলীলা-মাধুর্য্য-বাহিনী কল্যাণ-দীর্ঘিকা॥ ১০৮॥

(পুনর্ব্বার অবলোকন করিয়া) ইহা সত্যই নাকি?॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা—

আহা! যাহাতে লোমাবলী সকল শৈবাল স্বরূপ, কুচযুগ চক্রবাকযুগলতুল্য, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় ও মুখ এই পঞ্চ পদ্ম-

উন্মীলত্ত্যতিচঞ্চলঞ্চ শফরীদ্বন্দ্বং ব্রজে ভ্রাজতে
সেয়ং শুদ্ধতরাঽনুরাগ পয়সা পূর্ণা পুরো দীর্ঘিকা ॥১০৯॥

রাধা। হলা ণ জাণে কীস ঘুণ্ণিদম্হি তা দেহি মে হত্থা-
বলম্বং ॥

ললিতা। বীসদ্ধা হোহি ইতি রাধাভুজং স্কন্ধে নিদধাতি ॥১১০॥

কৃষ্ণঃ। (সন্নিধায়।)
সমীক্ষ্য তব রাধিকে বদনবিম্বমুদ্ভাস্বরং
ত্রপাভরপরীতধীঃ শ্রয়িতু মস্তুতুল্যশ্রিয়ং।

দ্বন্দ্বত্বেনাধ্যবসানাদয়ং প্রথমোক্তিনামালঙ্কারঃ। তল্লক্ষণং, নিগীর্যাধ্যবসানঞ্চ প্রকৃতস্য পরেণ যদিতি। শুদ্ধতরানুরাগা এব পয়াংসি বাপীত্যন্বেয়ং॥ ১০৯ ॥

রাধেতি। সখি! ন জানে কস্মাৎ ঘূর্ণিতাস্মি তস্মাদ্দেহি হস্তাবলম্বং ॥

ললিতেতি। বিশ্রব্ধা, ভব নাত্র সাধ্বসং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

সমীক্ষ্যেত্যাদি। বিলোভননাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, নায়কাদি

সদৃশ, বাহুদ্বয় মৃণালযুগ্ম-সমতুল্য এবং নেত্রদ্বয় চঞ্চল মৎস্য-দ্বয়ের ন্যায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, কি আশ্চর্য্য! অগ্রবর্ত্তী সেই এই দীর্ঘিকা শুদ্ধতর অনুরাগ-বারি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া ব্রজপুরে বিরাজ করিতেছে ॥ ১০৯ ॥

শ্রীরাধা। সখি! আমার শরীর ঘূর্ণিত হইতেছে কেন? কিছুই ত জানিতে পারিলাম না, আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর ॥

ললিতা। সখি! স্থির হও, ভয় করিও না। (এই বলিয়া শ্রীরাধার হস্ত স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করিলেন) ॥ ১১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (সমীপবর্ত্তি হইয়া।)
রাধে! তোমার দেদীপ্যমান মুখমণ্ডল অবলোকন

শশী কিল কৃষীভবন্ সুরধুনীতরঙ্গোক্ষিত-

স্তপস্যতি কপর্দ্দিনঃ স্ফুটজটাটবীমাশ্রিতঃ ॥

(ইত্যুপসর্পতি) ॥ ১১১ ॥

রাধা। (দৃগন্তেনাভিসূচ্য) ললিদে রক্খেহি মং ॥

কৃষ্ণঃ। মীলনং মীলিতেনায়ং বিন্দন্ ফুল্লেন ফুল্লতাং।

অপাঙ্গেনাতিকৃষ্ণেন কৃষ্ণস্তব বশীকৃতঃ ॥

রাধা। (স গদ্গদং) কুন্দলদে নিবারীঅদু এসো সুন্দরত্তংসো জং গুরুপরাহীণাহ্মি মন্দভাইণী ॥ ১১২ ॥

গুণানাং যদ্বর্ণনং তদ্বিলোভনমিতি। [illegible] রাধাসৌন্দর্য্যগুণবর্ণনং বিলোভনং। উদ্ভাসুরং দেদীপ্যমানং। অস্ত মুখস্ত, [illegible]। কপর্দ্দিনঃ হরস্য ॥ ১১১ ॥

রাধেতি। অভিসূচ্য কৃষ্ণং দর্শয়িত্বা। ললিতে! রক্ষ মাং ॥

কৃষ্ণ ইতি। ম্লানং ম্লানেন। কৃষ্ণ[illegible] সমাতিক্রান্তেন অতিশ্যামেন বা ॥

রাধেতি। কুন্দলতে! নিবার্য্যতাং এব সুন্দরোত্তংসঃ যৎ গুরুপরাধীনাস্মি মন্দভাগিনী ॥ ১১২ ॥

করিয়া শশধর ক্ষীণ হইতেছেন এবং কিরূপে ঐ বদনতুল্য শোভা লাভ করিব, এই বাসনায় গঙ্গাতে অবগাহন পূর্ব্বক শঙ্করের জটা-কানন আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিতেছেন ॥

(এই বলিয়া নিকটে গমন করিতে লাগিলেন) ॥ ১১১ ॥

শ্রীরাধা। (চক্ষুর্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া) ললিতে! আমাকে রক্ষা কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! ত্বদীয় শ্যামবর্ণ অপাঙ্গের ম্লানতা আমাকে ম্লান ও প্রফুল্লতা এবং প্রফুল্লিত করিতেছে, হে সুন্দরি! তোমার ঐ [illegible] অপাঙ্গ এই কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া ফেলিল ॥

প্রবিশ্য জটিলা। অরে মহামোহণা ধম্মমগ্গাদো পাডিদং তুএ সব্বং চ্চেঅ গোউলবালাউলং কেঅলং মহ পুত্ত পুণ্ণেণ বহুড়িআ উব্বরিদথি তা ণাম গহণস্স বি একং রক্খেহি ॥ ১১৩ ॥

(ইতি রাধামাধায় দ্বাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা) ॥

কৃষ্ণঃ। প্রস্থিতা প্রিয়া তদহং গবাং, সম্ভালনায় প্রযামীতি ॥

জটিলেতি। অরে মহামোহনা! ধর্ম্মমার্গাৎ পতিতং সর্ব্বমেব ত্বয়া গোকুল-বালাকুলং কেবলং মম পুত্র পুণ্যেন নববধূটিকা উদ্বৃত্তাস্তি তস্যা নাম গ্রহণায়াপি একাং রক্ষ ॥ ১১৩ ॥ ১১৪ ॥

শ্রীরাধা। (গদ্গদ স্বরে) বৃন্দলতে! এই সুন্দরশেখরকে নিবারণ কর, আমি অতিশয় মন্দভাগিনী, যেহেতু আমাকে সর্ব্বদা গুরুজনের অধীন থাকিতে হয় ॥ ১১২ ॥

(জটিলার প্রবেশ।)

জটিলা। অরে মহামোহনা! তুই গোকুলকুলবালা সকলকে ধর্ম্মপথ হইতে পতিত করিয়াছিস্, কেবল আমার পুত্রের পুণ্যবলে বধূটীমাত্র উদ্বৃত্ত রহিয়াছে, অতএব গোকুল-মধ্যে সতী নাম গ্রহণ করিতে একা আমার বধূকেই রক্ষা কর্ ॥ ১১৩ ॥

(এই বলিয়া শ্রীরাধার হস্তধারণ পূর্ব্বক ললিতা ও বৃন্দ-লতার সহিত জটিলা প্রস্থান করিল) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়তমা প্রস্থান করিলেন, তবে আমিও গো সকল একত্রিত করিবার নিমিত্ত গমন করি ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥ ১১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি সায়ংমুৎসবো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান) ॥ ১১৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতে ললিত-মাধব নাম নাটকে সায়ং উৎসব নাম প্রথম অঙ্ক ॥ * ॥

ললিতমাধবনাটকং।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দা নভোমণ্ডলমবলোক্য।)

ন্যঞ্চন্ কুঞ্চিতকান্তিরিচ্ছতী শশী যস্যাঃ পতির্বারুণীং
প্রাপ্য স্বৈরমগৌরবং গুরুরপি গ্লানিং পরামঞ্চতি।
সর্ব্বোপ্যেষ কৃষীভবন্নুড়ুপরিবারস্তিরোধিৎসতে
যামিন্যাঃ ক্ষয়লক্ষণং বিধিবশাদস্যাঃ স্ফুটং লক্ষ্যতে॥ ১॥

(পরিক্রম্য।)

এবং সায়ন্তনোৎসবং বর্ণয়িত্বা নৈশান্তিকং তং বর্ণয়তি বৃন্দাদিবচনেন। বৃন্দাহ, ন্যঞ্চন্নিত্যাদি। ন্যঞ্চন্নধো গচ্ছন্, কুঞ্চিতকান্তিঃ রাত্রেঃ পরিণামত্বাৎ যস্যা যামিন্যাঃ। বারুণীং পশ্চিমদিশং পক্ষে কাদম্বরীং যস্য গুরুরপি বৃহস্পতিঃ। যস্যা উড়ুএব পরিবারঃ। জাতৈতাদৃশং, অস্যা যামিন্যা বিধিবশাৎ তৎ পত্যাদীনাং বারুণ্যাদিপ্রাপ্তিলিঙ্গাৎ ক্ষয়চিহ্নং লক্ষ্যতে ইত্যন্বয়ঃ॥ ১॥

(অনন্তর বৃন্দার প্রবেশ।)

বৃন্দা। (গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া।)

যামিনীকান্ত চন্দ্র যখন চন্দ্রিকা-সংগোপন, দেবগুরু বৃহস্পতি যখন নিস্তেজ হইয়া প্রস্থান করিতেছেন এবং তারকা সকল যখন ক্ষীণতনু হইয়া তিরোহিত হইতে লাগিল, তখন নিশ্চয় দেখিতেছি, বিধিবশে যামিনীর ক্ষয়দশা উপস্থিত হইয়াছে॥ ১॥

(প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক।)

রজনী-বিপরিণামে গর্গরীণাং গরীয়ান্
দধিমথন-বিনোদাদুত্তবন্নেষ নাদঃ।
অমরনগরকক্ষা চক্রমাক্রম্য সদ্যঃ
স্মরয়তি সুরবৃন্দান্যব্ধি-মন্থোৎসবস্য ॥ ২ ॥

(পুরো দৃষ্টিং ক্ষিপন্তী।)

করোতি দধিমন্থনং স্ফুটবিসর্পি-ফেণচ্ছটা-
বিচিত্রিতগৃহাঙ্গনং গহন-গর্গরী-গর্জ্জিতং।
মুহুর্গুণবিকর্ষণং প্রবণতাক্রমাৎকুঞ্চিত-
প্রসারিত-করদ্বয়ী ক্বণিতকঙ্কনং মালতী ॥ ৩ ॥

রজনীতি। গর্গরীণাং মন্থনপাত্রাণাং মন্থনি গর্গরী স মে ইত্যমরঃ। কক্ষা-চক্রং প্রকোষ্ঠসমূহং। স্মৃত্যর্থধাতোঃ কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ ২ ॥

করোতীত্যাদি। বিপ্রকর্ষণঞ্চ প্রবণতা চ বিপ্রকর্ষণপ্রবণতে মুহুর্বারং বারং যে বিকর্ষণপ্রবণতে তদর্থং ক্রমেণ আকুঞ্চিতঞ্চ প্রসারিতঞ্চ করদ্বয়ং যস্যাঃ সা টীত্বাদীপ্। তথাচ, প্রবণঃ ক্রমনিম্নোর্ব্যাং প্রহ্বেনা তু চতুষ্পথে ইত্যমরঃ। দৃষ্ট-নাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং, জাত্যাদিবর্ণনং ধীরৈর্দৃষ্টমিত্যভিধীয়তে ইতি। অত্র দধিমন্থনক্রিয়া-স্বভাববর্ণনং দৃষ্টং। মালতী দধিমন্থনং করোতী-ত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

আহা! রজনীর অবসানে দধিমন্থনলীলোৎপন্ন গর্গরী সকলের এই গুরুতর শব্দ স্বর্গপর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া দেবগণকে সমুদ্রমন্থন স্মরণ করাইয়া দিল ॥ ২ ॥

(অগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন।)

মালতী দধিমন্থন করিতেছেন, কিন্তু ক্রমে প্রবলবেগে মুহু-র্মুহুঃ রজ্জু আকর্ষণ করায় তদীয় করদ্বয়ের সঙ্কোচ ও প্রসারণ

(পার্শ্বতো বিলোক্য স স্মিতং।)

উত্তাম্যন্তী বিরমতি তমস্তোমসম্পৎ প্রপঞ্চে
ন্যঞ্চন্মূর্দ্ধা সরভসমসৌ স্রস্তবেণীবৃতাংশা।
মন্দস্পন্দং দিশি দিশি দৃশোর্দ্বন্দ্বমল্পং ক্ষিপন্তীং
কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং বিশতি চকিতা বক্ত্রমাবৃত্য পালী ॥

(পুনরন্যতো বিলোক্য সাশ্চর্য্যং।)

শ্রোণ্যাং নাভীসরোজ-প্রবরসহচরং বিভ্রতীয়ং দুকূলং
শ্রীবৎসোৎসঙ্গসঙ্গং প্রণয়িনমুরসি স্ফারমাসাদ্য হারং।

উত্তাম্যন্তী দুঃক্ষিতা সতী। তমস্তোম এব সম্পৎ সুখদায়কত্বাৎ। তস্যা বিস্তারে, চকিতা ভীতা সতী পচি বিস্তারে ॥

ইয়ং শ্যামলা, শ্রোণ্যাং কোট্যাং শ্রোণ্যাং। কৃষ্ণস্য নাভীসরোজসহচরং

হওয়াতে তত্রস্থ কঙ্কন সকল শব্দ এবং গর্গরীর গভীর গর্জ্জন-সহকারে ফেণরাশি উদ্গত হইয়া গৃহাঙ্গনকে চিত্র বিচিত্র করিতেছে ॥ ৩ ॥

(পার্শ্বদিক্ অবলোকন করিয়া ঈশৎ হাস্যসহকারে।)

সুখপ্রদ অন্ধকারপুঞ্জ বিনষ্ট হওয়ায় পালী গোপী অতিশয় দুঃখিতচিত্তে স্কন্ধাবলম্বি স্খলিত-বেণীশালী মস্তক অবনত করত অল্প স্পন্দনসহকারে দিকে দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বদন আচ্ছাদন করিয়া চকিতভাবে কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছেন অর্থাৎ প্রাতঃকাল হইল, কি জানি, পাছে কেহ আমাকে দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় রতিচিহ্ন সকল গোপন-পুরঃসর কুঞ্জ হইতে সঙ্কুচিত-শরীরে গোষ্ঠে গমন করিতেছেন ॥

(পুনর্ব্বার অন্যদিক্ অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত।)

একি! শ্যামলা যে শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্মের সহচর পীত-

উত্তংসং ন্যস্য কর্ণে মকর-পরিচিতং পত্রভঙ্গং বহন্তী
গণ্ডে চক্রাঙ্কপাণি-প্রণিহিতময়তে শ্যামলা গোকুলায় ॥৪॥
(পুনরন্যতঃ সমীক্ষ্য স খেদং।)
অশিথিলকবরীকা রাগি বিম্বাধরশ্রী-
রপরি-লুলিতলীলা পত্রবল্লীবিলাসা।
অনুদিতমুখকান্তিঃ সদ্ম পদ্মা প্রপেদে
স্ফুটমিয়মলসাঙ্গী বিপ্রলব্ধা বভূব ॥ ৫ ॥

দুকূলং বিভ্রতি উরসি হারমাসাদ্য কর্ণে উত্তংসং ন্যস্য গণ্ডে পত্রভঙ্গং বহন্তী গোকুলায় অয়তে গচ্ছতীত্যন্বয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ষসি দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলিঃ ॥৪॥

বিপ্রলব্ধাং বর্ণয়তি। ইয়ং পদ্মা ঈদৃশী সতী সদ্ম প্রপেদে। অতঃ স্ফুটং বিপ্রলব্ধা বভূবেত্যন্বয়ঃ। কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিত-বল্লভে। ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ॥ ৫ ॥

বসন কটিতে পরিধান, বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃসংসর্গী হার-ধারণ, কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল বিন্যস্ত এবং কৃষ্ণহস্ত লিখিত পত্রাবলী গণ্ডে ধারণ করিয়া স্বাধীনভর্ত্তৃকাভাবে গোকুলে গমন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

(পুনর্ব্বার অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া খেদের সহিত।)

হায়! পদ্মার যে কবরী শিথিল হয় নাই, বিম্বাধরের রাগ উজ্জ্বলই দেখাইতেছে, তিলক যেমন তেমনিই রহিয়াছে, কিন্তু মুখ অতিশয় মলিন দেখিতেছি এবং অঙ্গে অলসও পরিপূর্ণ রহিয়াছে, অতএব বোধ হয়, এই পদ্মা বিপ্রলব্ধা হইয়া গৃহে গমন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

(নেপথ্যে।)

ফুল্লত্যারান্নব বিচকিলে কেলিকুঞ্জেঽদ্য ফুল্লা
সেফালীনাং স্খলতি কুসুমে হন্ত চস্খালবালা।
মীলত্যুচ্চৈঃ কুবলয়বনে মীলিতাক্ষী কিলাসী-
দ্বাচ্যং কিম্বা পরমুপহসীর্মা প্রণামচ্ছলেন ॥ ৬ ॥

বৃন্দা। নূনমসৌ পদ্মনাভে পদ্মাসুহৃদামুপালম্ভঃ ॥

(নেপথ্যে।)

পদ্মাসুহৃদঃ কৃষ্ণং আহুঃ। ফুল্লেতি নবমল্লিকায়াং, সেফালিকা তু সুবহা ইত্যমরঃ। চস্খালে স্খলিতবতী, মীলতি মুদণং প্রাপ্নুবতী সতী। প্রণামচ্ছলেন ইমাং মোপহসীঃ, মাযোগেঽড়ভাবঃ। ক্রোধনাম সন্ধ্যান্তরমিদং। তল্লক্ষণং, ক্রোধস্তু মনসো দীপ্তিরপরাধাদিদর্শনাদিতি। অত্র পদ্মা সখীনাং হরয়ে ক্রোধঃ বাচ্যমিতি অর্থাত্ত্বয়া সহ অপরং বাচ্যং প্রসঙ্গং কিং। অধুনা তু ত্বয়া সহ বাক্যস্তু কিমপি প্রয়োজনং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

(বেশগৃহে পদ্মার কোন সখী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন।)

কৃষ্ণ! অদূরে যখন মল্লিকাপুষ্প সকল বিকসিত হইল, তখন আমার সখী প্রফুল্লা হইয়াছিলেন, যখন শেফালিকা-কুসুম ভূমিতে পড়িতে লাগিল, তখন তিনি ভূতলে পড়িয়াছি-লেন এবং কুমুদবন যখন মুদ্রিত হইতে লাগিল, তখন ঐ বালা নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়াছিলেন, অতএব ইহার পর তোমাকে আর কি বলিব? প্রণামচ্ছলে ইহাঁকে উপহাস করিও না ॥৬॥

বৃন্দা। বোধ হয় পদ্মার সখী সকল শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করি-তেছে ॥

(বেশগৃহে।)

অহমুল্মুখপুঞ্জ-ধর্ম্মিণা হৃদি চিন্তানিচয়েন চর্চ্চিতা।
ভুবি হন্ত নিবিশ্য জাগ্রতী কথমপ্যক্ষয়ং ক্ষপামিমাং ॥

বৃন্দা। কথমিহ ভগবতী পৌর্ণমাসী পুরস্তাদভিবর্ত্ততে ॥

প্রবিশ্য পৌর্ণমাসী। (অহমুল্মুখপুঞ্জেতি পঠিত্বা) কথমগ্রতোঽসৌ বনদেবী, তদেনমাসাদয়ামি ॥

বৃন্দা। (প্রণম্য) ভগবতি কিমিদানীং তব চিন্তা নিদানং ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে সন্দিষ্টাস্মি নগরাম্মন্ত্রি চক্রচূড়ামণিনা তেনোদ্ধবেন ॥ ৭ ॥

পৌর্ণেতি। উপালম্ভ ইতি, স নিন্দবাক্যঃ। যঃ স নিন্দ উপালম্ভঃ, উল্মুখপুঞ্জঃ জ্বলং কাষ্ঠপুঞ্জঃ। কথমপি কষ্টেন ॥ ৭ ॥

হায়! আমি চিত্তমধ্যে অঙ্গারপুঞ্জসদৃশ চিন্তাসমূহে চর্চ্চিত হইয়া মৃত্তিকাসনে জাগরণ করত কষ্টস্বষ্টে এই রজনী যাপন করিলাম ॥

বৃন্দা। এ কি! ভগবতী পৌর্ণমাসী যে অগ্রে দণ্ডায়মান? ॥

পৌর্ণমাসী। (প্রবেশ পূর্ব্বক "অহমুল্মুখপুঞ্জ" এই শ্লোক পাঠ করিয়া) কিরূপে বনদেবী বৃন্দা অগ্রে উপস্থিত, তবে ইহাঁর নিকট গমন করি ॥

বৃন্দা। (প্রণাম পূর্ব্বক) ভগবতি! এক্ষণে আপনার চিন্তার কারণ কি? ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে! মন্ত্রিবর উদ্ধব মথুরা হইতে আসিয়া আমাকে বলিল ॥ ৭ ॥

স কিল ভোজকুলকালিমা দুষ্টভূপতিররিষ্ট-কেশি-নাবাহূয় সাদরমাদিদেশ। হন্ত সখায়ৌ কুমারী হারিকা পূতনানন্দগোকুলে কেনাপি দিব্য বালকেন মর্দ্দিতেতি সর্ব্বতঃ কিং বদন্তী। তেন কুমারস্য পরমাত্যন্তিকীনাং মমাপদাং নিদানস্য সম্পদাং কিল কুমারিকায়াশ্চ তত্রাব-স্থিতিরিতি তর্কয়ামি।

ততশ্চ গোকুলং সংপ্রতি বাঢ়ং বৃন্দাবনমবগাঢ়মিত্যগ্রে ভবন্ত্যোং, যত্নেন তত্ত্বমবধারণীয়মিতি ॥ ৮ ॥

বৃন্দা। ততস্ততঃ ॥

স কিলেতি। ভোজকুলকালিমা ভোজকুলাঙ্গারঃ। পরমাত্যন্তিকীনাং সম্পদাং নিদানস্য কুমারিকায়া ইতি কুমারিকা বিশেষণত্বেঽপি নিদানস্য নপুং-সকত্বমজহল্লিঙ্গাত্বাৎ। বেদাঃ প্রমাণমিতিবং, অত্র গোকুলে ইত্যত্রোঽনাবরণা-চ্ছেতোঃ। যত্নেন সাবধানতয়া ॥ ৮ ॥

ভোজবংশের কুলাঙ্গার দুষ্ট-ভূপতি কংস বৃষাসুর ও কেশীদানবকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিয়াছে। অহে! তোমরা দুই জন আমার পরমসখা, কুমারিহারিকা পূতনানন্দ-গোকুলে গমন করিয়াছিল, কিন্তু কোন এক দিব্য বালক ঐ পূতনার প্রাণসংহার করিয়াছে, সকল দিকেই এইরূপ জন-শ্রুতি শুনা যায়। অতএব কুমার ও কুমারিকার পরমাত্যন্ত-সম্পদ্ সকল আমার আপদের কারণ হইল। এক্ষণে ঐ দুই জন গোকুলে বাস করিতেছে, এরূপ বিবেচনা করি।

সম্প্রতি গোকুলের বৃন্দাবন বলিয়া নাম হইয়াছে, অতএব তোমরা অগ্রে যত্নসহকারে তত্ত্ব নিশ্চয় করিবা ॥ ৮ ॥

বৃন্দা। তার পর? তার পর? ॥

পৌর্ণমাসী। ততশ্চ রাধামাধবয়োরদ্ভুতানুভাবমনুভূয় লব্ধ-সম্ভাবনেন কেশিনা নিবেদিত যাথার্থ্যঃ পার্থিবো রাধানু-রোধেন গোকুলমবরোদ্ধুং স্বয়মুদ্যতোঽভূৎ ॥

বৃন্দা। (স ত্রাসং) ততস্ততঃ ॥

পৌর্ণমাসী। ততশ্চারিষ্টেনানুসৃত্য রাধাপাণিবদ্ধপ্রবাদে নিবেদিতে সোঽয়মধুনা শিথিলীকৃতাশঙ্কঃ শঙ্খচূড়াখ্য-মাত্মনঃ সুহৃত্তমং দুষ্ট-যক্ষং কুমারীমাহর্ত্তুং নিযুক্তবান্ ॥

বৃন্দা। স্থানে খল্বিয়ং তব চিন্তা, তথ্যমেষা দুষ্টেনাক্রান্তা ত্রিলোকীমেব সন্তাপয়েৎ ॥ ৯ ॥

পৌর্ণেতি। অনুভাবং প্রভাবং। লব্ধসম্ভাবনেন লব্ধপ্রতীতিনা নিবেদিতং যাথার্থ্যং যস্মৈ সঃ ॥ ৯ ॥

পৌর্ণমাসী। তার পর, কেশী বৃন্দাবনে আসিয়া রাধামাধবের অদ্ভুতপ্রভাব অনুভব করত বিশ্বাস সহকারে কংসরাজকে গিয়া নিবেদন করিয়াছিল, তাহাতে রাজাও শ্রীরাধার অনুরোধে সমুদায় গোকুল অবরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ॥

বৃন্দা। (ত্রাসের সহিত) তার পর? তার পর? ॥

পৌর্ণমাসী। তার পর, বৃষাসুর গিয়া শ্রীরাধার বিবাহ হইয়াছে, এই কথা নিবেদন করিলে কংস শ্রীরাধার গ্রহণ-বিষয়ে শঙ্কাশূন্য হইয়া আপনার পরম সুহৃৎ দুষ্ট-শঙ্খ-চূড়-যক্ষকে কুমারী হরণ করিতে নিযুক্ত করিয়াছে ॥

বৃন্দা। আপনার এ চিন্তা উপযুক্ত বটে সত্য, যদি শ্রীরাধা দুষ্টকর্ত্তৃক আক্রান্তা হয়েন, তাহা হইলে ত্রিলোকীকেই সন্তপ্ত করিবেন ॥ ৯ ॥

যতঃ—

বিদ্যোতন্তে গুণপরিমলৈঃ যাঃ সমন্তোপরিষ্টা-

স্তাঃ কস্যার্ত্তিং দধতি ন খলস্পর্শদগ্ধাঃ কুমার্য্যঃ।

ভূয়ো ভূয়ঃ স্বয়মনুপমাং ক্লান্তিমাসাদয়ন্তী

মন্দাক্রান্তা ভবতি জগতঃ ক্লেশদাত্রী হি চিত্রা ॥ ১০ ॥

প্রবিশ্য সংভ্রান্তা কুন্দলতা। ভঅবদি অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং ॥

পৌর্ণমাসী। কিং তদাশ্চর্য্যং ॥

বিদ্যোতন্ত ইত্যাদি। হেত্ববধারণনাম সন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, নিশ্চয়ো হেতুনাঽর্থমতং হেত্ববধারণমিতি। অত্র চিত্রাদর্শনোপবৃংহিতত্বেন সর্ব্বগণোত্তমস্ত্রী-দুঃখরূপেণ হেতুনা সর্ব্বজনদুঃখস্য নিশ্চয়াৎ হেত্ববধারণং। মন্দেন দুষ্টেনাক্রান্তা, পক্ষে মন্দেন শনৈশ্চরেণাক্রান্তা। চিৎ চেতনাং ত্রায়তে ইতি চিত্রা শ্রীরাধা, পক্ষে চিত্রানাম্নী তারা ॥ ১০ ॥

কুন্দেতি। ভগবতি! আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং ॥

কেননা, যে সকল কুমারিকা গুণসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করেন, তাঁহারা যদিস্যাৎ দুর্জন স্পর্শানলে দগ্ধ হয়েন, তাহাতে কাহার না মানসিক সন্তাপ সমুদ্ভব হয়? অর্থাৎ তাহতে সকলেরই মনোবেদনা উপস্থিত হইবে ॥ ১০ ॥

অধিক কি, দুর্জন দ্বারা আক্রান্তা লইলে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ স্বয়ং নিরতিশয় দুঃখ অনুভব করত জগতের বিচিত্র ক্লেশদাত্রী হইবেন ॥

(ভীতিসহকারে কুন্দলতার প্রবেশ।)

কুন্দলতা। ভগবতি! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ॥

পৌর্ণমাসী। সে কি প্রকার আশ্চর্য্য? ॥

কুন্দলতা। দিট্‌ঠো মএ গোঅড্‌ঢণমল্লস্‌স মন্দিরপেরন্তে উজ্জোদন্তো-কিরণমালী ॥ ১১ ॥

বৃন্দা। (সানন্দং) ভগবতি মা কুরু চিন্তাং যদেষ রাধায়াশ্চিরমারাধনেন মিত্রস্য বৃষভানোঃ সৌহৃদেন চানুরঞ্জিতো ভানুরেণাং রক্ষিতুমাসেদিবান্ ॥

পৌর্ণমাসী। নায়ং ভানুঃ, কিন্তু স এব কংসস্য পক্ষো যক্ষো ভবিষ্যতি ॥

কুন্দলতা। ইক্‌খণবিক্‌খো হণেহিং মঊহপুঞ্জেহিং দুল্লক্‌খো এসো জক্‌খোত্তি ণ সংভাবীঅদি ॥ ১২ ॥

কুন্দেতি। দৃষ্টো ময়া গোবর্দ্ধনমল্লস্য মন্দিরপ্রান্তে উদ্যোতমানকিরণমালী সূর্য্যঃ ॥ ১১ ॥

বৃন্দেতি। অকারণে কারণমাহ যদিতি। এষ সূর্য্যঃ, অনুরঞ্জিত অনুরক্তঃ। এনাং রাধাং ॥

কুন্দেতি। ঈক্ষণবিক্ষো ভবৈঃ ময়ূখপুঞ্জৈঃ দুর্লক্ষ্য এষো যক্ষ ইতি ন সম্ভাব্যতে ॥ ১২ ॥

কুন্দলতা। আমি দেখিলাম, গোবর্দ্ধনমল্লের মন্দির-সমীপে সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

বৃন্দা। (আনন্দের সহিত) ভগবতি! আর চিন্তা করিবেন না, যেহেতু শ্রীরাধার চির আরাধনায় এবং আপনার পরম মিত্র বৃষভানুর সৌহৃদ্যে অনুরক্ত হইয়া সূর্য্যদেব শ্রীরাধাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন ॥

পৌর্ণমাসী। ইনি ভানু নহেন, বোধ হয় এ কংসের পক্ষপাতী সেই যক্ষ হইবে ॥

পৌর্ণমাসী। সংক্রমিকমিদং ময়ূখ চক্রং নতু নৈসর্গিকং॥

কুন্দলতা। কুদো তং সংকন্তং॥

পৌর্ণমাসী। চূড়ামণিতঃ॥

বৃন্দা। কুতস্তন্মহারত্নমবাপ্তং॥ ১৩॥

পৌর্ণমাসী। কুবেরস্য মহাকোষমণ্ডলরক্ষিণামধ্যক্ষেণামুনা তদধারপ্রাণধারকমপনীতং॥

বৃন্দা। আর্য্যে চণ্ডরশ্মেরদ্য বাসরে তস্য মণ্ডপমবশ্যং গমি-

পৌর্ণেতি। সাংক্রামিকং সাংসর্গিকং। সংক্রমঃ প্রতিবিম্বঃ, তত্র ভবং সাংক্রমিকং॥

কুন্দেতি। কুতস্তৎ সংক্রান্তং॥ ১৩॥

পৌর্ণেতি। অমুনা শঙ্খচূড়েন তৎ রত্নং আধারস্য ধারণকর্ত্তুঃ প্রাণধারকং প্রাণপোষকং অপনীতং মূষিতং॥

বৃন্দেতি। চণ্ডরশ্মেঃ সূর্য্যস্য॥

কুন্দলতা। ও ব্যক্তি চক্ষুবিক্ষোভকারী কিরণসমূহে দুর্লক্ষ্য, সুতরাং যক্ষ বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে না॥ ১২॥

পৌর্ণমাসী। এ কিরণপুঞ্জ সাংক্রমিক ভিন্ন স্বাভাবিক নহে॥

কুন্দলতা। কোথা হইতে ঐ তেজঃ মিলিত হইল ?॥

পৌর্ণমাসী। চূড়ামণি হইতে॥

বৃন্দা। কোথায় ঐ মহারত্ন প্রাপ্ত হইল ?॥ ১৩॥

পৌর্ণমাসী। শঙ্খচূড় কুবেরের কোষসমূহের রক্ষকগণের অধ্যক্ষ হইয়াছিল, তাহাতেই সমস্ত রত্নের আধার স্বরূপ ঐ প্রাণধারক মণি অপহরণ করিয়াছে॥

বৃন্দা। আর্য্যে! আজ্ সূর্য্যদেবের দিবস, শ্রীরাধা অবশ্য

ষ্যতি রাধিকা, ততস্ত্বয়া নিষিধ্যতাং ॥

কুন্দলতা। বুন্দে সা মন্দিরাদো চিরং তত্থ চলিদত্থি ॥

পৌর্ণমাসী। কুন্দলতে ততস্ত্বয়া তূর্ণমুপায়েনাস্যাঃ সন্নিধৌ নিধীয়তামঘভেদী বয়মপি সঙ্কর্ষণং সন্নিকর্ষয়িতুং প্রযাম ॥
(ইতি বৃন্দয়া সহ নিষ্ক্রান্তা) ॥ ১৪ ॥

বিষ্কম্ভঃ ॥

কুন্দলতা। (পরিক্রম্য) জডিলা ললিদা বিসাহাহিং বেঢ়িজ্জন্তী এসা আঅচ্ছদি রাহী ॥

কুন্দেতি। বৃন্দে! সা মন্দিরাৎ চিরং তত্র চলিতাস্তি ॥

পৌর্ণেতি। অঘভেদী শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ১৪ ॥

বিষ্কম্ভকো ভবেদ্ভূতভাবিবস্ত্বংশসূচকঃ ॥

কুন্দেতি। জটিলা ললিতা বিশাখাভিঃ বেষ্ট্যমানা এষা আগচ্ছতি ॥

সূর্য্যমণ্ডপে গমন করিবেন, অতএব আপনি গিয়া নিষেধ করুন ॥

কুন্দলতা। বৃন্দে! তিনি অনেক ক্ষণ গৃহ হইতে সেস্থানে গমন করিয়াছেন ॥

পৌর্ণমাসী। কুন্দলতে! তবে তুমি শীঘ্র কোন উপায় দ্বারা শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাও, আমরাও বলদেবকে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত চলিলাম ॥
(এই বলিয়া বৃন্দার সহিত প্রস্থান) ॥ ১৪ ॥

বিষ্কম্ভ অর্থাৎ ভূতভবিষ্যৎ বস্তুর অংশসূচক ॥

কুন্দলতা। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) এই যে জটিলা, ললিতা ও বিশাখা প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীরাধা আগমন করিতেছেন! ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথা নির্দ্দিষ্টা রাধা ।)

রাধা । (স্বগতং) হিঅঅ মা উত্তম্ম এত্থ দুগ্ঘটং দে পিঅপেক্খণং ॥ ১৫ ॥

কুন্দলতা । রাহি মঙ্গলে সঙ্গবে চ্চেঅ সঙ্গদা আসি ॥

জটিলা । (স রোষং) চবলে রাহি রাহি ত্তি মা ফুড়ং ভণাহি, সুণিঅ কহ্নো আঅমিস্সদি ॥

ললিতা । (স স্মিতং) সাহু ভণাদি অজ্জা ॥

রাধেতি । হৃদয় মা উত্তাম্য উৎকণ্ঠয়া মা ক্ষীণীভব অত্র দুর্ঘটং তে প্রিয়প্রেক্ষণং ॥ ১৫ ॥

কুন্দেতি । রাধে ! মঙ্গলে সঙ্গবে এব সঙ্গতাসি । সঙ্গবঃ কালঃ প্রাতঃকালানন্তরং ষট্ ঘটীকাত্মকঃ ॥

জটিলেতি । চপলে রাধে রাধে ! ইতি মা স্ফুটং ভণ, শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ আগমিষ্যতি ॥

ললিতেতি । সাধু ভণতি আর্য্যা ॥

(অনন্তর যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রীরাধার প্রবেশ ।)

শ্রীরাধা । (মনে মনে) হৃদয় ! তুমি আর উৎকণ্ঠায় ক্ষীণ হইও না, এস্থলে প্রিয়দর্শন অতিদুর্ঘট ॥ ১৫ ॥

কুন্দলতা । রাধে ! মঙ্গলরূপ সঙ্গবকালে আগমন করিয়াছ ॥

জটিলা । (ক্রোধের সহিত) চপলে রাধে ! রাধে ! এ কথা বারম্বার স্পষ্ট করিয়া বলিও না, শুনিতে পাইলে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইবে ॥

ললিতা । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) আর্য্যা ! ভাল কথা বলিয়াছেন ॥

জটিলা । ললিদে সূরমণ্ডবং লেবিদুং অগ্গদো জামি ॥
 (ইতি পরিক্রামতি) ॥ ১৬ ॥

রাধা । কুন্দলদে অবিণাম জাণাসি, সো অহ্ম দিসীণং দুল্লহ-দংসণো তুহ্ম দেঅরো কহিং ণিবসেদি কহিং বা কিল-দিত্তি ॥

কুন্দলতা । অই লোলুহে রত্তিন্দিণং জ্জেব্ব তিণা সমং রমসি, তহবি এব্বং উক্কণ্ঠসি ॥ ১৭ ॥

জটিলেতি । ললিতে ! সূর্য্যমণ্ডপং লেপিতুং অগ্রতো যামি ॥ ১৬ ॥

রাধেতি । কুন্দলতে ! অপি নাম জানাসি, কৃষ্ণঃ অস্মদৃশীনাং দুর্লভদর্শনঃ তব দেবরঃ, কস্মিন্ নিবসতি কস্মিন্ বা ক্রীড়তি ॥

কুন্দেতি । অয়ি লোলুপে ! রাত্রিন্দিবমেব তেন সমং রমসে, তথাপি এবং উৎকণ্ঠসে ॥ ১৭ ॥

জটিলা । ললিতে ! সূর্য্যমণ্ডপ লেপন করিবার নিমিত্ত অগ্রে গমন করিতেছি ॥
 (এই বলিয়া প্রস্থান) ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধা । কুন্দলতে ! তুমি কি জান ? আমাদের দুর্ল্লভদর্শন তোমার দেবর, সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায় অবস্থিত আছেন ? এবং কোন্ স্থানে ক্রীড়া করিতেছেন ? ॥

কুন্দলতা । রাধে ! তুমি যে অতিশয় লোলুপ হইলা, দিবা রাত্রি তাঁহার সহিত রমণ করিয়া থাক, তথাপি এইরূপ উৎকণ্ঠিতা হইতেছ ! ॥ ১৭ ॥

রাধা। হলা অলং ইমিণা উবহাসেণ ধণ্ণাও কৃখু তুহ্মে জাহিং অণিআরিদং অচ্ছিপুরাইং ভরিঅ উণ উণ সো অচ্চরিও অমিঅপূরো পীঅদি। অকিদপুণ্ণলেসাণং উণ অহ্মাণং সুণিদুং পি সুদুল্লহো এসো॥

কুন্দলতা। রাহে এসো জ্জেব্ব অমিঅসাঅরে ণিমগ্গাণং তিহ্লাবহো ব্ববহারো॥ ১৮॥

রাধা। অই পরদুক্খাণহিণ্ণে এক্কং সচ্চং ভণাহি, অবিণাম

রাধেতি। সখি! অলং অনেন উপহাসেন ধন্যাঃ খলু যূয়ং যাভিঃ অনিবারিতং অক্ষিপুটানি ভৃত্বা পুনঃ পুনঃ স আশ্চার্য্যামৃতপূরো পীয়তে, অকৃতপুণ্যলেশানাং পুনঃ অস্মাকং শ্রোতুমপি দুর্লভঃ এষঃ॥

কুন্দেতি। রাধে! এষ এব অমৃতসাগরে নিমগ্নানাং তৃষ্ণাবহো ব্যবহারঃ॥১৮॥

রাধেতি। অয়ি পরদুঃখানভিজ্ঞে! একং সত্যং ভণ, অপি নাম স খলু ধন্যো মুহূর্ত্তো ঘটিষ্যতি, যস্মিন্ স্বপ্নেঽপি তস্য ক্ষণদর্শনলাভসম্ভাবনা মে সুলভা

শ্রীরাধা। সখি! আর এরূপ উপহাসের প্রয়োজন নাই, তোমরাই ধন্য, যেহেতু অনিবারিতরূপে অক্ষিপুট পূর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই আশ্চর্য্যামৃত শ্রীকৃষ্ণকে পান করাইতেছ, কিন্তু আমি অতিশয় হতভাগ্য, কিছুমাত্র পুণ্য করি নাই, সুতরাং কৃষ্ণনাম শ্রবণও আমার সম্বন্ধে দুর্লভ॥

কুন্দলতা। রাধে! অমৃতসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের এই প্রকারই তৃষ্ণাবহ ব্যবহার॥ ১৮॥

শ্রীরাধা। অয়ি কুন্দলতে! তুমি পরের দুঃখ জানিতে পার না, একটী সত্য কথা বল দেখি, সেই ধন্য কি মুহূর্ত্তে

সো কৃখু ধণ্ণো মুহুত্তো ঘড়িস্সদি, জহি সিবিণেবি তস্স কৃখণ দংসণলাহসংভাবণা মে সুলহা হুবিস্সদি। অধবা কিং দুল্লহে অত্থে লালসাএ। কুন্দলদে পসীদ পসীদ অনুকম্পেহি অনুকম্পেহি অজ্জ সা কৃখু সামলাকোমুদী জেণ পীদা, তং জেব্ব পুণ্ণবন্তং অপ্পণো বামলোঅণঞ্চলং এত্থ খিণ্ণে মন্দভাইণিজণে কৃখণং অপ্পেহি ॥ ১৯ ॥

কুন্দলতা। (সাভ্যসূয়মিবালোক্য) অলং পর পুরিসে গিজ্ঝন্তীহিং তুম্মেহিং সহ বাআএবি সম্মীলণেণ। (ইতি

ভবিষ্যতি। অথবা কিং দুর্লভে অর্থে লালসয়া। কুন্দলতে! প্রসীদ প্রসীদ অনুকম্পয় অনুকম্পয়, অদ্য সা খলু শ্যামলাকৌমুদী যেন পীতা, তমেব পুণ্যবন্তং আত্মনো বামলোচনাঞ্চলং এতস্মিন্ খিন্নে মন্দভাগিনীজনে ক্ষণং অর্পয়॥ ধী নাম সন্ধ্যন্তরমিদং। তল্লক্ষণং, দৃষ্টার্থসিদ্ধিপর্য্যন্তা চিন্তা ধীরিতি কথ্যতে ইতি। যথা—কুন্দলতে! প্রসীদ প্রসীদ ইত্যারভ্য আণেহি এক্কং বিঅকৃখণং বন্ধণমিত্যেতৎপর্য্যন্তং বাক্যার্থমুদাহরণং। অত্র রাধিকায়া উৎকণ্ঠাদর্শনাৎ জটিলাসমক্ষমেব বিপ্রবেশেন কৃষ্ণপ্রবেশে চিন্তনং কুন্দলতায়া ধীঃ॥ ১৯ ॥

কুন্দেতি। অলং পরপুরুষে গৃধ্নন্তীভিঃ যুষ্মাভিঃ সহ বাচাপি সম্মীলনেন।

উপস্থিত হইবে? যাহাতে স্বপ্নেও আমার পক্ষে তাঁহার ক্ষণ-দর্শন লাভ সম্ভাবনা সুলভ হইতে পারে। অথবা দুর্লভবিষয়ে লালসাতেই বা প্রয়োজন কি? কুন্দলতে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, আজ্ যাহার দ্বারা শ্যামলাকৌমুদী পান করিয়াছ, সেই পুণ্যবন্ত আপনার বামলোচনাঞ্চল এই মন্দভাগিনী খিন্নজনের প্রতি ক্ষণকাল অর্পণ কর॥১৯॥

কুন্দলতা। (অসূয়ার সহিতই যেন দৃষ্টিপাত করিয়া) পরপুরুষাভিলাষিণী তোমাদের সঙ্গে বাক্য দ্বারাও সম্মিলন-

ধাবন্তী জটিলামুপেত্য) অজ্জে কধং পঢ়মং বক্ষণং ণ মগ্গেসি জো ক্খু সূরং পূআবইস্সদি॥

জটিলা। বচ্ছে সচ্চং কহেসি, তা পসীদ আণেহি এক্কং বিঅক্খণং বক্ষণং॥

কুন্দলতা। জধা ভণাদি অজ্জা (ইতি নিষ্ক্রান্তা)॥ ২০॥

ললিতা। হলা রাহি পেক্খ, লেবিদং অজ্জাএ মণ্ডবং, তা বন্দেহি ভঅবন্তং সূরং॥

(ইতি ধাবন্তী জটিলাং গত্বা) আর্য্যে! কথং প্রথমং ব্রাহ্মণং ন মৃগয়সে যঃ খলু সূর্য্যং পূজয়িষ্যতি॥

জটিলেতি। বৎসে! সত্যং কথয়সি, তস্মাৎ প্রসীদ আনয় একং বিচক্ষণং ব্রাহ্মণং॥

কুন্দেতি। যথা ভণতি আর্য্যা!॥ ২০॥

ললিতেতি। সখি রাধে! পশ্য, লেপিতং আর্য্যয়া মণ্ডপং তস্মাৎ বন্দয় ভগবন্তং সূর্য্যং॥

নের প্রয়োজন নাই। (এই বলিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে জটিলার নিকট গমন করিয়া কহিলেন), আর্য্যে! যিনি সূর্য্যপূজা করাইবেন, অগ্রে এমত একজন ব্রাহ্মণ অন্বেষণ করেন নাই কেন?॥

জটিলা। বৎসে! সত্য বলিয়াছ, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, একজন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ লইয়া আইস॥

কুন্দলতা। যে আজ্ঞা আর্য্যা! (এই বলিয়া প্রস্থান)॥২০॥

ললিতা। সখি রাধে! অবলোকন কর, আর্য্যা কেমন মণ্ডপ লেপন করিয়াছেন, তবে আমরা ভগবান্ সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি॥

রাধা। (সূর্য্যং প্রণম্য) দেঅ দেক্‌খাবেহি অহিট্‌ঠং ॥ ২১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গল কুন্দলতাভ্যাং অনুগম্যমানো বিপ্রবেশঃ কৃষ্ণঃ।)

কৃষ্ণঃ। (পুরো রাধাং পশ্যন্নবার্য্য।)

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দ-চন্দ্রপ্রভা।
উরোম্বরতটস্য চাভরণচারু-তারাবলী
ময়োন্নত-মনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥ ২২ ॥

রাধেতি। সূর্য্যং প্রণম্য, দেবদর্শয় অভীষ্টং ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ ইতি। বিহার-সুরদীর্ঘিকেত্যাদি। গুণকীর্ত্তননাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং, লোকে গুণাতিরিক্তানাং বহূনাং যত্র নামভিঃ। একঃ সংশব্দ্যতে তত্তু বিজ্ঞেয়ং গুণকীর্ত্তনমিতি। অত্র সুরদীর্ঘিকাদিশব্দৈ রাধা সংশব্দনং গুণ-কীর্ত্তনং। সুরদীর্ঘিকা মন্দাকিনী, ভেদভাক্ পরম্পরিতা রূপকালঙ্কারোঽয়ং। আলানাং জয় কুঞ্জরস্যেত্যাদিবৎ, সুরদীর্ঘিকা গঙ্গা ॥ ২২ ॥

শ্রীরাধা। (সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া) দেব! অভীষ্ট দর্শন করাও ॥ ১২ ॥

(অনন্তর মধুমঙ্গল ও কুন্দলতার সহিত অনুগম্যমান বিপ্র-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। (সম্মুখে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া হস্তাবরণ পূর্ব্বক।)

যিনি আমার মনোরূপ মতঙ্গজের বিহারার্থ গঙ্গাসদৃশী, যিনি আমার লোচন-চকোরদ্বয়ের শরৎকালীন অমন্দ চন্দ্র-প্রভা স্বরূপ এবং যিনি আমার বক্ষঃরূপ গগনতটের আভরণ-

রাধা। (দূরতঃ কৃষ্ণমীষদালোক্য জনান্তিকং সংস্কৃতেন।)

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজ-ভুরি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিক্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চল-তস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃ কোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ॥

(পুনরবেক্ষ্য।)

হদ্ধী হদ্ধী পমাদো পমাদো ললিদে পেক্খ পেক্খ,

রাধেতি। সহচরীত্যাদি। বিধাননাম মুখ্যসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, সুখ-দুঃখকরং যত্তু তদ্বিধানং বুধা বিদুরিতি। অত্র রাধায়াঃ কৃষ্ণবুদ্ধ্যা বিপ্রবুদ্ধ্যা বা সুখ-দুঃখকথনাদ্বিধানং। সহচরি! হরিরেষেতি রাধাবাক্যসমাপ্তিপর্য্যন্তং। মাদ্যন্ যো মতঙ্গজস্তদ্বদ্বিভ্রমো বিলাসো যস্য সঃ॥

হা ধিক্ হা ধিক্! প্রমাদঃ প্রমাদঃ! ললিতে! পশ্য পশ্য, এনং ব্রহ্মচারিণং

সদৃশ মনোহর তারাবলী অর্থাৎ হারতুল্য, আজ্ আমি ভূরি মনোরথের সহিত সেই শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইলাম॥ ২২॥

শ্রীরাধা। (দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ঈষৎ অবলোকন করিয়া হস্তাবরণ পূর্ব্বক সংস্কৃতভাষায়।)

সহচরি! মদমত্ত-মতঙ্গজ-বিক্রমশালী নির্ভয় ঘনশ্যাম এই যুবা কে? কোথা হইতে ইহাঁর বৃন্দাবনে আগমন হইল? ইনি যে আপন চঞ্চল-নয়নাঞ্চলরূপ তস্কর দ্বারা আমার চিত্তকোষ হইতে ধৈর্য্যধন অপহরণ করিতেছেন?॥

(পুনর্ব্বার অবলোকন করিয়া।)

হা ধিক্! হা ধিক্! কি প্রমাদ! কি প্রমাদ! ললিতে!

ণং বহ্মচারিণং দট্ঠুণ্ বিক্খুহিদং মে হিদহিঅঅং, তা ইমস্স মহাপাবস্স অগ্গিপ্পবেসো জ্জেব্ব পরাঅ-চিত্তং ॥ ২৩ ॥

ললিতা। হলা সচ্চং কধেসি, তা ণূণং সবণ্ণত্তণং ভামেদি ॥

রাধা। (পুনর্নিভাল্য সংস্কৃতেন।)

সহচরি হরিরেষ ব্রহ্মবেশং প্রপন্নঃ
কিময়মিতরথা মে বিদ্রবত্যন্তরাত্মা।
শশধরমণিবেদী স্বেদধারাং প্রসূতে
ন কিল কুমুদবন্ধোঃ কৌমুদীমন্তরেণ ॥

দৃষ্ট্বা বিক্ষুব্ধং মে হৃতহৃদয়ং তস্মাৎ অস্য মহাপাপস্য অগ্নিপ্রবেশ এব প্রায়শ্চিত্তং ॥ ২৩ ॥

ললিতেতি। সখি! সত্যং কথয়, তস্মাৎ নূনং সবর্ণত্বং ভ্রময়তি কৃষ্ণস্য বর্ণতুল্যমিত্যর্থঃ ॥

রাধেতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ, চন্দ্রকান্তমণিনা নির্ম্মিতা ॥

দেখ দেখ, এই ব্রহ্মচারিকে দর্শন করিয়া আমার হৃতহৃদয় ক্ষুব্ধ হইতেছে, অতএব এই মহাপাপের অগ্নি-প্রবেশই প্রায়শ্চিত্ত ॥ ২৩ ॥

ললিতা। সখি! সত্য বলিতেছ, যাহা হউক, নিশ্চয় সবর্ণত্ব ভ্রম হইতেছে ॥

শ্রীরাধা। (পুনর্ব্বার অবলোকন করিয়া সংস্কৃতভাষায়।)

সহচরি! ইনি সাক্ষাৎ হরি, ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া আগমন করিয়াছেন, তাহা না হইলে আমার অন্তরাত্মা দ্রবী-

বিশাখা। হলা মহুরং মন্তেসি মাহবো চ্চেঅ এসো ॥

কুন্দলতা। অজ্জে জডিলে এদং সত্থাহিণ্ণং পেক্খ বম্মাণ-জুগ্গং ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ। জডিলে সূরঅপূআবণে বিঅড্ঢোম্হি, তা উব-ণেহি পঢমং খণ্ডলড্ডুআইং ॥

জটিলা। অরে চঞ্চলবম্মণা তুমং কহ্ণস্স সহঅরোসি, তা ইদো অবেহি এসো চ্চেঅ সোম্মসামলা পইদী বডুও পূআবইস্সদি বহুঅং ॥ ২৫ ॥

বিশাখেতি। সখি! মধুরং মন্ত্রয়সি, মাধব এব এষঃ ॥

কুন্দেতি। আর্য্যে ললিতে! এতৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞং পশ্য ব্রাহ্মণযুগলং ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গলেতি। জটিলে! সূর্য্যপূজাবিধানে বিদগ্ধোঽস্মি, তস্মাৎ উপানয় প্রথম খণ্ডলড্ডুকানি ॥

জটিলেতি। তস্মাৎ ইতো দূরীভব, এষ সৌম্যশ্যামলা প্রকৃতি বটুকঃ, পূজয়তি বধূং ॥ ২৫ ॥

ভূত হইবে কেন? দেখ, কুমুদ্বন্ধু চন্দ্রের চান্দ্রিকাব্যতিরেকে কি কখন চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত বেদী ঘর্ম্মধারা প্রসব করে? ॥

বিশাখা। সখি! ভাল বিবেচনা করিয়াছ, ইনি মাধবই বটেন ॥

কুন্দলতা। আর্য্যে জটিলে! এই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণযুগল অব-লোকন করুন ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গল। জটিলে! আমি সূর্য্যপূজায় সুপণ্ডিত, অতএব প্রথমে খণ্ডলড্ডুক সকল আনয়ন কর ॥

জটিলা। অরে চঞ্চল-ব্রাহ্মণা! তুই কৃষ্ণের সহচর, এ কারণ

কৃষ্ণঃ। হন্ত জরদাভীরি তস্য রাজপুরে শ্রূয়মাণস্য ভুল্লীকস্য গোপরাজসূনোরেব কিং বটুকোঽয়ং সখা, তদযুক্তং অস্য নিষ্কাসনং॥

জটিলা। অজ্জে সিগ্ঘং অগ্ঘাবেহি মিহিরং॥

কৃষ্ণঃ। (রাধামপাঙ্গেনালিঙ্গ্য) কল্যাণি কিন্নামাসি॥

জটিলা। (কৃষ্ণস্য কর্ণে) এব্বন্নেদং॥

কৃষ্ণঃ। (সাদ্ভুতমিব) হন্ত সৈব খল্বিয়ং পুণ্যবতী তর্হি শ্রুতমস্যাঃ পাতিব্রত্যং॥

জটিলেতি। আর্য্যে! শীঘ্রং অর্ঘ্যাপর মিহিরং পূজয় সূর্য্যমিত্যর্থঃ। অর্ঘ্যঃ পূজাবিধৌ মূল্যে, ইতি মেদিনী॥

জটিলেতি। এবং নেদং॥

এ স্থান হইতে পলায়ন কর, এই সৌম্য-শ্যামলা প্রকৃতই ব্রাহ্মণবালক, বধূকে পূজা করাইবে॥ ২৫॥

শ্রীকৃষ্ণ। হা কষ্ট! হে বৃদ্ধগোপিকে! রাজপুরে সেই গোপরাজনন্দন ভুল্লীল বলিয়া বিখ্যাত, এই ব্রাহ্মণবালকটা তাহারই সখা, অতএব ইহাকে এস্থান হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই উচিত॥

জটিলা। আর্য্যে! তুমি শীঘ্র সূর্য্যদেবের পূজা কর॥

শ্রীকৃষ্ণ। (কটাক্ষ দ্বারা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া) কল্যাণি! তোমার নাম কি?॥

জটিলা। (শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে) এ কথা বলিও না॥

শ্রীকৃষ্ণ। (আশ্চর্য্যের সহিতই যেন) আহা! ইনি সেই পুণ্যবতী, যেহেতু ইহাঁর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শুনিয়াছি॥

জটিলা। একাএ মম বহুড়িআএ জ্জেবব রক্খিদা গোউলস্স কিত্তী ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণঃ। পতিব্রতে তাম্রপুটীং গৃহাণ মন্ত্রমুদাহরামি ॥

রাধা। (সোৎকম্পং তথা করোতি) ॥

কৃষ্ণঃ। নিভৃতমরতিপুঞ্জভাজি রাধে
ত্বদধর-বর্দ্ধিত চপলে চলাক্ষি।
চটুলয়-কুটিলাং দৃগন্তভঙ্গী
ময়ি কৃপণে ক্ষণমোঁ নমঃ সবিত্রে ॥

জটিলা। কুন্দলদে অস্সুদপুব্বা কেরিসী রিজ্জা বডুএণ পঢ়িজ্জই ॥

জটিলেতি। একয়া মম বধূটিকয়া এব রক্ষিতা গোকুলস্য কীর্ত্তিঃ ॥ ২৬ ॥
কৃষ্ণ ইতি। অর্থাত্তব কটাক্ষলবায় সবিত্রে নম ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা মনুষ্যলীলয়া উক্তমেতৎ অন্যথা সূর্য্যস্য বন্দনীয়ঃ। কৃষ্ণ ইতি প্রসিদ্ধের্দোষাপত্তিঃ॥
জটিলেতি। কুন্দলতে! অশ্রুতপূর্ব্বা এষ কিদৃশী ঋক্ বটুকেন পঠ্যতে ॥

জটিলা। একা আমার বধূই গোকুলের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছে ॥ ২৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। তাম্রকুণ্ড গ্রহণ কর, আমি মন্ত্র পাঠ করি ॥

শ্রীরাধা। (উৎকম্পের সহিত তাম্রকুণ্ড ধারণ করিলেন) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে! তোমার অধর সন্দর্শন করিয়া চপলতা বৃদ্ধি হওয়ায় আমি নিরন্তর ক্লেশপুঞ্জ ভোগ করিতেছি, অতএব হে চঞ্চলাক্ষি! এই মাদৃশ দুঃখিতজনের প্রতি কুটিল-নয়নাঞ্চল-শোভা নিক্ষেপ কর, সূর্য্যদেবকে নমস্কার ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সাট্টহাসং) বুড্‌ঢিএ আহীরী মুদ্ধিআ তুমং রীরী-গীদং চ্চেঅ জাণাসি অহ্মবেঅস্‌স তুমং কাপি। তা সুণাহি, কোসুমেসবীএ সাহাএ তইবগ্‌গস্‌স ললণাসুহ-আরী রিজ্জা এসা ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বাঃ। (স্মিতং কুর্ব্বন্তি) ॥

জটিলা। (স লজ্জং) হোদু সুট্‌ঠু পূআবেহি পুত্তও গো-কোডীসরো হোদু ॥

মধুমঙ্গলেতি। বৃদ্ধে! আভীরী মুগ্ধা, ত্বং রীরীশব্দমেব জানাসি, অস্মদ্বেদস্ত তং কাসি। তস্মাচ্ছৃণু, কৌসুমেষব্যাঃ শাখায়াস্তৃতীয়বর্গস্থ ধর্ম্মাদিষু তৃতীয়স্ত কামস্থ ললনাশুভকরী ঋচৈষা। প্রত্যুৎপন্নমতির্নাম সন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, তাৎকালিকী চ প্রতিভা প্রত্যুৎপন্নমতির্মতেতি। অত্র মধুমঙ্গলস্ত প্রতিভা ॥২৭॥

জটিলেতি। ভবতু সুষ্ঠু পূজয় পুত্রো মে গোকোটীশ্বরো ভবতু ॥

জটিলা। কুন্দলতে! এই বটু কি প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব মন্ত্র পাঠ করিল? ॥

মধুমঙ্গল। (অট্টহাসের সহিত) বৃদ্ধে! আভিরীজাতি অতি-শয় মুগ্ধা, তুমি কেবল গো আহ্বান করিবার জন্য রীরী গীতমাত্র জান, আমাদের দেবের তুমি কে? তবে বলি শুন, এই যে মন্ত্র পাঠ হইল, ইহা কৌসুমেষবী শাখার তৃতীয়বর্গের ললনাশুভকরী ঋচা অর্থাৎ মন্ত্র ॥

পক্ষান্তরের অর্থ, কন্দর্প-বৃক্ষশাখার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে তৃতীয়বর্গ যে কাম, তাহারই এই মন্ত্র, ইহার দ্বারা স্ত্রীগণের অতিশয় সুখানুভব হয় ॥ ২৭ ॥

সকলে। (হাস্য করিতে লাগিলেন) ॥

জটিলা। (লজ্জার সহিত) যা হবার তা হউক, তুমি এখন

কৃষ্ণঃ। অর্চ্চিতার্চ্চাধুনা ধন্যে ত্বমর্ঘ্যং কুরু ভাবতঃ।
অম্বরোল্লাসিনে গাঢ়মুদারাজীববন্ধবে ॥ ২৮ ॥

রাধা। (সংভ্রমং নাটয়তি) ॥

কুন্দলতা। (সংস্কৃতেন।)
সংপ্রতি কন্যারাশেরুপভোগং কুর্ব্বতে পুরস্থায়।
মিত্রায় চিত্রমর্ঘ্যং কুরু সুস্মিত পুণ্ডরীকেণ ॥

কৃষ্ণ ইতি। অর্চ্চা প্রতিমা অর্চ্চিতা ত্বয়েতি শেষঃ অম্বরমাকাশং, পক্ষে বস্ত্রং পীতবস্ত্রং পূর্ব্বস্মিন্ ভাসিতং শীলং যস্য সঃ। অম্বরোল্লাসিত ইতি স তস্মৈ। রাজীববন্ধবে সূর্য্যায় পক্ষে জীববন্ধবে জীবনমিত্রায় মহ্যং। গাঢ়মুদা অতিহর্ষেণ, পক্ষে গাঢ়ং যথা স্যাত্তথা উদারা ত্বং ভাবতোঽর্ঘ্যং পুষ্পৈরর্ঘ্যং কুরু ॥ ২৮ ॥

কুন্দেতি। কন্যারাশেঃ, পক্ষে কন্যাসমূহস্য। মিত্রায় সূর্য্যায়, পক্ষে কৃষ্ণায় মহ্যং। সুস্মিতং কমলং তেন, পক্ষে সুস্মিতমেব পুণ্ডরীকং তেন ॥ ২৯ ॥

ভাল করিয়া পূজা কর, আমার পুত্র যেন কোটি গোকুর অধীশ্বর হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্যে! প্রতিমাত পূজা করা হইল, আসিয়া ভক্তিসহকারে গগনোদিত পদ্মবন্ধু সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান কর ॥ ২৮ ॥

শ্রীরাধা। (সম্ভ্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন) ॥

কুন্দলতা। (সংস্কৃতভাষায়।)

সম্প্রতি সূর্য্যদেব কন্যারাশি ভোগ করিতেছেন, অতএব বিকশিত কমল দ্বারা ইহাঁকে বিচিত্র অর্ঘ্য প্রদান কর ॥

শ্লেষার্থে। সম্প্রতি কন্যাসমূহ ভোগকারী সম্মুখস্থ প্রিয়-তম শ্রীকৃষ্ণকে হাস্যকমল দ্বারা উৎকৃষ্ট অর্ঘ্য প্রদান কর ॥

রাধা । (দৃগন্তেন হরিং পশ্যতি) ॥ ২৯ ॥
কৃষ্ণঃ । সবিতুঃ সমাপ্তিঃ পূজাবিধিরেষ সুষ্ঠু কল্যাণি ।
ইষ্টং নন্দয় দেবং সরাগ সুমনো বরাঞ্জলিনা ॥
রাধা । (বন্ধুককুসুমাঞ্জলিং ক্ষিপতি) ॥
মধুমঙ্গলঃ । জটিলে মিট্ঠং পক্কণ্ণং দক্খিণা দিজ্জউ অহ্মে অচ্ছিদ্দং বাহরেহ্ম ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ ইতি । সবিতুঃ সূর্য্যস্য, ইষ্টং দেবং সূর্য্যং । পক্ষে ইষ্টং স্বানুকূল্যবিষয়ং দেবং ক্রীড়াপরং মাং । স রাগাঃ সুমনো বরাঃ পুষ্পশ্রেষ্ঠাস্তেষামঞ্জলিনা । পক্ষে সানুরাগঃ সুষ্ঠু মনসো বরাঞ্জলিনা ॥
মধুমঙ্গলেতি । জটিলে ! মিষ্টং পক্কান্নং দক্ষিণা দীয়তাং । বয়ং অচ্ছিদ্রং ব্যাহরামঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাধা । (নেত্রকোণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিতে লাগিলেন) ॥ ২৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণ । কল্যাণি ! সূর্য্যদেবের পূজাবিধি সুন্দররূপে পরিসমাপ্তি হইল, এক্ষণে তুমি উৎকৃষ্ট রক্তকুসুমের অঞ্জলি দ্বারা ইষ্টদেবকে আনন্দিত কর ॥
শ্রীরাধা । (বন্ধুক অর্থাৎ বাঁধুলীপুষ্পের অঞ্জলি প্রদান করিলেন) ॥
মধুমঙ্গল । জটিলে ! সুমিষ্ট পক্কান্ন দক্ষিণা দাও, আমরা অচ্ছিদ্র অবধারণ করি ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ। পাত্রে সমিতবাচাট বটো তিষ্ঠ গোকুলবাসিনাং মৈত্রীলাভ এব মে দক্ষিণা॥

জটিলা। (স হর্ষং) ভো বডুরাঅ মম ঘরং সমাঅচ্ছ তত্থ ইট্‌ঠভোঅণং ভুঞ্জাবিঅ মণিমুদ্দিআ মএ দাদব্বা॥

মধুমঙ্গলঃ। (স হর্ষং) অজ্জে সুদবকরা হোহি জং ইট্‌ঠ-ভোঅণং বহ্মণাণং দাদুকামাসি॥

কৃষ্ণ ইতি। পাত্রে সমিতভোজনমাত্র তৎপরঃ পেটুক ইতি নীচোক্তিঃ। স পাত্রে সমিতোৎপন্নভোজনান্মিলিতো নয়েত্যমরাৎ॥

জটিলেতি। ভো বটুরাজ! মম গৃহং সমাগচ্ছ, তত্র ইষ্টভোজনং ভুঞ্জয়িত্বা মণিমুদ্রিকা ময়া দাতব্যা॥

মধুমঙ্গলেতি। আর্য্যে! সুতপস্করা ভব, সপ্ত-পুত্রবতী সপ্তসূঃ সুতপস্করেতি কোষাৎ। যং ইষ্টং ভোজনং ব্রাহ্মণানাং দাতু কামাসি॥ ৩১॥

শ্রীকৃষ্ণ। অহে বাচাল-ব্রাহ্মণবালক! থাক, তুমি কেবল ভোজন মাত্রেই তৎপর, গোকুলবাসিদিগের সহিত মিত্রতা লাভই আমার পরম দক্ষিণা॥

জটিলা। (হর্ষের সহিত) অহে বটুরাজ! আমার গৃহে আইস, আমি সেস্থানে অভিলষিত ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করাইয়া মণিমুদ্রিকা প্রদান করিব॥

মধুমঙ্গল। (হর্ষের সহিত) আর্য্যে! তোমার যখন ব্রাহ্মণ-দিগকে অভিলষিত ভোজন প্রদান করিতে ইচ্ছা হই-য়াছে, তখন তুমি সপ্ত পুত্রবতী হইবা॥

কৃষ্ণঃ । বৃদ্ধে ভোজয়ামুং বটুকং অহং তু পৌর্ণমাসীমাসাদ্য গুরোর্গর্গস্য সন্দিষ্টমাবেদয়িষ্যামি ॥ ৩১ ॥

কুন্দলতা । কীরিসং তং ॥

কৃষ্ণঃ । মাতঃ পূর্ণিমে যা ভবত্যাঃ প্রেমপাত্রী বৃষভানুপুত্রী তস্যাঃ সংশয়োঽদ্য মহানিতি কল্পতরুমূলে সা রক্ষোঘ্নমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্যতামিতি ॥

কুন্দলতা । (স ব্যথমিবাপবার্য্য) অজ্জে দিট্‌ঠিআ গোঅরো এসো কপ্পবুক্‌খো তা তুমং গদুঅ ভঅবদীং এত্থ পথাবেহি

কুন্দেতি । কীদৃশং তং ॥

কুন্দেতি । কর্ণে লগিত্বাহ । আর্য্যে ! দিষ্ট্যা গোচরঃ এব কল্পবৃক্ষঃ, তস্মাৎ

শ্রীকৃষ্ণ । বৃদ্ধে ! এই ব্রাহ্মণবালককে ভোজন করাও, আমি পৌর্ণমাসীর নিকট গিয়া গুরুদেব গর্গাচার্য্যের আদেশ নিবেদন করি গা ॥ ৩১ ॥

কুন্দলতা । সেই আদেশ কি প্রকার ? ॥

শ্রীকৃষ্ণ । মাতঃ পূর্ণিমে ! আপনার যে প্রেমপাত্রী বৃষভানু পুত্রী, আজ্ তাঁহার মহাসংশয় উপস্থিত, একারণ তাঁহাকে কল্পতরুমূলে রাখিয়া রক্ষোঘ্নমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবেন ॥

কুন্দলতা । (ব্যথিতের ন্যায়ই যেন কর্ণের নিকট গিয়া) আর্য্যে ! সৌভাগ্যক্রমে সম্মুখে কল্পবৃক্ষ বিদ্যমান, অতএব আপনি গৃহে গমন করিয়া ভগবতী পৌর্ণমাসীকে এ স্থানে প্রেরণ করিবেন এবং এই ব্রাহ্মণবালককে

বড়ুং বি ভুঞ্জাবেহি অম্হে ণং গগ্গসিক্খং ক্খণং রক্-
খেহ্ম ॥ ৩২ ॥

জটিলা। (বটুনা সহ নিষ্ক্রান্তা) ॥

কুন্দলতা। (স স্মিতং) রাহি দেহি পারিতোসিঅং জং
সুট্‌ঠু দুল্লহং দে অব্ভত্থিদং মএ ণিব্বাহিদং ॥ ৩৩ ॥

রাধা। (বক্রমবেক্ষ্য) কুন্দলদিএ কিং মে অব্ভত্থিদং ॥

স্বং গত্বা ভগবতীং অত্র প্রস্থাপয়। বটুমপি ভোজয় বয়ং এনং গর্গশিষ্যং ক্ষণং রক্ষামঃ ॥ ৩২ ॥

কুন্দেতি। রাধে! দেহি পারিতোষিকং যৎ সুষ্ঠু দুর্লভং তে অভ্যর্থিতং ময়া নির্ব্বাহিতং। পারিতোষাদ্দীতে যৎ তদুক্তং পারিতোষিকং। শিরোফা ইতি লোকে ভাষা। এবমঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চ সুশ্লিষ্টৈরূপকপ্রিয়ঃ। শরীরং বন্ধুলং কুর্য্যাৎ ষট্‌ত্রিংশদ্ভূষণৈঃ স্ফুটমিতি। নাটকলক্ষণে ষট্‌ত্রিংশৎ ভূষণান্যুক্তানি, তন্মধ্যে উদাহরণং নাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং, বাক্যং যদ্‌গূঢ়তুল্যার্থং তদুদাহরণমিতি। অত্র জং সুট্‌ঠেত্যাদিবাক্যং গূঢ়তুল্যার্থত্বাদুদাহরণং ॥ ৩৩ ॥

রাধেতি। কুন্দলতিকে! কিং মে অভ্যর্থিতং ॥

ভোজন করাইবেন, আমরা এই গর্গের শিষ্যকে ক্ষণকাল
রাখিব ॥ ৩২ ॥

জটিলা। (বটুর সহিত গমন করিল) ॥

কুন্দলতা। (হাস্যের সহিত) রাধে! পারিতোষিক দাও?
যেহেতু আমি তোমার সুদুর্ল্লভ প্রার্থিতবিষয় সম্পন্ন
করিলাম? ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরাধা। (বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) কুন্দলতিকে! আমার
প্রার্থিত কি? ॥

কুন্দলতা। অই কীস ভুঅং ভঙ্গুরেসি জং সূরারাহণং ভণামি॥

কৃষ্ণঃ। কুন্দলতে দাপয় দক্ষিণাং সাঙ্গোঽস্তু পদ্মিনীদয়িত-
যাগঃ॥ ৩৪॥

কুন্দলতা। রাহে রই কম্মাহিণ্ণে আআরিও তুএ দক্খিণাএ
অণুরঞ্জীয়দু॥

বিশাখা। (স্মিত্বা) কুন্দলদে দক্খিণাদাণাহিণ্ণাএ তুএ জ্জেব
দিজ্জউ, দক্খিণা জাএ বিলিউণ অপ্পণো দেঅরো পুরো-
হীদো আহরিদো॥ ৩৫॥

কুন্দেতি। অয়ি! কস্মাৎ ভ্রুবং ভঙ্গুরয়সি, যস্মাৎ সূর্য্যারাধনং ভণামি॥

কৃষ্ণ ইতি। কুন্দলতে! পদ্মিনীদয়িতস্য সূর্য্যস্য যাগঃ পূজা। পক্ষে
পদ্মিনীনাং দয়িতস্য প্রিয়স্য মম পূজা॥ ৩৪॥

কুন্দেতি। রাধে! রবিকর্ম্মাভিজ্ঞ আচার্য্যস্তয়া কর্ত্র্যা: দক্ষিণয়া দক্ষিণা-
দানেনানুরজ্যতাং। পক্ষে রতিকর্ম্মাভিজ্ঞ আকারিতঃ, ত্বয়া দক্ষিণয়া সরলয়া
ভূত্বা যমনু রজ্যতামনুরাগবিষয়ঃ ক্রিয়তাং॥

বিশাখেতি। কুন্দলতে! দক্ষিণাদানাভিজ্ঞয়া ত্বয়ৈব দীয়তাং দক্ষিণা। যয়া

কুন্দলতা। সখি! ভ্রূকুটী করিতেছ কেন? আমি তোমার
দেবারাধনার কথাই বলিতেছি॥

শ্রীকৃষ্ণ। কুন্দলতে! পদ্মিনীনায়ক সূর্য্যদেবের পূজা ত সমাধা
হইল, এখন আমাকে দক্ষিণা দেওয়াও॥ ৩৪॥

কুন্দলতা। রাধে! তুমি সূর্য্যপূজাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা
দ্বারা সন্তুষ্ট কর॥

বিশাখা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কুন্দলতে! তুমি দক্ষিণা-

ললিতা। বিসাহে ণূং এসো পুআবিদাএ কুন্দলদাএ দিণ্ণা-হিট্ঠ দক্খিণো আআরিও ॥

কৃষ্ণঃ। ললিতে পূজ্যেয়ং প্রজাবতী তদস্যাং নাচার্য্যকমাচা-র্য্যতে ॥ ৩৬ ॥

বিচিত্রাত্মনো দেবরঃ পুরোহিত আহৃতঃ। পক্ষে দক্ষিণানাং যোষিতাং দানেহভি-জ্ঞা ত্বয়া হৃত্যৈব দক্ষিণা যোষিদ্দীয়তাং। বয়ন্তু বামা নত্বদধীনা ইত্যর্থঃ। যয়া স্বয়াত্মনঃ স্বস্ত পুরোহিতঃ শৃঙ্গারদানেন প্রথমং হিতকারী পুরা রতিহিতকত্বে নো হিতো বা বিচিত্যান্বিষ্য বিজ্ঞায় বা আহৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

ললিতেতি। বিশাখে! নূনমেষ কারিতপূজয়া কুন্দলতয়া দত্তাভীষ্ট-দক্ষিণ আচার্য্যঃ। অথবা দত্তাভীষ্টা দক্ষিণা যস্মৈ সঃ। অথবা দত্তাভীষ্ট দক্ষিণা সন্ আকারিতঃ ॥

কৃষ্ণ ইতি। ললিতে! প্রজাবতী ভ্রাতৃজায়া পুত্রাদিমতী বা। পক্ষে প্রকৃষ্ট-জারবতী সত্যভামা ভামেতিবৎ জাতৃশব্দেন চোচ্যতে। আচার্য্যকমাচার্য্যত্বং ॥ ৩৬॥

জ্ঞানবিষয়ে সুপণ্ডিত, সুতরাং তোমাকেই দক্ষিণা দিতে হইবে, যেহেতু তুমি বাছিয়া বাছিয়া আপনার দেবর-কেই পুরোহিতরূপে আহ্বান করিয়াছ ॥ ৩৫ ॥

ললিতা। বিশাখে! নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পূজাকারয়িত্রী কুন্দলতা আচার্য্যকে অভীষ্ট দক্ষিণা প্রদান করিয়াছে ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ললিতে! ইনি আমার ভ্রাতৃজায়া, সুতরাং আমার পূজ্যা, অতএব আমি কিরূপে ইহাঁর আচার্য্যত্ব আচরণ করিব ॥ ৩৬ ॥

রাধা। হলা ললিদে সাহুপূঅণং নিব্বাহিদং তুম্হেহিং কিং পরিকৃখীঅদি ॥

কৃষ্ণঃ। স্মরবোধনানুবন্ধী ক্রমবিস্তারিত-কলাবিলাসভরঃ।
ক্ষণদা পতিরিব দৃষ্টেঃ ক্ষণদায়ী রাধিকা সঙ্গঃ ॥ ৩৭ ॥

(নেপথ্যে।)

দুর্লভঃ পুণ্ডরীকাক্ষ বৃত্তস্তে বিপ্রকর্ষতঃ।

রাধেতি। সখি ললিতে! সাধুপূজনং নির্ব্বাহিতং যুষ্মাভিঃ অদ্যাপি কিং প্রতীক্ষ্যতে ॥

কৃষ্ণ ইতি। ক্ষণদাপতিশ্চন্দ্রঃ ক্ষণদায়ী উৎসবপ্রদঃ ॥ ৩৭ ॥

(নেপথ্যে) দুর্লভ ইত্যাদি। অর্থস্য তু প্রধানস্য সূচকং। যদাগন্তুকভাবেন পতাকাস্থানকং চ তৎ। তত্তু দ্বিপ্রকারং, তুল্যসংবিধানং তুল্যবিশেষণঞ্চ। পূর্ব্বং দ্বিধা, অর্থসম্পর্বিকমাং শ্লিষ্টং শ্লিষ্টোত্তরঃ চ। তত্র শ্লিষ্টস্য লক্ষণং, বচসাতিশয়ং শ্লিষ্টং কাব্যবন্ধবশাশ্রয়। পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতং, অত্র ভবিষ্যতো রাধাসঙ্গদুর্লভত্বস্য সূচনাদিদং শ্লিষ্টং নাম পতাকাস্থানকং। বিপ্রকর্ষতো

শ্রীরাধা। সখি ললিতে! তোমরা ভালরূপে পূজা নির্ব্বাহ করিয়াছ, এখন আর প্রতীক্ষা করিতেছ কেন? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। আহা! শ্রীরাধার ক্রমবিস্তারিত বৈদগ্ধ্যাতিশয় কন্দর্পকে স্মরণ করাইতেছে, অধিক কি বলিব, ইহার সঙ্গ রজনীকান্ত চন্দ্রের ন্যায়, আমার লোচনের আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

(বেশগৃহে।)

অহে পদ্মলোচন! বিচ্ছেদনিবন্ধন দুর্লভ হইল।

কৃষ্ণঃ। (সব্যথমুচ্চৈঃ) ভোঃ কোঽয়ং দুর্লভঃ ॥

(পুনর্নেপথ্যে।)

যত্নাদন্বিষ্যমাণোঽপি বল্লবৈঃ পশুমণ্ডলঃ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণঃ। ললিতে পশুনাকলয্য, কল্পিত-নিজকল্পো যাবদহমুপসীদেয়ং, তাবত্তত্র রত্নসিংহাসনে প্রিয়াং প্রাপয় ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥

ললিতা। হলা পুরদো পাঅং ধারেহি ॥

বিয়োগতোঽর্থাদ্রাধিকাসঙ্গো দুর্লভো বৃত্তো জাত ইত্যর্থস্থ বল্লবৈর্যত্নাদন্বিষ্যমাণঃ পশুমণ্ডলো দুর্লভো বৃত্ত ইত্যর্থস্যাপি বোধকত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণ ইতি। কল্পিত-নিজাকল্পঃ কৃত-নিজবেশঃ, উপসীদেয়ং সমীপমাগচ্ছেয়ং ॥

ললিতেতি। সখি! পুরতঃ পাদং বিধেহি ॥

। (দুঃখের সহিত উচ্চৈঃ স্বরে) অহে! এই দুর্ল্লভ কে? ॥

(পুনর্ব্বার বেশগৃহে।)

গোপগণ-কর্ত্তৃক যত্নপূর্ব্বক পশু সকল অন্বিষ্ট হইলেও ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ললিতে! আমি যাবৎ পশু সকল অবলোকন পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া আগমন না করি, তাবৎ তুমি রত্নসিংহাসনে প্রিয়তমাকে উপবেশন করাও ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

ললিতা। সখি! অগ্রে পাদনিক্ষেপ কর ॥

রাধা। ললিদে পসীদ পসীদ সুট্‌ঠু সঙ্কাউলম্হি ॥

(ইতি সংস্কৃতেন।)

গতপ্রায়ং সায়ং চরিত-পরিশঙ্কী গুরুজনঃ

পরিবাদস্তুঙ্গো জগতি সরলাহং কুলবতী।

বয়স্যস্তে লোলঃ সকল-পশুপালী সুহৃদসৌ

তদা নম্রং যাচে সখি রহসি সঞ্চারয় ন মাং ॥ ৩৯ ॥

কুন্দলতা। রাহে জাণে অক্‌খলিদং তুহ্ম সদীব্বতং তা অলং সঅং বিক্‌খাবিদেণ ॥

রাধেতি। ললিতে! প্রসীদ প্রসীদ, সুষ্ঠু শঙ্কাকুলাস্মি ॥ ৩৯ ॥

কুন্দেতি। রাধে! জানামি অস্খলিতং তব সতীব্রতং তৎ অলং স্বয়ং বিখ্যাপিতেন ॥

শ্রীরাধা। ললিতে! প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও, আমি অতিশয় শঙ্কাকুল হইয়াছি ॥

(এই বলিয়া সংস্কৃতভাষায়।)

সখি! সন্ধ্যা প্রায় গত হইল, গুরুজনেরা চরিত্রের প্রতি আশঙ্কা করিয়া থাকেন, জগৎ মধ্যে আমার কলঙ্কও অতিশয়, আমি সরলা কুলবতী, কিন্তু তোমার সখা অতিশয় চঞ্চল এবং বহু বহু গোপরমণীর বন্ধু, অতএব নম্রভাবে প্রার্থনা করি, আর আমাকে নির্জ্জনে লইয়া যাইও না অর্থাৎ তথায় কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভব ॥ ৩৯ ॥

কুন্দলতা। রাধে! আমি তোমার অস্খলিত সতীব্রত জানি, অতএব আর স্বয়ং প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই ॥

বিশাখা। (সাভ্যসূয়ং) কুন্দলদে কা কৃখু অবরা তুমং বিঅ
বংসীএ তিপ্পি সঞ্ঝং আঅড্চীঅদি ॥ ৪০ ॥

কুন্দলতা। (স নর্ম্মস্মিতং সংস্কৃতেন।)

দদামি সদয়ং সদা বিশদবুদ্ধিরাশীঃ শতং
ভবাদৃশি-পতিব্রতা ব্রতমখণ্ডিতং তিষ্ঠতু।
শ্রুতে নিখিলমাধুরী-পরিণতেঽপি বেণুধ্বনৌ
মনঃ সখি মনাগপি ত্যজতি বো ন ধৈর্য্যং যথা ॥
(ইতি সর্ব্বাঃ কল্পদ্রুমমনুসরন্তি) ॥ ৪১ ॥

বিশাখেতি। কুন্দলতে! কা খলু অপরা ত্বমিব বংশিকয়া ত্রিসন্ধ্যং আকৃষ্যতে ॥ ৪০ ॥

কুন্দেতি। দদামিত্যাদি। ভেদনাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, বীজ-প্রোত্তেজনং ভেদো। যদ্বা সংঘাতভেদনমিতি। অত্র কুন্দলতয়া রাধাপ্রেম উত্তে-জনাত্তেদনাচ্চাত্মনস্তাভ্যো ভেদঃ ॥ ৪১ ॥

বিশাখা। (অসূয়ার সহিত) কুন্দলতে ! তোমার মত এমন
কে আছে যে, বংশী তাহাকে আকর্ষণ করিবে ? ॥ ৪০ ॥

কুন্দলতা। (পরিহাস পূর্ব্বক সংস্কৃতভাষায়।)

বিশাখে! আমি বিশুদ্ধ-বুদ্ধিতে শত শত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ভবাদৃশজনে অখণ্ডিতরূপে পতিব্রতা ব্রত অব-স্থিতি করুক, অপর হে সখি! নিখিল মাধুরীর সারস্বরূপ যে বেণুধ্বনি, তাহা কর্ণগোচর হইলেও যেন তোমাদের মন ঈষৎ ধৈর্য্য পরিত্যাগ না করে ? ॥

(এইরূপ পরিহাস করিতে করিতে সকলে কল্পবৃক্ষের মূলে গমন করিলেন) ॥ ৪১ ॥

(প্রবিশ্য কৃষ্ণঃ।)
সাচি বিলোচন-তরঙ্গিতভঙ্গী
বাগুড়ামিহ বিতত্য মৃগাক্ষী।
রাধিকেয়মধিক-স্বরভঙ্গং
দ্রাক্ ববন্ধ মম চিত্তকুরঙ্গং॥ ৪২॥

রাধা। (অপবার্য্য) কুন্দলদে পেক্খ সোহগ্গং গুঞ্জাবলীএ॥
(ইতি সংস্কৃতেন।)
কঠোরাঙ্গী কামং জগতি বিদিতা নীরসতয়া
নিগূঢ়ান্তশ্ছিদ্রা ত্বমতিমলিনা চাসি বদনে।

কৃষ্ণ ইতি। সাচি বক্রামালোচনস্য তরঙ্গিতভঙ্গী কটাক্ষপরম্পরা। সৈব বাগুড়া মৃগবন্ধন-পাশবিশেষঃ। বাগুড়া মৃগবন্ধিনীতি, অধিক-স্বরেণ ভঙ্গো যস্য তং। যেন স্বরেণাকৃষ্টস্তস্মাদধিক-স্বরেণাস্য ভঙ্গঃ প্রসিদ্ধঃ। অধিকস্মর রঙ্গমিতি পাঠান্তরং। মূলপাঠে রূপকং, পাঠান্তরে উপমা॥ ৪২॥

রাধেতি। কর্ণে লগিত্বাহ, কুন্দলতে! পশ্য সৌভাগ্যং গুঞ্জাবল্যাঃ। অপ্রাণিনীর্ষয়া স্বস্য মহাভাবাখ্য রতিবিশেষো ব্যঞ্জিত ইতি জ্ঞেয়ং॥ ৪৩॥

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ পূর্ব্বক।)

অহো! মৃগাক্ষী শ্রীরাধা কুটিল-লোচনের কটাক্ষপরম্পরারূপ মৃগবন্ধিনী বিস্তার করিয়া অধিক স্বরে যাহার ভঙ্গ হয়, এমত আমার চিত্তকুরঙ্গকে শীঘ্র বন্ধন করিল॥ ৪২॥

শ্রীরাধা। (কর্ণের নিকট গিয়া) কুন্দলতে! গুঞ্জাবলীর সৌভাগ্য অবলোকন কর॥
(এই বলিয়া সংস্কৃতভাষায়।)
গুঞ্জাবলি! তুমি জগতে কঠোরাঙ্গী ও নীরস বলিয়া

তথাপ্যুচ্চৈর্গুঞ্জাবলি বিহরসে বক্ষসি হরে-
র্জনানাং দোষাং বা ন হি কমনুরাগঃ স্থগয়তি ॥ ৪৩ ॥

কুন্দলতা। (নীচৈঃ) রাহে তুহ কঢোর-থণমণি বিণিদ্ধুদাএ,
এদাএ কুদো এত্থ থেরিঅং বরাগীএ ॥ ৪৪ ॥

(নেপথ্যে।)

দনুজদমন-বক্ষঃ পুষ্করে চারুতারা
জয়তি জগদপূর্ব্বা কাপি রাধাভিধানা।

কুন্দলতে। রাধে! তব কঠোর-স্তনমণি বিনির্ধূতায়াঃ অস্যাঃ কুতোঽত্র স্থৈর্য্যং বরাক্যাঃ ॥ ৪৪ ॥

(নেপথ্যে।) দনুজেত্যাদি। পুষ্করেঽম্বরে রাধাভিধানা কাপি চারুতারা সুন্দরতারকা অনুরাধা জয়তি। কথম্ভূতা, জগতি অপূর্ব্বা আশ্চর্য্যা। পক্ষে

বিখ্যাত, তোমার নিগূঢ়রূপে মধ্যদেশ ছিদ্র এবং তোমার বদনও অতিশয় মলিন, তথাপি তুমি হরিবক্ষে বিরাজ করিতেছ, যাহা হউক, অনুরাগজনবৃন্দের কোন্ দোষ গোপন না করিয়া থাকে? ॥ ৪৩ ॥

কুন্দলতা। (ধীর স্বরে) রাধে! তোমার কঠোর-স্তনমণি দ্বারা আহত হওয়ায় এই বরাকী গুঞ্জাবলীর কিরূপে এ স্থানে স্থিরতা হইবে? ॥ ৪৪ ॥

(বেশগৃহে।)

অসুরনাশন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোরূপ গগনে জগদ্দুর্লভা কোন এক মনোজ্ঞা শ্রীরাধানাম্নী তারা জয়যুক্ত হউন, যিনি গগনস্থ

যদিয়মপহরন্তী তত্র নক্ষত্রমালা-
মপি তিরয়তি ধাম্না সদ্গুণৌ পুষ্পবন্তৌ ॥ ৪৫ ॥

কুন্দলতা। (নেপথ্যাভিমুখমালোক্য) বুন্দে দোণং জ্জেব সুরচন্দাণং তিরোহাণং ভণন্তী, তুমং তারাএ মাহপ্পে অণহিণ্ণাসি জং পরাহূদঃসুর লক্‌খস্‌স চন্দাঅলীণাধস্‌স বি উবরি ইমাএ পৌরুষং ফুড়ং লক্‌খীঅদি ॥ ৪৬ ॥

পুষ্করে পদ্মে। চারুতাং রাতীতি চারুতারা। যস্মাদিয়ং অত্রাম্বরে নক্ষত্রমালামশ্বিন্যাদি নক্ষত্রশ্রেণীং। পক্ষে সপ্তবিংশতি-মৌক্তিকৈর্গ্রথিতাং মালাং। সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতি-মৌক্তিকৈরিত্যমরাৎ। অপহরন্তীতি তিরস্কুর্ব্বন্তী সতী ধাম্না কান্ত্যা পুষ্পবন্তৌ তিরয়তি তিরস্করোতি চন্দ্র-সূর্য্যৌ। একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকর-নিশাকরাবিত্যমরাৎ। পক্ষে প্রসস্তপুষ্পবন্তৌ মালাবিশেষৌ। সন্তৌ গুণাস্তমোনাশকত্বাদয়ো যয়োস্তৌ। পক্ষে সন্তৌ প্রশস্তৌ গুণৌ সূত্রে যয়োস্তৌ। সূর্য্যস্তু উড়োরুদয়াৎ প্রাগেব তিরোদধাতি। চন্দ্রস্তু কৃষ্ণ, পক্ষে প্রসিদ্ধমেব তিরোধানমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪৫ ॥

কুন্দেতি। বৃন্দে! দ্বয়োঃ সূর্য্য-চন্দ্রয়োরেব তিরোধানং ভণন্তী, তং তারায়াঃ মাহাত্ম্যে অনভিজ্ঞাসি যৎ পরাভূত-সূর্য্য লক্ষস্য চন্দ্রাবলীনাথস্যাপি উপরি অস্যা পুরুষায়িতচরিতং স্ফুটং লক্ষ্যতে। চন্দ্রাবলীনাথস্য প্রসিদ্ধস্য শ্লেষেণ কৃষ্ণস্যোপরীতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

নক্ষত্রমালাকে অর্থাৎ সপ্তবিংশতি মৌক্তিকবিশিষ্ট হারকে অপহরণ করিয়াও স্বীয় প্রভা দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যকে তিরস্কৃত করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

কুন্দলতা। (বেশগৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) বৃন্দে! তুমি তারার মাহাত্ম্য জান না, তাহাতেই সূর্য্য ও চন্দ্রের তিরোধান বলিতেছ, যেহেতু তিনি স্বীয়তেজে লক্ষ লক্ষ

সখ্যৌ। কুডিলে অলিঅং হসন্তী কিত্তি পিঅসহীং লজ্জা-
বেসি॥

কুন্দলতা। (সংস্কৃতেন।)

ত্রপাং ত্যজ কুড়ুঙ্গকং প্রবিশ সস্তুতে মঙ্গলা-
ন্যনঙ্গ-সমরাঙ্গনে পরমসাংযুগীনা ভব।
বিবস্বদুদয়ে ভবদ্বিজয়কীর্ত্তি-গাথাবলী
পুরঃ সখি মুরদ্বিষঃ সহচরীভিরুদ্গীয়তাং॥ ৪৭॥

ললিতা বিশাখে আহতুঃ। কুটিলে! অলীকং হসন্তী কস্মাৎ প্রিয়সখীং লজ্জয়সি॥

কুন্দেতি। ত্রপামিত্যাদি। করণনাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, প্রস্তুতার্থসমারম্ভঃ করণং পরিচক্ষত ইতি। অত্র প্রস্তুত-ক্রীড়ারূপস্থার্থস্য সমারম্ভ-কথনাৎ করণং। কুড়ুঙ্গকং কুঞ্জং, সাংযুগীনা জেত্রী, সাংযুগীনো রণে সাধুরিত্য-মরাৎ। বিবস্বদুদয়ে প্রাতঃকালে॥ ৪৭॥

সূর্য্যকে পরাভূত করিয়াছেন এবং চন্দ্রাবলীনাথেরও উপর স্পষ্টরূপে তাঁহার পৌরুষ লক্ষিত হইতেছে॥ ৪৬॥

সখীদ্বয় (ললিতা ও বিশাখা)। কুটিলস্বভাবে! অলীক হাস্য করিয়া প্রিয়সখীকে লজ্জিত করিতেছ কেন?॥

কুন্দলতা। (সংস্কৃতভাষায়।)

রাধে! লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুঞ্জে গিয়া প্রবেশ কর, তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি কন্দর্পযুদ্ধে জেত্রী হইবা, সূর্য্যোদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে সহচরীগণ তোমার বিজয়কীর্ত্তিরূপ গাথাবলী উচ্চরূপে গান করুক॥ ৪৭॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিতং কৃত্বা।)

অন্তস্তর্ষং জগতি তৃষিতৈঃ কামমাচম্যমানঃ
শৈত্যাধারঃ সুমধুররসো বিচ্ছিনত্ত্যেব সর্ব্বঃ।
কেয়ং রাধাবদনশশিনঃ কান্তিপীযূষধারা
যা ভূয়িষ্ঠং প্রথয়তি মুহুঃ পীয়মানাপি তৃষ্ণাং ॥ ৪৮ ॥

রাধা। (অপবার্য্য সংস্কৃতেন।)

চলাক্ষি গুরুলোকতঃ স্ফুরতি তাবদন্তর্ভয়ং
কুলস্থিতিরলঞ্চ মে মনসি তাবদুন্মীলতি।

কৃষ্ণ ইতি। অন্তস্তর্ষমিত্যাদি। জগতি শৈত্যাধারো যো মধুররসঃ স সর্ব্বস্তৃষিতৈরাচম্যমানঃ সন্ কামমন্তস্তর্ষং বিচ্ছিনত্ত্যেব। রাধিকাবদনশশিনঃ কেয়ং কান্তিপীযূষধারা। যা পীয়মানাপি মুহুর্ভূয়িষ্ঠাং তৃষ্ণাং প্রথয়তীত্যন্বয়ঃ। বিশেষোক্তিনামালঙ্কারঃ ॥ ৪৮ ॥

রাধেতি। চলাক্ষীত্যাদি। উদ্ভেদনাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, বীজস্য তু য উদ্ঘাটঃ স উদ্ভেদ ইতি, স্মৃতি ইতি। অত্র অনুরাগবীজস্য স্বমুখেনৈবোদ্ঘাটা-

---

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া।)

অহো! জগতে যে সকল শীতল মধুর-রসবিশিষ্ট বস্তু আছে, তৎসমুদায় যদি তৃষিত-লোকে পান করে, তবে তাহাতে তাহাদের আন্তরিক তৃষ্ণা একেবারে নিবৃত্তি পাইয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শ্রীরাধার বদনচন্দ্রের চন্দ্রিকারূপ অমৃতধারা মুহুর্মুহুঃ পীয়মান হইলেও পুনর্ব্বার তাহা অতিশয়-রূপে তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরাধা। (কর্ণের নিকটে গিয়া সংস্কৃতভাষায়।)

চঞ্চলাক্ষি! আমি যাবৎ পদ্মলোচনের চঞ্চল মকরকুণ্ডল-

চলন্মকরকুণ্ডল-স্ফুরিত-ফুল্লগণ্ডস্থলং
ন যাবদপরোক্ষতামিদমুপৈতি বক্ত্রাম্বুজং ॥ ৪৯ ॥

কুন্দলতা। সুন্দর এত্থ রঅণসিংহাসণে রাহিঅং আরোহেহি ॥

কৃষ্ণঃ। (তথা করোতি) ॥

ললিতা। হলা তক্কিস্‌সদি জণো তা থম্ভেহি সংখচূড়ারবং ॥৫০॥

প্রবিশ্য শঙ্খচূড়ঃ। (লতান্তরে স্থিত্বা) গোঅড্ঢণবল্লিদলক্খণা

ছন্দেদঃ। যাবদিদং বক্ত্রাম্বুজমপরোক্ষতাং নোপৈতি তাবদন্তর্ভয়ং স্ফুরতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

কুন্দেতি। সুন্দর! অত্র রত্নসিংহাসনে রাধিকাং আরোপয় ॥

ললিতেতি। সখি! তর্কিষ্যতি জনো তস্মাৎ স্তম্ভয় শঙ্খচূড়ারবং। শঙ্খস্য চূড়াশ্চূড়ীতি প্রসিদ্ধা বলয়াস্তাসাং রবং। পক্ষে তন্নাম যক্ষস্য রবং ॥ ৫০ ॥

[স্ফুরিত-গণ্ডশালী বদনপদ্ম লোচনের গোচর করিতে না পারি, তাবৎ আমার মনোমধ্যে গুরুজন হইতে আন্তরিক ভয় স্ফূর্ত্তি ও কুলমর্য্যাদা সকল উদিত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

কুন্দলতা। সুন্দর! এই রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধাকে আরোহণ করাও ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (তাহাই করিলেন) ॥

ললিতা। সখি! লোকে বিতর্ক করিবে, অতএব শঙ্খচূড় অর্থাৎ চূড়ীর রব স্তম্ভিত কর ॥ ৫০ ॥

(শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।)

শঙ্খচূড়। (লতান্তরে থাকিয়া) গোবর্দ্ধনমল্ল যাহার লক্ষণ

কুমরী এসা রঅণসীহাসণে রেহই তা ওসরং জাণিঅ অপ্-
পণো কম্মং অনুচিট্ঠিস্সং ॥

(ইতি স্থিতঃ) ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে ক্ষণমলঙ্ক্রিয়তাং মদূরুগারুত্মত-পীঠং ॥

রাধা। গোউলজুঅরাঅ তুম্হাদিসাণং পুরিসুত্তমাণং জুত্তং
কুলবালিআণং ধম্মবিদ্ধংসণং ॥ ৫১ ॥

(নেপথ্যে।) হা ণত্তিণি রাহিএ চিরং কহিং গদাসি ॥

শঙ্খচূড় ইতি। গোবর্দ্ধনবর্ণিতলক্ষণা কুমারী এষা রত্নসিংহাসনে রাজতে, অবসরং জ্ঞাত্বা কর্ম্মানুষ্ঠানং করিষ্যামি ॥

কৃষ্ণ ইতি। গারুত্মত-পীঠং ইন্দ্রনীলমণি পীঠং ॥

রাধেতি। গোকুলযুবরাজ। যুষ্মদ্দশানাং পুরুষোত্তমানাং ন যুক্তং কুল-বালিকানাং ধর্ম্মবিধ্বংসনং ॥ ৫১ ॥

(নেপথ্যে।) হা নপ্তৃ রাধে। চিরং কুত্র গতাসি ॥

বর্ণন করিয়াছিল, সেই এই কুমারী রত্নসিংহাসনে বিরাজ করিতেছে, অতএব অবসর জানিয়া স্বীয়কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি ॥

(এই বলিয়া লতাজালে গোপনভাবে রহিল) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার উরুরূপ মরকতমণি পীঠ অলঙ্কৃত কর ॥

শ্রীরাধা। অহে গোকুলযুবরাজ! তোমাদের মত পুরুষোত্তম ব্যক্তিগণের কুলবালিকাদিগের ধর্ম্মবিধ্বংসন উপযুক্ত নয় ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণঃ। কুন্দলতে কথমিয়ং মুখরা বিলপতি ॥

কুন্দলতা। (বিহস্য) মোহন জহিং তুম্হাদিসো ণিউঞ্জণাঅরো লীলাবাঙ্গং তরঙ্গেদি তহিং বুড্ঢিআণং বিলাবস্স কা ক্খু দরিদ্দদা ॥

প্রবিশ্য মুখরা। (পুরো রাধামাধবৌ পশ্যন্তী স্বগতং) হা হদ দেব্ব ণং হরিঅন্দণং উজ্ঝিঅ এসা কপ্পলদা কীস তুএ তং এরণ্ডং লম্ভিদা। (প্রকাশং) হা বচ্ছে! ইমস্স

কুন্দেতি। মোহন! যস্মিন্ ত্বাদৃশো নিকুঞ্জনাগরো লীলাপাঙ্গং তরঙ্গয়তি, তস্মিন্ বৃদ্ধানাং বিলাপস্য কা খলু দরিদ্রতা ॥

মুখরেতি। স্বগতং মনসি ব্রবীতীত্যর্থঃ। হা হত দৈবং! এতং হরিচন্দনং ত্যক্ত্বা এষা কল্পলতা কস্মাৎ ত্বয়া এরণ্ডং লম্ভিতা প্রাপিতা। হা বৎসে!

(বেশগৃহে।)

হা নপ্ত্রি রাধিকে! তুমি বহুক্ষণ যাবৎ কোথায় গমন করিলে? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। কুন্দলতে! এ কি মুখরা বিলাপ করিতেছে? ॥

কুন্দলতা। (হাস্য করিয়া) মোহন! যে স্থানে ভবাদৃশ নিকুঞ্জনাগর লীলাবশতঃ অপাঙ্গ তরঙ্গ বিস্তার করিতেছেন, সে স্থানে বৃদ্ধাদিগের বিলাপের আর দরিদ্রতা কোথায়? ॥

(মুখরার প্রবেশ।)

মুখরা। (অগ্রে রাধামাধবকে অবলোকন করিয়া মনে মনে) হা হত বিধে! এই হরিচন্দন পরিত্যাগ করিয়া কেন তুমি এরণ্ডবৃক্ষে কল্পলতাকে অর্পণ করিলা? অর্থাৎ

জেব্ব লম্পটচূড়ামণিণো কালীকুরঙ্গী সংবুত্তাসি ॥ ৫২ ॥

ললিতা। (সালীকং) অজ্জে পেক্খ এসো কহ্নো গোট্টিমং অহ্ম বিড়ম্বণং করেদি ॥

মুখরা। অরে রঅণারীঅ চিট্ঠ চিট্ঠ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) কঠোরেয়ং জরতী তদহমন্তর্হিতো ভবেয়। (ইতি তথা স্থিতঃ) ॥

মুখরা। (সাক্রোশং) ললিদে ধরেহি ধরেহি ণং ধূত্তঅং ॥

ইদমত্থ এব লম্পটচূড়ামণের্লীলাকুরঙ্গী সংবৃত্তাসি, এরণ্ডমভিমন্যুরিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্যস্থাঃ স্নেহপাত্রং অত স্নেহেনেদমুক্তং, কৌতুকং প্রকাশয়িতুমাহ বৎসে ॥ ৫২ ॥

ললিতেতি। আর্য্যে ! পশ্য এষঃ কৃষ্ণঃ বলাৎ বিড়ম্বনং করোতি। দাক্ষিণ্যনাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং, দাক্ষিণ্যন্তু ভবেদ্বাচা পরিচিত্তানুবর্ত্তনমিতি। অত্র ললিতায়া মুখরাচিত্তানুবৃত্তির্দাক্ষিণ্যং ॥

মুখরেতি। অরে রতনারীকরতানার্য্যো ! যস্মিন্ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ॥

মুখরেতি। ললিতে। ধারয় ধারয় এনং ধূর্ত্তকং ॥

শ্রীরাধা স্বরূপ কল্পলতাকে এরণ্ডবৃক্ষ-তুল্য অভিমন্যুতে কেন সঙ্গত করাইলা ? (প্রকাশ করিয়া) হা বৎসে ! কেন লম্পটচূড়ামণির ক্রীড়া-কুরঙ্গী হইলে ? ॥ ৫২ ॥

ললিতা। (অলীকের সহিত) আর্য্যে ! দেখুন, এই শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বিক আমাদের বিড়ম্বনা করিতেছেন ॥

মুখরা। অরে লম্পট ! থাক্ থাক্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) এই জরতী অতিশয় কঠোরা, তবে আমি লুক্কায়িত হই। (এই বলিয়া গোপনভাবে অবস্থিত রহিলেন) ॥

মুখরা। (চীৎকার করিয়া) ললিতে ! ধর ধর এই ধূর্ত্তকে ॥

ললিতা। হুঁ এহ্নিং কিত্তি পলাএসি ॥ ৫৩ ॥

মুখরা। (ধাবন্তী পুরঃ কুঞ্জমাসাদ্য স তর্জ্জনং) দিট্ঠিআ লদ্ধোসি, রে কুরুঙ্গাঅলী-ভুঅঙ্গ দিট্ঠিআ লদ্ধোসি ॥

কৃষ্ণঃ। (সাতঙ্কমাত্মগতং) হন্ত ঘনান্ধকারে কথমন্ধকল্পয়াপি জরত্যা দৃষ্টোঽস্মি ॥

মুখরা। (শিরঃ সঞ্চাল্য সঞ্চাল্য মুহুর্নিভালয়তে) ॥

ললিতেতি। হুঁ ইদানীং কিমিতি পলায়সি। হুঁমুদ্দিশ্যাহ হুঁমিতি স্বীকারে। মুখরাবাক্যং স্বী... কৃষ্ণং প্রত্যাহেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

মুখরেতি। তিমিরপুঞ্জং কৃষ্ণং মত্বা। কুরঙ্গাবলী-ভুজঙ্গ। দিষ্ট্যা লব্ধোসি। কুরঙ্গাবলী-ভুজঙ্গ কোটরাবলী-সর্পঃ। কুরঙ্গঃ কোটরোঽস্ত্রিয়ামিতি কোষঃ। পক্ষে কুঞ্জাবলীস্থাসু কামুক। মঞ্জা, ক্রোশন্তীবল্লক্ষণা, কামুকে সর্পে ইতি কোষঃ ॥ ৫৪ ॥

মুখরা। (আক্রোশের সহিত) ললিতে! এই ধূর্ত্তকে ধর ধর ॥

ললিতা। (মুখরার বাক্য গ্রহণ করিয়া) হুঁ, এখন কোথায় পলায়ন করিতেছ? ॥ ৫৩ ॥

মুখরা। (দৌড়িয়া গিয়া অগ্রবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তর্জ্জনের সহিত) ভাগ্যক্রমে পাইয়াছি, অরে কুরঙ্গাবলী-লম্পট! ভাগ্যক্রমে পাইয়াছি ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (আতঙ্কের সহিত মনে মনে) হায়! কি প্রকারে ঘনান্ধকারে অন্ধপ্রায়া জরতী আমাকে দেখিতে পাইল?

মুখরা। (মস্তক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বারম্বার দেখিতে লাগিল) ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) নূনমাকাশকুসুম দৃষ্টিরেবাহসৌ জরত্যাঃ ॥
মুখরা। অম্মো তিমিরপুঞ্জো জ্জেব্ব এসো ॥
কৃষ্ণঃ। (স্মিতং করোতি) ॥ ৫৪ ॥
মুখরা। (অন্যতো গত্বা) হুঁ দানিং জ্জেব্ব লদ্ধোসি। (পুনর্নিভাল্য স শঙ্কং) রে ধূর্ত্তআ বারাহ নারসীংহাদি বহুরূবোসি ত্তি সচ্চং পৌর্ণমাসীএ কহিজ্জসি, জং ইমিণা ভাণুভাসুরেণ ভীষণরূবেণ মং ভীসঅন্তো ণিক্কমসি ॥ ৫৫ ॥
শঙ্খচূড়ঃ। দিট্‌ঠিআ মূর্ত্তীভূদবিক্কম-চক্কবালস্‌স বালস্‌স দিট্‌ঠী বঞ্চিদা (ইত্যুপসর্পতি) ॥

মুখরেতি। শঙ্খচূড়, কৃষ্ণং স্বাহ। হুঁমিদানীমেব লব্ধোসি। রে ধূর্ত্ত! বরাহ-নরসিংহাদি বহুরূপোহসীতি, সত্যং পৌর্ণমাস্যাঃ কথ্যতে, যৎ অনেন ভানুনা ভীষণরূপেণ ভীষয়ন্ নিষ্ক্রমসি ॥ ৫৫ ॥

শঙ্খচূড়েতি। দিষ্ট্যা মূর্ত্তীভূত-বিক্রম-চক্রবালস্য কৃষ্ণাখ্য বালকস্য দৃষ্টি-র্বঞ্চিতা ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) নিশ্চয় জরতীর দৃষ্টি আকাশকুসুমের ন্যায় বোধ হইতেছে ॥
মুখরা। মা! এ যে অন্ধকারপুঞ্জ ॥
শ্রীকৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন) ॥ ৫৪ ॥
মুখরা। (অন্যদিকে গমন করিয়া) হুঁ, এবার ধরিয়াছি। (পুনর্ব্বার দেখিয়া শঙ্কার সহিত) অরে ধূর্ত্ত! তুই বরাহ নৃসিংহাদি বহু বহু রূপ ধারণ করিয়া থাকিস্, পৌর্ণমাসী এ কথা সত্য বলিয়াছেন, যেহেতু এখন ভানুর ন্যায় ভীষণ তেজোময় রূপ দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইয়া পলায়ন করিলি ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বাঃ। (সমীক্ষ স ত্রাসং) অজ্জে পরিত্তাহি পরিত্তাহি ॥

মুখরা। (স রোষং) রে সামলা ণ জুত্তং ক্‌খু এদং ॥ ৫৬ ॥

ললিতা। হা হতবুদ্ধিএ এদিসং দারুণং পি কহ্‌ণং আসং-
কেসি ॥

শঙ্খচূড়ঃ। সুহিত্তমস্‌স কংস-ভূবইণো কামং অবঞ্ঝং কাদুং
ণং সসীহাসণং জ্জেব্ব পোমিণিঅং সিরে ঘেত্তু ণ ণই-
স্‌সং ॥

সর্ব্বেতি। আর্য্যে! পরিত্রাহি পরিত্রাহি ॥

মুখরেতি। রে শ্যামলা! ন যুক্তং খলু এতৎ ॥ ৫৬ ॥

ললিতেতি। হা হতবুদ্ধিকে! ঈদৃশং দারুণমপি কৃষ্ণং আশঙ্কসে ॥

শঙ্খচূড় ইতি। সুহৃত্তমস্য কংসভূপতেঃ কামং অবন্ধ্যং কর্ত্তুং এনাং স
সিংহাসনামেব পদ্মিনীং শিরসি গৃহীত্বা নয়িষ্যে ॥

শঙ্খচূড়। কি সৌভাগ্য! মূর্ত্তিমান্ বিক্রমশালী লোকা-
লোক পর্ব্বতের ন্যায় এই বালকের দৃষ্টি হইতে আমি
বঞ্চিত হইলাম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিতে পায়
নাই (এই বলিয়া কুমারী-হরণে গমন করিতে লাগিল) ॥

সকলে। (দেখিয়া ত্রাসের সহিত) আর্য্যে! পরিত্রাণ কর
পরিত্রাণ কর ॥

মুখরা। (ক্রোধের সহিত) অরে শ্যামলা! এরূপ কার্য্য
ভাল নয় ॥ ৫৬ ॥

ললিতা। হা বৃদ্ধে! তোমার বুদ্ধি যে হত হইল? ঈদৃশ
দারুণ ব্যক্তিকেও কৃষ্ণ বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ? ॥

শঙ্খচূড়। সুহৃত্তম কংস-ভূপতির অভিলাষ সফল করিবার

(ইতি তথা কুর্ব্বন্নিষ্ক্রান্তঃ) ॥

সর্ব্বাঃ। (স ব্যামোহং) হা কহ্নং কুদোসি ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণঃ। (কুঞ্জান্নিষ্ক্রম্য স বিষাদং।)

আনীতাসি ময়া মনোরথ শত ব্যগ্রেণ নির্ব্বন্ধতঃ
পূর্ণং শারদপূর্ণিমা পরিমলৈর্বৃন্দাটবী কন্দরং।
সদ্যঃ সুন্দরি শঙ্খচূড় কপটপ্রাপ্তোদয়েনাধুনা
দৈবেনাদ্য বিরোধিনা কথমিতস্ত্বং হন্ত দূরীকৃতা ॥

সর্ব্বা ইতি। হা কৃষ্ণঃ! কুতোহসি ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণ ইতি। আনীতাসীত্যাদি। নির্ব্বন্ধত আগ্রহাৎ, শারদপূর্ণিমায়াং যে পরিমলা মনোহরগন্ধাস্তৈঃ। বিমর্দ্দোত্থে পরিমলে গন্ধে জনমনোহরে ইত্যমরঃ।

নিমিত্ত সিংহাসনের সহিতই এই পদ্মিনীকে মস্তকে করিয়া লইয়া যাই ॥

(এই বলিয়া তদ্রূপ চেষ্টায় গমন করিল) ॥

সকলে। (কাতরতার সহিত) হা কৃষ্ণ! কোথায় আছ? ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (কুঞ্জ হইতে নির্গত হইয়া বিষাদের সহিত।)

প্রিয়ে! আজ্ আমি শত শত মনোরথে ব্যগ্র হইয়া আগ্রহসহকারে শারদপূর্ণিমার পরিমল দ্বারা পরিপূর্ণ বৃন্দাবন-কন্দরে তোমাকে আনয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু হে সুন্দরি! সম্প্রতি কপট শঙ্খচূড়রূপ-বিরোধি বিধি হঠাৎ কিরূপে এ স্থান হইতে তোমাকে দূরীভূত করিল? ॥

(ইতি সংরম্ভেণ পরিভ্রমন্।)

আর্য্যে মাভৈষীঃ এষো নেদীয়ানস্মি ॥

মুখরা। (সাস্রং) চন্দমুহ বিজয়লচ্ছীএ সঅংবরিদো হোহি ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণঃ। (সাটোপং) রে রে দুষ্ট।

রাধাপরাধিনি মুহুস্ত্বয়ি যন্ন শাস্তিং
শক্নোমি কর্ত্তুমখিলাং গুরুরেষ খেদঃ।
সর্ব্বাঙ্গিনেয়মভিধাবতি লুপ্তধর্ম্মা
ত্বাং মুক্তি কালরজনী বত কিং করিষ্যে ॥

শঙ্খচূড়স্য কপটেন ছলেন প্রাপ্ত উদয়ো যেন স তেন। সংরম্ভেণ ক্রোধোদ্ভূতমটোপেন। এষো নেদীয়ান্ এষোঽহং নিকটোঽস্মি ॥

মুখরেতি। চন্দ্রমুখ! বিজয়লক্ষ্ম্যা সম্বরিতো ভব ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণ ইতি। রাধাপরাধিনীত্যাদি। মুখাদিসন্ধিস্বঙ্গানামশৈথিল্যায় সর্ব্বতঃ সন্ধ্যন্তরাণি যোগ্যানি তত্র তত্রৈক বিংশতি। সন্ধ্যন্তরৈক বিংশত্যন্তবে দণ্ডনাম

(এই বলিয়া ক্রোধের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে।)

আর্য্যে! ভয় করিও না, এই আমি নিকটবর্ত্তী হইলাম ॥

মুখরা। (অশ্রুমোচন করিতে করিতে) চন্দ্রবদন! তুমি বিজয়লক্ষ্মী কর্ত্তৃক স্বয়ম্বরিত হইবা ॥ ৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (সাটোপের সহিত) রে রে দুষ্ট!

যে পর্য্যন্ত রাধাপরাধি-ত্বাদৃশ দুরাচারের প্রতি মুহুর্মুহুঃ অখিল শাস্তি প্রদান করিতে সমর্থ না হই, তাবৎ আমার অন্তরে গুরুতর খেদ রহিল, সর্ব্বাঙ্গিনা মুক্তিরূপা কাল রজনী

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৫৯ ॥

কুন্দলতা। ললিদে পেক্খ পেক্খ এসো হদাসো রাহিঅং উজ্ঝিঅ কহ্নেণ জোদ্ধুং বিক্কমেদি ॥

(নেপথ্যে।)

স্থূলস্তাল-ভুজোন্নতির্গিরিতটী বক্ষাঃ ক্ক যক্ষাধমঃ
কায়ং বাল-তমাল-কন্দলমৃদুঃ কন্দর্পকান্তঃ শিশুঃ।
নাস্ত্যন্যঃ সহকারিতা পটুরিহ প্রাণীন জানীমহে
হা গোষ্ঠেশ্বরি কীদৃগদ্য তপসাং পাকস্তবোন্মীলতি ॥

সন্ধ্যন্তরমিদং। তল্লক্ষণং, দণ্ডস্ববিনয়াদীনাং দৃষ্ট্যা শ্রুত্বা চ তর্জ্জনমিতি। অত্র শঙ্খচূড় তর্জ্জনং দণ্ডঃ। অখিলাং সমগ্রাং মুক্তিরূপা কালরজনী ॥ ৫৯ ॥

কুন্দেতি। ললিতে! পশ্য পশ্য এষো হতাশো রাধিকাং ত্যক্ত্বা কৃষ্ণেন যোদ্ধুং ক্রামতি। সংশয়নাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং, অনিশ্চয়ান্তং তদ্বাক্যং সংশয়ঃ স নিগদ্যতে ইতি। অত্র সংশয়েনৈব বাক্যসমাপ্তেঃ সংশয়নাম নাটকভূষণং ॥ ৬০ ॥

যে সমুদায় ধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া থাকে, সে তোর্ প্রতি ধাবমান হইতেছে, হইাতে আমি কি করিব ? ॥

(এই বলিয়া শঙ্খচূড়ের নিকটে গমন করিলেন) ॥ ৫৯ ॥

কুন্দলতা। ললিতে! দেখ দেখ, এই হতাশ যক্ষ শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ করিতেছে ॥

(বেশগৃহে।)

কোথায় এই স্থূলতালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত ভুজ ও পর্ব্বত-তট সদৃশ বিস্তৃত বক্ষঃ যক্ষাধম শঙ্খচূড় এবং কোথায় এই

সর্ব্বাঃ। (সমাকর্ণ্য ব্যামোহং নাটয়ন্তি) ॥ ৬০ ॥

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ পৌর্ণমাসী।)

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে মাব্যথিষ্ঠাঃ, ক্ষিপ্রং খলস্ফুলিঙ্গ-মেতং লব্ধনির্ব্বাণং জানীহি ॥

(নেপথ্যে।)

দোর্দ্দণ্ডাটোপভঙ্গী বিকটরিপুবপুর্ঘট্টনাদর্দ্দুরূঢ়ঃ
ক্রীড়ন্নুদ্দণ্ড-দংষ্ট্রাঙ্কুর-কুটিল-তটোচ্চণ্ডকুণ্ডান্তরস্থ।

পৌর্ণেতি। পুত্রি ললিতে! স্ফুলিঙ্গং অগ্নিকোণঃ। স্ফুলিঙ্গ পক্ষে নির্ব্বাণং শান্তিঃ, খল পক্ষে মুক্তিঃ॥

(নেপথ্যে।) দোর্দ্দণ্ডেত্যাদি। পিঙ্গচূড়ঃ শ্রীকৃষ্ণোঽটবীমণ্ডলে শঙ্খচূড়স্য

নবীন তমালবৃক্ষের ন্যায় মৃদু ও কন্দর্পতুল্য কমনীয় শিশু, এ স্থানে অন্য কোন উপযুক্ত সহকারীও দেখিতেছি না। হা গোষ্ঠেশ্বরি! জানি না, আজ্ তোমার তপস্যার কিরূপ ফলোদয় হইবে॥

সকলে। (শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন) ॥ ৬০ ॥

(বস্ত্রপ্রাবরণে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ।)

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে! ব্যথা দূর কর, শীঘ্র এই খল-স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে জানিও॥

(বেশগৃহে।)

পিঙ্গচূড় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভুজদণ্ডের আটোপ-ভঙ্গীতে শত্রু-শরীর বিঘটন করায় গর্ব্বিত হইয়াছিলেন, অতএব অটবী-মণ্ডলে ক্রীড়া করিতে করিতে সুদীর্ঘ দন্তাঙ্কুরে কুটিল ও ভয়া-

দিব্যচ্চণ্ডাংশুবিম্বপ্রতিভটমটবীমণ্ডলে দণ্ডকোট্যা
ব্যাকর্ষন্ পিঞ্ছচূড়ো হরতি মুকুটতঃ শঙ্খচূড়স্য রত্নং ॥৬১॥

পৌর্ণমাসী। দিষ্ট্যা রত্নাকৃষ্টিমিষাদয়মাকৃষ্টজীবো ব্যধায়ি।
তেনাদ্য বৃন্দাটবীজম্বুকানাং পারণোৎসবায় সম্পৎস্যতে॥
(পুনর্নিরূপ্য স হর্ষং।)

পশ্যত পশ্যত বিচ্যুত রক্ষোহয়ং যক্ষো ভঙ্গমঙ্গী
চকার ॥ ৬২ ॥

(পুনর্নেপথ্যে।)

মুকুটতো রত্নং দণ্ডকোট্যা ব্যাকর্ষন্ সন্ হরতীত্যন্বয়ঃ। দর্দ্দুরূঢ়ঃ প্রগল্ভঃ, জম্বুকাঃ শৃগালাঃ ॥ ৬১ ॥

পৌর্ণেতি। মিষাৎ ছলাৎ আকৃষ্টজীবঃ আকৃষ্টপ্রাণঃ কৃষ্ণেন ব্যধায়ি। সম্পৎস্যতে সম্যক্ ভবিষ্যতি। বিচ্যুতা বগা বগাদ্ধপমনির্য্যাৎ সঃ ॥ ৬২ ॥

নক ভুণ্ডান্তরবিশিষ্ট শঙ্খচূড়ের মুকুট হইতে সূর্য্যতুল্য তেজোময় শিরোরত্ন দণ্ডাগ্র দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইলেন ॥ ৬১ ॥

পৌর্ণমাসী। কি সৌভাগ্য! শ্রীকৃষ্ণ রত্নাকর্ষণ ছলে যে শঙ্খচূড়ের জীবনও আকর্ষণ করিলেন? যাহা হউক, আজ্ বৃন্দাবনের শৃগাল সকলের পারণোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবে ॥

(পুনর্ব্বার দৈত্যরূপে নিশ্চয় করিয়া হর্ষের সহিত।)

দেখ দেখ, রক্ষামণি বিচ্যুত হওয়ায় এই যক্ষ মৃত্যু স্বীকার করিল ॥ ৬২ ॥

(পুনর্ব্বার বেশগৃহে।)

মুষ্টিনা ঝটিতি পুণ্যজনোঽয়ং
হন্ত পাপবিনিবেশিতচেতাঃ।
পুণ্ডরীকনয়নে সখেলং দণ্ডিতঃ
সকল-জীবিতবিত্তং ॥ ৬৩ ॥

পৌর্ণমাসী। (পুরো দৃষ্ট্বা সানন্দং।)
বিকটসমরধাটী ধৃষ্টতা ধ্বংসিতারি-
র্বিলুঠদমলচূড়শ্চণ্ডিমাড়ম্বরেণ।
কৃতকুসুম বিসর্গৈঃ স্বর্গিভিঃ শ্লাঘ্যমানো
মধুরিপুরয়মক্ষোর্মোদমাবিষ্করোতি ॥ ৬৪ ॥

(পুনর্নেপথ্যে।) মুষ্টিনেত্যাদি বধনাম সন্ধ্যন্তরমিদং। তল্লক্ষণং, বধস্তু জীবিতদ্রোহক্রিয়া স্যাদাতায়িন ইতি, অত্র শঙ্খচূড়বধঃ। পুণ্ডরীকনয়নেনায়ং পুণ্যজনঃ সকল-জীবিতবিত্তং মুষ্টিনা দণ্ডিতঃ, দণ্ডির্দ্বিকর্ম্মকঃ। পুণ্যজনো গৌণ-কর্ম্ম, জীবিতরূপবিত্তং মুখ্যকর্ম্ম। পুণ্যজনাৎ জীবিতবিত্তমাকৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

পৌর্ণেতি। বিকটা যা সমরধাটী সমরে আক্রমণং, বলাদাক্রমণং ধটীত্য-মরঃ। তস্যা যা ধৃষ্টতা প্রাগল্‌ভ্যং তয়া ধংসিতো হরির্যেন সঃ। চণ্ডিমাড়ম্বরেণ ক্রোধারম্ভেণ বিলুঠন্ত্যমলা চূড়া যস্য সঃ ॥ ৬৪ ॥

কি আশ্চর্য্য! পুণ্ডরীকনয়ন ক্রীড়া করিতে করিতে দ্বারা শীঘ্র এই পাপ-পরায়ণ যক্ষের সমস্ত জীবনরূপ বিত্ত দণ্ড করিলেন ॥ ৬৩ ॥

পৌর্ণমাসী। (অগ্রে অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত।)

অহো! বিষম সমরধাটীর প্রগল্‌ভতা দ্বারা শত্রু বিনষ্ট করায় ক্রোধারম্ভে এই মধুরিপুর অমল চূড়া বিলুণ্ঠিত হই-তেছে, স্বর্গবাসী অমরগণও কুসুমবর্ষণসহকারে ইহাঁর স্তব

বিশাখা। ভঅবদি পেক্‌খ সুগহিদণামং রামং অগ্‌গে দু সব্বে সহঅরা সমাঅদা ॥

পৌর্ণমাসী। পুরুষোত্তমেন দত্তোঽয়ং রামায় রমণীয়ো মণীন্দ্রঃ ॥

ললিতা। পেক্‌খ বঅস্‌স উলং পথাবিঅ একো জ্জেব্ব মাহবো রাহিঅং অণুসপ্পদি ॥ ৬৫ ॥

পৌর্ণমাসী। পশ্য পশ্য,

ভয়বাধিত রাধিকোপগূঢ়ঃ প্রচলাক-চারু চূড়ঃ।

বদনোল্লাসিত-শ্রমাম্বুবৃন্দঃ সবিধং সুন্দরি বিন্দতে মুকুন্দঃ ॥

বিশাখেতি। ভগবতি! পশ্য সুগৃহীতনামানং রামং অগ্রে কৃত্বা সর্ব্বে সহচরাঃ সমাগতাঃ অসৌ সুগৃহীতনামাস্যাৎ প্রাতরুত্থায় যং স্মরেদিতি কোষঃ ॥

ললিতেতি। পশ্য বয়স্য! কুলং প্রস্থাপ্য এক এব মাধবো রাধিকাং অনুসর্পতি ॥ ৬৫ ॥

পৌর্ণেতি। হে সুন্দরি! মুকুন্দঃ সবিধং নিকটং বিন্দতি প্রাপ্নোতি ভয়েন বাধিতা যা রাধিকা তয়োপগূঢ়ঃ প্রচলাগ্রেণ প্রচলাকেন ময়ূরপুচ্ছেন চারুশ্চূড়া যস্য সঃ ॥ ৬৬ ॥

করিতেছেন। যাহা হউক, এই শ্রীকৃষ্ণ আমার নেত্রদ্বয়ের আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

বিশাখা। ভগবতি! অবলোকন করুন, সুগৃহীত নামক বলদেবকে অগ্রে করিয়া সহচর সকল আগমন করিয়াছেন ॥

পৌর্ণমাসী। এই যে রমণীয় মণীন্দ্র দেখিতেছ, পুরুষোত্তম বলদেবকে এটী প্রদান করিয়াছেন ॥

ললিতা। দেখুন, মাধব বয়স্যগণকে বিদায় দিয়া একাই শ্রীরাধার অনুসরণ করিতেছেন ॥ ৬৫ ॥

পৌর্ণমাসী। সুন্দরি! দেখ দেখ, ভয়কাতারা শ্রীরাধাকে

(প্রবিশ্য যথা নির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ) ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণঃ। হা নেত্রনিন্দিত কলিন্দসুতারবিন্দ
গোবিন্দ গোকুল পুরন্দর নন্দনাদ্য।
মাং রক্ষ রক্ষ তরসেতি কৃতার্ত্তনাদং
রাধামধীরনয়নাং ন হি বিস্মরামি ॥

পৌর্ণমাসী। (পরিক্রম্য) যশোদামাতরুৎখাত চিন্তা-
শৈল্যাস্মি কৃতা (ইতি স রাধাং মাধবমালিঙ্গতি) ॥৬৭॥

মুখরা। (পাণিভ্যাং হরিং নির্ম্মঞ্ছ্য।)
বীর আরাহিআ দে রাহিআ দিঠ্‌ঠিআ রক্‌খিদা ॥

কৃষ্ণ ইতি। নেত্রাভ্যাং নিন্দিতে কলিন্দসুতায়া অরবিন্দে কমলে যেন তৎ সম্বোধনং ॥ ৬৭ ॥

মুখরেতি। বীর! আরাধিতা তে রাধিকা দিষ্ট্যা রক্ষিতা ॥

আলিঙ্গন পূর্ব্বক চঞ্চলচূড় ও ঘর্ম্মাম্বুসমূহে উল্লাসিত-বদন হইয়া মুকুন্দ আমাদের নিকট আগমন করিতেছেন ॥

(নির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ) ॥ ৬৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। হা প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকবিলোচন! হা গোবিন্দ! হা গোকুলেন্দ্রনন্দন! আজ্ শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর, (এই বলিয়া) চঞ্চললোচনে আর্ত্তনাদ কারিণী শ্রীরাধাকে আমি বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না ॥

পৌর্ণমাসী। হে যশোদানন্দন! আমার চিন্তাশৈল্য দুরীভূত হইল (এই বলিয়া শ্রীরাধার সহিত মাধবকে আলিঙ্গন করিলেন) ॥ ৬৭ ॥

মুখরা। (হস্তদ্বয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমুখারবিন্দ নির্ম্মঞ্ছন করিয়া।)

প্রবিশ্য মধুমঙ্গলঃ । পিঅবস্স এসো মণিন্দো রামেণ রাহি-
আএ দিণ্ণো ॥

কৃষ্ণঃ । কৌস্তুভস্য কুটুম্বং মণীনাং গ্রামণীরয়ং রাধাগ্রৈবেয়-
কতামর্হতি ॥

ললিতা । জধা দিসদি ভবং ॥

কৃষ্ণঃ । তদা গচ্ছ দুষ্টবিজয়েনামুনা পিতরাবানন্দয়াম (ইতি
নিষ্ক্রান্তাঃ) ॥

মধু ইতি । প্রিয়বয়স্য ! এষ মণীন্দ্রো রামেণ রাধিকায়ৈ দত্তঃ ॥

কৃষ্ণ ইতি । কৌস্তুভতুল্য মণীনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽয়ং, রাধাগ্রৈবেয়কতাং
কণ্ঠভূষণতাং ॥

ললিতেতি । যথা দিশতি ভবান্ ॥ ৬৮ ॥

বীর ! বড় সৌভাগ্যের বিষয়, তোমা কর্ত্তৃক আরাধিতা
শ্রীরাধিকা পরিরক্ষিতা হইল ॥

(মধুমঙ্গলের প্রবেশ ।)

মধুমঙ্গল । প্রিয়বয়স্য ! রাম শ্রীরাধাকে এই মণীন্দ্র প্রদান
করিয়াছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ । কৌস্তুভতুল্য এই মণিশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধার কণ্ঠভূষণের
যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥

ললিতা । তুমি যাহা আদেশ করিলা তাহাই হউক ॥

শ্রীকৃষ্ণ । তবে সকলে গৃহে চল, দুষ্ট যক্ষ বিনষ্ট হইয়াছে,
এই সম্বাদ দ্বারা পিতা মাতাকে আনন্দিত করিয়া (এই
বলিয়া গমন করিলেন) ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥ ৬৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে শঙ্খচূড়বধো নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি দ্বিতয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥

(তদনন্তর সকলের প্রস্থান) ॥ ৬৮ ॥

॥ * ॥ ইতি ললিতমাধবনাটকে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কৃত ব্যাখ্যায় শঙ্খচূড়বধ নামক দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ * ॥

ললিতমাধবনাটকং।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

——•:•:•——

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দয়া সহ সঙ্কথয়ন্তী পৌর্ণমাসী।)

পৌর্ণমাসী। হন্ত কথমুপাক্রান্তোঽয়মন্তিমস্তমসী মুহূর্ত্তঃ।

পশ্য পশ্য,

দূরাৎ খরাংশু শরভস্য পরিস্ফুরন্তীং

বিস্ফুর্জ্জিতৈরুদয়শৈলতটীং বিলোক্য

পৌর্ণেতি। বিন্দুপ্রকৃতি যত্নাবস্থাভ্যাং যোগঃ প্রতিমুখসন্ধিঃ। স চাত্র তৃতীয়-চতুর্থয়োরঙ্কয়োর্দর্শিতঃ। তত্র বিন্দুলক্ষণং, ফলে প্রধানে বীজস্য প্রকৃষ্টৈরৈক্যৈঃ ফলান্তরৈঃ। বিচ্ছিন্নে যদবিচ্ছেদকারণং বিন্দুরিষ্যতে। যথাত্র কৃষ্ণস্য পুরগমনাদিনা মুখ্যফলবিচ্ছিন্নে তেনৈব সমাশ্বাসনং। এতাস্তূর্ণং ন যাত কিয়তীত্যাদি। অথ যত্নাবস্থালক্ষণং, যত্নবস্থাফলপ্রাপ্তাবৌৎসুক্যেন তু বর্ণনং। যথা— তৃতীয়েঽঙ্কে রাধায়া কৃষ্ণান্বেষণং। চতুর্থেঽঙ্কে চ কৃষ্ণস্য গন্ধর্ব্বকৃত-নৃত্যাদৌ রাধাবলোকনোদ্যমঃ। প্রতিমুখসন্ধিলক্ষণং, যথা—ভবেৎ প্রতিমুখং দৃশ্যাদৃশ্যং বীজপ্রকাশনং। বিন্দুপ্রয়োগোপগমাদঙ্গান্যস্য ত্রয়োদশ, বীজং প্রেমা। তৎ কদাচিদ্দৃশ্যং কদাচিদদৃশ্যং ভবতি। অঙ্গানি যথা—বিলাসঃ পরিসর্পশ্চ বিধুতং

(অনন্তর বৃন্দার সহিত আলাপ করিতে করিতে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ।)

পৌর্ণমাসী। হায়! কেন ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল?

দেখ দেখ, সিংহবিজয়ি শরভজন্তুরূপ সূর্য্যের গর্জনে অর্থাৎ কিরণসমূহে উদয়াচলের তট দেদীপ্যমান দেখিয়া সিংহরূপী

ত্রাসাদসৌ বিশতি চন্দনপিণ্ড-পাণ্ডু-
রস্তাচলং মৃগকলঙ্ক-মৃগাধিরাজঃ ॥ ১ ॥

বৃন্দা। ভগবতি মথ্যমানস্যেব মহাম্ভোনিধের্গম্ভীরং কথমপি কোলাহলং সংরম্ভমাকর্ণ্য সম্ভ্রমেণাগতাস্মি, তৎ কথ্যতাং কিমেতদিতি ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি বৃন্দে নেদঞ্চতে কর্ণয়োঃ প্রাঙ্গনমধিরূঢ়ং ॥

বৃন্দা। ভগবতি কিং তন্নাম।

পৌর্ণমাসী। বলীবর্দ্ধদানবমর্দ্দন-বর্দ্ধিত-রোষ-পর্ব্বতং পূর্ব্বে-

---

শমনর্ম্মণী। নর্ম্মহ্যাতিঃ প্রগয়নং বিরোধাঃ পর্য্যদাসনং। পুষ্পং বজ্রং পরিন্যাসো বর্ণসংহার ইত্যপি। আগতোহয়ং ত্রান্ধা মুহূর্ত্ত ইত্যর্থঃ। ত্রাসহেতুমাহ, দূরাদিতি খরাংশুঃ সূর্য্যঃ স এব শরভঃ অষ্টপদী সিংহজয়ি জন্তুবিশেষঃ তস্য বিস্ফূর্জ্জিতৈঃ প্রকাশৈঃ। মৃগকলঙ্কশ্চন্দ্রঃ স এব সিংহঃ ॥ ১ ॥

বৃন্দেতি। তৎ কথ্যতামিতি এতৎ কোলাহলকারণং কিং ॥

পৌর্ণেতি। পূর্ব্বেহ্যঃ পূর্ব্বদিবসে গোষ্ঠং গোকুলং। অনুশিষ্ট আজ্ঞপ্তঃ

চন্দ্র ত্রাসবশতঃ চন্দনতুল্য পাণ্ডুবর্ণ হইয়া অস্তাচলে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ১ ॥

বৃন্দা। ভগবতি! মথ্যমান মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর কোলাহল শুনিয়া আমি সভয়ে দৌড়িয়া আসিলাম, অতএব বলুন দেখি, এ কি? ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি বৃন্দে! এ বৃত্তান্ত তোমার কর্ণদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করে নাই ॥

বৃন্দা। ভগবতি! সে বৃত্তান্ত কি? ॥

পৌর্ণমাসী। বৃষাসুরের বধ শ্রবণে কেশিদানব পর্ব্বততুল্য

দ্ব্যরপূর্ব্ববিক্রমেণ কেশিনমুৎপাট্য গোষ্ঠমধিষ্ঠিতে শিখণ্ডা-
বতংসে কংসেনানুশিষ্টঃ স খলু গান্ধিনেয়ো নন্দস্য মন্দির-
মাসো দিবান্ স চ রাজোপজীবী রাজীববন্ধৌ পূর্ব্বপর্ব্বত-
মধিরূঢ়ে স পূর্ব্বজং পূর্ব্বদেবারিং নেষ্যতি ॥

বৃন্দা। (ক্ষণং তূষ্ণীং স্থিত্বা দীর্ঘমুষ্ণং নিশ্বস্য স চ বৈক্লব্যং।)
বনভুবি নবকুঞ্জং কস্য হেতোর্বিধাস্যে
কৃত-রুচিরচায়ষ্যাম্যত্র বা পুষ্পতল্পং।

গান্ধিনেয়ঃ অক্রূরঃ। রাজোপজীবী রাজদূতঃ। রাজীববন্ধৌ সূর্য্যে। স পূর্ব্বজং স রামং পুনঃ মথুরাং ॥

বৃন্দেতি। অত্র নবকুঞ্জে সুরভিং সুগন্ধং অসময়ে অকালে ॥ ২ ॥

বৃদ্ধিশীল ক্রোধে অভিভূত হইয়া আসিয়াছিল, শিখণ্ডচূড় অপূর্ব্ব বিক্রমদ্বারা কংস তাহাকে বিনষ্ট করিয়া গোকুলে প্রবেশ করিলে কংস রাজার আজ্ঞায় গান্ধিনীনন্দন অক্রূর রথারোহণ পূর্ব্বক নন্দমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ অক্রূর রাজদূত, পূর্ব্ব পর্ব্বতে সূর্য্যদেব আরোহণ করিলেই অগ্রজের সহিত দানবারি শ্রীকৃষ্ণকে মধুপুর লইয়া যাইবে ॥

বৃন্দা। (ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভূত হইয়া দীর্ঘ উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিহ্বলতার সহিত।)

হায়! অক্রূর যদি শ্রীকৃষ্ণকে মধুপুর লইয়া যায়, তাহা হইলে আর কি কারণে বনভূমিতে নূতন কুঞ্জ বিধান করিব। কেনই বা তাহাতে মনোহর পুষ্পশয্যা রচনা করিব। অকা-

সুরভিমসময়ে বা বল্লিমুৎফুল্লয়িষ্যে
যদি নয়তি মুকুন্দং গান্ধিনেয়ঃ পুরায় ॥ ২ ॥

পৌর্ণমাসী। (স ব্যথং।)

ক্রন্দন্তীনং প্লুতবিরুতিভির্বিভ্যতীনাং বিভাতাৎ
কুপ্যন্তীনাম সকৃদসকৃদদ্গান্ধিনীনন্দনায়।
হা ধিগ্দৈবং কুবলয় দৃশাং জাগ্রতীনাং সমগ্রা
বগ্রাক্ষীণাং ক্ষণবদভিতস্তামসীয়ং ব্যরংসীৎ ॥ ৩ ॥

বৃন্দা। (সাস্রং।)

লব্ধভ্রমেণ হরতা হরি সর্ব্বরীশং
বিন্যস্যতা চ বিরহক্লমকালকূটং।

পৌর্ণেতি। প্লুত-বিরুতিভির্দীর্ঘশব্দৈঃ। বিভাতাৎ, তামসী নিশা। নিশা দুর্গা চ তামসীতি কোষঃ। তমিস্রা তামসী রাত্রেরিত্যমরশ্চ। ব্যরংসীৎ বিরতাভূৎ ॥ ৩ ॥

লেই বা সৌরভশালিনী লতাকে প্রফুল্লিত করিয়া কি করিব! ॥ ২ ॥

পৌর্ণমাসী। (ব্যথিতের সহিত।)

হা কষ্ট! প্রভাত হইবে আশঙ্কা করিয়া ব্রজঙ্গনাগণ প্লুতস্বরে রোদন করিতে করিতে বারম্বার অক্রূরের প্রতি আক্রোশ করিতেছেন। অরে বিধাতঃ! তোকে ধিক্, কমলাক্ষি-সকল ব্যগ্রলোচনে জাগ্রত থাকিতে থাকিতেই ক্ষণকালের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে এই রজনী প্রভাত হইল! ॥৩॥

বৃন্দা। (অশ্রুমোচন করিতে করিতে।)

হায়! অক্রূররূপ মন্দর-পর্ব্বতবিস্তৃত গোকুল-সমুদ্র

হা গান্ধিনীতনুজ মন্দর-ভূধরেণ
বিক্ষোভিতঃ পৃথুল গোকুলসাগরোঽয়ং ॥ ৪ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে তদিতো গোপেন্দ্রগোপুরমেবাসু
স রাবঃ ॥
(ইতি পরিক্রম্য পুরঃ পশ্যন্তী স বাষ্পং।)
যাত্রামঙ্গলসম্পদং ন কুরুতে ব্যগ্রা তদা ত্বোচিতাং
বাৎসল্যোপয়িকঞ্চনোপনয়তে পাথেয়মুদ্ভ্রান্তধীঃ।
ধূলী-জালমসৌ বিলোচনজলৈর্জম্বালয়ন্তী পরং
গোবিন্দং পরিরভ্য নন্দগৃহিণী নীরন্ধ্রমাক্রন্দতি ॥ ৫ ॥

পৌর্ণেতি। যাত্রেতিং, তৎকালস্থং তদা ত্বং স্থং। ঔপকিং যোগ্যং, পাথেয় পথিভোগ্যং জম্বালয়ন্তী পঙ্কিলং কুর্ব্বন্তি। নন্দগৃহিণী যশোদা নিরন্তরং রোদিতি ॥ ৫ ॥

বিক্ষোভিত করিয়া চির-বিরহবেদনাময় কালকূট প্রদান করত কৃষ্ণচন্দ্র হরণ করিয়া লইয়া গেল ! ॥ ৪ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে ! তবে এ স্থান হইতে গোপরাজের পুর-
মধ্যে গমন করি ॥
(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া
অশ্রুর সহিত।)

এই যে নন্দগৃহিণী ব্যগ্র হইয়া যাত্রিকমঙ্গলাচরণ কিছুই করিতেছেন না, ভ্রান্তবুদ্ধিপ্রযুক্ত বাৎসল্যযোগ্য কোন পাথেয় দ্রব্যও দিতেছেন না এবং কেবল নয়নজলে ধূলি সকল পঙ্কিল করত গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া নিরন্তর রোদন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

বৃন্দা। শৈব্যায়াঃ সখি জল্পিতং কিমাকর্ণিতমার্য্যয়া ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি কীদৃশমিদং ॥

বৃন্দা। ন নির্ঘোষাম্মন্যে নিশময়াস ঘোষস্য করুণান্
বিমুগ্ধে ত্বং দধ্নামিহ যদনুবধ্নাসি মথনং।
জপন্ কর্ণোৎসঙ্গে সখি কিমপি দূতঃ ক্ষিতিপতে-
র্মুকুন্দং মন্দাত্মা নগরগমনায় ত্বরয়তি ॥ ৬ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে শৈব্যাবিমোহতস্ত্বং বিক্লবা শ্যামলাবিলা-
পেনাভিজ্ঞাসি ॥

বৃন্দা। তথ্যং ব্রবীষি তদেতং বর্ণয় ॥

বৃন্দেতি। মন্যেহং ঘোষস্য নির্ঘোষান্ উচ্চশব্দান্ করুণান্ করুণরসকার্য্যান্ ন নিশমসি ন শৃণোষি। যদযস্মাদ্দধ্নাং মথনমনুবধ্নাসীত্যন্বয়ং ॥ ৬ ॥

বৃন্দা। আর্য্যে! শৈব্যার প্রতি সখী যাহা বলিল, তাহা কি আপনি শুনিয়াছেন? ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! সে কিরূপ ॥

বৃন্দা। শৈব্যার প্রতি সখীর উক্তি যথা—বিমুগ্ধে! আমি জানিলাম, তুমি গোপবল্লীর করুণরসপূর্ণ উচ্চশব্দ সকল শুনিতেছ না? কেবল দধিমন্থনেই চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া রহিয়াছ? সখি! কংস-রাজার পাপাত্মা দূত অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে কি কথা বলিয়া তাঁহাকে মথুরা লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে! শৈব্যার বিমোহহেতু তুমি বিহ্বলা হইয়াছ? শ্যামলার বিলাপ বিষয় কিছুই জান না? ॥

বৃন্দা। আপনি যদি ইহার যথার্থ বিষয় অবগত হইয়া থাকেন, তবে বর্ণন করুন ॥

পৌর্ণমাসী। ভানোর্বিম্বে ত্বরিতমুদয়প্রস্থতঃ প্রস্থিতেঽসৌ
যাত্রানান্দীং পঠতি মুদিতস্যন্দনে গান্ধিনেয়ঃ।
তাবৎ তূর্ণং স্ফুটখুরপুটৈঃ ক্ষৌণীপৃষ্ঠং খনন্তো
যাবন্নামী হৃদয় ভবতো ঘোটকাঃ স্ফোটকাঃ স্যুঃ ॥ ৭ ॥

বৃন্দা। শৃণুবঃ কিং পরিদেবয়তি ভদ্রা ॥

(নেপথ্যে।)

তুবরন্তো তুহ দইদো সঅঙ্গণীড়ং পুরো সমারুহই।

পৌর্ণেতি। উদয়প্রস্থতঃ উদ্গতে। হে হৃদয়! খুরপুটৈঃ ক্ষৌণীপৃষ্ঠং খনন্তঃ সন্তোঽমী ঘোটকা যস্তবতঃ স্ফোটকা ন স্যুস্তাবৎ স্বয়ং স্ফুট বিদীর্ণং ভবেত্যর্থঃ। স্ফুটধাতোস্তৌদাদিকত্বাচ্চ, অত্র বিশেষণনামালঙ্কারস্য তৃতীয়ভেদঃ। অন্যৎ প্রকুর্বতঃ কার্য্যমশক্যস্যান্যবস্তুনস্তথৈব করণং চেতি বিশেষস্ত্রিবিধঃ স্মৃত ইতি স্মরণাৎ। ক্ষৌণীপৃষ্ঠং খননং কুর্বতাং ঘোটকনাম শক্যস্য হৃদয়স্ফোটনস্য কারকতয়োক্তত্বাচ্চ ॥ ৭ ॥

বৃন্দেতি। পরিদেবয়তি বিলপতি॥

(নেপথ্যে।) তুবরন্তঃ ত্বরমানঃ তব দয়িতঃ রথাঙ্গস্থানং পুরঃ সমারোহতে।

পৌর্ণমাসী। শৈব্যা বলিতেছেন, হে হৃদয়! যে পর্য্যন্ত ভানুবিম্ব উদয়াচল হইতে শীঘ্র উদ্গত না হইয়াছেন, যে পর্য্যন্ত অক্রূর রথে আরোহণ করিয়া যাত্রিকমঙ্গল গাথা পাঠ করিতে আরম্ভ না করেন এবং যে পর্য্যন্ত রথের অশ্ব সকল খুরপুট দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত না হয়, তাবৎ তুমি শীঘ্র বিদীর্ণ হও ॥ ৭ ॥

বৃন্দা। আসুন্, আমরা শুনিগা, ভদ্রা কি বিলাপ করিতেছে ॥

(বেশগৃহে ভদ্রার উক্তি।)

হে প্রাণপক্ষিন্! তোমার দয়িত ত্বরান্বিত হইয়া রথনীড়ে

তহবি ণ পরাণসউণে হদাঙ্গণীড়ং পরিচ্চঅসি ॥ ৮ ॥

পৌর্ণমাসী। (বামতো দৃষ্ট্বা) বৎসে মাধবস্য মাধ্যাহ্নিকং দাম-নির্ম্মিমানায়াং চন্দ্রাবল্যাং শল্যার্পিণী পদ্মা ব্যাহৃতি-রাকর্ণ্যতাং ॥

(নেপথ্যে।)

অধ্যারূঢ়ো রহমিহ পুরা সঙ্গরঙ্গী রহাঙ্গী
হা পুপ্ফাণং তহবি চটুলে গণ্ঠণুক্কণ্ঠীদাসী।

তথাপি ন প্রাণশকুনে হতাঙ্গনীড়ং পরিত্যজসি। শ[illegible] নীড়মুপ-বেশনস্থানং। প্রাণশকুনে পরাণপক্ষিন্, হতং সুখগ্রাহি[illegible] যদঙ্গং তদেব নীড়ং পক্ষিণি বাসস্থানং ॥ ৮ ॥

পৌর্ণেতি। শল্যার্পিণী শল্যার্পণকারিণী। ব্যাহৃতি[illegible] ॥

(নেপথ্যে।) অধ্যারূঢ়ো রথমিহ পুরা সঙ্গরঙ্গী রথাঙ্গী, হা পুষ্পাণাং

অর্থাৎ রথোপরি আরোহণ করিতেছেন, তথাপি তুমি কেন এই মৃতকল্প-দেহরূপ নীড় পরিত্যাগ করিতেছ না ? ॥ ৮ ॥

পৌর্ণমাসী। (বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) বৎসে ! চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যাহ্নকালীন পরিধেয় পুষ্পদাম গ্রন্থন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পদ্মা আসিয়া শল্য সমর্পণ পূর্ব্বক চন্দ্রাবলীকে যাহা বলিলেন, তাহা বলি শ্রবণ কর ॥

(বেশগৃহে পদ্মার উক্তি।)

চটুলে ! চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ মথুরাগমনে সমুৎসুক হইয়া যে রথে আরোহণ করিলেন। হায় ! এখনও তুমি পুষ্পমালা-

আহীরীণং বহিরি গহিরুক্কোস দীহা বিলাবা
কিন্তে চন্দাঅলি ণ পরিদো কণ্ণকুহং বিসন্তি ॥ ৯ ॥

পৌর্ণমাসী । (সোদ্বেগং ।)

আলী ব্যলীকবচনেন মুহুর্বিহস্তা
হস্তারবিন্দবিগলদ্‌গ্রথিতার্দ্ধমাল্যা ।
হা হন্ত হন্ত কিমপি প্রতিপন্নতন্দ্রা
চন্দ্রাবলী কিল দশান্তরমারুরোহ ॥ ১০ ॥

বৃন্দা । পশ্য পশ্য, বিবশাঙ্গীং চন্দ্রাবলীং স্যন্দনাগ্রতো নিধায় শোচতি পদ্মা ॥

তদপি চটুলে ! প্রস্থনোৎকণ্ঠিতাসি । আভীরীণাং বধিরি ! গভীরোৎক্রোশদীর্ঘা বিলাপাঃ কিন্তে চন্দ্রাবলি ! ন পরিতঃ কর্ণকুহরং বিশন্তি ॥ ৯ ॥

পৌর্ণেতি । ব্যলীকবচনেন অপ্রিয়বচনেন । বিহস্তা অনবস্থিতা । দশান্তরং মূর্চ্ছা । স্যন্দনাগ্রতঃ রথাগ্রে ॥ ১০ ॥

উৎকণ্ঠিতা হইতেছ ? হে বধিরে চন্দ্রাবলি ! আভীরীগণের অতিগভীর ক্রন্দনধ্বনিসহকৃত দীর্ঘ বিলাপ তোমার কর্ণবিবরে কি প্রবেশ করে নাই ? ॥ ৯ ॥

পৌর্ণমাসী । (উদ্বেগের সহিত ।)

আহা ! পদ্মার মুহুর্মুহুঃ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলিতচিত্তা চন্দ্রাবলীর হস্তপদ্ম হইতে অর্দ্ধগ্রথিতা পুষ্পমালা বিগলিত হইয়া পড়িল । হা কষ্ট হা কষ্ট ! ইনি যে তন্দ্রাকুলা হইয়া কোন্ অনির্ব্বচনীয় দশান্তরে আরোহণ করিলেন ! অর্থাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ! ॥ ১০ ॥

বৃন্দা । দেখুন দেখুন, বিবশাঙ্গী চন্দ্রাবলীকে রথাগ্রে স্থাপন করিয়া পদ্মা শোক করিতেছে ॥

(নেপথ্যে।)

খণমবধেহি হদাসে তিলং বি ণঅণঞ্চলং প্পআসেহি।

হন্ত তুবরেই তুরঅং ণিক্করুণো গান্ধিণীপুত্তো॥ ১১॥

পৌর্ণমাসী। হন্ত বৎসে রাধিকামপশ্যন্তী বাঢ়মাকুলাস্মি॥

বৃন্দা। দক্ষিণতঃ প্রেক্ষ্য হা ধিক্ পশ্য পশ্য,

ন বক্তুং নাবক্তুং পুরগমনবার্ত্তাং মুরভিদঃ

ক্ষমন্তে রাধায়ৈ কথমপি বিশাখাপ্রভৃতয়ঃ।

সমন্তাদাক্রান্তা নিবিড়জড়িমশ্রেণীভিরিমাঃ

পরং কর্ণাকর্ণিব্যবহৃতিমধীরং বিদধতি॥ ১২॥

(নেপথ্যে।) ক্ষণমবধারয় হতাশে! তিলমপি নয়নাঞ্চলং প্রকাশয়। হন্ত! ত্বরয়তি নিষ্করুণো গান্ধিনীপুত্রঃ॥ ১১॥

বৃন্দেতি। ন বক্তুমিত্যাদি। কেচিত্তু নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমপঠিত্বা তৎ স্থানে তাপনং পঠন্তি। তল্লক্ষণং, উপায়া দর্শনং যত্তু তাপনং নাম তদ্বেদিতি। অত্র রাধা সখীনামুপায়দর্শনং তাপনং॥ ১২॥

(বেশগৃহে পদ্মার উক্তি।)

হতাশে! ক্ষণকাল চেতন হইয়া কিঞ্চিৎ নয়নাঞ্চল উন্মোচন কর। হা কষ্ট! নির্দ্দয় অক্রূর আবার অশ্বকে ত্বরান্বিত করিতেছে!॥ ১১॥

পৌর্ণমাসী। হা বৎসে! আমি যে শ্রীরাধাকে না দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি॥

বৃন্দা। (দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) হা ধিক্! দেখুন দেখুন,

বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন বলিতে সক্ষম হইতেছে না এবং না বলিয়াও কোনক্রমে

পৌর্ণমাসী। (স খেদং।)

যস্যালোকসুখে কৃতেন নিমিষৈরাক্ষিপ্যমাণে মনাক্
প্রত্যূহেন বরাক্ষি তদ্বিরহিতাস্ত্বং নৌমি মীনীরপি।
তস্মিন্ বিন্দতি মাধবে মধুপুরীং দৈবান্ন জানীমহে
হা রাধে প্রণয়ানুবিদ্ধমনসঃ কা তে গতির্ভাবিনী॥ ১৩॥

বৃন্দা। পশ্য পশ্য, সমন্তাদাকস্মিকেন কোলাহলেন কুরঙ্গীব তরঙ্গিতদৃষ্টিরেষা বহির্বীথীমাসাদ রাধা॥

পৌর্ণমাসী। হা কষ্টং।

দিব্যোন্মাদময়ীমুদ্ঘূর্ণামাপদ্যতে রাধিকা।

পৌর্ণেতি। যস্যেতি। প্রত্যূহেন বিঘ্নেন। নিমেষরহিতাঃ মীনপত্নীঃ॥ ১৩॥
পৌর্ণেতি। দীব্যোন্মাদস্য লক্ষণমুজ্জ্বলনীলমণাবক্তুং, এতস্য মোহনাখ্যস্য

থাকিতে পারিতেছে না, সকলে অতিশয় জড়তা প্রাপ্ত হইয়া কেবল ধীরে ধীরে কর্ণে কর্ণে কথা বলিতেছে॥ ১২॥

পৌর্ণমাসী। (খেদের সহিত।)

হে শোভন-নয়নে! নিমিষরূপ বিঘ্ন দ্বারা যাঁহার দর্শন-সুখ ঈষৎ বিঘটিত হইলে তুমি নিমিষরহিতা মৎস্যী সকলকে প্রশংসা করিয়া থাক। হে রাধে! আজ্ সেই প্রণয়াস্পদ্ মাধব মধুপুরী গমন করিলে তোমার ভাগ্যে ভবিষ্যৎ দশা কি যে ঘটিবে, তাহা জানিতে পারিতেছি না॥ ১৩॥

বৃন্দা। দেখুন দেখুন, অকস্মাৎ সকলদিকে কোলাহলধ্বনি উপস্থিত হওয়ায় শ্রীরাধা হরিণীর ন্যায় চঞ্চল-লোচনে বাহির-পথে উপস্থিত হইয়াছেন॥

পৌর্ণমাসী। হা কষ্ট!

স্পষ্টরূপেই যে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদময়ী উদ্ঘূর্ণা-দশা

যদিয়মসম্বদ্ধভূয়িষ্ঠামনেকভাষাময়ীং ভারতীমুদ্গীরতি ॥
(নেপথ্যে।)
বঅণবইণন্দণং স বন্ধুং রহপ্প-
বরোবরি পেক্‌খিঅ প্‌ফুরন্তং।
স্খলতি মম বপুঃ কথং ধরিত্রী
ভ্রমতি কুতঃ কিমমী নটন্তি নীপাঃ ॥ ১৪ ॥

গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতি স্মৃতঃ। উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহুধা মতা ইতি। উদ্ঘূর্ণলক্ষণং তত্রৈবোক্তং, স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতমিতি। দিব্যোন্মাদময়ীং দীব্যোন্মাদকৃতাং। তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্। অসম্বদ্ধ-ভূয়িষ্ঠাসম্বদ্ধ-বহুলাং। অনেকভাষাময়ীং প্রাকৃত-সংস্কৃতরূপাং ॥

(নেপথ্যে।) ব্রজনরপতিনন্দনং স বন্ধুং রথপ্রবরোপরি প্রেক্ষ্য স্ফুরন্তং। স্খলতীত্যাদি, কাং সংস্কৃতময়ীমিতি জ্ঞেয়ং। প্রাগয়নং নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, উত্তরোত্তরবাক্যন্তু ভবেৎ প্রাগয়নং পুনরিতি ॥ ১৪ ॥

উপস্থিত হইল!, যেহেতু দেখিতেছি, এখন ইনি বহু বহু অসম্বদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাময় বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন! ॥

(বেশগৃহে শ্রীরাধার উক্তি।)

সখি! বন্ধুজনের সহিত ব্রজরাজ-নন্দনকে রথোপরি বিরাজমান দেখিয়া আমার বপুঃ স্খলিত হইতেছে কেন? কি জন্যই বা পৃথিবী ঘুরিতেছে? এবং কদম্ববৃক্ষ সকলই বা কেন নৃত্য করিতে লাগিল? ॥ ১৪ ॥

পৌর্ণমাসী। শৃণুবঃ কিমাহ ললিতা ॥

(নেপথ্যে।)

সহি রাহে মা বিসীদ পব্বদপরিক্কমো এসো ॥

পৌর্ণমাসী। শ্রূয়তাং বৎসায়া ব্যাহৃতিঃ।

(নেপথ্যে।)

সহচরি পরিজ্ঞাতং সদ্যঃ সমস্তমিদং ময়া
পটিমপটলৈস্ত্বং নিহ্নোতুং কিয়ৎ প্রভবিষ্যসি।
বিরম কৃপণে ভাবী নায়ং হরের্ব্বিরহক্লমো
মম কিমভবন্ কণ্ঠে প্রাণা মুহুর্নিরপত্রপাঃ ॥ ১৫ ॥

(নেপথ্যে।) সখি রাধে! মা বিষীদ পর্ব্বতপরিক্রমোপক্রমঃ এষঃ। এষঃ পর্ব্বতঃ পরিক্রান্তমারম্ভ ইত্যর্থঃ ॥

(নেপথ্যে রাধাহ।) পটিমপটলৈঃ চাতুরীসমূহৈঃ। নিহ্নোতুং গোপয়িতুং। কৃপণে জনে ইতি সম্বোধনং সপ্তম্যন্তং বা ॥ ১৫ ॥

পৌর্ণমাসী। ললিতা কি বলিতেছে, চল শুনিগা ॥

(বেশগৃহে ললিতার উক্তি।)

সখি রাধে! বিষণ্ণ হইও না, পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করার এই আরম্ভ মাত্র ॥

পৌর্ণমাসী। ললিতার কথা শুনিয়া শ্রীরাধা কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর ॥

(বেশগৃহে শ্রীরাধার উক্তি।)

সহচরি! আমি সদ্যঃ সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছি, তুমি চাতুর্য্যসমূহ দ্বারা কিছু কি গোপন করিতে পারিবে? হে কৃপণে! ক্ষান্ত হও, হরি-বিরহবেদনা আমার সম্বন্ধে স্থগিত হইবে না, কারণ যে সকল প্রাণ বারম্বার কণ্ঠদেশে

বৃন্দা। ভগবতি বিবক্ষুরিব বিশাখা লক্ষ্যতে ॥

(নেপথ্যে।)

তং বিদ্ধংসিঅ কংসং রত্তিমুহে তুহ মেলিস্সই প্পণই।

সহি মা ঘুম্ম বিলক্খা কৃখমাবদাণং ধুরীণাসি ॥ ১৬ ॥

পৌর্ণমাসী। সমাকর্ণয় বরবর্ণিনী বর্ণিতং

(নেপথ্যে।)

নাশ্বাসনং বিরচয়ত্বমিদং হতাশে

শুষ্যন্মুখী মম গুণং পরিকীর্ত্তয়ন্তী।

(নেপথ্যে।) তং বিধ্বংস্য কংসং রাত্রিমুখে মিলিষ্যতি প্রণয়ী। সখি! মা ঘূর্ণয় বিলক্ষা ক্ষমাবতীনাং ধুরীণাসি। অত্র বিলক্ষা বিস্ময়ান্বিতা। বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিত ইত্যমরঃ ॥ ১৬ ॥

পৌর্ণেতি। বরবর্ণিন্যা শ্রীরাধায়া বর্ণিতং ভাষিতং ॥

(নেপথ্যে।) মার্দ্দবভৃতোঽপি কঠিনয়া অপি ক্ষমায়া ধরিত্র্যাঃ। পক্ষে ক্ষমায়া ধৈর্য্যস্য। কুক্ষিং উদরং। রথাঙ্গনেমিঃ চক্রধারঃ ॥ ১৭ ॥

আসিতেছে, তাহারাও কি নির্লজ্জ হইবে? অর্থাৎ তাহারা কি শীঘ্র দেহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিবে না? ॥ ১৫ ॥

বৃন্দা। ভগবতি! বিশাখাকে যেন বিবক্ষুর ন্যায় দেখিতেছি অর্থাৎ ইনি যেন কিছু বলিবেন এমত বোধ হইতেছে ॥

(বেশগৃহে বিশাখার উক্তি।)

সখি! তুমি ক্ষমাবতী রমণীদিগের শিরোমণি, ঘূর্ণা পরিত্যাগ কর, প্রণয়ী-জন কংসাসুর সংহার করিয়া সায়ংকালে তোমার সহিত মিলিত হইবেন ॥ ১৬ ॥

পৌর্ণমাসী। বৃন্দে! শ্রীরাধা কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর ॥

(বেশগৃহে শ্রীরাধার উক্তি।)

হে হতাশে বিশাখে! মদীয় গুণকীর্ত্তনে শুষ্কমুখী হইয়া

দূরামার্দ্দবভৃতোঽপি হুমুঃ ক্ষমায়া
কুক্ষিং বিদারয়তি পশ্য রথাঙ্গনেমিঃ ॥ ১৭ ॥

পৌর্ণমাসী। অহহ রাজীবনেত্র যাত্রা বিত্রাসিতচেতাঃ
কামপ্যধৈর্য্য-দীক্ষামুরীচকার চকোরাক্ষী ॥

বৃন্দা। ক্ষণং বিক্রোশন্তী লুঠতি শতাঙ্গস্য পুরতঃ
ক্ষণং বাষ্পগ্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হরিমুখে।
ক্ষণং রামস্যাগ্রে পততি দশনোত্তম্ভিত-তৃণা
ন রাধেয়ং কং বা ক্ষিপতি করুণাম্ভোধিকুহরে ॥ ১৮ ॥

বৃন্দেতি। শতাঙ্গস্য রথস্য। পুরতঃ অগ্রে। বাষ্পগ্রস্তাং অশ্রুযুক্তাং। দশনোত্তম্ভিত-তৃণা দশনৈরুত্তম্ভিতানি তৃণানি যস্যা সা। করুণাম্ভোধিকুহরে কারুণ্যসমুদ্রবিলে। কুহরং শুষিরং। শুষিরং বিবরং বিলমিত্যমরঃ ॥ ১৮ ॥

আর আমাকে আশ্বাসিত করায় প্রয়োজন নাই, ঐ দেখ রথ-চক্রাগ্রে অতি কঠিন ধরার উদর বিদীর্ণ করিতেছে ॥ ১৭ ॥

পৌর্ণমাসী। আহা! কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রায় বিত্রস্তচিত্তা হইয়া চকোরনয়নী শ্রীরাধা যে কোন্ অনির্ব্বচনীয় অধৈর্য্যদশা অঙ্গীকার করিলেন! অর্থাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন! ॥

বৃন্দা। আহা! শ্রীরাধা ক্ষণকাল চিৎকার করিতে করিতে রথাগ্রে গমন করিয়া লুণ্ঠিত হইতেছেন! ক্ষণকাল বাষ্পাকুল-লোচনে হরিমুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন! এবং ক্ষণকাল বা রামের অগ্রে দন্ত দ্বারা তৃণ উত্তোলন করি-

পৌর্ণমাসী। (সাস্রং) হা হন্ত হন্ত।

ন হি ন্যস্তা দৃষ্টিঃ ক্ষণমধরপালী পরিমলে
যয়া কংসারাতেঃ প্রিয়সহচরীণামপি পুরঃ।
গুরূণামপ্যগ্রে যদকলিতলজ্জাবলিরভূ-
দিয়ং রাধা সদ্যস্তদিহ মম চেতোহগ্নপয়তি ॥ ১৯

(পুনর্নিরূপ্য।)

পৌর্ণেতি। পালীরশ্রুস্কপঙ্ক্তিষু। অকলিতলজ্জাবলিঃ অস্বীকৃতলজ্জ শ্রেণী ॥ ১৯ ॥

তেছেন!। হায়! ইনি এরূপ দশাগ্রস্ত হইয়া কোন্ জনকে না করুণাসাগরে নিঃক্ষেপ করিতেছেন! অর্থাৎ ইহাঁর এই দশা দেখিয়া কাহার না দুঃখ উপস্থিত হইতেছে! ॥ ১৮ ॥

পৌর্ণমাসী। (সজলনয়নে) হা কষ্ট হা কষ্ট!

যে শ্রীরাধা পূর্ব্বে প্রিয়সহচরীদিগের সমক্ষেও শ্রীকৃষ্ণের অধরসৌরভে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না! সেই শ্রীরাধা আজ্ কি না গুরুজনের অগ্রেও লজ্জা করিতেছেন না! অর্থাৎ বিস্ফারিতনেত্রে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বনদকমল নিরীক্ষণ করিতেছেন!, হায়! এই জন্যই আজ্ আমার চিত্ত অতিশয় দুঃখিত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

(পুনর্ব্বার অবলোকন করিয়া।)

রথিনঃ পথি পশ্যতঃ স খেদং
বত রাধাবদনং মুরান্তকস্য।
কিরতো নয়নে ঘনাশ্রুবিন্দূ-
নরবিন্দে মকরন্দবৎ ক্রমেণ ॥ ২০ ॥

বৃন্দা। ভগবতি নূনং কুমারীণাং প্রাণাঃ প্রাণেশ্বরেণ সার্দ্ধ-মেবাদ্য প্রযাস্যন্তি ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! হরেঃ সন্দেশ-হরং পশ্য পশ্য,
এতাস্তূর্ণং নয়ত কীয়তীরার্ত্তি-মিশ্রাস্তমিস্রা
ভাবী ভব্যাঃ পুনরপি ময়া মঙ্গলঃ সঙ্গমো বঃ।

পৌর্ণেতি। পুনরিতি। রথিনো রথমারূঢ়স্য স খেদং যথা স্যাত্তথা রাধা-বদনং পশ্যতো মুরান্তকস্য নয়নে অরবিন্দ-মকরন্দবৎ ঘনাশ্রুবিন্দূন্ কিরত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

পৌর্ণেতি। হে ভব্যাঃ! এতাস্তমিস্রা রাত্রীস্তূর্ণং নয়ত ক্ষিপত। বাষ্প-

রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে শ্রীরাধার খেদান্বিত বদনারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া পদ্ম হইতে যদ্রূপ মকরন্দপাত হয়, তাহার ন্যায় স্বীয় নয়নযুগল হইতে ক্রমশঃ ঘন ঘন অশ্রুবিন্দু বিমোচন করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

বৃন্দা। ভগবতি! নিশ্চয় বোধ হইতেছে, শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজকুমারীদিগের প্রাণ সকল আজ প্রাণনাথ-শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই গমন করিবে ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তাবাহক দূতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর দৃষ্টিপাত কর,
অহে শান্তপ্রকৃতি-কুমারীকাগণ! তোমরা কোনক্রমে

ইত্থং দীর্ঘৈরঘবিজয়িনা হন্ত সন্দানিতোঽভূ-
দাশাপাশৈঃ সরসিজদৃশাং প্রাণসারঙ্গসঙ্ঘঃ ॥ ২১ ॥

বৃন্দা। (সব্যথং।)

ন পিবতি মকরন্দং বৃন্দমিন্দিন্দিরাণাং
বনমপি ন ময়ূরাস্তাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্তি।
বিদধতি চ রথাঙ্গাঃ সাঙ্গনাভির্ন সঙ্গং
সরতি সরসিজাক্ষে গোষ্ঠতঃ পত্তনায় ॥ ২২ ॥

মিশ্রত্বেন দিবসানামপি রাত্রিতয়াধ্যবসানং কৃতং। পুনর্ময়া সহ বো যুষ্মাকং মঙ্গলঃ সঙ্গমো ভাবী ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। সন্দানিতো বদ্ধঃ। সারঙ্গসঙ্ঘঃ মৃগসমূহঃ ॥ ২১ ॥

বৃন্দেতি। ইন্দিন্দিরাণাং ভ্রমরাণাং। রথাঙ্গাঃ চক্রবাকাঃ। পত্তনায় পুরায় ॥ ২২ ॥

শীঘ্র এই দুঃখময়ী রজনী সকল যাপন কর, ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার আমার সহিত মঙ্গলজনক সঙ্গলাভ করিবা, হায়! এইরূপে অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ দূতমুখে সুদীর্ঘ আশাপাশ বিস্তার করিয়া পদ্মাক্ষীদিগের প্রাণরূপ কুরঙ্গসঙ্ঘ বন্ধন করিলেন ॥ ২১ ॥

বৃন্দা। (অতিশয় ব্যথিত হইয়া।)

কি আশ্চর্য্য! আজ্ পদ্মলোচন গোবিন্দ গোকুল হইতে মধুপুরে গমন করায় ভৃঙ্গগণ আর মকরন্দ পান করিতেছে না, ময়ূর সকল নৃত্যদ্বারা বনকেও আর ভূষিত করিতেছে না। হা কষ্ট! চক্রবাকেরাও যে আর স্বীয় রমণীসমূহের সহিত সঙ্গ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না ॥ ২২ ॥

পৌর্ণমাসী। (নেমিবর্ত্মানুস্থত্য সখেদম্।

অহহ।

অদ্বীপে ক্ষিপতী সমস্ত-জগতীমস্তোক-শোকাম্বুধৌ
রাধা সম্ভৃত-কাকুরাকুলমসৌ চক্রে তথা ক্রন্দনং।
যেন স্যন্দন-নেমি-নির্ম্মিত-মহাসীমন্ত-দম্ভাদিদং
হা সর্ব্বংসহয়াপি নির্ভরমভূদ্দূরাদ্বিদীর্ণং ভুবা ॥ ২৩ ॥

বৃন্দা। হা কষ্টং! হা কষ্টং!

পুরঃ ক্বচন ধাবতি স্ফুরতি চিত্রিতেব ক্বচিৎ
তনোতি হসিতং ক্বচিৎ ক্বচন তীব্রমাক্রন্দতি।

পৌর্ণেতি। অদ্বীপে দ্বীপরহিতে। স্যন্দননেমিনা নির্ম্মিতো যো মহাসীমন্তো রেখাবিশেষস্তস্য দম্ভাৎ। সর্ব্বং সহয়াপি ভুবা দূরং ব্যাপ্যেদং নির্ভরং বিদীর্ণমভূৎ। ভাবে ক্তঃ ॥ ২৩ ॥

পৌর্ণমাসী। (রথচক্রের চিহ্ন দেখিতে দেখিতে গমন করত খেদের সহিত।)

হায়! শ্রীরাধা! কাকুবাক্যসহকারে উচ্চৈঃস্বরে এরূপ রোদন করিতেছেন যে, তদ্দ্বারা সমস্ত জগৎ নিরাশ্রয়-শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হা কষ্ট! অধিক আর কি বলিব, রথ-চক্রাগ্র-নির্ম্মিত খাত ছলে পৃথিবীও বহু দূর-ব্যাপিয়া বিদীর্ণ হইয়া গেলেন ॥ ২৩ ॥

বৃন্দা। হায় কি হইল! হায় কি হইল!

মুহুর্মুহুঃ মুকুন্দ-বিরহজনিত-মনোবেদনায় ধীর-প্রকৃতি এই শ্রীরাধা যে অধীরা হইয়া ক্ষণকাল অগ্রে দৌড়িয়া যাইতেছেন, ক্ষণকাল বা স্তব্ধের ন্যায় হইয়া রহিতেছেন। হা কষ্ট!

ইয়ং প্রলপতি কচিৎ কচন মৌনমালম্বতে
মুকুন্দবিরহোদ্গতৈর্মুহুরধীরধারাধিভিঃ ॥ ২৪ ॥
(নেপথ্যে।)
ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক সখি চন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দ্র-মুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্র নীলদ্যুতিঃ।
ক রাসরস-তাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি-
নির্ধির্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হা ধিগ্বিধিং ॥ ২৫ ॥

বৃন্দেতি। মুকুন্দবিরহাদুদ্গতৈ রাধিভিরধীরধীঃ সতী, কচন ধাবতীত্যাদ্য-ন্বয়ঃ। চিত্রিতেব স্তব্ধেব আক্রন্দতি রোদিতি ॥ ২৪ ॥

নেপথ্যে রাধাহ, অত্যুৎকণ্ঠয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্নঃ। উত্তরমনবাপ্য বিয়োগ-জনকং বিধিং নিন্দতি আধিভিঃ মনঃপীড়াভিঃ ॥ ২৫ ॥

কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন প্রলাপ এবং কখন বা মৌনাবলম্বন করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

(বেশগৃহে শ্রীরাধার উক্তি।)

হে সখি! নন্দকুল-চন্দ্রমা কোথায়? ময়ূরপুচ্ছ-ভূষণ কোথায়? যাঁহার মুরলীরব কামিনী-আকর্ষণবিষয়ে মন্ত্র-স্বরূপ, তিনি কোথায়? যাঁহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলমণি-সদৃশ, তিনি কোথায়? যিনি রাসরসে নৃত্য করিয়া থাকেন, তিনি কোথায়? যিনি আমার জীবন-রক্ষার ঔষধি-স্বরূপ, তিনি কোথায়? এবং যিনি আমার সুহৃত্তমরূপ অমূল্যরত্ন, তিনি কোথায়? হা বিধাতঃ! তোমাকে ধিক্ ॥ ২৫ ॥

পৌর্ণমাসী। ধিক্ কষ্টং মূর্ত্তমেতদ্দুর্নিবারং কারুণ্যড়ম্বরং পরিলম্বতে, তদিতস্তূর্ণং মে প্রস্থিতিঃ পথ্যা ॥

বৃন্দা। ভগবতি ! মুখরামত্র সন্নিধাপয়িতুমিচ্ছামি।

(ইত্যুভে নিষ্ক্রান্তে) ॥

বিষ্কম্ভকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যামাশ্বাস্যমানা রাধা ।)

রাধা। (সাক্রন্দং ।)

নিপীতা ন স্বৈরং শ্রুতিপুটিকয়া নর্ম্মভণিতি
র্ন দৃষ্টা নিঃশঙ্কং সুমুখি মুখপঙ্কেরুহরুচঃ ।

পৌর্ণেতি। মূর্ত্তঃ মূর্ত্তিমৎ। কারুণ্যড়ম্বরং কারুণ্যাধিক্যং। পথ্যা হিত-কারিণী ॥

বিষ্কম্ভেতি। ভবেদ্বিষ্কম্ভকো ভূতভাবিবস্ত্বংশসূচক ইতি ॥

রাধেতি। নিপীতেতি। প্রথমং বিধূতং নাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং,

---

পৌর্ণমাসী। হা কষ্ট ! মূর্ত্তিমান্ দুর্নিবার কারুণ্যাধিক্য উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমার এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান করাই উপযুক্ত ॥

বৃন্দা। ভগবতি ! এ স্থলে মুখরাকে আনিতে ইচ্ছা করি।

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) ॥

বিষ্কম্ভক অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ কার্য্যের অংশমাত্র সূচনা ॥

(অনন্তর ললিতা ও বিশাখা-কর্ত্তৃক আশ্বাসিতা শ্রীরাধার প্রবেশ।)

শ্রীরাধা। (রোদন করিতে করিতে ।)

সুমুখি ! আমি যথেষ্টরূপে কর্ণপুটদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরি-

হরের্বক্ষঃ-পীঠং ন কিল ঘনমালিঙ্গিতমভূ-
দিতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্ফুটতি লুঠদন্তর্মম মনঃ ॥ ২৬ ॥

বিশাখা। হলা কহ্নস্স পচ্চাঅমণসন্ধেসং জাণন্তী বি ঈরিসে বেঅণাণল-ঝলক্কারে অপ্পাণং পক্খিবন্তী কীস সহীণং পরাণং করীসেণ রন্ধেসি ॥

রাধা। চেতঃ খিন্নজনে হরেঃ পরিণতং কারুণ্য-বীচীভরৈ-
রিত্যাভীর-নতভ্রুবাং সখি ভবেদালোকসম্ভাবনা।

বিধূতং কথিতং দুঃখমভীষ্টার্থানবাপ্তিত ইতি। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনালিঙ্গনাদ্য-নবাপ্ত্যা দুঃখং 'বিধূতং'। ঘনং নিবিড়ং যথা স্যাত্তথা মমান্তর্মনো-লুঠৎ সৎ স্ফুটতি বিদীর্য্যতি ॥ ২৬ ॥

বিশাখেতি। সখি! কৃষ্ণস্য প্রত্যাগমনসন্দেশং জানত্যপি ঈদৃশে বেদনা-নল-ঝলৎকারে আত্মানং পরিক্ষিপন্তী কস্মাৎ সখীনাং প্রাণান্ কারীষেণ রন্ধয়সি। কারীষ উৎপলিকাগ্নিঃ ॥

রাধেতি। হরেশ্চেতঃ কারুণ্য-বীচীভরৈঃ খিন্নজনে পরিণতং সদয়ত্বং ইতি।

হাসবাক্য সকল শ্রবণ করি নাই, নির্ভয়ে তদীয় মুখকমলের মনোহর কান্তি সন্দর্শন করি নাই এবং আমা-কর্ত্তৃক তাঁহার বিশাল বক্ষঃ গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হয় নাই, অতএব হে সখি! এই সকল চিন্তা করিতে করিতে আমার অন্তরিন্দ্রিয় মন বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ২৬ ॥

বিশাখা। সখি রাধে! শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন বৃত্তান্ত জানিয়াও কেন ঈদৃশ প্রজ্জ্বলিত দুঃখানলে আত্মনিক্ষেপ করিয়া সখীগণকে শুষ্ক গোময়-পিণ্ডাগ্নিতে দগ্ধ করিতেছ? ॥

শ্রীরাধা। সখি! শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত কারুণ্য-তরঙ্গসমূহে পরিপূর্ণ বটে, এ জন্য গোপসুন্দরীদিগের কখন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন

মর্ম্মগ্রন্থি-নিকৃন্তন-ব্যবসিনী তং তাদৃশং বৈরিণী
ক্রূরেয়ং বিরহব্যথা ন সহতে মদ্ভাগধেয়োৎসবং ॥ ২৭ ॥
(ইত্যার্ত্তিং নাটয়ন্তী ।)
উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো
দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশল্যাদপি ।
তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকা-নিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্মমায়ং বলী
মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

ইতিতী পাঠে ক্রিয়াপদমুহ্যং । উন্মত্তায়াস্তস্যা অসম্বন্ধবাক্যত্বাৎ । এতীতি পাঠে ইতি পদমুহ্যং । তাদৃশং মদ্ভাগ্যোৎসবং ইয়ং বিরহব্যথা ন সহতে ইত্যন্বয়ঃ । বিরোধনাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদং । তল্লক্ষণং, যত্তু ব্যসনমায়াতি বিরোধঃ স নিগদ্যতে ইতি । অত্র ষষ্ঠ এব বিরোধাগমনেন বিরোধঃ দর্শনসম্ভাবনা চেত্তদা কথং শোচসীত্যত্রাহ মর্ম্মেত্যাদি ॥ ২৭ ॥

রাধেতি । উত্তাপীতি । তৈজসদ্রবীকরণপাত্রং । তস্য পাকোঽর্ভকঃ পুটাদ্যুৎক্ষিপ্তো যঃ কশ্চিদবয়বস্তস্মাৎ । ক্ষোভণো মোহকারী । দম্ভোলেঃ বজ্রাৎ । বিসূচিকা ব্যাধিবিশেষঃ ॥ ২৮ ॥

সম্ভাবনা হইতে পারে, মর্ম্মগ্রন্থিচ্ছেদনকারিণী পরম শত্রু ক্রূর-বিরহবেদনা আমার সৌভাগ্যাতিশয় সহ্য করিতে পারিতেছে না ॥ ২৭ ॥

(এই বলিয়া অতিশয় অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।)

হা কষ্ট ! শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত জ্বর পুটপাক হইতেও অতিশয় উত্তপ্ত, কালকূট অপেক্ষাও মোহকারী, বজ্র হইতেও কটু এবং বিসূচিকা-রোগবিশেষ হইতেও অতিশয় তীব্র,

(ইতি মুক্তকণ্ঠং রোদিতি) ॥

(নেপথ্যে।)

অদ্য প্রাণ-পরার্দ্ধতোঽপি দয়িতে দূরং প্রযাতে হরৌ

হা ধিগ্‌দুঃসহ-শোক-শঙ্কুভিরভূদ্বিদ্ধান্তরা রাধিকা।

তেনাস্যাঃ প্রতিষেধমার্য্যচরিতে ! ত্বং মাকৃথা মাকৃথাঃ

ক্ষীণেয়ং ক্ষণমত্র সুষ্ঠু বিলুঠতত্বার্ত্তস্বরং রোদিতু ॥ ২৯ ॥

ললিতা। (নেপথ্যাভিমুখমালোক্য স্বগতং) বুন্দে সাহু সাহু জং ণিবারণুম্মুহী মুহরা তুএ নিবারিদা ॥

(নেপথ্যে।) বৃন্দাহ, হে আর্য্যচরিতে মুখরে ! উপন্যাসনাম প্রতিমুখ-সন্ধ্যাঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, যুক্তিভিঃ সন্ধিতো যোঽর্থ উপন্যাস স উচ্যতে ইতি। অত্র যুক্তিমদর্থঃ প্রকট এব ॥ ২৯ ॥

ললিতেতি। বৃন্দে ! সাধু সাধু, যন্নিবারণোন্মুখী মুখরা ত্বয়া নিবারিতা ॥

অতএব হে সখি ! এই জ্বর বলপূর্ব্বক আমার মর্ম্মভেদ করিতেছে ॥ ২৮ ॥

(এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন) ॥

(বেশগৃহে বৃন্দার উক্তি।)

হে আর্য্যচরিতে মুখরে ! হা ধিক্ ! আজ্ প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম হরি দূরদেশে গমন করায় শ্রীরাধা দুঃসহ শোকশঙ্কু-দ্বারা অন্তর্বিদ্ধা হইয়াছেন, অতএব তুমি আর ইহাঁকে নিষেধ করিও না, এই ক্ষীণাঙ্গী ক্ষণকাল ভূমিলুণ্ঠনপূর্ব্বক আর্ত্তস্বরে রোদন করুন ॥ ২৯ ॥

ললিতা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) বৃন্দে ! সাধু সাধু, যেহেতু তুমি নিবারণোন্মুখী মুখরাকে নিবারণ করিলা ॥

রাধা। (পুনশ্চক্রবাকীং বিলোক্য সাভ্যর্থনং।)
ইয়মুপগতা প্রাচীতস্ত্বং রথাঙ্গি। হরি
স্তব পদনগাদক্ষোরস্য প্রবৃত্তিমুদীরয়।
বিলয়তি রথ-ক্লান্তিং হন্ত প্রভোঃ পথি তস্য কঃ
প্রণয়তি জনঃ কো বা পত্রাঙ্কুরাদিপরিক্রিয়াং ॥ ৩০ ॥

ললিতা। পিঅসহি! বিওইণী ণিউরম্ব কুডুম্বং কলম্বসাহি-
সিহরে, মহুরাপত্থাণুক্কণ্ঠিদং বিঅ পেক্খ বলিপুট্‌ঠরাঅং॥

রাধা। (সশ্লাঘং।)

রাধেতি। ইয়মিতি। রথাঙ্গি হে চক্রবাকি। প্রবৃত্তিং বার্ত্তাং উদীরয় কথয়। বিলয়তি নাশয়তি। ক্লান্তিং শ্রান্তিং। প্রণয়তি করোতি ॥ ৩০ ॥

ললিতেতি। প্রিয়সখি! বিয়োগিনী-নিকুরম্বকুটুম্বং কদম্বশাখি-শিখরে মথুরাপ্রস্থানোৎকণ্ঠিতমিব পশ্য বলিপুষ্টরাজং। বলিপুষ্টাঃ কাকাস্তেষাং রাজানং॥

শ্রীরাধা। (পুনর্ব্বার চক্রবাকী দেখিয়া অভ্যর্থনার সহিত।)
চক্রবাকী! এই তুমি ত পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিলা, বোধ হয় হরি তোমার নেত্রপথের অতিথি হইয়া থাকিবেন, অতএব বল দেখি, তিনি এখন কি করিতেছেন? পথিমধ্যে ঐ প্রভুবরের রথশ্রান্তি কে নিবারণ করিতেছে? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার অলকাদির পরিক্রিয়া করিয়া দিতেছে? ॥ ৩০ ॥

ললিতা। প্রিয়সখি! কদম্ববৃক্ষের অগ্রভাগে কাকরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এ যেন বিয়োগিনীদিগের আত্মীয়-স্বরূপ হইয়া মথুরা প্রস্থানে উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে ॥

শ্রীরাধা। (প্রশংসার সহিত।)
হে ভ্রাতঃ! হে বায়সমণ্ডলী-চূড়ামণি! তুমি গোষ্ঠ

ভ্রাতর্বায়স-মণ্ডলী-মুকুট হে! নিষ্ক্রম্য গোষ্ঠাদিতঃ
সন্দেশং বদ বন্দনোত্তরমমুং বৃন্দাটবীন্দ্রায় মে।
দগ্ধুং প্রাণপশুং শিখী বিরহভূরিন্ধে মদঙ্গালয়ে
সান্দ্রং নাগরচন্দ্রভিন্ধিরভসাদাশার্গলা-বন্ধনং ॥ ৩১ ॥
(সব্যতঃ শারিকামবেক্ষ্য।)
ন বেদ্মি সখি শারিকে যদসি তস্য দূতী হরে-
রিদং প্রথমতঃ স্ফুটং কথয় মুঞ্চ বার্ত্তাং পরাং।
স পিষ্ট-কটুকণ্টকঃ সখিভিরাবৃতো বর্ত্ততে
রথোরথ ইতি ব্রুবন্ কিমধুনা প্রতীচী মুখঃ ॥ ৩২ ॥

রাধেতি। ভ্রাতরিতি। বন্দনাদুত্তরং, বিরহজন্মনা বহ্নিঃ দীপ্যতে। ভিন্ধি ছিন্ধি রভসাৎ শীঘ্রং ॥ ৩১ ॥

রাধেতি। ন বেদ্মিতি। পিষ্টঃ চূর্ণীকৃতঃ কটুকণ্টকঃ উগ্রশত্রুঃ ক্ষুদ্রশত্রৌ চ কণ্টকঃ ইতি কোষঃ। অধুনা কিং প্রতীচী মুখঃ সন্ রথোরথ ইতি ব্রুবন্ বর্ত্তত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২ ॥

হইতে গমন করিয়া বন্দনাপূর্ব্বক বৃন্দাবন-পুরন্দরকে আমার এই কথা বলিও যে, হে নাগরেন্দ্র! তোমার বিরহানল প্রাণপশু দগ্ধ করিবার নিমিত্ত মদীয় অঙ্গরূপ আলয়ে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, অতএব শীঘ্র আমার দৃঢ়তর আশাপাশময় অর্গল ছেদন করিয়া দাও ॥ ৩১ ॥

(বামদিকে শারিকা-পক্ষিণী অবলোকন করিয়া।)

হে সখি শারিকে! তুমি যে হরির দূতী, আমি তাহা ত জানি না? যাহা হউক, অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে স্পষ্টরূপে এইটী বল, শ্রীকৃষ্ণ কি ক্ষুদ্র-শত্রুসংহারপূর্ব্বক

(ইতি ক্রোশন্তী স শঙ্কং।)

কিং জল্পিষ্যদি সম্পদং গুরুঅণো হা বৈণবং কাম্বুত্তং
জুত্তিং সোঅহরং সুণামি ণ কহং হা ণম্মভঙ্গী কমা।
কিং ধারেমি ন ধেরিলং খণমহং হা প্রাণনাথঃ কমে
কণ্ঠং মুঞ্চধ রে পরাণ-হদআ হা ধিঙ্ ন দৃষ্টো হরিঃ ॥৩৩॥

বিশাখা। (অপবার্য্য।) ললিদে! তুরিঅং কুণু কংপি উবাঅং

হাধেতি। কিং জল্পিষ্যতি সাম্প্রতং গুরুজনো হা বৈণবং! কাম্বৃতং যুক্তিং শোকহরাং শৃণোমি ন কথং হা নর্ম্মভঙ্গী! ক মা। ধৈর্য্যং কিং ন ধারয়ামি। হন্ত ক্ষণমহং হা প্রাণনাথঃ! ক মে কণ্ঠং মুঞ্চত রে প্রাণহতকা! হা ধিক্! ন দৃষ্টো হরিঃ। পদ্যমেতদনেকপদকং দীর্ঘোন্মাদজনিতত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

বিশাখেতি। কর্ণে লাগিত্বাহ, ললিতে! ত্বরিতং কুরু কমপি উপায়ং যেন

সখাগণে পরিবৃত হইয়া জয় জয় এই কথা বলিতে বলিতে কি এখনও পশ্চিম মুখ হইয়া রহিয়াছেন? ॥ ৩২ ॥

(এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভয়ের সহিত।)

সম্প্রতি গুরুজন কি বলিবেন, হায়! এখন বংশীনাদামৃত কোথায়? শোকহারিণী যুক্তিই বা কেন এখন শুনিতেছি না? এখন সেই পরিহাস-ভঙ্গীই বা কোথা গেল? কিরূপেই বা আমি এখন ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধারণ করিব? হা কষ্ট! আমার প্রাণনাথই বা এখন কোথায়? হা ধিক্! হরিকে ত দেখিতে পাইলাম না? অরে হতপ্রাণ-সকল! শীঘ্র আমার কণ্ঠ পরিত্যাগ কর ॥ ৩৩ ॥

বিশাখা। (কর্ণে সংলগ্ন হইয়া) ললিতে! শীঘ্র কোন উপায়

জেণ এসো পরাণবিদ্দোহী পিঅসহীএ বেঅণতরঙ্গো
খণং বি সিঢিলীঅদি ॥

ললিতা। (রাধামুপেত্য সংস্কৃতেন।)

আশঙ্কেমহি পঙ্কজাক্ষি কুতকী নির্ম্মায় মায়াং ক্রমা-
দক্রূরাদিময়ীং হরিঃ পরিহসত্যস্মান্ কলাবানলং।
মোক্তুং ন ক্ষমতে কদাপি যদয়ং বৃন্দাটবী কন্দরং
শক্যঃ প্রেক্ষিতুমঞ্জসা সখি স চেৎ কুঞ্জান্তরে মৃগ্যতে ॥৩৪॥

বিশাখা। ললিদে! সাহু সাহু সচ্চং বিঅক্খণাসি ॥

এষঃ প্রাণবিদ্রোহী প্রিয়সখ্যা বেদনাতরঙ্গঃ ক্ষণমপি শিথিলায়তে ॥

ললিতেতি। আশঙ্কেতি। কুতকী হরিঃ ক্রমাদক্রূরাদিময়ীং মায়াং নির্ম্মায়া-স্মাকমলং পরিহসতি যস্মাদয়ং কদাপি বৃন্দাটবী কন্দরং মোক্তুং ন ক্ষমতে। যদি কুঞ্জান্তরে মৃগ্যতে তর্হ্যঞ্জসা প্রেক্ষিতুং শক্যঃ স্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বিশাখেতি। ললিতে! সাধু সাধু, সত্যং বিচক্ষণাসি ॥

কর, যাহাতে প্রিয়সখীর প্রাণবিদ্রোহী এই বেদনাতরঙ্গ
ক্ষণকালের জন্য শিথিলীকৃত হয় ॥

ললিতা। (শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়া সংস্কৃতভাষায়।)

পঙ্কজাক্ষি রাধে! আমরা অনুমান করি, আমোদকারী হরি ক্রমশঃ অক্রূরাদিময়ী মায়া নির্ম্মাণ করিয়া আমাদের সহিত গুরুতর পরিহাস করিতেছেন, তাহা না হইলে তিনি কখন কি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে পারেন? অতএব হে সখি! তুমি যদি কুঞ্জান্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে অবশ্য দেখিতে পাইবে ॥ ৩৪ ॥

বিশাখা। ললিতে! ভাল ভাল, তুমি সত্যই বিচক্ষণা বট ॥

রাধা। হন্ত সখ্যৌ! নাসম্ভাব্যমিদং তন্মৃগয়েমহি ॥

(ইতি পরিক্রম্যপুরঃ কুরঙ্গীর্বিলোকয়ন্তী সবাষ্পমুচ্চৈঃ।)

হরি হরি! ভবতীভিঃ স্বান্তহারী হরিণ্যো!

হরিরিহ কিমপাঙ্গাতিথ্যসঙ্গী ব্যধায়ি।

যদনুরণিত-বংশী-কাকলীভির্মুখেভ্যঃ

সুখতৃণ-কবলা বঃ সামিলীঢ়াঃ স্খলন্তি ॥ ৩৫ ॥

(ইত্যগ্রতো গত্বা সাট্টহাসং।)

আলে মোলিচ্ছিপ্পং ভণ পলিহলন্তী কুডিলদং

কুডুঙ্গে গূঢ়ঙ্গো ণিবসই কহিং পিঙ্গমউলী।

রাধেতি। স্বান্তহারী হরিঃ কিমপাঙ্গাতিথ্য সঙ্গী চক্রে। সুখকারি-তৃণ-কবলাস্তৃণগ্রাসাঃ। সামিলীঢ়া অর্দ্ধচর্বিতাঃ ॥ ৩৫ ॥

অরে ময়ূরি! ক্ষিপ্রং ভণ পরিহরন্তী কুটিলতাং কুঞ্জে গূঢ়াঙ্গো নিবসতি

শ্রীরাধা। অহে ললিতে বিশাখে! ইহা অসম্ভব নয়, তবে চল, আমরা গিয়া অন্বেষণ করি ॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক হরিণী-সকল অবলোকন করত সজলনয়নে উচ্চৈঃস্বরে।)

হরি হরি! অহে হরিণী-সকল! তোমরা কি মনোহারি-হরিকে স্বীয়-নেত্রান্তের আতিথ্য-সঙ্গী-বিধান করিয়াছ? অর্থাৎ স্বীয়-নেত্র-কোণদ্বারা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? যে হেতু তাঁহার বংশীরবে তোমাদের সুখজনক তৃণগ্রাস-সকল অর্দ্ধ-চর্বিত হইয়া স্খলিত হইতেছে ॥ ৩৫ ॥

(এই বলিয়া অগ্রে গমনপূর্ব্বক অট্টহাসের সহিত।)

অরে ময়ূরি! কুটিলতা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র বল,

নবাম্ভোদশ্রেণী স্তনিত গণত্তোহপ্যর্ব্বুদগুণং

পিঅং ভো তুম্হাণং মুরলীজণিদং জস্স রণিদং ॥ ৩৬ ॥

বিশাখা। (সোদ্গ্রীবমবেক্ষ্য) এসা পিঙ্গসহীএ কুণ্ডণিউঞ্জে

গুঞ্জাঅলী দীসই ॥

রাধা। (সম্ভ্রমেণাদায় জিঘ্রন্তী সোৎকম্পং।)

মণিরাজরুচা বিরাজিতা দনুজারেঃ স্ফুরতি বক্ষসি।

ইহ কিং লুঠসি সমাকুলা সখি গুঞ্জাবলি! কুঞ্জবর্ত্মনি ॥৩৭

কুত্র পিঞ্ছমৌলী। নবাম্ভোদশ্রেণীস্তনিত-গণতোহপ্যর্ব্বুদগুণং। প্রিয়ং ভো।
যুষ্মাকং মুরলীজনিতং যস্য রণিতং ॥ ৩৬ ॥

বিশাখেতি। এসা প্রিয়সখ্যাঃ কুণ্ড নিকুঞ্জে গুঞ্জাবলী দৃশ্যতে ॥ ৩৭ ॥

শিখিপিঞ্ছমৌলী হরি অঙ্গ-সংগোপন করিয়া কোন্ কুঞ্জে অবস্থিতি করিতেছেন? অহে! যাঁহার মুরলীরব নবজলধর-শ্রেণীর ধ্বনি অপেক্ষাও অর্ব্বুদগুণে তোমাদের প্রিয় ॥ ৩৬ ॥

বিশাখা। (গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে
রাধাকুণ্ডের তীরবর্ত্তি কুঞ্জমধ্যে গুঞ্জাবলী দেখিতেছি ॥

শ্রীরাধা। (সম্ভ্রমের সহিত গুঞ্জামালা উত্তোলনপূর্ব্বক আঘ্রাণ
করিতে করিতে কম্পের সহিত।)

হে সখি গুঞ্জাবলি! তুমি যে দনুজদমন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণির কান্তিতে বিরাজিত হইয়া সুশোভিত ছিলে, তুমি সেই এখন ব্যাকুল হইয়া কুঞ্জপথে লুণ্ঠিত হইতেছে? ॥ ৩৭ ॥

ললিতা। মগ্গণাহি-ণিবেসেণ অবিণ্ণাদ-মগ্গাও অহ্মে কধং সহিত্থলী পেরণ্তং পত্তহ্ম॥

রাধা। হা প্রিয়সখি চন্দ্রাবলি! (ইত্যৌৎসুক্যমভিনীয়) তামদৃষ্টপূর্ব্বাং বল্লভিত-বল্লবেন্দ্রনন্দনাং চন্দ্রাবলীং দ্রষ্টুমিচ্ছামি॥

বিশাখা। ক্খু করালাএ মন্দিরে সন্দানিদা ক্খিণদি॥

রাধা। তদমুং গিরীন্দ্রমেব গৌরবেণ গিরাং পাত্রং করবাণি॥

ললিতেতি। মার্গণাভিনিবেশেন অবিজ্ঞাতা মার্গগ্রামা বয়ং কথং সখীস্থলী প্রান্তং প্রাপ্তাঃ স্মঃ। সখীস্থল্যাঃ সখীথরা ইত্যাখ্যস্য গ্রামস্য নিকটমিত্যর্থঃ॥

রাধেতি। বল্লভঃ প্রিয় ইবাচরিতো বল্লবেন্দ্রনন্দনো যয়া॥

বিশাখেতি। সা খলু করালায়া মন্দিরে সন্দানিতা ক্ষিণোতি। সন্দানিতা রুদ্ধা ইতি যাবৎ। সা চন্দ্রাবলী করালানা-নাম্নী চন্দ্রাবল্যাঃ পিতামহী॥

রাধেতি। গিরাং পাত্রং স্তুতিবিষয়ং॥ ৩৮॥

ললিতা। সখি! আমরা অন্বেষণের অভিনিবেশ-পথ জানিতে পারি নাই, কিরূপে সখীস্থলী গ্রামের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম॥

শ্রীরাধা। প্রিয়সখি চন্দ্রাবলি! (এই বলিয়া অতিশয় ঔৎসুক্যাভিনয়পূর্ব্বক) বিশাখে! যিনি নন্দনন্দনকে প্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব চন্দ্রাবলীকে দেখিতে ইচ্ছা করি॥

বিশাখা। তিনি করালার গৃহে অবরুদ্ধা হইয়া ক্ষীণ হইতেছেন॥

শ্রীরাধা। তবে চল, এই গিরীন্দ্রকেই গৌরববাক্যদ্বারা স্তব করিগা॥

(ইতি পরিক্রম্য সের্ষং ।)

বিশাখে ! কুতঃ সাম্প্রতং প্রতারয়সি, যদগ্রে দেবী চন্দ্রাবলী ॥

(ইত্যুপসৃত্য সবাষ্পগদ্গদং ।)

কুসুমিনি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মদান্ধ-মধুব্রতে
ভ্রমদিব দৃশোর্দ্বন্দ্বং ন্যস্যন্ স্মিতস্ফুরিতাধরঃ ।
কিমিহ মুরলীপাণিঃ বৈণীশিখোচ্চল-চন্দ্রকঃ
সখি তব সখা দৃষ্টঃ স্বৈরী ব্রজেন্দ্র-সুতস্ত্বয়া ॥ ৩৮ ॥

(কন্দরে নিজোক্তি প্রতিধ্বনিমাকর্ণ্য স ব্যথং ।)

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ঈর্ষার সহিত ।)

বিশাখে ! সম্প্রতি প্রতারণা করিতেছ কেন ? এই ত অগ্রে দেবী চন্দ্রাবলী ।

(এই বলিয়া সম্মুখে গমনপূর্ব্বক অশ্রু মোচন করিতে করিতে গদ্গদ-স্বরে ।)

সখি ! যে স্থানে ভ্রমর-সকল গুণ গুণ স্বরে গান করিতেছে, এমত কুসুমিত-লতাকুঞ্জে যিনি ত্রাসিতের ন্যায় নয়ন-যুগল নিক্ষেপপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছেন, যাঁহার হাস্যামৃতে অধর সুশোভিত, হস্তে মুরলী ধারণ এবং মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া, সেই স্বেচ্ছাচারী তোমার সখা ব্রজেন্দ্রনন্দনকে কি দেখিয়াছ ? ॥ ৩৮ ॥

(গিরিগুহায় স্বীয়-বাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া দুঃখের সহিত ।)

কথং সাক্রন্দমসৌ মামেবানু গচ্ছতি ॥

(ইতি সবিধমাসাদ্য সব্যামোহং।)

সান্দ্রৈঃ সুন্দরি ! বৃন্দশো হরিপরিষ্বঙ্গৈরিদং মঙ্গলং
দৃষ্টং তে হতরাধয়াঙ্গমনয়া দিষ্ট্যাদ্য চন্দ্রাবলি ! ।
দ্রাগেনাং নিহিতেন কণ্ঠমভিতঃ শীর্ণেন কংসদ্বিষঃ
কর্ণোত্তংস-সুগন্ধিনা নিজভুজদ্বন্দ্বেন সন্ধুক্ষয় ॥ ৩৯ ॥

(ইত্যালিঙ্গিতুমুপক্রমতে) ॥

রাধেতি। সাক্রন্দং সরোদনং। অসৌ চন্দ্রাবলী ॥

সান্দ্রৈরিতি। বৃন্দশঃ বহুতরৈঃ। কৃষ্ণবিরহেণ স্বং শীর্ণাভূদতঃ প্রতিবিম্বেঽপি শীর্ণত্বং দৃষ্টং তয়া। হে সুন্দরি চন্দ্রাবলি ! অনয়া হত রাধায়াদ্য তেঽঙ্গং দিষ্ট্যা ভাগ্যেন দৃষ্টং। নিজভুজদ্বন্দ্বেনৈনাং মাং দ্রাক্ ঝটিতি সন্ধুক্ষয় তর্পয়েত্যর্থঃ ॥৩৯॥

একি ! চন্দ্রাবলী রোদন করিতে করিতে আমাকেই যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ! ॥

(এই বলিয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক মোহের সহিত।)

সুন্দরি ! তোমার যে অঙ্গ বারম্বার হরির নিবিড় আলিঙ্গন দ্বারা পবিত্র হইয়াছে, আজ এই হত শ্রীরাধা ভাগ্যবলে সেই অঙ্গ দেখিতে পাইল। যাহা হউক, হে চন্দ্রবলি ! তোমার যে ভুজদ্বয় কংসনাশনের কর্ণভূষণ-পুষ্পের সৌরভ-লিপ্ত এবং শীর্ণ, তদ্দ্বারা আমার কণ্ঠের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আমাকে আনন্দিত কর ॥ ৩৯ ॥

(এই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত) ॥

ললিতা। হলা ফড়িঅসিলা পড়িবিম্বিদা এসা তুমং জ্জেব্ব ণ
 কৃখু চন্দাঅলী ॥

রাধা। (নিরূপ্য) নাতথ্যং ব্রবীষি (ইতি পুরো গত্বা
 সোল্লাসং বিহস্য) ললিতে! দিষ্ট্যাহমমুক্ত-বিগ্রহাদ্য
 সংবৃত্তা ॥

 পশ্য পশ্য, (ইত্যঙ্গুল্যা দর্শয়ন্তী।)

 বিদূরে কংসারির্মুকুটিত-শিখণ্ডাবলিরসৌ
 পুরো গৌরঙ্গীভিঃ কলিত-পরিরম্ভো বিলসতি।

 (ইতি সাভ্যসূয়ং পুনর্নিরূপ্য স খেদং।)

ললিতেতি। সখি স্ফটিকশিলা প্রতিবিম্বিতা এসা ত্বমেব ন খলু চন্দ্রাবলী ॥
রাধেতি। অমুক্ত-বিগ্রহা অত্যক্ত-দেহা অদ্য জাতা। মুকুট-বদাচরিতা
শিখণ্ডাবলির্যেন সঃ। পুষ্পনাম সন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, সবিশেষং বিধানং ষৎ

ললিতা। সখি! স্ফটিকশিলায় তুমিই ত এই প্রতিবিম্বিত
 হইয়াছ, নিশ্চয় বলিতেছি এ চন্দ্রাবলী নয় ॥

শ্রীরাধা। (নিরীক্ষণ করিয়া) মিথ্যা কথা বল নাই। (এই
 বলিয়া অগ্রে গমনপূর্ব্বক উল্লাসের সহিত উচ্চহাস্যে)
 ললিতে! বড় সৌভাগ্যেরবিষয়, আজ আমি অপরিত্যক্ত
 দেহা হইলাম অর্থাৎ আর আমাকে দেহত্যাগ করিতে
 হইবে না ॥

 দেখ দেখ, (এই বলিয়া অঙ্গুলিদ্বারা প্রদর্শনপূর্ব্বক।)

 দূরবর্ত্তী শিখণ্ডচূড়-কংসারি-গৌরাঙ্গীগণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত
হইয়া অগ্রে বিহার করিতেছেন।

 (এই বলিয়া অসূয়া প্রকাশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিরূপণ
করিয়া খেদের সহিত।)

ন কান্তোঽয়ং শঙ্কে সুরপতিধনুর্ধাম-মধুর-
স্তড়িল্লেখা- হারী-গিরিমবললম্বে জলধরঃ ॥ ৪০ ॥
(ইতি মূর্চ্ছতি)॥

উভে। হলা! সমসস্স, সমসস্স ॥

রাধা। (সমাশ্বস্য সাদরং।)
গিরীন্দ্র! ত্বং প্রেম্না প্রবর-বরিবস্যা বিরচনে
বরীয়ানিত্যঙ্কে তব বসতি শঙ্কে প্রভুরসৌ।
(ইতি কাকুমাতন্বতী।)
দরীদ্বারং দূরাদ্‌দ্রুতমিহ দরোদ্ঘাট্য দয়য়া
দুরন্তং দৈন্যোর্ম্মিং মম দময় দামোদর দৃশা ॥ ৪১ ॥

পুষ্পং তদিতি সঙ্গিতমিতি। অত্র পুনর্জলধরতয়া বিশেষজ্ঞানাৎ পুষ্পং ॥ ৪০ ॥
ললিতা-বিশাখেতি। সখি! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ॥
রাধিতি। গিরীন্দ্রং স্তৌতি। বরিবস্যা সেবা। অঙ্কে ক্রোড়ে। দুরন্তং দুর্গমং। ভঙ্গস্তরঙ্গ উর্ম্মির্বাস্ত্রিয়ামিত্যমরাৎ। দৃশা দর্শনেন ॥ ৪১ ॥

সখি! নিশ্চয় জানিলাম, ইনি সে কান্ত নহেন, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎ-ভূষিত মধুর-মূর্ত্তি-নবজলধর পর্ব্বত অবলম্বন করিতেছে ॥ ৪০ ॥

(এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)॥

ললিতা ও বিশাখা। সখি! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও ॥

শ্রীরাধা। (আশ্বাসিত হইয়া আদরের সহিত।)
গিরীন্দ্র! তুমি প্রেমসহকারে উৎকৃষ্ট সেবার পরিপাটীতে গরিষ্ঠ হইয়াছ, অতএব অনুমান হয় শ্রীকৃষ্ণ তোমার ক্রোড়ে বাস করিতেছেন।

(কাতরোক্তি বিস্তার করিয়া কহিলেন।)

(পুনর্নিভাল্য।)

কথমেষ ঝাংকারি-বারি-নির্ঝরায়িত-মহাশ্রুপুরো মৌনমেবাবলম্বতে ॥

(ইত্যঞ্জলিং বধ্নতী।)

গোবর্দ্ধন! ত্বমিহ গোকুলসঙ্গি-ভূমৌ
তুঙ্গৈঃ শিরোভিরভিপদ্য নভো বিভাসি।
তেনাবলোক্য হরিতঃ পরিতো বদাশু
কুত্রাদ্য বল্লবমণিঃ খলু খেলতীতি ॥ ৪২ ॥

কথমিতি। ঝাংকারীণি ঝংকারশব্দ-যুক্তানি যানি বারীণি তেষাং নির্ঝরবদাচরিতোঽশ্রু পুরো যস্য সঃ। গোবর্দ্ধন। ইতি গোকুলভূমৌ স্থিত্বা তুঙ্গৈঃ শৃঙ্গৈর্নভ আকাশমভিপদ্য প্রাপ্য বিভাসি তেন হেতুনা পরিতো হরিতো দিশোঽবলোক্যাশু বদ বল্লবমণিঃ কুত্রাদ্য খেলতি ॥ ৪২ ॥

অহে! দয়া প্রকাশপূর্ব্বক শীঘ্র দূর হইতে গুহাদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দামোদর-দর্শনদ্বারা আমার দুঃখতরঙ্গ নিবারণ কর ॥ ৪১ ॥

(পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত করিয়া।)

একি! গোবর্দ্ধন যে ঝাংকার-শব্দযুক্ত নির্ঝর-জলের ছলে অশ্রুপূর্ণ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥

(এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে।)

হে গোবর্দ্ধন! তুমি গোকুলভূমিতে অবস্থিতিপূর্ব্বক উচ্চ শৃঙ্গ-সকলদ্বারা গগনস্পর্শী হইয়া বিরাজ করিতেছ। অতএব সকলদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শীঘ্র বল, আজ বল্লবমণি কোথায় ক্রীড়া করিতেছেন? ॥ ৪২ ॥

(কিঞ্চিদগ্রে গত্বা ।)

মকরন্দ-করম্বিতঃ কদম্বো

ননু সোঽয়ং চটুলাক্ষি ! যস্য মূলে ।

প্রচলাক-শলাকয়া হরিস্তে

কচপক্ষে রচয়াঞ্চকার চূড়াং ॥ ৪৩ ॥

(দক্ষিণতঃ প্রেক্ষ্য সবিক্রোশং ।)

সেয়ং গোবর্দ্ধনগিরিদরী-দ্বারি বিন্যস্ত-চিত্রা

যস্যামাস্তে বিচকিলময়ী কল্পিতা তেন শয্যা ।

দৃষ্ট্বাপ্যেনাং ললিতমভিতঃ স্মারয়ন্তীং পুরস্তাৎ

প্রাণান্ কণ্ঠে সখি ! বিচরতো ধিগ্‌বরাকানমমাস্ত ॥ ৪৪ ॥

রাধেতি । প্রচলাকশলাকয়া ময়ূরপিঞ্ছশলাকয়া ॥ ৪৩ ॥

বিচকিলময়ী মল্লিকাপুষ্পা প্রচুরা । এনাং দরীং শয্যাং বা ললিতং বিলাসং ॥ ৪৪ ॥

(কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন করিয়া ।)

হে চঞ্চলাক্ষি ! সেই এই মকরন্দ-পরিপূর্ণ কদম্ববৃক্ষ অবলোকন কর, যাহার নিম্নদেশে হরি ময়ূরপুচ্ছ-শলাকাদ্বারা তোমার কেশকলাপে চূড়া রচনা করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

(দক্ষিণদিকে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া রোদনের সহিত ।)

সখি ! গোবর্দ্ধনগিরিগুহা-দ্বারে সেই এই চিত্র দেখ, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-নির্ম্মিত মল্লিকাপুষ্পের শর্য্যা বিস্তৃত রহিয়াছে, যদবলোকনে মনোজ্ঞ বিলাস-সকল স্মরণ হইতেছে, হা কষ্ট ! সেই শয্যা-অগ্রে দেখিয়াও এযাবৎ কণ্ঠে ক্ষুদ্র প্রাণ-সকল ভ্রমণ করিতেছে, অতএব ইহাদিগকে ধিক্ ॥ ৪৪ ॥

(ইতি বৈক্লব্যং নাটয়ন্তী।)

দৃষ্টঃ কুঞ্জগণো ব্যলোকি নিখিলং বৃন্দাটবী-কোটরং
নির্ব্বন্ধেন নিভালিতা চ নিবিড়া ভাণ্ডীর-ভূমণ্ডলী।
প্রত্যঙ্গং মুহুরীক্ষিতং সখি! ময়া সোঽয়ঞ্চ গোবর্দ্ধনো
লব্ধঃ কাপি ন তস্য হন্ত ললিতে! গন্ধোঽপি বন্ধোস্তব ॥৪৫

ললিতা। হলা! কুড়ুঙ্গে লুক্কিদো মাহবো তুএ কিত্তিঅ-বারং ণ লদ্ধোত্থি তাং ণিব্বিণ্ণা মা হোহি ॥

রাধা। (পরিক্রম্য সসম্ভ্রমং) সাধু ললিতে! সাধু সাধু, পশ্য দূরাদক্রূরেণ সার্দ্ধং পুরঃ স্যন্দনমারূঢ়োঽয়ং নন্দ-নন্দনঃ তদেনং কণ্ঠগ্রাহমবরোহয়িষ্যে ॥

দৃষ্টেতি। নিঃসঙ্কোচেন। নিভালিতা দৃষ্টা ॥ ৪৫ ॥

ললিতেতি। সখি! কুঞ্জে লুকায়িতো মাধবস্ত্বয়া কাতিবারং ন লব্ধোঽস্তি তস্মান্নির্বিণ্ণা মা ভব ॥

রাধেতি। সব্যাগ্র তমালতরুং গিরিশৃঙ্গং দৃষ্ট্বাহ, কণ্ঠগ্রাহং কণ্ঠে গৃহীত্বা। অবরোহয়িষ্যে উত্তারয়িষ্যামি কথমিতি। কথং সর্ব্বমন্যথাঽনভীষ্টমভূৎ ॥ ৪৬ ॥

(এই বলিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশপূর্ব্বক।)

হা কষ্ট! সখি! কুঞ্জ-সকল অবলোকন করিলাম, নিঃশঙ্কে নিবিড় ভাণ্ডীর-ভূমণ্ডলী দেখিলাম এবং বারম্বার গোবর্দ্ধনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও তত্ত্ব করিলাম, কিন্তু হে ললিতে! কোন স্থানে তোমার সেই বন্ধুর গন্ধও প্রাপ্ত হইলাম না ॥ ৪৫ ॥

ললিতা। সখি! কুঞ্জমধ্যে মাধব কতবার লুকায়িত হইয়াছিলেন, তুমি কি তাঁহাকে প্রাপ্ত হও নাই, অতএব হতাশ হইও না ॥

শ্রীরাধা। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সব্যাগ্র তমালতরু ও গিরিশৃঙ্গ

(ইতি তদভ্যর্ণমাসাদ্য স ব্যথং ।)

গিরেঃ শৃঙ্গং স্বর্ণস্তবকিতমিদং হন্ত ! ন রথ-

স্তমালোঽসৌ নীলদ্যুতিরিহ ন গোপী-রতিগুরুঃ ।

বলী শার্দ্দূলোঽয়ং ন হি নৃপতিদূতঃ সখি ! পুরো

বিধাতুর্বামত্বাৎ কথমিতরথা সর্ব্বমুদভূৎ ॥ ৪৬ ॥

(ইতি মূর্চ্ছতি) ॥

বিশাখা । (সাবেগং) ললিদে ! জাব ভিসিণীদ-লাইং আণেমি তবণং পড়ঞ্চলেণ বীএহি ॥

বিশাখেতি । ললিতে ! যাবৎ বিষিণী-দলানি পদ্মদলানি আনয়ামি তাব-দেনাং পটাঞ্চলেন বীজয় ॥

অবলোকন করিয়া ব্যস্ততার সহিত) সাধু ললিতে । সাধু সাধু, দূরে অবলোকন কর, সম্মুখে নন্দ-নন্দন অক্রূরের সহিত রথোপরি আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, তবে আর কেন ? চল, উহাঁর কণ্ঠ ধারণ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করাইগা ॥

(এই বলিয়া সম্মুখে গমন করিয়া ব্যথার সহিত ।

হায় ! এ যে স্বর্ণস্তবকভূষিত পর্ব্বতশৃঙ্গ, এত রথ নয়, ইহা নীলবর্ণ তমালতরু, গোপী-রতিগুরু শ্রীকৃষ্ণ নহেন, অপর এটা যে বলবান্ শার্দ্দূল, রাজদূত অক্রূর নহেন, হে সখি ! বিধাতা প্রতিকূল হওয়ায় সকলই কি বিপর্য্যয় ঘটিল ! ॥৪৬॥

(এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন) ॥

বিশাখা । (আবেগের সহিত) ললিতে ! যাবৎ আমি নলিনী দল আনয়ন না করি, তাবৎ তুমি বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা ইহাঁকে বীজন কর ॥

(ইতি ধাবতি) ॥

(নেপথ্যে ।)

বিরহভরমুদীর্ণং প্রেক্ষ্য রাধাতিদৈন্যং
স্ফুটমখিলমশুষ্যন্মানসী হন্ত ! গঙ্গা ।
অহহ রবিতুরঙ্গাজীব্য শৃঙ্গাগ্র-দূর্ব্বঃ
শত-ভুজমিতিরাসীদেষ গোবর্দ্ধনোঽপি ॥ ৪৭ ॥

রাধা । (প্রবুধ্য স প্রণয়ের্ষং) হলা রাহে ! মুঞ্চ অলিঅমাণ-দুল্ললিত্তণং ॥

বিরহেতি । রবিতুরঙ্গানামাজীব্যা জীবিকারূপা শৃঙ্গাগ্রবর্ত্তি-দূর্ব্বা যস্য সঃ। শত-ভুজমিতিঃ শত-হস্তপরিমাণঃ। গোবর্দ্ধনঃ শত হস্তপরিমিতঃ আসীৎ সঙ্কুচিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

রাধেতি । প্রবুধ্যাত্মনং ললিতাং মত্বা ললিতান্তু রাধাং মত্বাহ । সখি রাধে ! মুঞ্চ অলীকমান-দুর্ললিতত্বং ॥

(এই বলিয়া ধাবমানা হইলেন) ॥

(বেশগৃহে ।)

শ্রীরাধার নিখিল-বিরহভর-সমুৎপন্ন-দৈন্যাতিশয় অবলোকন করিয়া মানসী-গঙ্গা শুষ্ক হইয়াছেন, হা কষ্ট ! যাহার শৃঙ্গাগ্রে সূর্য্যাশ্ব-সকল দূর্ব্বা-ভোজন করিত, সেই গোবর্দ্ধনও শত-হস্তপরিমিত হইয়া সঙ্কুচিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীরাধা । (চেতন হইয়া আপনাকে ললিতা ও ললিতাকে রাধা জ্ঞান করিয়া প্রণয় এবং ঈর্ষার সহিত) সখি রাধে ! অলীকমান-দুর্ললিতত্ব পরিত্যাগ কর ॥

ললিতা। (নিশ্বস্য নম্রী ভবতি) ॥

রাধা। হলা রাহে! এসো দে পঅসদ্দ দিণ্ণ কণ্ণো কেলি-
কুড়ুঙ্গে প্পবিসদি কহ্নো ॥
(ইতি ললিতায়াঃ পদান্তে পতন্তী।)
মুকুন্দোঽয়ং কুন্দোজ্জ্বলপরিসরং কুঞ্জময়তে
লতালী চ স্মেরা-মধুপবিরুতৈস্ত্বাং ত্বরয়তি।
তদুত্তিষ্ঠোন্মত্তে ন তুদ পদলগ্নাং সহচরীং
দুরাপস্তে মৌগ্ধ্যাদ্বিরমতি বরীয়ানবসরঃ ॥ ৪৮ ॥

ললিতা। হা হতম্মি! দেব্ব হদএণ।

পুনঃ রাধেতি। সখি রাধে! এষ তে পদশব্দ-দত্তকর্ণঃ কেলিনিকুঞ্জে প্রবিশতি কৃষ্ণঃ ॥

মুকুন্দ ইতি। ন তুদ ন ব্যথয়। বিরমতি বৃথা গচ্ছতি ॥ ৪৮ ॥

ললিতেতি। হা হতাস্মি! দৈব হতকেন ॥

ললিতা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বদন অবনত করি-
লেন) ॥

শ্রীরাধা। সখি রাধে! তোমার পদশব্দে কর্ণ-সমর্পণ করিয়া
শ্রীকৃষ্ণ কেলিনিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন ॥
(এই বলিয়া ললিতার পদোপান্তে পতিত হইয়া)
সখি! মুকুন্দ কুন্দকুঞ্জে গমন করিতেছেন, লতা-সকল হাস্যবদনে মধুকর-ঝঙ্কারদ্বারা তোমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে, অতএব হে উন্মত্তে! গাত্রোত্থান কর, পাদলগ্না সহচরীকে আর ব্যথিত করিও না, তোমার মুগ্ধতা নিমিত্ত দুর্লভ উৎকৃষ্ট অবসর বৃথা যাইতেছে ॥ ৪৮ ॥

ললিতা। হা হত! দৈব-কর্ত্তৃক হত হইলাম।

(ইতি ফুৎকৃত্য রোদিতি) ॥

বিশাখা। (সম্ভ্রমাদুপেত্য) ললিদে! কিং কৃখু এদং ধীরা
হোহি ॥

রাধা। (সবিস্ময়ং) সহি! কিং কৃখু তুমং চ্চেঅ ললিদাসি ॥

ললিতা। (সগদ্গদং) অধইং ॥

রাধা। অম্মহে! সচ্চং ভণদি, জং অহং রাহন্মি ॥
(সমন্তাদ্বিলোক্য।)
ণুণং বণমালিআ পুপ্ফাইং বিএদুং এত্থ পত্থন্মি।
তা কহ্নস্স কণ্ণপূরকিদে মল্লিত্থবঅং গেহ্নিস্সং ॥

বিশাখেতি। ললিতে! কিং খল্বেতৎ ধীরা ভব ॥

রাধেতি। সখি! কিং খলু ত্বমেব ললিতাসি ॥

ললিতেতি। অথ কিং ॥

রাধেতি। অহো! সত্যং ভণতি, যদহং রাধিকাস্মি ॥

পুনঃ রাধাহ। নূনং বনমালিকা পুষ্পাণি বিচেতুং। অত্র প্রাপ্তাস্মি কৃষ্ণ-
কর্ণপূরকৃতে মল্লিকাস্তবকং গ্রহীষ্যামি ॥

(এই বলিয়া ফুৎকারপূর্ব্বক রৌদন করিতে লাগিলেন) ॥

বিশাখা। (সম্ভ্রমের সহিত নিকটে আসিয়া) ললিতে! এ
কি! ধৈর্য্য ধারণ কর ॥

শ্রীরাধা। (বিস্ময়ের সহিত) সখি! তুমিই কি ললিতা ? ॥

ললিতা। (গদ্গদস্বরে) হাঁ তাই বটে ॥

শ্রীরাধা। অহো! সত্য বলিতেছ, তবে আমিই রাধা ॥
(চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া।)
নিশ্চয় আমরা বনমালার পুষ্প-সকল চয়ন করিতে এ স্থানে

(ইতি পুষ্পবাটিকামুপেত্য সাতঙ্কং ।)
কিমগ্রে মল্লীনাং স্খলতি কলিকাশ্রেণিরধুনা
সরোজানাং কিম্বা ত্রুটিতি পরিতো কোরক ততিঃ ।
কথং বা জাতীনাং দধতি মুকুলাঃ শ্যামলরুচং
হরের্ব্বৃন্দারণ্যে দ্রুতমহহ কেয়ং গতিরভূৎ ॥ ৪৯ ॥

উভে । নূণং মহাদাবাগ্নিজ্বালাবিলীঢা এসা বণত্থলী ॥

রাধা । ললিদে ! ণ জাণে তীকৃখদাবাণলকীলা-বিলীঢং ব্ব

কিমিতি । কেয়ং দুঃখরূপা গতিরভূৎ ॥ ৪৯ ॥

উভেতি । নূনং দাবাগ্নিজ্বালা-বিলীঢ়া এষা বনস্থলী ॥

রাধেতি । ললিতে ! ন জানে তীক্ষ্ণদাবানলজ্বালা-বিলীঢ়ং আস্বাদিতমিব

আসিয়াছি, তবে শ্রীকৃষ্ণের কর্ণভূষণ নিমিত্ত মল্লিকাগুচ্ছ গ্রহণ করি ॥

(এই বলিয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক আতঙ্কের সহিত ।)

হায় ! সম্মুখে মল্লিকা-কলিকা-সকল স্খলিত হইতেছে কেন ! কদম্ব-সকলের মঞ্জরিসমূহই বা চতুর্দ্দিকে ত্রুটিত হইতেছে কেন ! কেনই বা জাতিপুষ্পা-সকল শ্যামকান্তি ধারণ করিল ! হায় ! হঠাৎ শ্রীহরির বৃন্দাবনে এ কি দুর্গতি উপস্থিত হইল ! ॥ ৪৯ ॥

ললিতা ও বিশাখা । সখি ! অনুমান হয়, মহাদাবানলের জ্বালায় এই বনস্থলী দগ্ধ হইতেছে ॥

শ্রীরাধা । ললিতে ! জানি না, আজ আমার চিত্ত তীক্ষ্ণদাবা-

কীস অজ্জ মে চিত্তং প্ফুড়িভাদি, তা দিট্‌ঠিমেত্ত মহিদ-
পঅণ্ডদাবমণ্ডলং দে বঅস্‌সং অণুসরম্ক ॥

ললিতা। এদু এদু পিঅসহী।

(ইতি তিস্রঃ পরিক্রামন্তি) ॥

রাধা। (সহর্ষং) ণাদিদূরে গোউলেন্দণন্দণো ভবে জং এসা
গোমণ্ডলী লক্‌খিঅদি ॥

(ইতি পরিক্রম্য সোদ্বেগং।)

চরতি ন পুনঃ শষ্পং বাষ্পপ্রবাহি-বিলোচনা
মুখপরিসরে লব্ধোদ্‌ঘূর্ণাম্ন লেঢ়ি চ তর্ণকান্।

কস্মাদদ্য মে চিত্তং প্রতিভাতি, তস্মাৎ দৃষ্টিমাত্র-মথিত-প্রচণ্ডদাবমণ্ডলং তে বয়স্যমনুসরাবঃ ॥

ললিতেতি। এতু এতু প্রিয়সখী ॥

রাধেতি। নাতিদূরে গোকুলেন্দ্র-নন্দনো ভবেৎ। যদেষা গোমণ্ডলী দৃশ্যতে ॥

চরতীতি। বাষ্পপ্রবাহযুক্তে বিলোচনে যস্যাঃ সা। লব্ধা উদঘূর্ণা তর্ণকান

নল-পরিব্যাপ্তের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে কেন? তবে
চল, দৃষ্টিমাত্র দাবানল-বিনাশকারি (তোমার) বয়স্যের
অনুসরণ করি ॥

ললিতা। এস এস, প্রিয়সখী।

(এই বলিয়া তিন জনের গমন) ॥

শ্রীরাধা। (হর্ষের সহিত) সখি! গোপেন্দ্রনন্দন বোধ হয়
অধিক দূরে নয়, ঐ দেখ গোমণ্ডলী দেখা যাইতেছে ॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক উদ্বেগের সহিত।)

হরি হরি! সখি! শ্রীকৃষ্ণের ধেনুগণ অগ্রে তৃণ দেখিয়া

কিমিতি হরিতো হম্বারাবৈরিয়ং সখি ! ভিন্দতী
হরি হরি ! হরের্ধেনুশ্রেণী পরং পথি শীর্য্যতে ॥ ৫০ ॥
(নেপথ্যে।)
দংশঃ কংসনৃপস্য বক্ষসি রুষা কৃষ্ণোরগেণার্প্যতাং
দূরে গোষ্ঠ-তড়াগ-জীবনমিতো যেনাপজহ্রে হরিঃ।
হা ধিক্ ! কঃ শরণং ভবেন্মৃদিলুঠদ্গাত্রীয়মন্তঃ-ক্লমা-
দাভীরী শফরী ততিঃ শিথিলিত-শ্বাসোর্ম্মিরামীলতি ॥৫১॥

বৎসান্ ন লেঢ়ি-জিহ্বয়া নাস্বাদয়তি, হে সখি ! হরিরিয়ং ধেনুশ্রেণী পথি কিমিতি শীর্য্যতে ॥ ৫০ ॥

দংশ ইতি। কৃষ্ণবর্ণেণোরগেণ, পক্ষে কৃষ্ণরূপেণোরগেণ। শরণং রক্ষতা। অন্তিমাবস্থাং প্রাপ্নোতি ॥ ৫১ ॥

কেন ভোজন করিতেছে না ? বৎস-সকল মুখ-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি তাহাদিগকে কেন লেহন করিতেছে না ? কেনই বা হম্বারবে দিক্-সকল ভেদ করিতেছে ? এবং পথিমধ্যে বিশীর্ণ ই বা কেন ? ॥ ৫০ ॥

(বেশগৃহে।)

যে কংসভূপতি এ স্থান হইতে ব্রজতড়াগ-জীবন শ্রীকৃষ্ণকে দূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার বক্ষঃস্থলে সরোষ-কৃষ্ণ-সর্প দংশন করুক, হা কষ্ট ! আন্তরিক ক্লেশবশতঃ ভূমিতে লুণ্ঠিত-শরীরা এই অভীরী-সফরী-সকল নিশ্বাসতরঙ্গের শিথিলতাসহকারে অন্তিমাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এখন কে রক্ষা করিবে ! ॥ ৫১ ॥

রাধা। (সোৎকম্পং ঘূর্ণন্তী মূর্চ্ছতি) ॥

ললিতা। হলা ! সমসস্স সমসস্স ॥

রাধা। (চক্ষুরুন্মীল্য নভো বিলোকয়ন্তী) দেব দিবাকর ! নমস্যতি রাধিকা সাধয়াভীষ্টং ॥

বিশাখা। (স সম্ভ্রমং) সহস্স-ভাণুণা মঙ্গলং আসংসিদং ॥

রাধা। (অশ্রুতিমভিনীয়।) হন্ত ! হন্ত !

বিষূচীনৈর্নীতা মধুরিম-পরীতৈর্মধুভিদঃ
পদৈর্বৈলক্ষণ্যং কিমপি জগতী-লোচনহরং।

ললিতেতি। সখি ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ॥

বিশাখেতি। সহস্র-ভানুনা মঙ্গলমাশংসিতং ॥

রাধেতি। বিষূচীনৈঃ সর্ব্বত্র ব্যাপকৈর্মুরভিদঃ পদৈর্জগতী লোচনহরং

শ্রীরাধা। (উৎকম্পের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন) ॥

ললিতা। সখি ! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও ॥

শ্রীরাধা। (চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) দেব দিবাকর ! শ্রীরাধা আপনাকে নমস্কার করিতেছে, আপনি অভীষ্ট-সিদ্ধি করুন ॥

বিশাখা। (সম্ভ্রমের সহিত) সখি ! সূর্য্যদেব সহস্র-রশ্মি মঙ্গল-বিধান করিলেন ॥

শ্রীরাধা। (শুনিতে না পাইয়া) হা কষ্ট ! হা কষ্ট !

সখি ! সর্ব্বদিক্-ব্যাপি মধুসূদনের পদচিহ্নসমূহদ্বারা এই তপন-তনয়ার তীরবর্ত্তি-ভূমি জগতের মনোহর কোন বৈলক্ষণ্য

ইয়ং তীরক্ষৌণী তরণি-তনয়ায়াঃ সখি! দৃশো-
র্ব্রজন্তী পন্থানং মম করণবৃত্তীর্জ্জরয়তি ॥ ৫২ ॥

ললিতা। হলা! এত্থ পুলিনে সূরং আরাহিঅ অহিট্ঠং অব্ভ-
ত্থেম্হ ॥

রাধা। (পুলিনে লুঠন্তী।)
ত্বমস্মাকং যস্মিন্ পশুপরমণীনাং রচিতবান্
সদা ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণয়-গহনাং তুষ্টিলহরীং।
তদেতৎ কালিন্দীপুলিনমিহ খিন্নাঃ কিমধুনা
পরীরম্ভাদম্ভোরুহমুখ! ন সম্ভাবয়সি নঃ ॥ ৫৩ ॥

কিমপি বৈলক্ষণ্যং নীতা সতি, যং তরণি-তনয়ায়াস্তীরক্ষৌণী দৃশোঃ পন্থানং ব্রজন্তী মমেন্দ্রিয়বৃত্তির্জ্জরয়তি বিবশাঃ করোতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ললিতেতি। সখি! অত্র পুলিনে সূর্য্যমারাধ্যাভীষ্টমর্থয়ামঃ ॥

রাধেতি। হে অম্ভোরুহমুখ! অধুনা কিমিহ পুলিনে খিন্নান্নঃ পরিরম্ভান্ন সম্ভাবয়সি ন সম্পন্নয়সি ॥ ৫৩ ॥

প্রাপ্ত হইয়া নেত্রপথে গমন করতঃ আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সকল বিবশ করিয়া দিল ॥ ৫২ ॥

ললিতা। সখি! এই পুলিনে সূর্য্য-আরাধনা করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করি ॥

শ্রীরাধা। (পুলিনে লুণ্ঠিত হইয়া।)
কৃষ্ণ! তুমি যে স্থানে সর্ব্বদা পশুপরমণী আমাদিগের সম্বন্ধে বারম্বার গাঢ় প্রণয়সহকারে সন্তোষলহরী বিরচন করিয়াছিলে, সেই এই যমুনাপুলিন, ইহাতে আমরা খিন্ন হইতেছি, হে পদ্মবদন! এখন আলিঙ্গনদ্বারা আমাদিগকে কেন সুখী করিতেছ না? ॥ ৫৩ ॥

ললিতা। (কালিন্দীমবলোক্য।)

বহিণি ! মিহিরবংসুত্তংসরূবে, তু অত্তো

মহুমহণ পউত্তিং লদ্ধুকামাগদম্হি।

রাধা। যদজনি মণি-হর্ম্ম্যস্পর্দ্ধি কুঞ্জানুবিদ্ধং

তব সখি ! নব রোধস্তস্য লীলাবরোধঃ ॥

(ইতি মূর্চ্ছতি) ॥

বিশাখা। ললিদে ! বণমালিণো ণিম্মাল্ল-মালং ণাসাসিহরে অপ্পেহি।

(ইত্যুভে তথা কুরুতঃ) ॥

ললিতেতি। ভগিনি ! মিহিরবংশোত্তংসরূপে ত্বত্তো মধুমথনপ্রবৃত্তিং লব্ধু-কামাগতাস্মি ॥

রাধেতি। ললিতোক্তপদ্যার্দ্ধং পূরয়তি যদিতি। রোধঃ কূলং অবরোধঃ গৃহং ॥

বিশাখেতি। ললিতে ! বনমালিনো নির্ম্মাল্য-মালাং নাসাশিখরেঽর্পয় ॥

ললিতা। (যমুনা অবলোকন করিয়া।)

ভগিনি ! তুমি সূর্য্যবংশের ভূষণ-স্বরূপা, তোমার নিকট মধুমথনের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত আসিয়াছি।

শ্রীরাধা। সখি যমুনে ! মণিময় হর্ম্ম্যস্পর্দ্ধাকারি-কুঞ্জবিশিষ্ট তোমার যে নূতন কূল শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াগৃহ হইয়াছিল ॥

(এই বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন) ॥

বিশাখা। ললিতে ! বনমালির নির্ম্মাল্য-মালা নাসাগ্রে অর্পণ কর।

(এই বলিয়া দুই জনে তাহাই করিলেন) ॥

রাধা। (চিরাৎ প্রবুদ্ধ্য) ললিতে! সমাকর্ণয়,
দৃষ্টঃ কোঽপি ভয়ঙ্করঃ সখি! ময়া স্বপ্নো বলীয়ানভূ-
দেতস্মিন্নপি মে প্রতীতি রচনা জাগ্রদ্দশেত্যুদগতা।
দূতঃ কোঽপি দুরাগ্রহঃ ক্ষিতিপতেরাগত্য বৃন্দাটবীং
কৃষ্ণং হন্ত! রথেন (ইত্যর্দ্ধোক্তে)
শান্তমহহ ক্ষেমং ব্রজে তিষ্ঠতু ॥ ৫৪ ॥

তদহং দুঃস্বপ্নবিপাকশান্তয়ে কলিন্দনন্দিন্যাং কৃতাভি-
ষেকা মুকুন্দং পশ্যেয়ং ॥

বিশাখা। হলা! খেলাতিত্থং গচ্ছম্হ, জহিং সদা মুউন্দো
খেলদি।

রাধেতি। দৃষ্ট ইত্যাদি। এতস্মিন্ স্বপ্নে কৃষ্ণং হন্ত! রথেন সত্বরতয়া নীত্বা পুরং গচ্ছতীতি বক্তুমশক্ততয়া শান্তমহহ ক্ষেমং ব্রজে তিষ্ঠত্বিত্যনেন পদাবশিষ্টং পূরিতবতী। বাক্কেলিনাম বীথ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, সাকাঙ্ক্ষস্যৈব বাক্যস্য বাক্কেলিঃ স্যাৎ সমাপ্তিত ইতি। শান্তমিত্যাদি বাক্কেলিঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীরাধা। (বহুক্ষণ পরে চেতন হইয়া) ললিতে! শ্রবণ কর,
সখি! কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছি, ঐ স্বপ্নেই আমার
চৈতন্য-সম্পাদিনী জাগ্রদ্দশা আসিয়া উপস্থিত হইল, স্বপ্নে
দেখিলাম, এক জন দুরাত্মা রাজদূত বৃন্দাবনে আসিয়া
শ্রীকৃষ্ণকে রথের দ্বারা (এই বলিয়া অর্দ্ধোক্তির পর)
আহা! বৃন্দাবনে সুস্থিররূপে মঙ্গল বিরাজ করুক ॥৫৪॥
তবে আমি দুঃস্বপ্নজনিত পাপক্ষয় নিমিত্ত যমুনায় অবগা-
হন করিয়া মুকুন্দ সন্দর্শন করিগা ॥

(ইতি সর্ব্বাঃ পরিক্রামন্তি) ॥

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দা মুখরা চ।)

মুখরা। বচ্ছে! কিং করেদি রাহী ॥

বৃন্দা। আর্য্যে! পশ্যেয়ং, বিশাখয়া সহ খেলাতীর্থমবগাহতে ॥

রাধা। (তুঙ্গাং তরঙ্গশোভাং বিলোক্য।)

বিশাখে! সাধু সাধু যদদ্য খেলাতীর্থমুপনীতাস্মি।

পশ্য, নীলাম্বুজবনীনিলীনস্তব সখা বিস্তৃতভুজার্গলঃ খেলতি ॥

বিশাখেতি। সখি! খেলাতীর্থং গচ্ছামঃ যত্র সদা মুকুন্দঃ খেলতি। খেলাতীর্থং কালীহ্রদং ॥

মুখরেতি। বৎসে! কিং করোতি রাধা ॥

বিশাখা। সখি! আমরা খেলাতীর্থে অর্থাৎ কালিয়হ্রদে গমন করি, ঐ স্থানে সর্ব্বদা মুকুন্দ ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান) ॥

(অনন্তর বৃন্দা ও মুখরার প্রবেশ।)

মুখরা। বৎসে! শ্রীরাধা কি করিতেছেন? ॥

বৃন্দা। আর্য্যে! দেখুন, বিশাখার সহিত শ্রীরাধা খেলাতীর্থে অবগাহন করিতেছেন ॥

শ্রীরাধা। (উচ্চ তরঙ্গশোভা অবলকন করিয়া।)

বিশাখে! তুমি আজ আমাকে খেলাতীর্থে আনয়ন করিলা। দেখ, তোমার সখা নীলকমল-বনে বিলীন হইয়া ভুজার্গলদ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন ॥

(ইত্যুভে নিষ্ক্রান্তে) ॥

বিশাখা। অদো ওদরেহি ॥

ললিতা। (বিলোক্য সবিক্রোশং) হদ্ধী হদ্ধী ! হদম্হি হদম্হি! এসা পিঅসহী বিসাহাএ সদ্ধং গহিরপবাহে ণিমগ্গা জ্জেব্ব ণ উণ ইদো উত্থিদা, তা তুণ্ণং দোণং তইআ ভবিস্সং ॥

(ইত্যবরণং নাটয়তি) ॥ ৫৫ ॥

মুখরা। (সাস্রং) হা দেব্ব হা দেব্ব ! কিং ক্খু এদং ॥

বিশাখেতি। ততোঽবতর ॥

ললিতেতি। তয়োর্জলপ্রবেশং দৃষ্ট্বা ! হা ধিক্ হা ধিক্ ! হতাস্মি এষা প্রিয়সখী বিশাখয়া সহ গভীরপ্রবাহে নিমগ্না এব ন পুনরপি উত্থিতা তস্মাত্তূর্ণং দ্বয়োস্তৃতীয়া ভবিষ্যে ॥ ৫৫ ॥

মুখরেতি। হা দৈব হা দৈব ! কিং খল্বিদং ॥

(এই বলিয়া দুই জনে যমুনায় প্রবেশ করিলেন) ॥

বিশাখা। তবে অবতরণ কর ॥

ললিতা। (শ্রীরাধা ও বিশাখার জলপ্রবেশ অবলোকন করিয়া রোদন করিতে করিতে) হা ধিক্ হা ধিক্ ! হত হইহইলাম, এই প্রিয়সখী বিশাখর সহিত গভীর-প্রবাহে নিমগ্না হইলেন, এ স্থান হইতে পুনর্ব্বার আর উঠিলেন না, তবে আমিও শীঘ্র গিয়া দুই জনের মধ্যে তৃতীয় হই॥

(এই বলিয়া যমুনাপ্রবেশে উদ্যত) ॥ ৫৫ ॥

মুখরা। অশ্রুমোচন করিতে করিতে) হা দৈব হা দৈব ! এ কি হইল ! ॥

বৃন্দা। (সাক্রন্দং) ধিক্ ! কেয়ং গতিরুপস্থিতা ॥

(ইত্যার্ত্তিং নাটয়ন্তী।)

আর্য্যে ! মন্যুনাবতিতীর্ষং তরসা ধারয় ললিতাং ॥

(ইত্যুভে তথা কুরুতঃ) ॥

ললিতা। (বিলোক্য স্বগতং) হদ্ধী হদ্ধী ! গরিট্ঠো বিগ্ঘো উবট্ঠিদো, তা কেণাবি ববদেসেণ ইদো ণিক্কমিঅ গোঅ-ঢ্ণে ভিউপড়ণেণ ণং পিঅজণবিওঅদংসণেণাবি অবিদিণ্ণং শিলাকঢিণং তণুঅং সিলাহিং চুণ্ণইস্সং ॥

(ইত্যুভে তথা কুরুতঃ)। মুখরা বৃন্দা ললিতাং ধারয়তঃ ॥

ললিতেতি। হা ধিক্ হা ধিক্ ! গরিষ্ঠঃ বিঘ্ন উপস্থিতঃ, তৎ কেনাপি ব্যপদেশেন ইতো নিষ্ক্রম্য গোবর্দ্ধনে ভৃগুপতনেন প্রিয়জনবিয়োগদর্শনেনাপি অবিদীর্ণাং শিলা-কঠিনাং তনুং শিলাভিশ্চূর্ণয়িষ্যামি ॥

বৃন্দা। (রোদন করিতে করিতে) ধিক্ ! এ কি গতি উপ-স্থিত ! ॥

(এই বলিয়া পীড়া অভিনয়পূর্ব্বক।)

আর্য্যে ! ললিতা শোকাবেশবশতঃ অবতরণ করিতে-ছেন, অতএব শীঘ্র ধারণ করুন ॥

(এই বলিয়া মুখরা ও বৃন্দা গিয়া ললিতাকে ধারণ করি-লেন) ॥

ললিতা। (অবলোকন করিয়া মনে মনে) হা ধিক্ হা ধিক্ ! গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত, তবে কোন ছলে এ স্থান হইতে গোবর্দ্ধনে গমন করি, তথায় ভৃগুপতনদ্বারা প্রিয়বিয়োগ-

(ইতি শোকাবেগমপহ্নুত্য প্রকাশং।)

অজ্জে! মুঞ্চেহি মং অহং গদুঅ এদং অচ্চরিঅং বুত্তং ভঅবদী পহুদীণং বিণ্ণবিস্সং ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তা) ॥

(আকাশে।)

প্রভুর্ভবতি কঃ কৃতী মহিমপূরমস্যাঃ পরং
নিরূপয়িতুমুজ্জ্বলং জগতি গোপবাম ভ্রুবঃ।
মুনীন্দ্র-কুলদুর্লভাং নবতড়িদ্বিলাসাদ্য যা
ভিদাং সহ বয়স্যয়া মিহিরমণ্ডলস্যাকরোৎ ॥ ৫৬ ॥

আর্য্যে! মুঞ্চ মাং অহং গত্বা এতদাশ্চর্য্যং বৃত্তং বৃত্তান্তং ইতি যাবৎ ভগবতী প্রভৃতীনাং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি। ভগবতী-প্রভৃতীনাং কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ ৫৬ ॥

দর্শনে অনিদীর্ণ শিলাতুল্য, এই কঠিন শরীর পাষাণ-সকলের দ্বারা চূর্ণ করিব ॥

(এই বলিয়া শোকাবেগে সম্বরণপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া।)

আর্য্যে! আমাকে ছাড়িয়া দিউন, আমি গিয়া এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত ভগবতী প্রভৃতিকে জানাইগা ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

(আকাশে অর্থাৎ আকাশবাণী।)

জগৎ মধ্যে এমন কৃতি কে আছে যে, এই গোপসুন্দরী শ্রীরাধার মহিমারাশি নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে! আহা! নবতড়িদ্বিলাসিনী গোপসুন্দরী আজ সখীর সহিত মুনীন্দ্রকুল-দুর্লভ সূর্য্যমণ্ডলকেও ভেদ করিলেন! ॥ ৫৬ ॥

বৃন্দা। আর্য্যে! শ্রূয়তাং, রাধিকায়াঃ সিদ্ধিরমীভির্মেঘান্ত-
রিতৈঃ সিদ্ধৈঃ শ্লাঘ্যতে ॥

মুখরা। (ভূতলে লুঠন্তী) হা হা ণত্তিণি রাহে! কহিং গদাসি ॥

বৃন্দা (সখেদং।)

অহহ গহনমেতচ্চিন্তয়ন্তী সমন্তাৎ
কটুতর-পুটপাকজ্বালয়েবাকুলাস্মি।
বিপরিণতিমকাণ্ডে পুণ্ডরীকেক্ষণস্তে
কথমিব ভবিতাসৌ শুশ্রুবান্ পঙ্কজাক্ষি! ॥ ৫৭ ॥

(পুনরাকাশে।)

মুখরেতি। হা হা নপ্ত্রি রাধে! কুত্র গতাসি ॥

বৃন্দেতি। অহহেতি। বিপরিণতিং লোকান্তরগমনং। অকাণ্ডে সময়ে। শুশ্রুবান্ শ্রুতবান্ ॥ ৫৭ ॥

বৃন্দা। আর্য্যে! শ্রবণ করুন, মেঘান্তর্বর্ত্তি সিদ্ধগণ শ্রীরাধার
সিদ্ধি প্রশংসা করিতেছেন ॥

মুখরা। (ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া) হা হা নপ্ত্রি রাধে!
কোথায় গমন করিলা ॥

বৃন্দা। (খেদের সহিত।)

হায়! সর্ব্বতোভাবে এই দুঃখ চিন্তা করিয়া কটুতর পুট-
পাক অগ্নিদ্বারাই যেন আমি আকুল হইলাম, হে পঙ্কজাক্ষি!
অকালে তোমার লোকান্তরগমন শ্রবণ করিয়া পুণ্ডরীকলোচন
কিরূপ হইবেন! ॥ ৫৭ ॥

(পুনর্ব্বার আকাশ বাণী।)

প্রণয়মণি-করণ্ডিকা মুরারেঃ
শিব শিব ! জীবিতমেব রাধিকায়াঃ।
ইয়মপি ললিতা দ্রুতং সখেদা
শিখরদতী শিখরাদ্গিরেঃ পপাত ॥ ৫৮ ॥

মুখরা। হা ললিদে ! কিধং পরিচ্চত্তাসি ॥
(ইত্যাঘূর্ণন্তী।)
বৃন্দে ! সোআণল কীলা জলিদং অত্তা-
ণঅং জমুণা-পবেসেণ সীঅলাএমি ॥
(ইত্যবতিতীর্ষতি।)

প্রণয়েতি। করণ্ডিকা সম্পুটিকা। শিখরদতী দাড়িম্ববীজবদ্রক্তাভদশনা যস্যা সা। পক্কদাড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিদুরিতি কোষঃ ॥ ৫৮ ॥

মুখরেতি। হা ললিতে ! কথং পরিত্যক্তাসি ॥

বৃন্দে ! শোকানলজ্বালা-জ্বলিতমাত্মানং যমুনাপ্রবেশেন শীতলয়ামি ॥

শিব শিব ! যিনি মুরারীর প্রণয়মণির করণ্ডিকা, যিনি শ্রীরাধার জীবন-স্বরূপ, সেই দাড়িম্ব-দশনা ললিতা খেদান্বিত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইলেন ! ॥ ৫৮ ॥

মুখরা। হা ললিতে ! আমাকে কেন পরিত্যাগ করিলা ? ॥
(এই বলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে।)

বৃন্দে ! শোকানলজ্বালা-জ্বলিত আত্মকে যমুনায় প্রবেশ করিয়া শীতল করি ॥
(এই বলিয়া যমুনাপ্রবেশে উদ্যত) ॥

(পুনরাকাশে।)

বৃন্দে! সাম্প্রতমিদমসাম্প্রতং মাকৃথাঃ ॥

বৃন্দা। আর্য্যে! রবিমণ্ডলান্নিঃসরন্তী বাণীয়মনতিক্রমণীয়া ॥

মুখরা। তা এদং বুত্তং ভঅবদীএ ণিবেদিস্সং ॥

(পুনরপ্যম্বরে গম্ভীধ্বনিঃ) ॥

মুখরা। বচ্ছে! সুট্ঠু ণ সুব্বই, কেরিসী এসা দিব্বাবাণী ॥

বৃন্দা। নির্ব্যাজং কুরু কর্ণয়োঃ কমলিনী-ক্লান্তিচ্ছিদা ধর্ম্মিণঃ
কোকস্ত্রী-প্রিয়সঙ্গম-প্রতিভুবো দেবস্য দিব্যা গিরঃ।

হে বৃন্দে! অযোগ্যমিদং শরীরপাতনমিদানীং মাকৃথা ন কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥
মুখরেতি। তদেতদ্বৃত্তং ভগবত্যৈ নিবেদয়িষ্যামি ॥
পুনঃ মুখরেতি। বৎসে। সুষ্ঠু শ্রূয়তে, কীদৃশী এষা দিব্যবাণী ॥
বৃন্দেতি। নিষ্কপটং শৃণ্বিত্যর্থঃ। প্রতিভুবঃ সাক্ষিণঃ। দেবস্য সূর্য্যস্য।

(পুনর্ব্বার আকাশবাণী।)

বৃন্দে! সম্প্রতি এই অযোগ্য কার্য্য করিও না ॥

বৃন্দা। আর্য্যে! সূর্য্যমণ্ডল হইতে এই বাণী নিঃসৃত হইল, অতএব ইহা লঙ্ঘন করা উচিত নয় ॥

মুখরা। তবে চল ভগবতীকে এই বৃত্তান্ত বলিগা ॥

(পুনর্ব্বার আকাশে গভীরধ্বনি।)

মুখরা। বৎসে! ভালরূপে শুনিতে পাইলাম না, এ দৈববাণী কিরূপ হইল? ॥

বৃন্দা। যিনি কমলিনীর ক্লান্তিনাশক ও চক্রবাকীর প্রিয় সঙ্গমের সাক্ষীস্বরূপ, সেই সূর্য্যদেবের এই বাণী অব্যাজে কর্ণে

কালিন্দী-জলমজ্জনেন মুখরে ! মা সাহসিক্যং কৃথা
ভূয়স্তে ভবিতা প্রমোদসুধয়া পূর্ণো মহান্ুদ্ধবঃ ॥ ৫৯ ॥
(ইতি নিষ্ক্রান্ত) ॥
(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে উন্মত্ত-রাধিকো নাম
তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

কালিন্দীতি, ভূয়ঃ পুনরপি। উৎসবঃ উৎসবঃ ॥ ৫৯ ॥
॥ * ॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥

অবধারণ কর, সূর্য্যদেব বলিতেছেন, মুখরে ! কালিন্দী-জলমজ্জনদ্বারা মহাসাহসিকের কার্য্য করিও না, পুনর্ব্বার প্রমোদ-সুধাদ্বারা তোমার মহোৎসব পরিপূর্ণ হইবে অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সন্দর্শন প্রাপ্ত হইবা ॥ ৫৯ ॥

(এই বলিয়া দুই জনে চলিয়া গেলেন) ॥

(অনন্তর সকলের প্রস্থান) ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-রত্নকৃত ব্যাখ্যায় উন্মত্ত-রাধিক নামক তৃতীয় অঙ্ক ॥ * ॥

ললিতমাধবনাটকং।

চতুর্থোঽঙ্কঃ।

•◦:❀:◦——

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্ধবঃ।)

উদ্ধবঃ।

অয়ং! সর্ব্বজ্ঞানাং গুরুরপি ভজত্যজ্ঞ-পদবীং
প্রভূষ্ণূনাং চূড়ামণিরপি জড়ীভাবময়তে।
সদা সান্দ্রানন্দ প্রকৃতিরপি ধত্তে বিধুরতাং
মুকুন্দঃ স্বীকুর্ব্বন্ প্রণয়িণি জনে প্রেমবশতাং॥ ১॥

উদ্ধব ইতি। ব্রজলীলামুক্ত্বেদানীং পুরলীলামাহ মথুরায়াং। প্রভূষ্ণূনাং প্রভবনশীলানাং। বিধুরতাং ব্যাকুলতাং॥ ১॥

(অনন্তর উদ্ধবের প্রবেশ।)

ব।

আহা! এই মুকুন্দ যখন সর্ব্বজ্ঞদিগের গুরু হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, যখন প্রভু সকলের চূড়ামণি হই-য়াও জাড্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন এবং যখন নিবিড় আনন্দময়বিগ্রহ হইয়াও ব্যাকুল হইতেছেন, তখন বোধ হয়, ইনি প্রণয়িজনের প্রেমবশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকিবেন॥১॥

(পুরো বিলোক্য।)
কথমিয়মত্র গার্গী ॥
(ইত্যুপসৃত্য।)
আর্য্যে! প্রণমামি ॥
প্রবিশ্য গার্গী। অমচ্চ! চিরং সিঞ্চেহি ভত্তি-সুহাপ্পবাহেণ

উদ্ধবঃ। নূনং যদুরাজাভিষেক-কৌতুকে তত্র ভবত্যা রোহিণ্যা
সহ গোকুলাদত্রায়াতমার্য্যয়া ॥
গার্গী। ণহু ণহু, কিন্তু দোণং রামকহ্ণাণং ব্বদবন্ধমহুসবে
আহূদাএ গোউলেসরীএ সদ্ধং সমাঅদং ॥

গার্গীতি। অমাত্য! চিরং সিঞ্চ ভক্তি-সুধাপ্রবাহেণ পৃথিবীং ॥
গার্গীতি। নহি নহি, কিন্তু দ্বয়ো রামকৃষ্ণয়োর্ব্রতবন্ধনমহোৎসবে যজ্ঞো-
পবীতকালে ইতি যাবৎ আহূতয়া গোকুলেশ্বর্য্যা সার্দ্ধং সমাগতং ময়া ॥

(অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া।)
গার্গী এ স্থানে কেন ? ॥
(এই বলিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক।)
আর্য্যে! প্রণাম করি ॥
(গার্গীর প্রবেশ।)
গার্গী। অমাত্য! ভক্তি-সুধাপ্রবাহদ্বারা পৃথিবী সেচন কর ॥
উদ্ধব। বোধ হয় আপনি যদুরাজ উগ্রসেনের অভিষেক-
মহোৎসবে রোহিণীর সহিত এ স্থানে আগমন করিয়া-
ছেন ॥
গার্গী। না না, কিন্তু রাম ও কৃষ্ণ এই দুইজনের উপনয়ন-

উদ্ধবঃ। নালোকি লোকোত্তরা দেবস্য রঙ্গস্থলে কেলি-
রার্য্যয়া ! ॥

গার্গী। কেরিসী সা কহিজ্জউ ॥

উদ্ধবঃ। শ্রূয়তাং,

কৃষ্ণার্কঃ সাধুচক্রোৎসব-রভস-কৃতী রক্তলোকঃ খলালী-
খদ্যোত-দ্যোতহারী কলিত-কুবলয়াপীড়-গম্ভীরনিদ্রঃ।
মল্লোলূকাংস্তিরস্যন্ যদুকুল-কমলোল্লাসকারী স তুঙ্গে
রঙ্গদ্বারোদয়াদ্রৌ দনুজ-নৃপতমঃ সূদয়ন্ প্রাদুরাসীৎ ॥২॥

গার্গীতি। কিদৃশী সা কথ্যতাং ॥

উদ্ধব ইতি। স কৃষ্ণার্কঃ দনুজনৃপতমঃ সূদয়ন্ সূদয়িতুং নাশয়িতুং রঙ্গ-
দ্বারোদয়াদ্রৌ প্রাদুরাসীত্বয়ঃ। কৃষ্ণ এবার্কঃ, সাধুসমূহঃ। পক্ষে সাধব এব
চক্রা চক্রবাকাস্তেষামুৎসবাতিশয়ে কৃতী। অনুরক্তো লোকো জনো যস্মিন্ সঃ।
পক্ষে লোক আলোকঃ। খলালী খলশ্রেণ্যেব খদ্যোতস্তস্য দ্যোতং হর্ত্তুং শীলং
যস্য সঃ। কলিতা কুবলয়াপীড়স্য গম্ভীরনিদ্রা মরণং যেন সঃ। পক্ষে কলিতা

মহোৎসবে রোহিণীর নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, আমি তাঁহারই
সঙ্গে আগমন করিয়াছি ॥

উদ্ধব। আর্য্যে ! আপনি রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক
ক্রীড়া ত দেখিতে পান নাই ॥

গার্গী। বল দেখি কি প্রকার সেই ক্রীড়া ॥

উদ্ধব। শ্রবণ করুন,

যিনি সাধুরূপ চক্রবাকসমূহের উৎসবদানে কৃতী, যাঁহাতে
সমস্ত জগৎ অনুরক্ত, যিনি খলরূপ খদ্যোত-সকলের দীপ্তি-
হারী, যিনি কুবলয়াপীড়ের মহানিদ্রাপ্রদ এবং যিনি যদুকুল-

গার্গী। তদো তদো ॥

উদ্ধবঃ। ততশ্চ—

দ্বিপরুধির-মদ শ্রমোদ-বিন্দু-
চ্ছল-ঘুসৃণাগুরুচন্দনৈঃ পরীতঃ।
জরঠ-দশন-দণ্ডমণ্ডিতাংসো
হরিরিহ রঙ্গধরান্তরে চকূর্দ্দ ॥ ৩ ॥

ততশ্চ—

কুমুদসমূহস্য গম্ভীরনিদ্রা মুদ্রণং যেন সঃ। মল্লা এবোলূকাস্তান্। যদুকুলান্যেব কমলানি তেষামুল্লাসকারী রঙ্গদ্বারমেবোদয়াদ্রিস্তস্মিন্। দনুজ নৃপঃ কংস এব তমঃ ॥ ২ ॥

গার্গীতি। ততস্ততঃ ॥

উদ্ধব ইতি। দ্বিপস্য হস্তিনঃ রুধির মদৌ স্বস্য শ্রমোদবিন্দবস্ত এবো-চ্ছলানি ক্রমেণাগুরুচন্দনানি তৈঃ পরীতঃ। চুকূর্দ্দ চিক্রড় ॥ ৩ ॥

কমলের উল্লাসদায়ী সেই শ্রীকৃষ্ণসূর্য্যমল্লরূপ-পেচক-সকল কম্পিত করতঃ কংসভূপময় অন্ধকার বিনাশ জন্য অত্যুচ্চ রঙ্গদ্বাররূপ উদয়াচলে উদিত হইলেন ॥ ২ ॥

গার্গী। তার পর তার পর ? ॥

উদ্ধব। তাহার পর—

শ্রীকৃষ্ণ হস্তি-রুধির, হস্তি-মদ ও স্বীয় ঘর্ম্মবিন্দুরূপ কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দন-সকলে লিপ্ত এবং প্রবীণ গজদন্তরূপ দণ্ডদ্বারা স্কন্ধদেশ ভূষিত করিয়া রঙ্গস্থানে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৩॥

তাহার পর—

তথাবিধবেশো দশবিধৈরেষ দশধান্বভাবি ॥

তথাহি—

দৈত্যাচার্য্যাস্তদাস্যে বিকৃতিমরুণতাং মল্লবৃন্দাঃ সখায়ো
গণ্ডৌন্নত্যং খলেশাঃ প্রলয়মৃষিগণা ধ্যানমুষ্ণাশ্রমম্বা।
রোমাঞ্চং সংযুগীনাঃ কমপি নবচমৎকারমন্তঃ সুরেন্দ্রা
লাস্যং দাসাঃ কটাক্ষং যযুরসিতদৃশঃ প্রেক্ষ্য রঙ্গে মুকুন্দং॥৪

ততশ্চ—

দৈত্যাচার্য্য ইত্যাদি। বর্ণসংহার-নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, সর্ব্ববর্ণৈক্যরূপগতং বর্ণসংহার ইষ্যত ইতি। অত্র দৈত্যাচার্য্যা ব্রাহ্মণাঃ। ক্ষিতিশ সংযুগীনাদয়ঃ ক্ষত্রিয়াঃ। মল্লা দাসাদয়শ্চ বৈশ্য শূদ্রা ইতি বর্ণসংহারঃ। বীভৎসঃ রৌদ্রঃ হাস্যঃ ভয়ানকঃ শান্তঃ করুণঃ বীরঃ অদ্ভুতঃ দাস্যঃ শৃঙ্গারঃ ইতি দশ রসাঃ ॥ ৪ ॥

যথাবিধবেশধারি শ্রীকৃষ্ণকে দশ প্রকার লোকে দশরূপে অনুভব করিল ॥

যথা—

রঙ্গক্ষেত্রে মুকুন্দকে সন্দর্শন করিয়া দৈত্যাচার্য্য ব্রাহ্মণগণ বদন বিকৃতি, মল্লবর্য্যগণ রক্তবর্ণ, সখা-সকল হাস্যমুখ, খল-সকল অচৈতন্য, ঋষিগণ ধ্যান, মাতৃগণ উষ্ণ অশ্রু, যোদ্ধা-সকল রোমাঞ্চ, দেবগণ কোন অপূর্ব্ব নব-চমৎকার, দাসগণ নৃত্য এবং অসিতাপাঙ্গী রমণী-সকল কটাক্ষ ভজনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তৎপরে—

বর-কেশরমালয়াঞ্চিতশ্চলচানূর-চমূরুমর্দ্দনঃ ।
কুতুকোচ্ছলধীরদী দরদযদুসিংহঃ খলভোজ কুঞ্জরং ॥ ৫ ॥

গার্গী । দিট্‌ঠিয়া দিট্‌ঠন্তং গদো সাহুজণাণং মহাবুক্কসূলো ॥
(ইত্যানন্দমভিনীয় ।)
অমাচ্চ ! ধন্না পোণ্ণমাসী জা কহ্নস্‌স সঙ্গং
অমুঞ্চন্তী রঙ্গকীলাদিকোদূহলং পেক্‌খই ॥

কেশরো নাগকেশর-পুষ্পবিশেষঃ । পক্ষে সিংহস্কন্ধস্য বালঃ । চলস্য চানূরস্য যা চমূস্তস্যা উরু অধিকং মর্দ্দনঃ । পক্ষে চলচানূর এব চমরুমৃগবিশেষস্তস্য । আদীদরৎ দীর্ণং চকার ॥ ৫ ॥

গার্গীতি । দিষ্ট্যা দিষ্টান্তঃ কালং গতঃ সাধুজনানাং মহাবক্ষঃশূলঃ । স্যাৎ পঞ্চতা কালধর্ম্মো দিষ্টান্তঃ প্রলয়োঽত্যয়ঃ । অন্তনাশৌ দ্বয়োর্মৃত্যুরিত্যমরঃ ॥

অমাত্য ! ধন্যা পৌর্ণমাসী যা কৃষ্ণস্য সঙ্গমমুঞ্চন্তী রঙ্গক্রীড়াদিকুতূহলং প্রেক্ষ্যতে ॥

যদুসিংহ শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকসহকারে উৎকৃষ্ট কেশরমালায় বিভূষিত হইয়া সসৈন্য চানূরের গুরুতর মর্দ্দনপূর্ব্বক খলরূপি কংসকুঞ্জরকে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৫ ॥

গার্গী । কি সৌভাগ্য ! সাধুগণের মহা-বক্ষঃশূল বিনষ্ট হইল ! ॥
(এই বলিয়া আনন্দে অভিনয় প্রকাশপূর্ব্বক ।)
মন্ত্রিবর ! পৌর্ণমাসী ধন্যা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া তদীয় রঙ্গক্রীড়াদি কুতূহল-সকল অবলোকন করিতেছেন ॥

উদ্ধবঃ। কিমেতদুচ্যতে, যস্যাঃ প্রসঙ্গাদেব
জগদ্গুরোরপি গুরুর্ব্বভূব সান্দীপনিঃ॥
গার্গী। (সংস্কৃতেন।)
কামং সর্ব্বাভীষ্টকন্দং মুকুন্দং
যা নির্বন্ধাৎ প্রাহিণোদিন্ধনায়।
আচার্য্যাণী সা করোতিস্ম মূল্যং
পিণ্যাকার্থং হন্ত! চিন্তামণীন্দ্রং॥ ৬॥
উদ্ধবঃ। শিষ্যাচার প্রচারচাতুরীয়ং চাসুরমর্দ্দি-
নস্য তদত্র নাপরাধ্যতি গুরোঃ কলত্রং॥

গ।গত। কৃষ্ণস্য গুরুঃ সন্দীপণির্বভূব। নিদর্শন-নাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং, যত্রার্থানাং প্রসিদ্ধানাং ক্রিয়তে পরিকীর্ত্তনং। পরাপেক্ষাব্যুদাসার্থং তন্নিদর্শনমুচ্যত ইতি। অত্র বিম্বানুবিম্ববস্তুবোধনান্নিদর্শনং। ইন্ধনায় ইন্ধন-নিমিত্তং। মূল্যং পণ্যং। পিণ্যাকার্থং, নিস্তৈলস্য তিলস্য চূর্ণং। তিলকল্কে চ পিণ্যাক ইত্যমরঃ॥ ৬॥

উদ্ধব ইতি। চতুরস্য ক্রিয়াচাতুরী, শিষ্যাচারপ্রচারায় চাতুরী। শিষ্যাচার-প্রচারচাতুরী। কলত্রং পত্নী॥

উদ্ধব। এ কি বলিতেছেন! যাহার প্রসঙ্গে সান্দিপনি জগ-
দ্গুরুরও গুরু হইয়াছেন॥
গার্গী। (সংস্কৃত ভাষায়।)
যে আচার্য্যপত্নী আগ্রহসহকারে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ মুকুন্দকে কাষ্ঠ আনয়ন করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, হায়! তিনি কি না তিলকল্কের নিমিত্ত চিন্তামণিকে মূল্য করিলেন!॥ ৬॥
উদ্ধব। গার্গি! ইহা শিষ্যাচার প্রচারের চাতুরী অর্থাৎ

গার্গী। সুদং মএ মহুমঙ্গলো কিদন্তণঅরাদো আঅড্‌ঢিঅ উণো হরিণা গুরুণো দক্ষিণীকিদো ॥

উদ্ধবঃ। ন কেবলং গুরুব এব দক্ষিণীকৃতঃ, কিন্তু কেলিগুরবে স্বাত্মনেঽপি। যদস্য সৌভাগ্য-কুলং ময়া গোকুলে শ্রুতং ॥

গার্গী। অবি ণাম তত্থ ভবন্তেণ গোউলে গদং আসি ॥

গার্গীতি। শ্রুতং ময়া মধুমঙ্গলঃ কৃতান্তনগরাদাকৃষ্য পুনর্হরিণা গুরবে দক্ষিণীকৃতঃ ॥

উদ্ধব ইতি। কিন্তু কেলি গুরবে স্বাত্মনেঽপি দক্ষিণীকৃতঃ অনুকূলীকৃতঃ ॥

গার্গীতি। অপি নাম তত্র ভবতা, পূজ্যেন গোকুলগতমাসীৎ ॥

শিষ্যগণকে কিরূপে গুরুসেবা করিতে হয়, এই আচরণ দেখাইয়াছিলেন, একারণ গুরুপত্নী চানুরমর্দ্দনের অপরাধ করেন নাই ॥

গার্গী। আমি শুনিয়াছি, পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ যমালয় হইতে মধুমঙ্গলকে আনায়ন করিয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন ॥

উদ্ধব। কেবল যে গুরুদেবকেই দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন, তাহা নয়, কিন্তু রতিকেলি-গুরু আপনাকেও দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ মধুমঙ্গলকে আপনার রতি-কেলির অনুকূল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, যে হেতু আমি গোকুলমধ্যে ঐ মধুমঙ্গলের সৌভাগ্য-সকল শ্রবণ করিয়াছি ॥

গার্গী। তুমি কি গোকুলে গমন করিয়াছিলা ? ॥

উদ্ধবঃ। অথ কিং ॥

গার্গী। কিং কাদুং ॥

উদ্ধবঃ। দেবীং চন্দ্রাবলীমানেতুং।

গার্গী। কিত্তি এসা ণাণীদা ॥

উদ্ধবঃ। (স বাষ্পং) রুক্মিণা গোকুলাদিয়ং পুনঃ কুণ্ডিলে নীতা ॥

গার্গী। কুদো সুদা ইমিণা গোউলে চন্দাঅলী ॥

উদ্ধবঃ। সখ্যুঃ শিশুপালস্য মুখাৎ ॥

গার্গী। তিণাবি কুদো সুদা ॥

গার্গীতি। কিং কর্ত্তুং ॥

গার্গীতি। কিমিতি এষা নানীতা ॥

গার্গীতি। কুতঃ শ্রুতা অনেন গোকুলে চন্দ্রাবলী ॥

গার্গীতি। তেনাপি কুতঃ শ্রুতা ॥

উদ্ধব। তবে কি ॥

গার্গী। কি করিবার নিমিত্ত ? ॥

উদ্ধব। দেবী চন্দ্রাবলীকে আনিবার জন্য ॥

গার্গী। তবে তাঁহাকে আনয়ন করিলা না কেন ? ॥

উদ্ধব। (অশ্রু মোচন করিতে করিতে) রুক্মী পুনর্ব্বার গোকুল হইতে তাঁহাকে কুণ্ডিলনগরে লইয়া গিয়াছে ॥

গার্গী। চন্দ্রবলী গোকুলে আছেন, রুক্মী এ কথা কাহার মুখে শুনিয়াছিল ? ॥

উদ্ধব। সখা শিশুপালের মুখে ॥

গার্গী। শিশুপালই বা কাহার মুখে শুনিয়াছিল ? ॥

উদ্ধবঃ। তত্র ভবত্যাঃ শ্রুতশ্রবসো মুখাৎ ॥

গার্গী। সচ্চং সচ্চং, সা কৃখু বন্ধাদো বিমুক্কং ভাদুরং আণঅ-
দুন্দুহিং দট্ঠুং ণাহিহরং আঅদা আসি। তদো মএ চ্চেঅ
অণহিণ্ণাএ গোউলগদং সব্বং রহস্সং তিস্সা সআসে
প্পআসিদং ॥

উদ্ধবঃ। আর্য্যে! কিমত্র তে দূষণং মদ্বিধেষু বিধিরেব প্রতি-
বন্ধী ॥

গার্গী। ভিপ্ফণন্দণে চন্দাঅলীং ণেদুং পউত্তে কহং ণ কোবি
পড়িবন্ধী সংবুত্তো ॥

উদ্ধব ইতি। শ্রুতশ্রবসঃ তন্মাতুঃ অর্থাৎ শিশুপালমাতুঃ ॥

গার্গীতি। সত্যং সত্যং, সা শ্রুতশ্রবাঃ খলু বন্ধাদ্বিমুক্তং ভ্রাতরং আনক-
দুন্দুভিং দ্রষ্টুং নাভিগৃহং পিতৃগৃহং নাইঘর ইতি প্রসিদ্ধং আগতাসীৎ। ততো
ময়ৈবানভিজ্ঞয়া গোকুলগতং সর্ব্বং রহস্যং তস্যাঃ সকাশে প্রকাশিতং ॥

উদ্ধব ইতি। প্রতিবন্ধী প্রতিকূলঃ ॥

গার্গীতি। ভীষ্মকনন্দনেন চন্দ্রাবলীং নেতুং প্রবৃত্তে কথং ন কোঽপি প্রতি-
বন্ধী সম্বৃত্তঃ ॥

উদ্ধব। সে স্থানে স্বীয়-জননী শ্রুতশ্রাবার মুখে ॥

গার্গী। সত্য সত্য, তিনি বন্ধনোন্মুক্ত ভ্রাতা বসুদেবকে
দেখিবার নিমিত্ত পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন। তদনন্তর
আমিই অনভিজ্ঞা হইয়া গোকুলগত সমস্ত রহস্য-বৃত্তান্ত
তাঁহার প্রকাশ করিয়াছি ॥

উদ্ধব। আর্য্যে! এ বিষয়ে আপনার দোষ কি, মদ্বিধজন-
সকলের প্রতি বিধাতাই প্রতিকূল ॥

উদ্ধবঃ। মথুরায়ামাস্থিতে চিরং সবান্ধবে গোকুলেন্দ্রে হতে চ
তোশলাপরপর্য্যায়ে গোবর্দ্ধনে কোঽন্যঃ প্রতিবধ্নীয়াৎ ॥

গার্গী। ভো সোম্ম ! পউমা-পহুদি-কণ্ণআ চউক্কং কীস-
ণাণীদং ॥

উদ্ধবঃ।

পদ্মা নগ্নজিতঃ সুতা নরপতের্মদ্রেশিতুঃ শ্যামলা
ভদ্রা কেকয়-চক্রমস্তকমণেঃ শৈব্যস্য শৈব্যা তথা।

গার্গীতি। ভোঃ সৌম্য ! পদ্মা-পভৃতি কন্যকা চতুষ্কং কস্মান্নানীতং ॥
উদ্ধব ইতি। নগ্নজিন্নাম্নো রাজ্ঞঃ সুতা নাগ্নজিতী পদ্মৈব। শ্যামলা মাদ্রী।

গার্গী। ভীষ্মকতনয়-রুক্মিণী চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করিতে
প্রবৃত্ত হইলে কেহ তাহার প্রতিবন্ধক কেন হইল না ? ॥

উদ্ধব। শ্রীকৃষ্ণ সবান্ধবে বহুকাল যাবৎ মথুরায় অবস্থিতি
করায় তথা মল্লগণের মধ্যে তোশল বলিয়া বিখ্যাত,
গোবর্দ্ধনমল্ল হত হওয়ায় কে আর প্রতিবন্ধক হইবে ॥

গার্গী। হে সৌম্য ! পদ্মা প্রভৃতি চারিটী কন্যাকে কেন
লইয়া গেল না ? ॥

উদ্ধব।

পদ্মা নগ্নজিৎরাজার কন্যা, ইহাঁর নাম নাগ্নজিতী, শ্যামলা
মদ্ররাজের কন্যা, ইহাঁর নাম মাদ্রী, ভদ্রা কেকয়রাজার কন্যা,
ইহাঁর নাম লক্ষ্মণা এবং শৈব্যা শৈব্যরাজের কন্যা, ইহাঁর নাম
মিত্রবৃন্দা। নগ্নজিৎ, মদ্রেশ্বর, কেকেয় ও শৈব্য এই চারি জন

জ্ঞাত্বা হন্ত ! চিরাচ্চতুর্ভিরভিতো বীণাপ্রবীণান্মুনে-
রেভির্গোপপতিং প্রসাদ্য বিনয়ৈঃ কন্যাস্ততো নিন্যিরে ॥৭

গার্গী । কচ্চাঅণীব্বদপরাণং গোউলকণ্ণাণং কিং কৃখু কুসলং ॥

উদ্ধবঃ । (সবাষ্পং ;)

স্তবং কামাখ্যায়াঃ কমপি বিদধন্তে তরলিজা *
তটান্তে সম্ভূয় জ্বরিত-হৃদয়ানি ক্লমভরৈঃ ।
সহস্রাণ্যুদ্দণ্ডপ্রকৃতিরুচিরং ষোড়শ হঠাৎ
কুমারীণাং তাসামহরত শতাঢ্যানি দনুজঃ ॥ ৮ ॥

লক্ষ্মা, শৈব্যা মিত্রাবিন্দা। চতুর্ভির্নগ্নজিন্মদ্রেশ কেকেয় শৈব্যৈঃ। ততো গোকুলাৎ ॥ ৭ ॥

গার্গীতি। কাত্যায়নীব্রতপরাণাং গোকুলকন্যানাং কিং খলু কুশলং ॥

উদ্ধব ইতি। স্তবমিতি। দনুজঃ নরকাসুরঃ ॥ ৮ ॥

বীণারসিক নারদের প্রমুখাৎ এই সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিনয়দ্বারা গোপপতিগণকে প্রসন্ন করত গোকুল হইতে কন্যাদিগকে লইয়া গিয়াছেন ॥ ৭ ॥

গার্গী । যাঁহারা কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কুশল ত ? ॥

উদ্ধব । (অশ্রু মোচন করিতে করিতে ।)

কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা ষোড়শ-সহস্র এক-শত গোপকন্যা অতিশয় ক্লেশবশতঃ সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া কামাখ্যাদেবীর কোন স্তব করিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রচণ্ড-স্বভাব নরকাসুর

* বিদধন্তি দ্যুমণিজা, ইতি পুস্তিকা পাঠান্তরঃ ॥

গার্গী। (সব্যথং) অবি ণাম ইদং বুত্তং তুহ্ম পহুণা সুদং ॥
উদ্ধবঃ। শ্রুতমেব, কিন্তু বাঢ়মবিশিষ্টং ॥
গার্গী। কেরিসং তং ॥
উদ্ধবঃ। অষ্টাধিক-শতোত্তরেষু ষোড়শ কুমারীণাং সহস্রেষু নৈকাপি গোষ্ঠমধিতিষ্ঠতীতি ॥
গার্গী। কো বা তস্স অবরাণুসন্ধাণস্স ওসরো জং রাহীএ-তাএ দারুণদসাএ ণিব্বুদিলবোবি সুদুগ্‌ঘডো ॥

গার্গীতি। অপি নাম ইদং বৃত্তান্তং যুষ্মৎ প্রভুনা শ্রুতং ॥
উদ্ধব ইতি। বাঢ়মবশিষ্টং ন সম্যক্ শ্রুতং ॥
গার্গীতি। কীদৃশং তং ॥
গার্গীতি। কো বা তস্য অপরানুসন্ধানস্য অবসরঃ, যৎ রাধায়াস্তস্যা দারুণ-দশায়াং নির্বৃতিলবোঽপি দুর্ঘটঃ ॥

আসিয়া বলপূর্ব্বক ঐ সমুদায় কন্যা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ॥ ৮ ॥
গার্গী। (ব্যথার সহিত) এই বৃত্তান্ত কি তোমার প্রভু শুনিয়াছেন ? ॥
উদ্ধব। শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু সকল শুনা হয় নাই, কিছু অবশেষ আছে ॥
গার্গী। অবশেষ কি প্রকার ? ॥
উদ্ধব। ষোড়শ-সহস্র এক-শত আট কুমারীর মধ্যে এক জনও গোকুলমধ্যে নাই ॥
গার্গী। শ্রীকৃষ্ণের অন্য অনুসন্ধানের অবসর কোথায় ? যে হেতু শ্রীরাধার দারুণদশা শ্রবণে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র সুখ-লেশও দুর্ঘট ॥

উদ্ধবঃ । আর্য্যে ! তথ্যমাত্থ তত এব বাঢ়ং ব্যগ্রয়া ভগবত্যা নির্ম্মিতোঽস্তি কোঽপি দেবস্য মনোবিনোদনোপায়ঃ ॥

গার্গী । কেরিসো সো ॥

উদ্ধবঃ । সঙ্গীতবিদ্যাবেধসং ভরতমভ্যর্থ্য কিঞ্চিদপূর্ব্বং রূপকং কারিতং তচ্চ দেবর্ষি তীর্থেন তুম্বুরুহস্তে প্রেষিতং তুম্বুরুণা চ গন্ধর্ব্বানিদমধ্যাপিতং ॥

গার্গী । দাণিং কেবি দিব্বপুরিসা তত্থ হোদীএ পৌণ্ণমাসীএ সদ্ধং আলবন্তা মএ দিট্ঠা তাএদে গন্ধব্বা হুবিস্সন্তি ॥

গার্গীতি । কীদৃশঃ সঃ ॥

উদ্ধব ইতি । রূপকং নাটকভূবণমুৎপাদিতং ॥

গার্গীতি । ইদানীং কেঽপি দিব্যপুরুষাস্তত্র ভবত্যা পৌর্ণমাস্যালপন্তঃ ময়া দৃষ্টাঃ তদেতে গন্ধর্ব্বা ভবিষ্যন্তি ॥

উদ্ধব । আর্য্যে ! যথার্থ বলিয়াছেন, সেই জন্যই ভগবতী অতিশয় ব্যগ্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোবিনোদনার্থ কোন এক উপায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥

গার্গী । সে কি প্রকার ? ॥

উদ্ধব । পৌর্ণমাসী সঙ্গীতবিদ্যার বিধাতা ভরতমুনিকে প্রার্থনা করিয়া কোন অপূর্ব্বরূপক অর্থাৎ নাটক প্রস্তুত করাইয়াছেন, গুরুবর দেবর্ষি তুম্বুরু-হস্তে তাহাই প্রেরণ করেন, তুম্বুরু আবার ঐ বিদ্যা গন্ধর্ব্বগণকে অধ্যয়ন করাইয়াছেন ॥

গার্গী । সম্প্রতি সে স্থানে আমি দেখিয়াছি, কতকগুলি

উদ্ধবঃ। অথ কিং, পশ্যায়ং মধুমঙ্গলেন সহ নৃত্য-বিলোকনার্থ মরবিন্দলোচনঃ কুরুবিন্দ-মন্দিরস্যালিন্দমধিরোহতে ॥

গার্গী। অহং গদুঅ মুহরং পেসইস্সং ॥

উদ্ধবঃ। অহমপি ভগবত্যা সহ নটান্ প্রেষয়িষ্যামি ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) ॥ ৯ ॥

বিষ্কম্ভকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথা নির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ।)

কৃষ্ণঃ। (সখেদং।)

উদ্ধব ইতি। কুরুবিন্দঃ পদ্মরাগমণিঃ ॥

গার্গীতি। অহং গত্বা মুখরাং প্রেষয়িষ্যামি ॥ ৯ ॥

দিব্যপুরুষ ভগবতী পৌর্ণমাসীর সহিত আলাপ করিতে-ছিল, অতএব বোধ হয়, তাহারই গন্ধর্ব্ব হইবে ॥

উদ্ধব। হাঁ তাহাই বটে, ঐ দেখুন নৃত্য-দর্শনার্থ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত মন্দিরের অলিন্দে অর্থাৎ চাতালের উপর আরোণ করিতেছেন ॥

গার্গী। আমি গিয়া মুখরাকে প্রেরণ করি ॥

উদ্ধব। আমিও ভগবতীর সহিত নট সকলকে পাঠাই গা ॥

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) ॥ ৯ ॥

বিষ্কম্ভক অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বস্তুর অংশ সূচনা ॥

(অনন্তর যথা নির্দ্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। (খেদের সহিত।)

হা লীলাবতি! হা চকোরনয়নে! হা চন্দ্রবিম্বাননে!
হা বিম্বপ্রতিমৌষ্ঠি! হা গুণবতীগোষ্ঠী-পুরোবর্ত্তিনি!
হা গোষ্ঠাখিল-খঞ্জরীটনয়না-মূর্দ্ধাভিষিক্তে! কথং
হা রাধে! হতদেব-দুর্বিলসিতৈর্যাতাসি ঘোরাং দশাং॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্‌স! অদিদুল্লহদংসনা বিঅদি রাহিআ বিজ্জমাণেব্ব মে পডিভাদি॥

কৃষ্ণঃ। সখে! সত্যমাশয়ৈব কদর্থিতোঽস্মি॥

যতঃ—
নীরে মংক্ষু মিমংক্ষু মার্ত্তমুখরামুদ্দিশ্য চণ্ডদ্যুতে-
দূরান্মণ্ডলতঃ কৃপাতুরতয়া যৎ প্রাদুরাসীত্তদা।

কৃষ্ণ ইতি। শ্রীরাধিকায়া উন্মাদদশা তৃতীয়াঙ্কে কথিতা। অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্য তামাহ। দুর্বিলসিতৈঃ দুশ্চেষ্টিতৈঃ। ঘোরাং দুঃখময়ীং॥

মধু ইতি। প্রিয়বয়স্য! অতিদুর্লভদর্শনা বিয়তি রাধিকা বিদ্যমানা ইব মে প্রতিভাতি॥

কৃষ্ণ ইতি। মংক্ষু শীঘ্রং। মিমংক্ষুঃ মজ্জিতুমিচ্ছুঃ। যতঃ বাগমৃতং প্রাদু-

হা লীলাবতি! হা চকোরনয়নে! হা চন্দ্রাননে! হা বিম্বোষ্ঠি! হা গুণবতীসভাগ্রবর্ত্তিনি! হা নিখিল-গোকুল-খঞ্জনাক্ষীশিরোমণি! হা রাধে! তুমি হতবিধির দুরন্ত চেষ্টা-দ্বারা এই ভয়ানক দশা প্রাপ্ত হইলা॥

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য! অতিশয় দুর্লভদর্শনা হইলেও আকাশে শ্রীরাধাকে যেন বিদ্যমানার ন্যায় বোধ হইতেছে॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! সত্য, আশাই আমাকে এরূপ ক্লেশ দিতেছে॥

যৎকালীন মুখরা আতুর হইয়া হঠাৎ জলমগ্ন হইতে উদ্যত

হা ধিগ্বাগমৃতেন ! তেন জনিতস্তস্যাঃ পুনঃ সঙ্গম-
প্রত্যাশাঙ্কুর উচ্চকৈর্ম্মম সখে ! স্বান্তং হঠাদ্বিধ্যতি ॥১০॥
(ক্ষণং তূষ্ণীং স্থিত্বা পুনরুচ্চকৈঃ।)
প্রযাতুং শ্বাফল্কৌ ধৃততুরগবল্গে চটুলধী-
র্নিরুদ্ধা সাক্রন্দং কথমধিরুরুক্ষুঃ পরিজনৈঃ।
উদস্রং সা দৃষ্টিং ময়ি বিকিরতী ক্রূরমনসা
বিলম্ব্যাল্লং হা ধিক্ ! সুতনুরনুনীতাপি ন ময়া ॥ ১১ ॥

াসীৎ। পরিসর্প-নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, স্মৃতির্নষ্টস্য বীজস্য
িরিসর্প ইতি। অত্র রাধাতিরোধানাৎ নষ্টস্যানুরাগবীজস্য পুনঃ সূর্য্যবচনেনানু-
স্মরণাৎ পরিসর্পঃ ॥ ১০ ॥

ক্ষণমিতি। শ্বাফল্কৌ অক্রূরে। ধৃতস্তুরগস্য বল্গো মুখরজ্জুর্যেন তস্মিন্ ॥ ১১॥

হইয়াছিল, সেই সময় ঐ মুখরাকে উদ্দেশ করিয়া দূরবর্ত্তিমণ্ডল হইতে যাহা প্রকাশ হয় অর্থাৎ আকাশবাণীতে বলিয়াছিলেন যে, পুনর্ব্বার শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম হইবে, হে সখে ! সেই বাক্যামৃতদ্বারা পুনর্ব্বার তাঁহার সঙ্গমরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া সহসা আমার মনকে দৃঢ়রূপে বেধ করিতেছে ॥ ১০ ॥

(ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভূত থাকিয়া পুনর্ব্বার উচ্চৈস্বরে।)

যখন অক্রূর গমনোদ্যত হইয়া অশ্বরজ্জু ধারণ করেন, সেই সময় শ্রীরাধা চঞ্চলচিত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে রথে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সহচরীগণ তাঁহাকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। পরে তিনি আমার প্রতি সজল-নয়ন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ধিক্ ! আমি

(ততঃ প্রবিশতি গন্ধর্ব্বৈরনুগম্যমান উদ্ধবঃ পৌর্ণমাসী-মুখরে চ) ॥

উদ্ধবঃ। দেবঃ সমানীতঃ পেশলোঽয়ং নর্ত্তকসম্প্রদায়ঃ ॥

কৃষ্ণঃ। সূত্রধার! তূর্ণমারভ্যতাং তৌর্য্যত্রিকং ॥

সূত্রধারঃ।

নিজমধুরিম-মুদ্রাগ্লাপিতেন্দীবরশ্রী-
র্জয়তি পরমজৈত্রঃ কোঽপি রাধাকটাক্ষঃ।
ত্রিভুবন-জয়-লক্ষ্মীবর্য্যয়া দত্তদামা
মধুরিপুরপি যেন ক্রীড়য়া নির্জ্জিতোঽভূৎ ॥ ১২ ॥

উদ্ধব। ইতি। পেশলঃ নাট্যরচনা-প্রবীণঃ ॥

সূত্রেতি। জৈত্রঃ জয়শীলঃ। ত্রিভুবনে জয়রূপা যা লক্ষ্মীঃ সৈব বর্য্যা পতিম্বরাতয়া দত্তং দাম মালা যস্মৈ সঃ ॥ ১২ ॥

এমন ক্রূরবুদ্ধি যে, ক্ষণকালও বিলম্ব করিয়া ঐ সুতনুর অনুনয় করিলাম না! ॥ ১১ ॥

(অনন্তর নটদিগের সহিত উদ্ধবের প্রবেশ এবং পৌর্ণমাসী ও মুখরা এই দুই জনেরও সমাগম) ॥

উদ্ধব। দেব! এই বিচক্ষণ নাট্যসম্প্রদায় আনয়ন করিয়াছি ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সূত্রধার! শীঘ্র নৃত্য ও গীত আরম্ভ কর ॥

সূত্রধার।

যাঁহার স্বীয়-মাধুর্য্যদ্বারা কুবলয়শ্রেণী বিশ্রী হইতেছে, সেই জয়শীল শ্রীরাধা-কটাক্ষ জয়যুক্ত হউক। কটাক্ষের প্রভাব অধিক কি বলিব, ত্রিভুবনের জয়রূপা লক্ষ্মী পতিম্বরা

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষং) সাধীয়ানেষ হৃদয়ানন্দী নান্দীপ্রয়োগঃ॥

সূত্রধারঃ। (পার্শ্বতো বিলোক্য) আর্য্যে! কেনাপি চারু-
সন্ধিনা প্রবন্ধেন জগদ্বন্ধোরস্য সমারাধনায় কুলাচার্য্যেণ
স্বর্গতঃ প্রেষিতোঽস্মি॥

নটী। অজ্জ! কো ক্খু সো দাব প্পবন্ধো॥

সূত্রধারঃ।

রসিকশিরোমণি-রমণঃ সুলভো গোকুলবাসিনামেব।
সন্দর্ভো গুণগর্ভঃ স জয়তি রাধাভিসারাখ্যঃ॥ ১৩॥

সূত্রেতি। প্রবন্ধেন নাটকেন। কুলাচার্য্যেণ তুম্বুরুণা॥
নটীতি। আর্য্যে! কঃ খলু স তাবৎ প্রবন্ধঃ॥
সূত্রেতি। শ্রীকৃষ্ণং রময়তীতি। সন্দর্ভঃ প্রবন্ধঃ॥ ১৩॥

হইয়া যাঁহাকে স্বয়ং মাল্য প্রদান করিয়াছেন, সেই মধুরিপুও
অবহেলায় তাঁহার নিকট নির্জ্জিত॥ ১২॥

শ্রীকৃষ্ণ। (হর্ষের সহিত) ভাল ভাল, এই নান্দীপ্রয়োগ
অতি উৎকৃষ্ট, ইহার দ্বারা হৃদয় আনন্দিত হইল॥

সূত্রধার। (পার্শ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আর্য্যে! কোন
মনোহর প্রবন্ধদ্বারা জগদ্বন্ধুর আরাধনা নিমিত্ত নটাচার্য্য-
তুম্বুরু আমাকে স্বর্গ হইতে প্রেরণ করিয়াছেন॥

নটী। আর্য্যে! সেই প্রবন্ধ কি?॥

সূত্ররার।

যাহাতে রসিকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হয়েন, যাহা
সমস্ত গোকুলবাসির সম্বন্ধে সুলভ, এমত কোন রাধাভি-
সারাখ্য গুণগর্ব্ভ প্রবন্ধ জয়যুক্ত হউক॥ ১৩॥

তদ্গীয়তাং মঙ্গলধ্রুবা ॥

নটী। অজ্জ ! কং ঋদুং উওলম্বিঅ গাইস্সং।

সূত্রধারঃ। আর্য্যে ! পশ্য পশ্য,

শ্রীরেষা নবমালিকাসু মিলতি প্রোজ্ঝ্যাদ্য কুন্দাবলীং
স্মর্ত্তুং পঞ্চম-চাতুরীং চিরপরিত্যক্তাং যতন্তে পিকাঃ।
ভাণ্ডীরাৎ পরিপাণ্ডুরাঃ স্ফুটমমী ভ্রশ্যন্তি যত্রচ্ছদাঃ
কালঃ কোঽপ্যয়মুজ্জ্বলঃ স কুতকী মন্দং পরিস্পন্দতে ॥১৪

নটী।

ধ্রুবা ধ্রুবপদেন ॥

নটীতি। আর্য্য ! কং ঋতুং অবলম্ব্য গাস্যামি ॥

সূত্রেতি। প্রবর্ত্তমানং বসন্তং বর্ণয়তি। কালঃ হিম-বসন্তয়োঃ সন্ধি-রূপঃ ॥ ১৪ ॥

অতএব মঙ্গলজনক ধ্রুবপদের সহিত গান কর ॥

নটী। আর্য্য ! কোন্ ঋতু অবলম্বন করিয়া গান করিব ? ॥

সূত্রধার। আর্য্যে ! দেখ দেখ,

যাহাতে কুন্দশ্রেণীর শোভা পরিত্যক্ত হইয়া নবমালিকা-সকলে প্রকাশ পাইতে লাগিল, যাহাতে কোকিলকুল চির-কাল যে পঞ্চম-স্বর পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাই পুনর্ব্বার স্মরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং যাহাতে স্পষ্টরূপে ভাণ্ডীর-তরু হইতে পাণ্ডুবর্ণ জীর্ণপত্র-সকল পড়িতে লাগিল, সেই এই কোন উজ্জ্বলকাল অল্পে অল্পে সমাগত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

নটী।

ইহ ঝম্পিদাবি পরিদো সমীলদাএ ফুড়ং কটোরাএ।
মহুবেণ হোই, লহুণা ণ মাহবী অণুণিদত্থবআ ॥ ১৫ ॥

সূত্রধারঃ। (স পরিতোষং) আর্য্যে! সাধু সাধু, প্রস্তা-
বোচিতমেব তাবদুপন্যস্তং ॥

তথাহি—
বৃদ্ধয়া শশ্বদারব্ধ-নিরোধামপি রাধিকাং।
নিরাবাধং সদা সাধু রময়ত্যেষ মাধবঃ ॥ ১৬ ॥

নটীতি। ইহ ঝম্পিতাপি পরিতঃ সমীলতয়া স্ফুটং কঠোরয়া। মধুপেণ ভবতি, লঘুনা মাধবী অনুনীত-স্তবকা ॥ ১৫ ॥

তথাহীতি। বৃদ্ধয়া জটিলয়া। নিরাবাধং নির্ব্বিরোধং ভারতীবৃত্ত্যঙ্কমুখস্যাঙ্গমিদমতিশয়-নাম। তল্লক্ষণং, এষোঽয়মিত্যুপক্ষেপাৎ সূত্রধারপ্রয়োগতঃ। প্রবেশসূচনং যত্র প্রয়োগাতিশয়ো হি স ইতি। এষেতি সূত্রধারপ্রয়োগাৎ। মাধবস্য প্রবেশসূচনমতিশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

কঠোর সমীলতাদ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও মাধবী কি ক্ষুদ্র ভ্রমর-কর্তৃক অনুনীতস্তবকা হয় না! অর্থাৎ ক্ষুদ্র মধুকর কি মাধবী-গুচ্ছের উপাসনা করে না! ॥ ১৫ ॥

সূত্রধার। (পরিতোষের সহিত) আর্য্যে! সাধু সাধু, প্রস্তা-
বের উপযুক্তই উপন্যাস করিয়াছেন ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা—

বৃদ্ধা জটিলা নিরন্তর শ্রীরাধাকে অবরোধ করিয়া রাখিলেও মাধব সর্ব্বদা সুন্দররূপে তাঁহার সহিত বিহার করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) ॥

(ততঃ প্রবিশতি মাধবঃ।)

মাধবঃ।

লক্ষ্মীবানিহ দক্ষিণানিলসখঃ সাক্ষান্মধুর্মোদতে-
মাদ্যদ্ভৃঙ্গ-বিহঙ্গহারি বিহসত্যত্রাপি বৃন্দাবনং।
রাধা যদ্যভিসারমত্র কুরুতে সোঽয়ং মহানেব মে
সান্দ্রানন্দবিলাসসিন্ধুলহরী-হিল্লোল-কোলাহলঃ ॥ ১৭ ॥

মাধব ইতি। লক্ষ্মীবানীতি। পুষ্পাঙ্কুরাদিজনকত্বেন পরমশোভাবান্। মাদ্যদ্ভৃঙ্গ-বিহঙ্গৈর্হারি-মনোহারি। অত্রাপি মধৌ বৃন্দাবনং বিহসতি পুষ্পাদি-মিষেণ হাস্যং করোতি। অত্র সময়ে, সোঽয়ং সময়ঃ। সান্দ্রানন্দস্য যো বিলাস-সিন্ধুস্তস্য লহর্য্যা হিল্লোলঃ কল্লোলস্তস্য কোলাহলরূপো ভবতি, পরমসুখদায়ী-ত্যর্থঃ। বিশেষ-নাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং, সিদ্ধান্ বহূন্ প্রধানর্থানুক্ত্বা যত্র প্রযুজ্যতে। বিশেষযুক্তং বচনং বিজ্ঞেয়ং তদ্বিশেষণমিতি। অত্র প্রসিদ্ধা-ন্মধু-বৃন্দাবনাদীনুক্ত্বা রাধাভিসারস্য বৈশিষ্ট্যাদ্বিশেষণং ॥ ১৭ ॥

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) ॥

(অনন্তর মাধবের প্রবেশ।)

মাধব।

আহা! এ স্থলে দক্ষিণ-বায়ুসহকারে পরম শোভাশালি বসন্ত-ঋতু বিরাজ করিতেছে এবং মদমত্ত ভৃঙ্গ-বিহঙ্গগণে মনোহর বৃন্দাবন হাসিতেছে, এখন যদি এ স্থানে শ্রীরাধা অভিসার করেন, তাহা হইলে আমার নিবিড় আনন্দ-বিলাস সমুদ্রলহরী-হিল্লোলের সুমহৎ কোলাহল হইবে ॥ ১৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (বিহস্য) হী হী দাসীএ পুত্তএহিং স্থরিন্দপুরী ভণ্ডেহিং দুদিঅ মে পিঅবঅস্‌সো পচ্চক্‌খীকিদো॥

উদ্ধবঃ। (স চমৎকারং।)

নবমুরলি-মরালীহারি-হস্তারবিন্দঃ
কবলিত-কুরুবিন্দচ্ছায় গুঞ্জাদ্ভুতশ্রীঃ।
মৃদুল-পবন-চঞ্চৎ-পিঞ্ছচূড়াঞ্চলোঽয়ং
মদয়তি হৃদয়ং মে শ্যামিকানাং বিলাসঃ॥ ১৮॥

কৃষ্ণঃ। (সৌৎসুক্যং রোমাঞ্চমুন্মীল্য।)

মধু ইতি। হী হী আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যং! দাস্যাঃ পুত্রৈঃ সুরেন্দ্রপুরী ভণ্ডৈঃ দ্বিতীয়ো মে প্রিয়বয়স্যঃ প্রত্যক্ষীকৃতঃ॥

উদ্ধব ইতি। কবলিতা কুরুবিন্দস্য পদ্মরাগমণেশ্ছায়া কান্তির্যয়া তয়া অদ্ভুতা শ্রীর্যস্য সঃ। শ্যামিকানাং শ্যামলানাং॥ ১৮॥

মধুমঙ্গল। (হাস্য করিয়া) হী হী কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য! দেবেন্দ্রপুরী ভণ্ড-দাসীপুত্রগণ সহ আমার দ্বিতীয় বয়স্য প্রত্যক্ষ হইল॥

উদ্ধব। (চমৎকারের সহিত।)

যিনি হস্তপদ্মে হংসহারি-নবমুরলী ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার পদ্মরাগমণি-শোভা-জয়িগুঞ্জাদ্বারা অদ্ভুত শ্রী প্রকাশ পাইতেছে এবং যাঁহার সুমন্দ পবনসহকারে ময়ূরপুচ্ছের চূড়াঞ্চল চঞ্চল হইতেছে, সেই শ্যামবর্ণ-সকলের বিলাস আমার মনকে আনন্দিত করিতে লাগিল॥ ১৮॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ঔৎসুক্যের সহিত রোমাঞ্চিত হইয়া।)

উদীর্ণাদ্ভুতমাধুরী-পরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত ! সমক্ষ যন্মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সদ্যঃ সখে ! মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূ-সারূপ্যমন্বিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
তদদ্য ভবন্তং পৃচ্ছামি কথমনেনাবিষ্কৃতা
মমাপি মনোহারিণী সা কাপি রূপচন্দ্রিকা ॥

উদ্ধবঃ। দেব ! ভবদ্ভক্তিপ্রভাবসম্ভাবিতোঽয়ং দেবর্ষেরেব সেবাপরিপাটী-বিবর্ত্তঃ ॥

কৃষ্ণ ইতি। উদ্গীর্ণেতি। উদিতোঽদ্ভুতমাধুরীণাং পরিমলো যত্র স তস্য। অভিপ্রায়-নাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং, অভিপ্রায়স্বভূতার্থো হৃদ্যঃ সাম্যেন কল্পিতঃ। অভিপ্রায়ং পরে প্রাহুর্মমতাং হৃদ্য বস্তুনীতি। অংশভূতার্থরূপস্য ভগবদ্দ্বিতীয়স্য নাটককল্পনমভিপ্রায়ঃ। হৃদ্য বস্তুনি সৌন্দর্য্যে ভোগেচ্ছয়া মম তাবদভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

আহা ! এই নট আমার পরমাদ্ভুত মাধুর্য্যবিশিষ্ট গোপ-লীলাশালি দ্বিতীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া আমাকে মুহুর্মুহুঃ বিস্মিত করিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য ! হে সখে ! যে সারূপ্য অবলোকন করিয়া আমার চিত্ত কেলিকতূহলে উত্তরলিত হইয়া ব্রজবধূ শ্রীরাধার সারূপ্য অন্বেষণ করিতেছে অর্থাৎ শ্রীরাধার মূর্ত্তি ধারণ করিতে অভিলাষী হইতেছে ॥ ১৯ ॥

সখে ! তাই আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি প্রকারে এই নট আমারও মনোহারিণীরূপচন্দ্রিকা প্রকাশ করিল ? ॥

কৃষ্ণঃ। (সাশ্চর্য্যং।)

প্রপদ্য নটতাং নটন্ কিময়মস্মি রঙ্গস্থলে
সম্ভথ সদস্যতাং কিমুপলভ্য পশ্যামি বা।
ইতি স্ফুটবিনির্ণয়ে কিমপি সন্নিধানং পুরঃ
সমীক্ষ্য পরমাদ্ভূতং নিমিষমপ্যহং ন ক্ষমঃ॥ ২০ ॥

মাধবঃ।

মতিরঘূর্ণত সার্দ্ধমলিব্রজৈ-
র্ধৃতিরভূন্মধুভিঃ সহ বিচ্যুতা।

কৃষ্ণ ইতি। প্রাপ্য নটরূপতাং সদস্যতাং সভাসদতাং॥ ২০ ॥

মাধব ইতি। মতিরিত্যাদি। সহোক্তি-নামালঙ্কারঃ। সা সহোক্তিঃ পরার্থস্য বলাদেকং দ্বিবাচকমিতি। পদোচ্চয়-নাম নাটকভূষণমিদং। বঞ্চনাঞ্চ প্রযুক্তানাং পদানাং বহুভিঃ পদৈঃ। উচ্চয়ঃ সদৃশার্থো যঃ সবিজ্ঞেয়ঃ প্রদোচ্চয়

উদ্ধব। দেব! ইহা আপনার ভক্তিপ্রভাব-সম্ভাবিত এবং দেবর্ষি নারদেরও সেবার পরিণামমাত্র॥

শ্রীকৃষ্ণ। (আশ্চর্য্যের সহিত।)

আমি কি এই রঙ্গস্থলে নট স্বরূপ হইয়া অভিনয় করিতেছি! না সভাস্থলে সভ্য হইয়া দর্শক হইয়াছি! এতদুভয় নিরূপণ করিতে উপস্থিত হইয়া পরমাদ্ভুত বেশ-রচনা নিরীক্ষণ করতঃ চক্ষুর নিমিষ নিক্ষেপ করিতেও সমর্থ হইতেছিনা॥ ২০ ॥

মাধব।

হায়! প্রিয়তমা-বিয়োগি আমার মতি মধুকর-নিকরের

ব্যকসত্তুৎকলিকা-কলিকালিভিঃ
সমমিহ প্রিয়য়া বিযুতস্য মে ॥ ২১ ॥
তদিদানীং বেণুগীতসংজ্ঞয়া ললিতামভ্যর্থয়িষ্যে ॥
(ইত্যধরে বেণুং বিন্যস্য।)
অক্ষোর্বন্ধুং হরিহয়-হরিন্নাগরি! রাগারক্তাং
রাগেণাবিষ্কুরু গুরুরুচং ভানবীয়াং নবীনাং।
চক্রাভিখ্যঃ কিমপি বিরহাদাকুলঃ কাকু-লক্ষং
কুর্ব্বন্ মুখ্যস্ত্বয়ি স বয়সামর্থিভাবং তনোতি ॥ ২২ ॥

ইতি। অত্র মত্যাদীনাং ঘূর্ণাদি-ক্রিয়াসু অলিব্রজাদিভিঃ সমাবেশাদয়ং পদোচ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥

তদানীমিতি। সংজ্ঞয়া সঙ্কেতেন ॥

অক্ষোরিত্যাদি-পদ্যং বিদিতবান্। হরিহয় ইন্দ্রস্তস্য হরিৎ দিক্ সৈব নাগরী তস্যাঃ সম্বোধনং। পক্ষে পূর্ব্বদিশো নাগরি ললিতে! রাগেণ বিক্তাং ভানবীয়াং গুরুরুচমাবিষ্কুরু। পক্ষে ভানবীয়াং রাধাং। চক্রাভিখ্যশ্চক্রবাকঃ। পক্ষে চক্রী। স চক্রাভিখ্যো বয়সাং পক্ষিণাং মুখ্যঃ। পক্ষে বয়সাং সখীনাং মুখ্যঃ ॥ ২২ ॥

সহিত ঘূর্ণিত, মধুক্ষরণ সহ ধৈর্য্য স্খলিত এবং পুষ্পকলিকার সহিত উৎকণ্ঠা বিকসিত হইতে লাগিল! ॥ ২১ ॥

তবে এখন বেণুগীত-সঙ্কেতদ্বারা ললিতার অভ্যর্থনা করি ॥

(এই বলিয়া অধরে বেণুবিন্যাসপূর্ব্বক।)

অহে পূর্ব্বদিক্‌রূপা নাগরি! শীঘ্র তুমি অনুরক্ত হইয়া নয়নবন্ধু সূর্য্যদেবের অভিনব-গুরুতর কান্তি আবিস্কার কর, দেখ এই মুখ্য চক্রবাক কোন অনির্ব্বচনীয় বিরহহেতু আকুল

কৃষ্ণঃ। (স কৌতুকং) কিমশক্যং দেবর্ষিপ্রসাদস্য যেনায়
মনন্য বেদ্যামপি মদন্তরীণচর্য্যাং বিবৃণোতি ॥
মাধবঃ। (সহর্ষং) কথং নাতিদূরে মনোহরিণহারিণী সৈবেয়ং
মঞ্জুমঞ্জীরসিঞ্জিত-কাকলী তদহং মাধবীমণ্ডপং প্রবিশামি ॥
(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥
(ততঃ প্রবিশতি ললিতয়ানুগম্যমানা রাধা।)
রাধা। (সৌৎসুক্যং পুরো দৃষ্ট্বা) হলা ললিদে! পেক্খ
পেক্খ, ধণ্ণা এসা তরঙ্গলেহা জা ক্খু সেবালবল্লী ণিবদ্ধ-

কৃষ্ণ ইতি। মদন্তরিণর্য্যাং মদন্তঃকরণবৃত্তিং ॥
রাধেতি। সখি ললিতে! পশ্য পশ্য, ধন্যা এষা তরঙ্গলেখা যা খলু শৈবাল-

হইয়া তোমাতে লক্ষ লক্ষ কাকুবিধানপূর্ব্বক বয়স্যগণমধ্যে
যাচকভাব বিস্তার করিতেছে ॥ ২২ ॥
শ্রীকৃষ্ণ। (কৌতুকের সহিত) দেবর্ষিপ্রসাদের অসাধ্য কি ?
যেহেতু আমার অন্তকরণের বৃত্তি অন্যের দুর্ব্বোধ্য হই-
লেও এই মাধব নট তাহা প্রকাশ করিল ॥
মাধব। (হর্ষের সহিত) আহা! ঐ কি অনতিদূরে মনো-
হরিণহারিণী সেই মধুর-মঞ্জীর-কাকলী! অর্থাৎ নূপুর-
ধ্বনি! তবে আমি মাধবীমণ্ডপে গিয়া প্রবেশ করি ॥
(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥
(অনন্তর ললিতার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ।)
শ্রীরাধা। (ঔৎসুক্যের সহিত অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি
ললিতে! দেখ দেখ, এই তরঙ্গশ্রেণীই ধন্য, যে তরঙ্গমালা

পাঅং ণং হংসিঅং মোআবেদি, তা ফুড়ং ভিসিণী-পত্তন্ত-
রিদেণ কলহংসেণ সংঘড়ইস্সদি ॥

ললিতা। (স্মিত্বা) ভো হংসি! হংসবইণো পক্খবাদেণ
চেঅ উদ্ধুরা এসা তুমং কড্ঢদি উম্মিমালী, তা বিসদ্ধা
কন্তং অহিসর ॥

কৃষ্ণঃ। (সোৎকণ্ঠং।)

উচ্চৈরভূদননুভূতচরী দশা মে
যস্যাশ্চিরেণ বিরহজ্বর-জর্জ্জরস্য।

লতা-নিবদ্ধপাদামেনাং হংসিকাং হংসপত্নীং মোচয়তি, তস্মাৎ স্ফুটং বিসিনী-
পত্রান্তরিতেন কলহংসেন ঘটয়িষ্যতি। প্রথমাতিশয়োক্ত্যলঙ্কারোঽয়ং তরঙ্গ-
লেখা উৎকণ্ঠা। শৈবালবল্লী জটিলা। হংসিকাং রাধাং। বিসিনী-পত্রান্তরি-
তেন মাধবীমণ্ডপান্তরিতেন। কলহংসেন মাধবনেতি ব্যঙ্গোঽর্থো জ্ঞেয়ঃ ॥

ললিতেতি। ভো হংসি! হংসপতেঃ পক্ষে কৃষ্ণস্য পক্ষপাতেন উদ্ধুরা এষা
ত্বাং কর্ষতি। উর্ম্ম্যালী তৎ বিশ্বস্তা কান্তং অভিসর ॥

কৃষ্ণ ইতি। উচ্চৈরিতি। অননুভূতচরী পূর্ব্বমননুভূতা। সা কিমিয়মাবি-

---

শৈবালদ্বারা বদ্ধচরণা হংসীকে মুক্ত করিয়া দিতেছে, অত-
এব বোধ হয়, পদ্মিনীপত্রান্তরিত কলহংসের সহিত ইহার
সঙ্ঘটন করিবে ॥

ললিতা। (হাস্য করিয়া) হে হংসি! হংসপতির পক্ষপাত-
বশতই এই উদ্ধত-স্বভাবা তরঙ্গমালা তোমাকে আকর্ষণ
করিতেছে, অতএব তুমি বিশ্বাসসহকারে কান্তের প্রতি
অভিসার কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠার সহিত।)

সা হন্ত ! নেয়মিয়মামিয়মাবিরাসী-
স্মচ্চিত্ত-হংসসরসী সরসীরুহাক্ষী ॥ ২৩ ॥
(ইতি সিংহাসনাদুত্থায় ভুজাভ্যাং গ্রহীতুং পরিক্রামতি) ॥

উদ্ধবঃ। দেব ! নাট্যপ্রণীতোঽয়মর্থঃ ॥

কৃষ্ণঃ। (স ধৈর্য্যং লজ্জামভিনীয়।)
সা বক্ত্রশ্রীর্বিরমিত-শরচ্চন্দ্র-নান্দীতবাসৌ
সেয়ং দৃষ্টির্মদকল-মৃগীমৃগ্য-মাধুর্য্যকেলিঃ।

রাসীৎ। ইয়ং কিং সাবিরাসীৎ অভিতি স্মৃতৌ। স্মৃতং স্মৃতং সা সা ইয়মিয়মাবিরাসীদিত্যর্থঃ। দৃঢ়নিশ্চয়ার্থং বীপ্সা ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ ইতি। সাসৌ বক্ত্রশ্রীঃ। সেয়ং দৃষ্টিঃ। সৈষা ভ্রূঃ। ইয়ং গান্ধর্ব্বী

আহা ! যে শ্রীরাধার চির-বিরহজ্বরে জর্জ্জরিত, আমার এই গুরুতর অননুভূত পূর্ব্বদশা উপস্থিত হইয়াছে। হায় ! সেই এই সেই এই মদীয় চিত্ত হংসের সরোবর-সদৃশী পদ্মাক্ষী আবির্ভূত হইলেন ॥ ২৩ ॥

(এই বলিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভুজদ্বয়-দ্বারা গ্রহণ করিতে গমন করিলেন) ॥

উদ্ধব। দেব ! ইহা নাট্যকৌশল, এ শ্রীরাধা নয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ধৈর্য্যের সহিত লজ্জাভিনয় করিয়া।)

আহা ! যদ্দ্বারা শরচ্চন্দ্রের শোভা তিরস্কৃত হয় সেই এই মুখশ্রী, মদমত্ত মৃগীগণ যে মাধুর্য্যকেলি অন্বেষণ করিয়া থাকে সেই এই দৃষ্টি এবং যাহা রতিপতি-কন্দর্প-ধনুর অভ্যাস

সা ভ্রূরেষা রতিপতি-ধনুর্বিভ্রমাভ্যাস-গুর্ব্বী
গান্ধর্ব্বী মে ক্ষপয়তি ধৃতিং হন্ত ! গান্ধর্ব্বিকেব ॥ ২৪ ॥

মুখরা। হা ণত্তিণি রাহিএ ! জীঅসি ॥
(ইতি ধাবতি) ॥

পৌর্ণমাসী। (পটাঞ্চলে ধৃত্বা) সৌহৃদান্ধে ! গান্ধর্ব্বমিদং গন্ধর্ব্বাণাং ॥

মুখরা। (সাস্রং) ভঅবদি ! সূরমণ্ডলং ভেত্তূণ লোঅন্তরং গদা রাহী সগ্গালএহিং গন্ধব্বেহিং আণীদত্তি তক্কেমি ॥

নটী গান্ধর্ব্বিকেন মে ধৃতিং ক্ষপয়তি। সা বক্তৃশ্রীরিবাসৌ বক্তৃশ্রীর্মে ধৃতিং ক্ষপয়তীতি সর্ব্বত্র যোজ্যং। মদোৎকটঃ মদকল ইত্যমরঃ ॥ ২৪ ॥

মুখরেতি। হা নপ্ত্রি রাধিকে ! জীবসি ॥

পৌর্ণেতি। গান্ধর্ব্বং নাট্যং ॥

মুখরেতি। ভগবতি ! সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্ত্বা লোকান্তরং গতা রাধা স্বর্গালয়ৈর্গন্ধর্ব্বৈরানতা ইতি তর্কয়ামি ॥

প্রকাশ করে সেই এই ভ্রূ। যাহা হউক, এই নটী শ্রীরাধার ন্যায় আমার ধৈর্য্য বিনষ্ট করিল ॥ ২৪ ॥

মুখরা। হা নপ্ত্রি রাধে ! জীবিত আছ ? ॥
(এই বলিয়া দৌড়িয়া চলিলেন) ॥

পৌর্ণমাসী। (বস্ত্রাঞ্চলে ধরিয়া) হে সৌহৃদান্ধে ! ইহা যে নটদিগের নাট্য ॥

মুখরা। (অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে) ভগবতি ! সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া শ্রীরাধা লোকান্তর গমন করিয়াছেন,

রাধা। হলা ললিদে! পুপ্‌ফাহরণকোদূহলস্‌স ণিএদাদো তুএ আণিজ্জন্তী অহং অবি ণাম কিং অজ্জাএ মুহরাএ দিট্‌ঠম্হি॥

ললিতা। ণ কেঅলং অজ্জাএ মুহরাএ, জডিলাএবি॥

মুখরা। (সবাষ্প গদ্গদং) হা বচ্ছে! সচ্চং মএ দারুণীএ জ্জালিদাসি॥

মধুমঙ্গলঃ। (সরোষং) রক্‌খসি বুড্‌ঢিএ! দাণিং মা কৃখু অলিঅং পেম্মং পঅডেহি জা কৃখু ঘরোবন্ত-বাড়িআ-

রাধেতি। সখি ললিতে! পুষ্পাহরণকৌতূহলায় নিকেতাৎ ত্বয়া আনীয়মানা অহমপি নাম সম্ভাবনায়াং আর্য্যয়া মুখরয়া দৃষ্টাস্মি॥

ললিতেতি। ন কেবলং আর্য্যয়া মুখরয়া, জটিলয়াপি॥

মুখরেতি। হা বৎসে! সত্যং ময়া দারুণ্যা কঠোরয়া জ্বালিতাসি॥

মধু ইতি। রাক্ষসি বৃদ্ধে! ইদানীং মা খলু অলীকং প্রেমপ্রকটয় যা খলু

অনুমান হয়, স্বর্গবাসি গন্ধর্ব্বেরা তাঁহাকে এ স্থানে আনয়ন করিয়া থাকিবে॥

শ্রীরাধা। সখি ললিতে! পুষ্পাহরণ-কৌতুকের নিমিত্ত তুমি যখন আমাকে গৃহ হইতে আনয়ন করিয়াছিলা, তখন বোধ হয়, আর্য্যা মুখরা আমাকে দেখিয়াছিলেন॥

ললিতা। কেবল আর্য্যা মুখরা কেন, জটিলাও॥

মুখরা। (অশ্রুমোচনপূর্ব্বক গদ্গদ-স্বরে) হা বৎসে! সত্যই তুমি মাদৃশ কঠিন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছ॥

মধুমঙ্গল। (ক্রোধের সহিত) রাক্ষসি বৃদ্ধে! এখন আর অলীক প্রেম প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই, তুমি গৃহ-সমীপবর্ত্তি

পেরন্তে চ্চেঅ মং দট্‌ঠুণ কুক্কুরীব্ব বুক্কসি ॥

মুখরা। অজ্জ মহুমঙ্গল! কিং করিস্‌সং, অপ্পআসিদ-রহস্‌সাএ বঞ্চিদম্হি ভঅবদীএ ॥

রাধা। হলা! জই দিট্‌ঠম্হি তদো অবাঅং বাহরেহি ॥

ললিতা। হন্ত মন্থরে! পন্তরং পরিহরিঅ কলম্বসম্বাহেণ কালিন্দীতীর-মগ্‌গেণ তুরিঅং গচ্ছম্হ ॥

গৃহোপান্ত-বাটিকাপ্রান্তে এব মাং দৃষ্ট্বা কুক্কুরীব বুক্কসি। বুক্কভাষণে ইত্যস্ত রূপং। বুক্কশব্দঃ শ্বধ্বনৌ ॥

মুখরেতি। আর্য্য মধুমঙ্গল! কিং করিষ্যামি, অপ্রকাশিত-রহস্যয়া বঞ্চিতোঽস্মি ভগবত্যা ॥

রাধেতি। সখি! যদি দৃষ্টাস্মি, তদা উপায়ং ব্যাহর ॥

ললিতেতি। হন্ত মন্থরে মন্দগামিনি! প্রান্তরং অনাচ্ছন্নপস্থানং পরিহৃত্য কদম্ব-সম্বাধেন কালিন্দীতীর-মার্গেণ ত্বরিতং গচ্ছামঃ ॥

বাটিকার প্রান্তে আমাকে দেখিয়া কুক্কুরীর ন্যায় শব্দ করিতা ॥

মুখরা। আর্য্য মধুমঙ্গল! কি করিব, ভগবতী রহস্য প্রকাশ না করায় আমি বঞ্চিত হইয়াছি ॥

শ্রীরাধা। সখি! যদি আমাকে দেখিয়া থাকেন, তবে তাহার উপায় কি? ॥

ললিতা। হায় মন্থরে মন্দগামিনি! অনাবৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া কদম্ববৃক্ষাচ্ছন্ন যমুনাতীর-মার্গ দিয়া শীঘ্র গমন করি ॥

(ইত্যুভে পরিক্রামতঃ) ॥

রাধা। সহি! পিস্থণেহিং ণেউরেহিং কিত্তি সংগমিদহ্মি ॥

ললিতা। বিদক্কসীলাএ জডিলাএ বুদ্ধিং মোহেহু ॥

(প্রবিশ্য জটিলা)।

জটিলা। (পুরঃ পশ্যন্তী) কহং দিট্‌ঠিপহেণ লক্‌খিজ্জই বারিসহাণবী, তা কহিং ণং মগ্‌গিস্‌সং ॥

(ভুবস্তলমবলোক্য স হর্ষং।)

রাধেতি। সখি! পিশুনৈর্নূপুরৈঃ কিমিতি সঙ্গতাস্মি। পিশুনৈর্গমনস্থচকৈঃ। পিশুনৌ খলস্থচকাবিত্যমরঃ ॥

ললিতেতি। বিতর্কশীলায়া জটিলায়া বুদ্ধিং মোহয়তুং নূপুরকর্ত্তৃক ইত্যর্থঃ ॥

প্রবিশ্য জটিলেতি। কথং, দৃষ্টিপথে ন লক্ষ্যতে বার্ষভানবী, তৎ কুত্র এনাং মার্গয়িষ্যামি ॥

(এই বলিয়া দুই জনে যাইতে লাগিলেন) ॥

শ্রীরাধা। সখি! গমনসূচক নূপুরধ্বনিসহকারে কিরূপে গমন করিব? ॥

ললিতা। বিতর্কশীলা জটিলার বুদ্ধিমোহন করুক ॥

(জটিলার প্রবেশ)।

জটিলা। (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) কই, দৃষ্টিপথে বৃষভানুনন্দিনী ত লক্ষিত হইতেছে না! তবে ইহাকে কোথায় অন্বেষণ করিব! ॥

(ভূতল অবলোকন করিয়া হর্ষের সহিত।)

ইমাইং বহূএ পদাইং দীসন্তি, জং কুণ্ডলাইদীএ সোহগ্গমুদ্দাএ অঙ্কিদাইং, তা ইমিণা মগ্গেণ মগ্গিস্সং ॥

রাধা। হলা! অজ্জ মএ অউরুব্বং কিম্পি সিবিণে অণুহূদং ॥

ললিতা। সহি! কিং তং ॥

রাধা। লবঙ্গকুড়ুঙ্গে পুপ্ফং আহরন্তী তুমং বুন্দাবণবাসিণা মত্ত-কলহিন্দেণ আঅদুঅ হত্থেণ গহীদহত্থাসি সংবুত্তা। তদো সম্ভমেণ ঘুম্মন্তীএ তুহ হঢেণ ওট্‌ঠপল্লঅং ডংসন্তেণ

ইমানি বধ্বাঃ পদানি দৃশ্যন্তে, যৎ কুণ্ডলাকৃত্যা সৌভাগ্যমুদ্রয়া অঙ্কিতানি, তদনেন মার্গেণ মার্গয়িষ্যামি ॥

রাধেতি। সখি! অদ্য ময়া অপূর্ব্ব কিমপি স্বপ্নেঽনুভূতং ॥

ললিতেতি। সখি! কিং তং ॥

রাধেতি। লবঙ্গকুঞ্জে পুষ্পমাহরন্তী ত্বং বৃন্দাবনবাসিনা মত্ত-কলভেন্দ্রেণাগত্য হস্তেন গৃহীত-হস্তাসি সংবৃত্তা। ততঃ সম্ভ্রমেণ ঘূর্ণন্ত্যাস্তব হঠেন ওষ্ঠপল্লবং

এই যে, বধূর পদচিহ্ন-সকল দেখিতেছি, যে হেতু ইহাতে সৌভাগ্যসূচক কুণ্ডলাদির চিহ্ন-সকল লক্ষিত হইতেছে, তবে এই পথ দিয়াই অন্বেষণ করিগা ॥

শ্রীরাধা। সখি! আজ আমি স্বপ্নে কোন অপূর্ব্ব বিষয় অনুভব করিয়াছি ॥

ললিতা। সখি! সে কিরূপ ? ॥

শ্রীরাধা। তুমি লবঙ্গকুঞ্জে পুষ্পচয়ন করিতেছিলা, এমত সময়ে এক বৃন্দাবনবাসি মত্ত-গজেন্দ্র আসিয়া স্বীয়-হস্ত-দ্বারা তোমার হস্ত ধারণ করিল। অনন্তর তুমি ভয়ে

তিণা বামে থবঅম্মি ফুরন্ততীক্খকামংকুসং করপুক্খরং ॥
(ইত্যর্দ্ধোক্তে সরোমাঞ্চমানম্রমুখী ভবতি) ॥

ললিতা। (স্মিত্বা) অই সরলে ! তুজ্ঝ হিঅএ কত্থুরিআ-
পত্তভঙ্গং লিহন্তীএ মএ পচ্চক্খিকিদা সিবিণসঙ্গি-ণাঅর-
কুঞ্জরবিব্ভমাসি, তা ফুড়ং কধেহি, তইঅ-জণসঙ্গা
জোগ্গে তস্মিং ওসরে দীহসুত্তা ণীবী-সহঅরী ঝত্তি
ণিক্কন্তা ণ ব ত্তি ॥

দংশতা তেন বামে স্তবকে স্ফুরত্তীক্ষ্ণকামাঙ্কুশং করপুষ্করং স্তবকে স্তনে ইতি লজ্জয়া নোক্তং লতা সামাঞ্চ। অর্পিতমিতি বাক্শেষো জ্ঞেয়ঃ। অমুক্তসন্ধি-র্নাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং, প্রস্তাবনৈরশেষার্থো যত্রামুক্তোঽপি বুধ্যতে। অমুক্তসন্ধিরেব স্যাদিত্যাহ ভরতো মুনিঃ। অত্রামুক্তস্যাপি স্তনে নখার্পণস্য বোধাদমুক্তসন্ধিঃ ॥

ললিতেতি। অয়ি সরলে ! তব হৃদয়ে কস্তূরিকা পত্রভঙ্গীং লেখন্ত্যা ময়া প্রত্যক্ষীকৃতা স্বপ্নসঙ্গি-নাগরকুঞ্জরবিভ্রমাসি, তস্মাৎ স্ফুটং তৃতীয়-জনসঙ্গা যোগ্যে তস্মিন্নবসরে দীর্ঘসূত্রা নীবী সহচরী ঝটিতি নিষ্ক্রান্তা ন বা ইতি। নর্ম্মদ্যুতি-

---

ঘূর্ণায়মানা হইলে সে বলপূর্ব্বক তোমার বাম-স্তনে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ-কামাস্ত্ররূপ-করপদ্ম নিক্ষেপ করিল ॥

(এই বাক্য সমাপন হইতে না হইতেই অমনি রোমা-ঞ্চের সহিত নম্রমুখী হইলেন) ॥

ললিতা। (হাস্য করিয়া) অয়ি সরলে ! আমি যখন তোমার হৃদয়ে কস্তুরী-দ্বারা পত্রভঙ্গ লিখিতেছিলাম, সেই সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, স্বপ্নে নাগরকুঞ্জর তোমাতে বিলাস করিয়াছেন, অতএব সত্য করিয়া বল ? সে স্থানে তিন

রাধা। (স্বগতং) কথং তক্কিদং অত্থি ধূত্তাএ ॥

(প্রকাশং সভ্রূভঙ্গং।)

বামে কিন্তি অলিঅং আসংকসি ॥

জটিলা। ণূণং ণেউরসদ্দেণ আঅড্ঢিদা এদে হংসা হংস-ণন্দিণী-জলাদো বণে ধাঅন্তি, তা বহুড়িআ ণাদিদূরে হুবিস্সদি ॥

নাম সন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, নর্ম্মজাতা রুচিঃ প্রাজ্ঞৈর্নর্ম্মদ্যুতিরুদীরিতা। অত্র অয়ি সরলে! ইত্যাদি ললিতা নর্ম্মজাতয়া রাধায়াঃ রুচ্যা নর্ম্মদ্যুতিঃ ॥

রাধেতি। কথং তর্কিতমস্তি ধূর্ত্তয়া ললিতয়া ॥

বামে কিমিতি আসঙ্কসে ॥

জটিলেতি। নূনং নূপুরশব্দেন আকর্ষিতা এতে হংসা হংসনন্দিনী-জলাৎ বনে ধাবন্তি তৎ বধূটিকা নাতিদূরে ভবিষ্যতি হংসনন্দিনী সূর্য্যপুত্রী। তুল্য-তর্ক-নাম নাটকস্য মতান্তরমিদং। তল্লক্ষণং, কশ্চিত্তু, তুল্যতর্কো যদর্থেন তর্কঃ প্রকৃতগামিনা ইত্যাহ। অত্র নূপুরশব্দেন হংসাকর্ষণাত্তুল্য তর্কঃ ॥

জন ছিল কি না? তৎকালীন তোমার দীর্ঘসূত্রশালিনী নীবী-চহচরী নির্গত হইয়াছিল কি না? ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) এই ধূর্ত্তা কিরূপে অনুভব করিল! ॥

(ভ্রূভঙ্গের সহিত প্রকাশ করিয়া।)

ধূর্ত্তে! কেন মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছ ॥

জটিলা। নিশ্চয় নূপুরের শব্দে এই হংস-সকল যমুনা-জল হইতে বনে ধাবমান হইতেছে, তবে বোধ হয়, আমার বধূটী অধিক দূরে নয় ॥

উদ্ধবঃ। অহো! জরতী নামপি বুদ্ধিকৌশলং ॥

ললিতা। (স্বগতং) পুরদো মাহবীমণ্ডবে মাহবেণ হোদব্বং ॥

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দয়ানুগম্যমানো মাধবঃ)।

মাধবঃ। (সমন্তাদবলোক্য।)

হেতুর্মে হৃদয়োৎসবস্য বিবিধঃ কামং ক্রমাদ্বর্দ্ধতাং
প্রাপ্নোত্যস্য গুণাধিরোহ-পদবীং রাধাভিসারস্য কঃ।
যস্মিন্নল্পতরং মনোরথ-তটী সীমামপি প্রাপিতে
সান্দ্রানন্দময়ী ভবত্যনুপমা সদ্যো জগদ্বিস্মৃতিঃ ॥ ২৫ ॥

ললিতেতি। পুরতো মাধবীমণ্ডপে মাধবেন ভবিতব্যং ॥

মাধব ইতি। হেতুর্মে ইতি। তুলায়ামধিরোহ আরোহণং; তস্য পদবীং পদ্ধতিং। হেতুরুপায়ঃ। যস্মিন্ রাধাভিসারে, সান্দ্রানন্দময়ী সান্দ্রানন্দ-জনিতা ॥ ২৫ ॥

উদ্ধব। কি আশ্চর্য্য! বৃদ্ধাদিগেরও বুদ্ধির কৌশল ॥

ললিতা। (মনে মনে) বোধ করি, অগ্রবর্ত্তী মাধবীমণ্ডপে মাধব অবস্থিত আছেন ॥

(অনন্তর বৃন্দার সহিত মাধবের প্রবেশ)।

মাধব। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া।)

আমার হৃদয়োৎসবের বহু বহু হেতু ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, কিন্তু রাধাভিসারের তুলনা ধারণ করিতে কে সমর্থ হইবে! যে রাধাভিসার মনোরথ-তটের অল্পসীমা প্রাপ্ত হইলেও সদ্যঃ নিবিড় আনন্দময়ী জগদ্বিস্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আর কিছুই স্মরণ করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণঃ। (পৌর্ণমাসীমবেক্ষ্য।)

হন্ত বৎসলে! গুরোরপি গুর্বীত্বমেব
সর্ব্বদা মাং বিনোদয়িতুং কোবিদাসি।
যদদ্য নাট্যকলা-ছলেন দুর্লভে
তত্র গোকুলবিলাসে পুনঃ প্রবেশিতোঽস্মি॥

রাধা। (মাধবমনালোক্য সানন্দমাত্মগতং) ভো ভঅবং। আণন্দপজ্জণ্ণ! ণ কৃখু রুন্ধীঅদু-জলাসারেণ উক্কণ্ঠিদা তবস্সিণী মে দিট্ঠি-চওরী কৃখণং পিবেদু এসা দুল্লহং ইমস্স মুহচন্দস্স জোহ্নং॥

রাধেতি। ভো ভগবন্ আনন্দপর্জন্য! ন খলু রুদ্ধতাং জলাসারেণ উৎকণ্ঠিতা তপস্বিনী মে দৃষ্টি-চকোরী ক্ষণং পিবতু এষা দুর্লভামস্য মুখচন্দ্রস্য জ্যোৎস্নাং। শোভননাম-নাটক ভূষণমিদং। তল্লক্ষণং, শোভা স্বভাবপ্রাকট্যং যুনোরন্যোন্য-মুচ্যতে। অত্র ভঅবং আনন্দপজ্জণ্ণ! ইত্যাদিবাক্যেন ধাবত্যাক্রমিতুং মুহুরিতি মাধববাক্যেন দ্বয়োর্ভাবপ্রাকট্যাচ্ছোভা॥

শ্রীকৃষ্ণ। (পৌর্ণমাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া।)

কি সৌভাগ্য, বৎসলে! আপনি যখন সর্ব্বদা আমাকে আনন্দিত করিতে বিচক্ষণা হইয়াছেন, তখন আপনি আমার গুরু অপেক্ষাও গুরু। যে হেতু আজ নাটক-ছলে পুনর্ব্বার আমাকে সেই দুর্লভ ব্রজলীলায় প্রবেশ করাইলেন॥

শ্রীরাধা। (মাধবকে অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত মনে মনে) হে ভগবন্ হে আনন্দ-জলধর! জলধারা দ্বারা অবরোধ করিবেন না, আমার এই উৎকণ্ঠিতা-তপস্বিনী

(প্রকামং ভ্রুবৌ বিভুজ্য।)

ললিদে! জুত্তং জুত্তং এদং, জং সরলাহং বঞ্চিদম্হি ॥

(ইতি নাসয়া ফুৎকুর্ব্বন্তী সলীলং রোদিতি) ॥

ললিতা। হলা! মং উবালহেসি দেব্ব-সংঘড়িদং ক্খু এদং কিং করিস্সং ॥

মাধবঃ। (রাধামবেক্ষ্য স হর্ষং।)

ধাবত্যাক্রমিতুং মুহুঃ শ্রবণয়োঃ সীমানমক্ষোর্দ্বয়ী

পৌষ্কল্যং হরতঃ কুচৌ বলিগুণৈরাবধ্যমধ্যং ততঃ।

প্রকামমিতি)। ললিতে! যুক্তং যুক্তমেতৎ যৎ সরলাহং বঞ্চিতাস্মি ॥

(নাসয়া ফুং ফুং করণং রোদন-ব্যঞ্জনং) ॥

ললিতেতি। কিমিতি মামুপলভসে দৈব-সংঘটিতং খল্বেতৎ কিং করিষ্যামি ॥

মাধব ইতি। আক্রমিতুং বলাদ্ধর্ত্তুং। গুণৈঃ ত্রিবলিরূপৈর্গুণৈরজ্জুভিঃ ততঃ

দৃষ্টি-চকোরী ক্ষণকালের জন্য এই মুখচন্দ্রের চন্দ্রিকা পান করুক ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক ভ্রূভঙ্গী করিয়া।)

ললিতে! ইহা যুক্ত যুক্তই বটে, যে হেতু আমি সরলা, আমাকে বঞ্চনা করিলা ॥

(এই বলিয়া নাসিকা ফুৎকার করতঃ লীলার সহিত রোদন করিতে লাগিলেন) ॥

ললিতা। সখি! আমাকে কেন তিরস্কার করিতেছ, ইহা দৈব-ঘটনা, আমি কি করিব ॥

মাধব। (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া হর্ষের সহিত।)

আহা! যখন শ্রীরাধার নয়নদ্বয় শ্রবণযুগলের সীমা

মুগ্ধীতশ্চলতাং ভ্রুবৌ চরণয়োরুদ্যদ্ধনুর্বিভ্রমে
রাধায়াস্তনুপত্তনে নরপতৌ বাল্যাভিধে শীর্য্যতি ॥ ২৬ ॥

ললিতা । (সংস্কৃতেন ।)

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গি-দক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি ! তিরঃ সঞ্চারি-নেত্রাঞ্চলং ।

অস্যাঃ রাধায়াস্তনুরূপবাসস্থলে বাল্যাবস্থারূপে রাজনি-জীর্ণতাপ্রাপ্তে সতি, কৈশোরসূচকানি এতানি লক্ষণানি দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ। চক্ষুর্দ্বয়ং বারং বারং কর্ণয়োঃ সীমানমাক্রমিতুং ধাবতি। ত্রিবলিরূপরজ্জুভির্মধ্যস্থলং আবধ্য, তস্মাৎ পৌষ্কল্যং স্থূলত্বং কুচদ্বয়ো অগ্রহাতাং উদ্যান্ ধনুষ ইব বিলাসো যয়োস্তে। পত্তনে পুরে। পুঃ স্ত্রী পুরী নগর্য্যৌ বা পত্তনং পুটভেদনমিত্যমরাৎ ॥ ২৬ ॥

আক্রমণ করিবার নিমিত্ত বারম্বার ধাবমান হইতেছে, কুচদ্বয় ত্রিবলিরূপ রজ্জুদ্বারা মধ্যদেশ বন্ধন করিয়া তাহা হইতে স্থূলতা হরণ করিতেছে এবং ভ্রূযুগ্ম-ধনুর বিলাস বিস্তার করতঃ চরণদ্বয়ের চঞ্চলতা অপহরণ করিয়া লইতেছে, তখন নিশ্চয় বোধ হয়, ইহাঁর দেহ-রাজ্যে বাল্য-নরপতি ক্রমশঃ শীর্ণ হইতেছেন অর্থাৎ শ্রীরাধার দেহে কৈশোর অবস্থা উপস্থিত হইয়া বাল্য-দশা হরণ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

ললিতা । (সংস্কৃতভাষায ।)

সখি ! যাঁহার বামজঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণ চরণ সঙ্গত, যাঁহার তিন স্থান কিঞ্চিৎ বক্র, যাঁহার স্কন্ধদেশ বক্রভাবে স্তম্ভিত, যাঁহার নেত্রাঞ্চল তির্য্যক্‌ভাবে সঞ্চারিত, যাঁহার সঙ্কু-

বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলী-সঙ্গতাং-
রিঙ্গদ্ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি ! পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥ ২৭ ॥

জটিলা। (সানন্দং) এসা ডাহিণে বারিসহাণবী।
(ইত্যুপসৃত্য।)
অই অহিসার মগ্গোবজ্ঝাইণি ললিদে ! এহ্নিং পুত্তও মে অহিমণ্ণূ বিদূরে গদোণ্থি, তা সুণ্ণং ঘরং মুক্কিঅ কীস তুএ আণিদা এত্থ বহূড়ী ॥

ললিতেতি। হে বরাঙ্গি ! পুরো মূর্ত্তিমন্তং পরমানন্দং স্বীকুরু। মূর্ত্তিমত্বে অত্রাধ ইত্যাদি বিশেষণং ॥ ২৭ ॥

জটিলেতি। এষা দক্ষিণে বার্ষভানবী ॥

অয়ি অভিসারমার্গোপাধ্যায়িনি ! পুত্রো মে অভিমন্যুঃ বিদূরে গতোঽস্তি, তৎ শূন্যং গৃহং মুক্ত্বা কথং ত্বয়াত্র আনীতা বধূটী ॥

চিত অধরে অঙ্গুলি-সঙ্গত-বংশী-বিন্যস্ত এবং যাঁহার ভ্রূদেশ নৃত্য করিতেছে, হে বরাঙ্গি ! সেই অগ্রবর্ত্তি পরমানন্দকে অঙ্গীকার কর ॥ ২৭ ॥

জটিলা। (আনন্দের সহিত) এই যে, দক্ষিণদিকে বৃষভানু-নন্দিনী।

(নিকটে গমনপূর্ব্বক)

অয়ি অভিসারমার্গ উপাধ্যায়িনি ললিতে ! সম্প্রতি আমার পুত্র অভিমন্যু বহু দূর গমন করিয়াছে, অতএব তুমি শূন্য-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কেন বধূটীকে লইয়া আসিলা ? ॥

ললিতা। (সশঙ্কমাত্মগতং) হদ্ধী হদ্ধী ! ডাইণীএ অডাহিণ-পইদীএ দদ্ধম্মি বুড্‌ঢিআএ ॥

(প্রকাশং।)

অজ্জে ! গগ্‌গীএ বণ্ণিদং অজ্জ মাহবীপুপ্‌ফেহিং পূইদো সূরো সুরহী কোড়িপ্পদো হোদিত্তি, মাহবীমণ্ডবং লম্ভিদা মএ রাহী, তা পসীদ পসীদ ॥

জটিলা। (অপবার্য্য সালীকস্নেহং) অই বচ্ছে ! সদা মং পলোহিঅ ললিদা অহিসারেদিত্তি মহ পুত্তস্‌স পুরদো

ললিতেতি। হা ধিক্ হা ধিক্ ! ডাকিন্যা অদক্ষিণ-প্রকৃত্যা দগ্ধাস্মি বৃদ্ধয়া ॥

হে আর্য্যে ! গার্গ্যা বর্ণিতং অদ্য মাধবীপুষ্পৈঃ পূজিতঃ সূর্য্যঃ সুরভী কোটীপ্রদো ভবতি, ইতি মাধবীমণ্ডপং লম্ভিতা ময়া রাধা। তৎ প্রসীদ প্রসীদ। পর্য্যুপাসন-নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, রুষ্টাখ্যানুনয়ৈর্যৎবৈঃ পর্য্যুপাসনমীড়িতং। অত্র রুষ্টায়া অনুনয়াৎ পর্য্যুপাসনং ॥

জটিলেতি। অয়ি বৎসে ! সদা মাং প্রলোভ্য ললিতা অভিসারয়তি, ইতি

ললিতা। (সশঙ্কে মনে মনে) হা ধিক্ হা ধিক্ ! ক্রূর-প্রকৃতি ডাকিনী বৃদ্ধা-কর্ত্তৃক যে হত হইলাম ! ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

আর্য্যে ! গার্গী বলিয়াছেন, আজ মাধবীপুষ্পদ্বারা সূর্য্য-দেব পূজিত হইলে কোটি গাভী প্রদান করিবেন, এ জন্য আমি শ্রীরাধাকে মাধবীমণ্ডপে আনয়ন করিয়াছি, অতএব প্রসন্ন হউন প্রসন্ন হউন ॥

জটিলা। (কর্ণের নিকট গিয়া অলীক-স্নেহের সহিত) অয়ি বৎসে ! আমার পুত্রের অগ্রে বধূ প্রকাশ করে যে,

বহূড়িআ অলিঅং জ্জেব্ব তুমং দূসেদি, তা কিত্তি লাহবং সহেসি ॥

ললিতা। (স্বগতং) অম্মহে কোডিল্লং জডিলাএ ॥

মাধবঃ। (স্বগতং।)

যত্রাসঙ্গো মনসঃ স্ফুরতি গরীয়ান্ গরীয়সোঽপ্যুচ্চৈঃ।
নিয়তো বস্তুনি বিঘ্নস্তস্মিন্নিতি নানৃতো বাদঃ ॥ ২৮ ॥

(ইতি দৃগন্তেন রাধাং পশ্যন্নুপসর্পতি) ॥

জটিলা। (নাসিকাগ্রে তর্জ্জনীং বিন্যস্য শিরোধুন্বতী সাশ্চর্য্যং।)

মম পুত্রস্য পুরতো বধুটিকা অলীকমেব ত্বাং দূষয়তি। তৎ কিমিতি লাঘবং সহসে। ভেদ-নাম সন্ধ্যান্তরমিদং। তল্লক্ষণং, ভেদস্তু কপটালাপৈঃ সুহৃদাং ভেদকল্পনা। অত্র জটিলায়া কপটেন রাধা ললিতয়োর্ভেদঃ ॥

ললিতেতি। আশ্চর্য্যং কৌটিল্যং জটিলায়াঃ ॥ ২৮ ॥

ললিতা প্রলোভন দেখাইয়া সর্ব্বদা আমাকে অভিসার করাইয়া থাকে, এই বলিয়া তোমাকে দূষিত করে, অতএব তুমি কেন বৃথা লাঘব সহ্য কর ? ॥

ললিতা। (মনে মনে) জটিলার কি আশ্চর্য্য কুটিলতা ॥

মাধব। (মনে মনে।)

যাহাতে মনের অতিশয় আশক্তি হয়, সে স্থানে গুরুতর বিঘ্ন ঘটে, এই লোকপ্রবাদ মিথ্যা নয় ॥ ২৮ ॥

(এই বলিয়া নেত্র-কোণদ্বারা শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ গমন করিতে লাগিলেন) ॥

জটিলা। (নাসাগ্রে তর্জ্জনি বিন্যাসপূর্ব্বক মস্তক কম্পিত করিতে করিতে আশ্চর্য্যের সহিত।)

অরে বালিআ-ভুঅঙ্গ ! কং দংসিদুং এণ্থ ভম্মসি ॥

মাধবঃ । লম্বোষ্ঠি ! ভবতীমেব গোষ্ঠপিশাচীং ॥

উদ্ধবঃ । (স্মিতং করোতি) ॥

কৃষ্ণঃ ।

গোকুলকুল-জরতীনাং পরুষা বাগপি যথা প্রমোদয়তি ।
স্তুতিরপি মহামুনীনাং মধুরপদা মাং সখে ! ন তথা ॥২৯॥

বৃন্দা । বৃদ্ধে ! ধর্ম্ম-চকোর-জীবাতু-চরিতামৃত-চন্দ্রিকে কৃষ্ণ-চন্দ্রেঽপি কথং প্রতীপং ভুজঙ্গভাবমর্পয়সি ॥

জটিলেতি । অরে বালিকা ভূজঙ্গ ! কং দষ্টুমত্র ভ্রমসি ॥

মাধব ইতি । নর্ম্ম-নাম প্রতিমুখসন্ধ্যাঙ্গমিদং । তল্লক্ষণং, পরিহাস-প্রধানং যদ্বচনং নর্ম্ম তদ্বিদুঃ । অত্র প্রকটমেব নর্ম্ম ॥

কৃষ্ণ ইতি । পরুষা কঠোরা, মধুরাণি পদানি যস্যাং সা মধুরপদা ॥ ২৯ ॥

অরে বালিকা-ভুজঙ্গ ! কাহাকে দংশন করিবার জন্য এ স্থানে ভ্রমণ করিতেছিস্ ? ॥

মাধব । লম্বোষ্ঠি ! গোষ্ঠপিশাচী তোমাকেই ॥

উদ্ধব । (হাসিতে লাগিলেন) ॥

শ্রীকৃষ্ণ ।

সখে ! গোকুলকুল-বৃদ্ধাদিগের পরুষবাক্য যেরূপ আমাকে আনন্দিত করে, মহামুনিগণের মধুরপদ-সম্বলিত স্তুতিবাক্য তদ্রূপ আনন্দ প্রদান করে না ॥ ২৯ ॥

বৃন্দা । বৃদ্ধে ! ধর্ম্মরূপ চকোরগণের জীবন-স্বরূপ চরিতামৃত চন্দ্রিকাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেতেও কেন প্রতিকূল ভুজঙ্গ-ভাব অর্পণ করিতেছ ? অর্থাৎ যাঁহার চরিতামৃত পান

জটিলা। (সোল্লুণ্ঠং বিহস্য সংস্কৃতেন।)

ব্রজেশ্বর-সুতস্য কঃ পরবধূ-বিনোদক্রিয়া

প্রশস্তিভরভূষিতং গুণমবৈতি নাস্য ক্ষিতৌ।

যদেষ রতিতস্করঃ পথি নিরুধ্য সাধ্বাবলা-

স্তদীয়-কুচকুট্মলে করজ মোঁ নমো বিষ্ণবে ॥ ৩০ ॥

রাধা। (স্বগতং) হা হদদেব্ব! কিন্তে অবরাদ্ধা রাহী ॥

জটিলেতি। পরেষাং বধ্বঃ, পক্ষে পরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নিত্যা যা বধ্বস্তাসাং বিনোদক্রিয়ায়াঃ প্রশস্তিভরেণ ভূষিতং করজনাশু ধৃষ্টোঽর্পয়দিতি বক্তব্যে নির্ব্বিদ্যেব ওঁ নমো বিষ্ণবে ইত্যবোচদিত্যর্থঃ। গুণাতিপাত-নাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং, গুণাতিপাতো ব্যত্যস্তগুণাখ্যানমুদাহৃতঃ। অত্র জটিলয়া মাধবস্য ব্যত্যস্তগুণবর্ণনাং গুণাতিপাতঃ ॥ ৩০ ॥

রাধেতি। হা হতদৈব! কিন্তেঽপরাদ্ধা রাধা ॥

করিয়া ধার্ম্মিকগণ জীবন ধারণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেতে কামুকত্ব দোষারোপ করা উপযুক্ত নয়? ॥

জটিলা। (উচ্চ হাস্য করিয়া সংস্কৃতভাষায়।)

বৃন্দে! ব্রজেন্দ্রনন্দনের পর-বধূবিনোদন-ক্রিয়াতিশয়-ভূষিত গুণ কে না জানে? যে হেতু এই রতিতস্কর পথিমধ্যে পতিব্রতা কামিনীগণকে অবরোধ করিয়া তাহাদের কুচকলিকায় অঙ্গুলি এই অর্দ্ধোক্তির পর বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) হা হতদৈব! রাধা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে! ॥

জটিলা। অই মুদ্ধে বহূড়ি! ইমস্‌স কালকুণ্ডলিনো তিক্‌খাএ বঙ্কদিট্‌ঠিএ প্পংসিদা বজ্জপড়িমাবি জজ্জরী হোই, কিং উণতুমং ণোমালিআ সুওমালা-তবস্‌সিণী, তা তুরিঅং ঘরগব্ভং গচ্ছম্ম॥

(ইতি ললিতা রাধাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা)॥

বৃন্দা। নাগরেন্দ্র! মুঞ্চ বৈমনস্যং, সাম্প্রতং ভবদভীষ্টসিদ্ধয়ে শারিকামুখেন ললিতাং সন্দিশ্য বিশাখয়া ভবন্তং নিবেদয়িষ্যামি॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)॥

জটিলেতি। অয়ি মুগ্ধে বধূটি! অস্য কালকুণ্ডলিনঃ কৃষ্ণসর্পস্য তীক্ষ্ণয়া বক্রদৃষ্ট্যা বজ্রপ্রতিমাপি জর্জরী ভবতি, কিং পুনস্তং নবমালিকা সুকোমলা-তপস্বিনী, তৎ ত্বরিতং গৃহগর্ভং গৃহমধ্যং গচ্ছামঃ॥

জটিলা। অয়ি মুগ্ধে বধূটিকে! এই কৃষ্ণসর্পের তীক্ষ্ণ বক্রদৃষ্টিদ্বারা স্পর্শিত হইলে বজ্রপ্রতিমাও জর্জরীভূত হয়, পুনর্ব্বার কি বলিব, তুমি নবমালিকাসদৃশী সুকোমলা-তপস্বিনী, অতএব শীঘ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ কর॥

(এই বলিয়া ললিতা ও শ্রীরাধার সহিত গমন করিল)॥

বৃন্দা। নাগরেন্দ্র! বিমনস্কতা পরিত্যাগ কর, সম্প্রতি তোমার অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত শারিকামুখে ললিতাকে আদেশ করিয়া বিশাখাদ্বারা তোমাকে নিবেদন করিব॥

(এই বলিয়া চলিয়া গেলেন)॥

মাধবঃ। (স খেদং)

দ্রবতি মনাগভ্যুদিতাদ্বিধুকান্তে শিশিরভানুজালোকাৎ।
পর্ব্বণি পিধানমকরোদহহ স্বর্ভানু-ভীষণা জরতী ॥ ৩১ ॥

(নিশ্বস্য।)

বিশাখামুদ্দেষ্টুং জটিলা-গৃহোপান্তপাটলী-বাটিকাং গচ্ছেয়মি ॥

(ইতি পরিক্রম্য।)

কথমগ্রে স্বগৃহাঙ্গন মভিমন্যুরধিতিষ্ঠতি তদহমত্রৈব ক্ষণমন্তরিতো ভবেয়মি ॥

মাধব ইতি। বিধুকান্তে চন্দ্রকান্তমণৌ। পক্ষে বিধুবৎ কান্তং কান্তির্যস্য তস্মিন্। শিশিরভানুশ্চন্দ্রঃ পক্ষে বিধুবৎ কান্তং কান্তির্যস্য তস্মিন্। শিশির-ভানুশ্চন্দ্রঃ পক্ষে অশিশিরভানুঃ সূর্য্যঃ। স্বর্ভানুঃ রাহুস্তদ্বদ্ভীষণা ॥ ৩১ ॥

মাধব! (খেদের সহিত।)

পূর্ণিমার শিশির-ভানু-চন্দ্রজনিত আলোক ঈষৎ উদিত হওয়ায় চন্দ্রকান্তশিলা দ্রবীভূত হইতেছিল, হায়! এমত সময়ে ভীষণ-প্রকৃতি জরতীরূপ রাহু আসিয়া ঐ চন্দ্রকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল! ॥ ৩১ ॥

(নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক।)

তবে এখন বিশাখার উদ্দেশার্থ জটিলার গৃহসমীপবর্ত্তি পাটলী-বৃক্ষবাটিকায় গমন করি ॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক।)

এ কি! সম্মুখে অভিমন্যু যে স্বীয়-গৃহপ্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)॥

(প্রবিশ্যাভিমন্যুঃ।)

অভিমন্যুঃ। তিণ্ণি উবসরিআ সআইং মুল্লেণ গেহ্নিদুং কঞ্চণং ণইস্সং, তা কহিং গদা অম্বা॥

(প্রবিশ্য জটিলা।)

জটিলা। হন্ত হন্ত! দাণিং সারীএ সুঅস্স কহিজ্জন্তং ণিহুদং মএ সুদং জং অহিমন্নু-বেসেণ মাহবো এহ্নিং মহঘরং উবসপ্পিস্সদি, তা গদুঅ পেক্খিস্সং॥

অভিমন্যু ইতি। ত্রীণি উপসর্য্যা ঋতুমতী গোঃ শতানি মূল্যেন গ্রহীতুং গৃহাৎ কাঞ্চনং নেষ্যামি, তৎ কুত্র গতা অম্বা॥

জটিলেতি। ইদানীং সার্য্যা শুকায় কথ্যমানং নিভৃতং ময়া শ্রুতং যদভিমন্যু-বেশেন মাধব ইদানীং মম গৃহমুপসর্পতি, তৎ গত্বা দ্রক্ষ্যামি আশ্চর্য্যং সত্যমেব ধূর্ত্ত আগতস্তৎ গত্বা প্রামাণিকজনং আনেষ্যামি॥

রহিয়াছে! তবে আমি ক্ষণকাল লুক্কায়িত হইয়া অবস্থিতি করি॥

(এই বলিয়া গোপনভাবে রহিলেন)॥

(অভিমন্যু প্রবেশপূর্ব্বক।)

অভিমন্যু। তিন শত ঋতুমতী গাভী মূল্যদ্বারা গ্রহণ করিবার জন্য গৃহ হইতে স্বর্ণ লইয়া যাইব, অতএব জননী কোথায় গেলেন?॥

(জটিলা প্রবেশপূর্ব্বক।)

জটিলা। হায় হায়! সম্প্রতি আমি শুনিলাম, শারী শুককে নির্জ্জনে বলিতেছিল যে, এক্ষণে মাধব অভিমন্যুর বেশ

(ইতি পরিক্রামন্তী দ্বারি-দূরাদভিমন্যুমালোক্য।)

অব্বো! সচ্চং চ্চেঅ এসো ধুত্তো আঅদো।

তা গদুঅ পামাণিঅং জণং আণিস্সং ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তা) ॥

অভিমন্যুঃ। বিসাহে! কুত্থ বট্টসি ॥

(প্রবিশ্য ললিতা।)

ললিতা। (স্বগতং) এত্থ কহ্ণং পেসিহুং সারীবঅণেণ বিসাহা গদা ॥

অভিমন্যু ইতি। বিশাখে! কুত্র বর্ত্তসে ॥

ললিতেতি। অত্র কৃষ্ণং প্রেষিতুং শারীবচনেন বিশাখা গতা ॥

ধারণ করিয়া আমার গৃহে গমন করিতেছে, তবে গিয়া দেখিগা ॥

(এই বলিয়া গমন করতঃ দূর হইতে দ্বারদেশে অভি-মন্যুকে দেখিয়া।)

কি আশ্চর্য্য! সত্যই যে ধূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হই-য়াছে! তবে গিয়া প্রমাণিকজনকে আনয়ন করি ॥

(এই বলিয়া গমন করিল) ॥

অভিমন্যু। বিশাখে! কোথায় আছ? ॥

(ললিতা প্রবেশপূর্ব্বক।)

ললিতা। (মনে মনে) এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাবার জন্য শারিকা-বাক্যে বিশাখা কি গমন করিয়াছে? ॥

(প্রকাশং লজ্জামভিনীয় নীচৈঃ ।)

সুহঅ ! এত্থ বিসাহা ণত্থি ॥

(ততঃ প্রবিশতি গার্গী-ভারুণ্ডা-কুন্দলতাভিরাবৃতা জটিলা) ॥

জটিলা । কুন্দলদে ! পেক্‌খ অপ্প‌ণো সহীএ সোসীল্লং ॥

কুন্দলতা । (দৃষ্ট্বা মুখমানময়ন্তী) হা দেব্ব ! রক্‌খ রক্‌খ ॥

ভারুণ্ডা । অজ্জে গগ্‌গি ! পেক্‌খ পেক্‌খ, পচ্চক্‌খো অহিমণ্ণু-জ্জেব্ব সংবুত্তো এসো রইণাঅরো তুহ কহ্নো, তা অলিঅং ণ জলই জড়িলা মে সহী ॥

(প্রকাশমিতি ।)

সুভগ ! অত্র বিশাখা নাস্তি ॥

জটিলেতি । কুন্দলতে ! পশ্য আত্মনঃ সখ্যাঃ সৌশীল্যং ॥

কুন্দেতি । হা দেব ! রক্ষ রক্ষ ॥

ভারুণ্ডেতি । আর্য্যে গার্গি ! পশ্য পশ্য, প্রত্যক্ষমভিমন্যুরেব সংবৃত্ত এব রতিনাগরস্তব কৃষ্ণঃ, তদলীকং ন জলতি জটিলা মে সখী ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক লজ্জা অভিনয় করিয়া ধীরে ধীরে ।)

হে সুভগ ! এস্থানে বিশাখা নাই ॥

(এমত সময়ে গার্গী, ভারুণ্ডা ও কুন্দলতা প্রভৃতিতে আবৃত হইয়া জটিলার প্রবেশ) ॥

জটিলা । কুন্দলতে ! আপনার সখীর সুশীলতা দেখ ॥

কুন্দলতা । (অবলোকনপূর্ব্বক বদন অবনত করিয়া) হা দেব ! রক্ষা কর, রক্ষা কর ॥

ভারুণ্ডা । আর্য্যে গার্গি ! দেখুন দেখুন, আপনার রতিনাগর

জটিলা। অজ্জে গগ্‌গি! দিট্‌ঠিআ দাণিং পত্তিআইদং তুএ তা অগ্‌গদো সণ্ণিহিজ্জউ ॥

(ইতি পৃষ্ঠতঃ পরিক্রম্য পুত্রস্য হস্তমাকর্ষন্তী সাক্ষেপং।)

রে গোউলকিশোরীলম্পডআ! অরে পরঘরলুণ্ঠণআ! কহং তুমং পি অপ্পণো পুত্তং মণ্ণিস্‌সদি জড়িলা ॥

অভিমন্যুঃ। (স লজ্জং মুখমাবৃত্য ব্যাবর্ত্তয়তি) ॥

জটিলেতি। আর্য্যে গার্গি! দিষ্ট্যা! ইদানীং প্রত্যায়িতং ত্বয়া তদগ্রতঃ সন্নিধীয়তাং ॥

রে গোকুলকিশোরীলম্পটক! অরে পরগৃহলুণ্ঠক কৃষ্ণ! ত্বামপি আত্মনঃ পুত্রং মংস্যতি জটিলা। সারূপ্য-নাম নাটকভূষণমিদং। তথাচ, দৃষ্টশ্রুতানুভাবার্থকথনাদি সমুদ্ভবং। সাদৃশ্যং [illegible]ভাৎ তৎ সারূপ্যং নিরূপ্যতে। অত্র শারিকা-মুখতঃ কৃষ্ণপ্রবেশসংক্ষোভাৎ জটিলায়াঃ স্বপুত্রে কৃষ্ণবুদ্ধিরিতি সারূপ্যং॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ অভিমন্যুরস্বরূপ হইয়াছেন, অতএব আমার সখী জটিলা মিথ্যা দগ্ধ হয় না ॥

জটিলা। আর্য্যে গার্গি! কি সৌভাগ্যের বিষয়, সম্প্রতি আপনার প্রত্যক্ষ হইল ত? তবে একবার সম্মুখে আসুন ॥

(এই বলিয়া পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুত্রের হস্ত ধরিয়া আক্ষেপের সহিত।)

অরে গোকুলকিশোরীলম্পটক! অরে পরগৃহলুণ্ঠক কৃষ্ণ! কেন তোকে জটিলা আপনার পুত্র বলিয়া মানিবে ॥

অভিমন্যু। (লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল) ॥

জটিলা। অরে রঅহিণ্ডুয়া! কীস মুহং ঢক্কসি জং দে বিজ্জা ণ বিক্কাইদা॥

(ইতি প্রসহ্য সংমুখয়তি)॥

অভিমন্যুঃ। (স্বগতং) হদ্ধী হদ্ধী! বাউলীআএ অম্বাএ লজ্জপজ্জাউলো কিদোহ্মি, তা ইদো অবক্কমিস্সং॥

(ইতি পরিক্রামতি)॥

জটিলা। (ধাবন্তী পটাঞ্চলমাকৃষ্য) রে চোর! এসো দিঢ়ং গহিদোসি, কহং পলাএসি॥

জটিলেতি। অরে রতিহিণ্ডক রতিচৌর! ইতি যাবৎ কস্মাদাত্মনো মুখং আচ্ছাদয়সি। যত্তে বিদ্যা ন বিক্রীতা। বজ্রং নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। বজ্রং তদিতি বিজ্ঞেয়ং সাক্ষান্নিষ্ঠুরভাষণং। অত্র জটিলায়াঃ কৃষ্ণধিয়া স্বপুত্রে নিষ্ঠুরভাষণং॥

অভিমন্যু ইতি। হা ধিক্ ধিক্! বাউলিকয়া ক্ষিপ্তয়া ইত্যর্থঃ। অম্বয়া লজ্জাপর্য্যাকুলী কৃতোঽস্মি, তদিতোঽবক্রমিষ্যামি॥

জটিলেতি। রে চোর! এষ দৃঢ়ং গৃহীতোঽসি, কথং পলায়সে॥

জটিলা। অরে রতিতস্কর! মুখ ঢাকিতেছিস্ কেন? তোর বিদ্যা আর বিক্রয় হইবে না॥

(এই বলিয়া বলপূর্ব্বক সম্মুখে আনিল)॥

অভিমন্যু। (মনে মনে) হা ধিক্ হা ধিক্! বাতুলা জননী আমাকে লজ্জিত করিল! তবে এখান হইতে পলায়ন করি॥

(এই বলিয়া প্রস্থান করিল)॥

অভিমন্যুঃ। (সাপত্রপং ব্যাঘুট্য) অক ভারুণ্ডে! ণূণং জণণী মো ভূদাহিভূদা সংবুত্তা ॥

(সর্ব্বাঃ প্রত্যভিজ্ঞায় সশব্দং হসন্তি) ॥

জটিলা। (মুখং নিভাল্য স্বগতং) হদ্ধী হদ্ধী! পমাদো পমাদো! কহং পবাসাদো পুত্তও চ্চেঅ মে সমাঅদো ॥

(ইতি সাপত্রপমুরস্তাড়য়ন্তী নিষ্ক্রান্তা) ॥

অভিমন্যু ইতি। (ব্যাঘট্য অধঃশিরো ভূত্বা) অক হে অম্ব ভারুণ্ডে! নূনং জননী মে ভূতাভিভূতা সংবৃত্তা ॥

জটিলেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! প্রমাদঃ প্রমাদঃ! কথং প্রবাসাৎ পুত্র এব মে সমাগতঃ ॥

জটিলা। (দৌড়িয়া গিয়া বস্ত্রাঞ্চল ধারণপূর্ব্বক) অরে চোর! দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছি, আর কিরূপে পলায়ন করিবি? ॥

অভিমন্যু। (লজ্জার সহিত নতবদন হইয়া) আর্য্যে ভারুণ্ডে! নিশ্চয় আমার জননী ভূতাভিভূতা হইয়াছেন অর্থাৎ ইহাঁকে ভূতে পাইয়াছে ॥

(সকলে এই কথায় বিশ্বাস করিয়া শব্দসহকারে উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন) ॥

জটিলা। (মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে) হা ধিক্ হা ধিক্! কি প্রমাদ কি প্রমাদ! কিরূপে প্রবাস হইতে আমার পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইল! ॥

(এই বলিয়া লজ্জাসহকারে বক্ষে আঘাত করিতে করিতে চলিয়া গেল) ॥

ভারুণ্ডা। বচ্ছ! সচ্চং উম্মত্তা দে অম্বা, জং তুমং মাহবং মণ্ণেদি॥

অভিমন্যুঃ। (স্মিতং করোতি)॥

কুন্দলতা। বীর অভিমণ্ণো! পুণ্ণবদী মে সহী রাহা, জাএ দক্‌খিণা সচ্চবাদিণী সিণিদ্ধা, তুম্হ মাদা সস্‌সূ লদ্ধা, তা অম্হে গদুঅ এদং অউরুব্বং, সে ণচ্চণং ভঅবদীএ ণিবেদম্হ॥

(ইতি তিস্রো নিষ্ক্রান্তা)॥

ভারুণ্ডেতি। বৎস! সত্যং উন্মত্তা তে অম্বা, যৎ ত্বামেব মাধবং মন্যতে॥
কুন্দেতি। বীর অভিমন্যো! পুণ্যবতী মে সখী রধা, যয়া দক্ষিণা সত্যবাদিনী স্নিগ্ধা, তব মাতা শ্বশ্রূর্লব্ধা, তৎ বয়ং গত্বা এতদপূর্ব্বং অস্য জটিলায়া ইত্যর্থঃ। নর্ত্তনং ভগবত্যৈ নিবেদয়ামঃ॥

ভারুণ্ডা। বৎস! সত্যই তোমার জননী উন্মত্তা, যে হেতু তোমাকে মাধব বলিয়া মানিতেছেন॥

অভিমন্যু। (হাসিতে লাগিল)॥

কুন্দলতা। বীর অভিমন্যো! দেখ আমার সখী শ্রীরাধা অতিশয় পুণ্যবতী, ইনি সরলা, সত্যবাদিনী, স্নিগ্ধা, তোমার জননীকে স্বশ্রূরূপে লাভ করিয়াছেন, অতএব আমরা গিয়া তাঁহার এই অপূর্ব্ব নৃত্য-বৃত্তান্ত ভগবতী পৌর্ণমাসীকে নিবেদন করিগা॥

(এই বলিয়া তিন জনের প্রস্থান)॥

অভিমন্যুঃ। ললিদে! আণেহি মাদরং, জং তুরিঅং গন্তু কামোহ্মি॥

ললিতা। (নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য চ) বীর! তুম্ম পুরদো আঅন্তুং লজ্জেদি অজ্জা॥

অভিমন্যুঃ। হোদু সঅং চ্চেঅ পেড়িআদো কঞ্চণং ঘেত্তূণ গমিস্সং॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

কৃষ্ণঃ। সখে মন্ত্রিরাজ! পরমানন্দমিদমননুভূতমেবানুভাব্যমানোঽস্মি চারণৈঃ॥

অভিমন্যু ইতি। ললিতে! আনয় মাতরং, যৎ ত্বরিতং গন্তু কামোঽস্মি॥
ললিতেতি। বীর! তব পুরত আগন্তুং লজ্জতি আর্য্যা॥
অভিমন্যু ইতি। ভবতু স্বয়মেব পেটিকাতঃ কাঞ্চনং গৃহীত্বা গমিষ্যামি॥

অভিমন্যু। ললিতে! মাতাকে আনয়ন কর, আমি শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি॥

ললিতা। (গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া) বীর! আর্য্যা তোমার নিকট আসিতে লজ্জিতা হইতেছেন॥

অভিমন্যু। লজ্জাবশতঃ মাতা যদি আগমন না করেন, তবে আমিই পেটিকা হইতে কাঞ্চন লইয়া গমন করিতেছি॥

(এই বলিয়া প্রস্থান)॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে মন্ত্রিরাজ! নট-সকল আমাকে অননুভূত পরমানন্দ অনুভব করাইল॥

(প্রবিশ্য বৃন্দা ।)

বৃন্দা । ললিতে ! লঘু পলায়স্ব, লঘু পলায়স্ব, পশ্য পরাবর্ত্ততে মন্যুমানেষোঽভিমন্যুঃ ॥

ললিতা । (সশঙ্কমালোক্য) দারুণ-সন্দিট্‌ঠিঅং মহুরোদক্কং ইমস্‌স পেক্‌খণং পড়িভাদি, তা কলিদাহিমণ্ণু-রূবেণ মাহবেণ হোদব্বং ॥

বৃন্দা । (সানন্দং) কিন্নাম রাধা সখীনাং ধিয়াং অক্ষুণ্ণং, পশ্য পশ্য ।

মন্দা সান্ধ্য-পয়োদ-সোদররুচিঃ সৈবাভিমন্যোস্তনু-
র্বক্ত্রং হন্ত ! তদেব খর্ব্বট-ঘটী-ঘোণং বিগাঢ়েক্ষণং ।

ললিতেতি । দারুণং সংদিষ্টিকং মধুরোদর্কং অস্য প্রেক্ষণং প্রতিভাতি, তং কলিতাভিমন্যু-রূপেণ মাধবেন ভবিতব্যং ॥

বৃন্দেতি । অক্ষুণ্ণং মহত্বং ।

(বৃন্দা প্রবেশপূর্ব্বক ।)

বৃন্দা । ললিতে ! শীঘ্র পলায়ন কর, শীঘ্র পলায়ন কর, ঐ দেখ অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার আসিতেছে ॥

ললিতা । (ভয়ের সহিত অবলোন করিয়া) ইহাঁর দৃষ্টি আপাতক ভীষণ হইলেও উত্তরকালে মাধুর্য্যময় বোধ হইতেছে, অতএব বোধ হয়, অভিমন্যুর বেশে মাধব আসিতেছেন ॥

বৃন্দা । (সানন্দে) শ্রীরাধার সখীগণের কি বুদ্ধির মহত্ব, দেখ দেখ ।

অভিমন্যুর সন্ধ্যাকালীন নিবিড়-মেঘের ন্যায় যেরূপ

ব্যস্তা সৈব গতিঃ করবীর-কুসুমচ্ছায়ং তদেবাম্বরং
মুদ্রা কাপি তথাপ্যসৌ পিশুনয়ত্যস্য স্বরূপচ্ছটাং ॥৩২॥
(ততঃ প্রবিশত্যভিমন্যুবেশো মাধবঃ)।

মাধবঃ।

পরিতঃ পরিবর্ত্তিতং হ্রিয়া
কলিতভ্রূকুটিকুঞ্চিতেক্ষণং।
মধুরদ্যুতি-রাধিকামুখং
পরিপাস্যামি কদা বলাদহং ॥ ৩৩ ॥
(পুরো দৃষ্ট্বা।)

সন্ধ্যা ভব মেঘতুল্যরুচির্যস্যাঃ সা, স্বরূপচ্ছটাং অসাধারণরূপচ্ছটাং ॥ ৩২ ॥
মাধব ইতি। পরিবর্ত্তিতং চালিতং। কলিতা রচিতা যা ভ্রূকুটিস্তয়া কুঞ্চিতে ঈক্ষণে যত্র তৎ পাস্যামি পশ্যামি ॥ ৩৩ ॥

কান্তিবিশিষ্ট শরীর, তাহার যেমন খর্ব্বটদেশীয় ঘটীতুল্য নাসা ও গভীর লোচন, তাহার যেমন ব্যস্ততাগতি, তাহার করবীর-কুসুমের তুল্য অরুণ-বসন এবং তাহার যেমন ভঙ্গী, ইহাঁরও তদ্রূপ অসাধারণ রূপের ছটা দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩২ ॥

(অনন্তর অভিমন্যুর বেশে মাধবের প্রবেশ)।

মাধব।

আহা! যাহা চতুর্দ্দিকে পরিচালিত এবং যাহাতে লজ্জা-নিবন্ধন-ভ্রূকুটিশালি কুঞ্চিত লোচন, সেই মধুর দ্যুতিবিশিষ্ট শ্রীরাধার বদন সহসা কবে আমি অবলোকন করিব! ॥ ৩৩ ॥

(অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া।)

ললিতে! ক্ক সা তে সখীছায়া জীবিতৌষধিঃ ॥

ললিতা। হলা রাহে! ইদো দাব ॥

(প্রবিশ্য রাধা)।

রাধা। (সলজ্জ-স্মিতমাত্মগতং।)

অণহিট্‌ঠোবি পঅত্থো পিএণ অঙ্গীকিও সুহাবেদি।

গরলে হি গিরিসগহিএ গুরুঅং গোরী ণ কিং রমই ॥৩৪॥

মাধবঃ। ললিতে! হস্তগতা মে মহানিধিসম্পৎ প্রতীয়তাং ॥

ললিতেতি। সখি রাধে! ইতস্তাবৎ ॥

রাধেতি। অনভীষ্টোহপি পদার্থঃ প্রিয়েণাঙ্গীকৃতঃ সুখাপয়তি। গরলেহপি গিরিশগৃহীতে গুরুকং অতিশয়ং গৌরী ন কিং রমতে ॥ ৩৪ ॥

মাধব ইতি। মহানিধিসম্পাত্তিরূপা রাধা ॥

ললিতে! যিনি আমার জীবনৌষধি-স্বরূপ, তোমার সেই সখী কোথায়? ॥

ললিতা। সখি রাধে! এই স্থানে আইস ॥

(শ্রীরাধার প্রবেশ)।

শ্রীরাধা। (লজ্জার সহিত হাস্যপূর্ব্বক মনে মনে।)

প্রিয়তম অনভীষ্ট অভিমন্যু-বেশ ধারণ করিয়াও কি সুখ প্রদান করিতেছেন না! গিরিশ-গরল গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গৌরী কি তাঁহাতে গুরুতর রমণ করেন না! ॥ ৩৪ ॥

মাধব। ললিতে! মহানিধি-সম্পৎ শ্রীরাধা আমার হস্তগত হইয়াছে, জানিও ॥

ললিতা। জই সা জক্‌খিণী বিগ্‌ঘং ণ করেদি ॥

(প্রবিশ্য জটিলা।)

জটিলা। (স হর্ষং) বহূড়িএ! দিট্‌ঠিআ অজ্জ তুমং সুবুদ্ধিআ সংবুত্তা, জং পুত্তস্‌স মে দিট্‌ঠিমগ্‌গে গদাসি ॥

(সর্ব্বে সম্ভ্রমং নাটয়ন্তি) ॥

জটিলা। পুত্ত অহিমণ্ণো! সজ্‌ঝারম্ভে দিট্‌ঠী মে সুট্‌ঠু ণ উম্মীলই ॥

মাধবঃ। (স হর্ষ-স্মিতং) অব্ব! তহ অঞ্জণং দাইস্‌সং জহ সমগ্‌গদমা দে দিট্‌ঠী হোই ॥

ললিতেতি। যদি সা যক্ষিণী বিঘ্নং ন করোতি ॥

জটিলেতি। বধূটিকে! দিষ্ট্যা অদ্য ত্বং সুবুদ্ধিকাসি সংবৃত্তা, যৎ পুত্রস্য মে দৃষ্টিমার্গে গতাসি ॥

জটিলেতেতি। পুত্র অভিমন্যো! সন্ধ্যারম্ভে দৃষ্টির্মে সুষ্ঠু নোন্মীলতি ॥

মাধব ইতি। হে অম্ব! তথা অঞ্জনং দাস্যামি, যথা সমগ্রতমা পূর্ণা পক্ষে সমগ্র-তমোঽন্ধকারং যত্র তে দৃষ্টির্ভবতি ॥

ললিতা। যক্ষিণী জটিলা যদি বিঘ্ন না করে ॥

(জটিলার প্রবেশ)।

জটিলা। (হর্ষের সহিত) বধূটীকে! আজ তুমি সুবুদ্ধিমতী হইলা, যে হেতু পুত্রের দৃষ্টিপথে গমন করিয়াছ ॥

(সকলে সম্ভ্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন) ॥

জটিলা। পুত্র অভিমন্যো! সন্ধ্যা আরম্ভ হইলে আমার দৃষ্টি উত্তমরূপে প্রকাশ পায় না ॥

মাধব। (আনন্দসহকারে হাস্য করিয়া) মাতা! আপনাকে

কৃষ্ণঃ । (মন্দং মন্দং বিহস্য) সখে মন্ত্রিরাজ ! দিষ্ট্যাদ্য ভবতা, গোকুলকেলি-সুধাসিন্ধু-পুলিনেঽবতীর্ণং ॥

জটিলা । (সানন্দং) বচ্ছ ! কীস তুএ আআরিদম্হি ॥

বৃন্দা । সাম্প্রতং প্রদোষনিষেব্যাং গোমঙ্গলাং দেবীমারিরাধয়িষুরসৌ ত্বামনুজ্ঞাপয়তি ॥

মাধবঃ । অব্ব ! বহূ দে মএ সদ্ধং চেচ্চতরুণো মূলে গন্তুং ণ ইচ্ছদি ॥

জটিলেতি । বৎস ! কস্মাৎ ত্বয়া আকারিতাস্মি ॥

বৃন্দেতি । গবাং মঙ্গলং যস্যাঃ সকাসাৎ গোমঙ্গলা-নাম দেবী ॥

মাধব ইতি । হে অম্ব ! বধূস্তে ময়া সার্দ্ধং চৈত্যতরোর্মূলে গন্তুং ন ইচ্ছতি ॥

সেইরূপ অঞ্জন দেওয়াইব, যাহাতে আপনার সম্পূর্ণ অন্ধকারময় দৃষ্টি হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ । (মন্দ মন্দ হাস্যপূর্ব্বক) সখে মন্ত্রিরাজ ! বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আজ তুমি গোকুলক্রীড়ারূপ সুধা-সমুদ্রের পুলিনে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥

জটিলা । (আনন্দের সহিত) বাছা ! তুমি কেন আমাকে আহ্বান করিলা ? ॥

বৃন্দা । সম্প্রতি সন্ধ্যাকালে গোমঙ্গলা-দেবীর আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন ॥

মাধব । মা ! তোমার বধূ আমার সঙ্গে চৈত্যবৃক্ষের মূলে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না ॥

জটিলা। জাদে রাহি! এক্কং গুরুঅণস্‌স মে বঅণং পড়িবালেহি, তুণ্ণং জাহি ইমিণা কন্তেণ সদ্ধং ॥

রাধা। (স্বগতং) অম্মহে! অচ্চরিও বিহী ॥

(প্রকাশং।)

ললিদে! অসুত্থ-দেহহ্মি, তা বিণ্ণবেহি ণং ॥

জটিলা। কুলপুত্তি! সিরেণ মে সাবিদাসি ॥

রাধা। (মাধবমপাঙ্গেন পশ্যতি) ॥

জটিলেতি। যাতে বৎসে! ইতি যাবৎ, রাধে! একং গুরুজনস্য মে বচনং প্রতিপালয়, তূর্ণং যাহি অনেন কান্তেন সার্দ্ধং ॥

রাধেতি। আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যো বিধিঃ ॥.

ললিতে! অসুস্থ-দেহাস্মি, তৎ বিজ্ঞাপয় এনাং জটিলামিত্যর্থঃ ॥

জটিলেতি। হে কুলপুত্রি! সিরসা ময়া শপ্তাসি ॥

জটিলা। বৎসে রাধে! আমি তোমার গুরুজন, আমার একটা কথা রাখ, শীঘ্র এই কান্তের সহিত গমন কর ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) ও মা! এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা! ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

ললিতে! শ্বশ্রূকে জানাও যে, আমার শরীর অতিশয় অসুস্থ আছে ॥

জটিলা। কুলপুত্রি! আমি তোমাকে মাথার দিব্য দিতেছি ॥

শ্রীরাধা। (নেত্রকোণদ্বারা মাধবকে অবলোকন করিতে লাগিলেন) ॥

মাধবঃ। ললিদে! কুড়ুঙ্গে মঙ্গলরঙ্গ-জাঅরং অজ্জ অম্হে করিস্সম্হ, তা চন্দণগন্ধোবহারং সম্পাদিঅ লম্ভেহি। তত্থ পসাহিঅং রাহিঅং অহং কিল পঢমং সাহেমি॥

(ইতি সর্ব্বাভিঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ)॥

কৃষ্ণঃ। (পৌর্ণমাসীং প্রণম্য) ভগবতি! সন্দীপিতার্ত্তিরহং ন সমর্থোঽস্মি ধৃতিমালম্বিতুং কিং করবৈ॥

পৌর্ণমাসী। (স্বগতং।)

মাধব ইতি। ললিতে! কুঞ্জে মঙ্গলরঙ্গ-জাগরণং অদ্য বয়ং করিষ্যামঃ, তং চন্দনগন্ধ উপহারং সম্পাদ্য লম্ভয় আনয়েত্যর্থঃ। তত্র প্রসাধিতাং রাধিকাং অহং কিল প্রথমং সাধয়ামি॥

কৃষ্ণ ইতি। প্রথমকল্পে রাধাপ্রস্তাবে মুখ্যে ব্যতীতে সতি, চন্দ্রাবলিরেবানুকল্পো গৌণো বক্তব্যো ভবতীত্যর্থঃ॥

মাধব। ললিতে! আজ আমরা কুঞ্জমধ্যে মঙ্গল-জাগরণ করিব, একারণ গন্ধচন্দন প্রভৃতি উপহার সকল সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে সুসজ্জিত করিয়া তথায় লইয়া যাও আমি অগ্রেই চলিলাম॥

(এই বলিয়া সকলের সহিত প্রস্থান)॥

শ্রীকৃষ্ণ। (পৌর্ণমাসীকে প্রণাম করিয়া) ভগবতি! বিরহ-পীড়া উদ্দীপ্ত হওয়ায় আর আধি-ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না, কি করিব?॥

পৌর্ণমাসী। (মনে মনে।)

প্রথমকল্পে ব্যতীতে চন্দ্রাবলিরেবাত্র সাম্প্রতমনুকল্পঃ।
তদদ্য সান্দীপণিমন্দির-প্রয়াণ-কৈতবেন কুণ্ডিনমুপযাস্যামি॥
কৃষ্ণঃ। ভগবতি! বড়ভীমধিরোঢ়ুমনুজ্ঞাপয়ামি॥
(ইতি সর্ব্বৈঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ)॥
(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)॥ ৩৫॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে রাধাভিসারাখ্য
গর্ভাঙ্ক-গর্ভশ্চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

কৃষ্ণ ইতি। বড়ভী চন্দ্রশালিকা॥ ৩৫॥
॥ * ॥ ইতি ললিতমাধবনাটকে চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

মুখ্যকল্প শ্রীরাধাবিষয়ক প্রস্তাব ত অতীত হইল! সম্প্রতি চন্দ্রাবলীই অনুকল্প অর্থাৎ গৌণ পক্ষ, অতএব সান্দীপণি-মুনির গৃহ-গমন-ছলে কুণ্ডিননগরে গমন করিব॥
শ্রীকৃষ্ণ। ভগবতি! চন্দ্রশালিকায় আরোহণ করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি॥
(এই বলিয়া সকলের সহিত গমন করিলেন)॥
(অনন্তর সকলের প্রস্থান)॥ ৩৫॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীলিলতমাধবনাটকে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-রত্নকৃত ব্যাখ্যায় শ্রীরাধাভিসারাখ্য গর্ভাঙ্ক-গর্ভচতুর্থ অঙ্ক ॥ * ॥

ললিতমাধবনাটকং।

পঞ্চমোঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাসী।)

পৌর্ণমাসী।

শার্ঙ্গিণ্যলীকপরিবাদ-শতার্পণেন
জাতোরু-পাতকমলীমসমানসানাং।
সেয়ং গিরীশগিরি-গৌরবিতৈর্নৃপাণাং
দূষ্যৈর্বিদর্ভনগরী পরিদূষিতাস্তি ॥ ১ ॥

অত্র তৃতীয়-চতুর্থয়ো রাধাচরিত্রমুক্ত্বাধুনা চন্দ্রাবলী-চরিত্রমাহ ॥

(ততঃ প্রবিশতীত্যাদিভিঃ)।

পৌর্ণেতি। শার্ঙ্গিণি কৃষ্ণে রুক্মিণীবিবাহে মিথ্যা দোষশতার্পণেন। গিরিশ-গিরিঃ কৈলাসস্ততোঽপি গুরুতরৈর্দূষ্যৈর্বস্ত্রময়গৃহৈঃ পরিতো দূষিতা। দূষ্যং স্যাদ্বস্ত্রমন্দিরং ॥ ১ ॥

তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে শ্রীরাধার চরিত্র বর্ণন করিয়া এক্ষণে চন্দ্রাবলীর চরিত্র বলিতে আরম্ভ করিতেছেন অর্থাৎ রুক্মিণীর বিবাহ লীলা বর্ণন ॥

(অনন্তর পৌর্ণমাসীর প্রবেশ।)

পৌর্ণমাসী।

আহা! শ্রীকৃষ্ণে অলীক শত শত পরিবাদ প্রদানজনিত গুরুতর পাপে যাহাদিগের চিত্ত অতিশয় মলিন হইয়াছে,

(নেপথ্যে।)

ঋদ্ধাসিদ্ধি-ব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-

র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।

যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং

গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণী-পান্থতাং ন প্রযাতি॥ ২॥

পৌর্ণমাসী। (বিলোক্য স হর্ষং।)

ভুজতট-বিলুঠজ্জটাঞ্চলোঽয়ং

মধুরিপুকীর্ত্ত্যুপবীণন-প্রবীণঃ।

(নেপথ্যে)। ঋদ্ধা সমৃদ্ধা সম্পূর্ণেত্যর্থঃ। সিদ্ধি-ব্রজেন বিজয়িতা, সত্যো ধর্ম্মঃ সাধনং যস্যাং সা। সমাধির্ব্রহ্মানন্দসাধনং, তৎফলং ব্রহ্মানন্দোঽপি তাবচ্চমৎকারয়তি যাবৎ প্রেম্নাং গন্ধলেশোঽপি নোৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তস্মিন্নৈশ্বর-সুখে হৃদি গতে সতি বিষয়সুখ ব্রহ্মসুখং চ তুচ্ছং ভবতীত্যর্থঃ॥ ২॥

সেই সকল নৃপতিগণের কৈলাসগিরি অপেক্ষাও গুরুতর বস্ত্র-মণ্ডপসমূহদ্বারা এই বিদর্ভনগরী চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্তা হইয়া রহিয়াছে॥ ১॥

(বেশগৃহে।)

সেই পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সাধনসম্পন্ন সমাধি এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দও চমৎকারাতিশয় প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন, যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণবিষয়ে সিদ্ধ ঔষধি-স্বরূপ প্রেমসমূহের গন্ধলেশও অন্তঃকরণ-পথের পথিক-কথা প্রাপ্ত না হয়॥ ২॥

পৌর্ণমাসী। (অবলোকন করিয়া হর্ষের সহিত।)

আহা! যাঁহার ভুজতটে জটাঞ্চল লুণ্ঠিত, যিনি বীণাদ্বারা

উদয়তি শরদিন্দুরোচিরচ্ছঃ
কথমিহ কচ্ছপিকাকরঃ সুরর্ষিঃ ॥ ৩ ॥

(প্রবিশ্য নারদঃ।)

নারদঃ। (ঋদ্ধেত্যাদি পঠতি) ॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্নভিবাদয়ে ॥

নারদঃ। মুকুন্দস্য প্রিয়ঙ্করী ভব ॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! শ্রুতং মুকুন্দো মথুরাতঃ প্রতস্থে ॥

নারদঃ। অথ কিং।

পৌর্ণেতি। মধুরিপুকীর্ত্তের্বীণয়া গানং তস্মিন্ প্রবীণঃ অচ্ছঃ নির্ম্মলঃ, কচ্ছপিকাকরঃ বীণাহস্তঃ ॥ ৩ ॥

পৌর্ণেতি। অভিবাদয়ে নমস্করোমি ॥

মুকুন্দের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছেন, যাঁহার কান্তি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও হস্তে বীণা ধারণ, সেই দেবর্ষি নারদ কিরূপে এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! ॥ ৩ ॥

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। (পূর্ব্বোক্ত "ঋদ্ধাসিদ্ধি-ব্রজ-বিজয়িতা" এই শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন) ॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! নমস্কার করি ॥

নারদ। তুমি মুকুন্দের প্রিয়ঙ্করী হও ॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! আমি শুনিয়াছি, মুকুন্দ মথুরা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন ॥

নারদ। হাঁ সত্য।

হত্বা ম্লেচ্ছাধিরাজং পুরমথনবরান্মাথুরাণামবধ্যং
স্বচ্ছন্দং কন্দরান্তর্নয়নজদহনে মৌচুকুন্দে মুকুন্দঃ।
ভূয়ো ভূয়ঃ কদর্থীকৃত-কুটিল-জরাসন্ধ-দুষ্টাভিসন্ধিঃ
সিন্ধোস্তীরে সবন্ধুর্নগবতিনগরে দ্বারকায়ামবাসীৎ ॥ ৪ ॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! বলীয়সা স্নেহানলেনাস্যাস্তনোরন্তি-মেষ্টৌ সংপ্রবৃত্তায়াং দিষ্ট্যাদ্য দৃষ্টোঽসি ॥

নারদঃ। বৎসে! স্ফুটমেকেনাপি চন্দ্রমসা পৌর্ণমাসী সমৃদ্ধ্যতি, কিমুত পূর্ণকলয়া চন্দ্রাবল্যা ॥

নারদ ইতি। ম্লেচ্ছাধিরাজং কালযবনং। পুরমথনঃ শিবঃ, ভূয়ো ভূয়ঃ কদর্থীকৃতঃ কুটিল-জরাসন্ধ-দুষ্টানামভিসন্ধিকদ্যমো যেন সঃ। নগবতিপর্ব্বত-যুক্তে ॥ ৪ ॥

পৌর্ণেতি। অন্তিমেষ্টৌ মরণদশায়াং ॥

কাল-যবন, মহাদেবের বরে মথুরাবাসিদিগের অবধ্য ছিল, সে আসিয়া মথুরাপুরী অবরোধ করায় মুকুন্দ কৌশলক্রমে ঐ যবনকে লইয়া গিয়া পর্ব্বত-গুহান্তর্গত মুচুকুন্দের নয়নাগ্নিতে স্বচ্ছন্দে বধ করেন, পরে কুটিলবুদ্ধি দুষ্ট জরাসন্ধের উদ্যমকে পুনঃ পুনঃ কদর্থন করিয়া সমুদ্রতটবর্ত্তি পর্ব্বতশালিনী দ্বারকা-নগরে গমন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! প্রবল স্নেহানলে আমার এই তনুর অন্তিম দশা উপস্থিত হইয়াছে,- কি সৌভাগ্য! এমন সময়ে আপনি আমার নয়নগোচর হইলেন! ॥

নারদ। বৎসে! স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যখন একটীমাত্র চন্দ্র-দ্বারাই পৌর্ণমাসী সমৃদ্ধিশালিনী হয়, তখন কলা-পরিপূর্ণ

পৌর্ণমাসী। (সাস্রং) ভগবন্নসাধারণ দারুণদর্শং চন্দ্রবলেঃ প্রতিপক্ষ-পক্ষ-পরার্দ্ধমুপান্তসীমনি বর্ত্ততে, ততঃ কথং পৌর্ণমাস্যাঃ সমৃদ্ধিবার্ত্তাপি ॥

নারদঃ। পুত্রি! ন বরাকাত্মপক্ষাসি কুতস্তে বহুলবিপক্ষতো ভয়ং ॥

পৌর্ণমাসী। নিতান্তমিয়ং হরিণোজ্ঝিতা সংবৃত্তা মহা-

পৌর্ণেতি। প্রতিপক্ষাঃ প্রতিকূলা যে পক্ষাস্তেষাং পরার্দ্ধং। পক্ষে প্রতিকূল-পক্ষাণাং কৃষ্ণপ্রতিপদাদীনাং পরার্দ্ধমষ্টম্যাদি চন্দ্রাবলেরুপান্তসীমনি বর্ত্ততে। কীদৃশং তৎ অসাধারণানাং দর্শো দর্শনং যত্র তৎ। পক্ষে অসাধারণো দারুণ-স্তমোময়ত্বাদ্দর্শোঽমাবস্যা যত্র তৎ ॥

নারদ ইতি। বরাক আত্মপক্ষো যস্যাঃ সা নাসি। পক্ষে শুক্লপ্রতিপদাদৌ যস্যাঃ সাসি। বহুলা যে বিপক্ষাস্তেভ্যো ভয়ং কুতস্তেঽস্তি। পক্ষে বহুলবিপক্ষঃ কৃষ্ণপক্ষস্তস্মাদ্ভয়ং তে কুতঃ, ভয়ং নাস্তীত্যর্থঃ ॥

পৌর্ণেতি। ইয়ং চন্দ্রাবলী, হরিণা পক্ষে হরিণেনোজ্ঝিতা। অস্যাশ্চন্দ্রা-

চন্দ্রাবলী দ্বারা যে শোভান্বিতা হইবে না, এ কেমন কথা! ॥

পৌর্ণমাসী। (অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে) ভগবন্! চন্দ্রাবলীর বিপক্ষপক্ষের যূথ, যাহাদের অসাধারণ ভয়ানক দৃষ্টি, তাহারা নিকট সীমায় উপস্থিত, তবে কি প্রকারে পৌর্ণমাসীর সমৃদ্ধির বার্ত্তা! ॥

নারদ। পুত্রি! তুমিও আপনার ক্ষুদ্রপক্ষ নহ, তবে কি প্রকারে বহুল-বিপক্ষ হইতে তোমার ভয় সম্ভব? ॥

পৌর্ণমাসী। নিতান্ত এই চন্দ্রাবলী হরিপরিত্যক্তা, তাহাতে

কান্তিশ্চাস্যাঃ স্বসারাধিকা ব্যতীতা কুতো ন ভীতিঃ ॥

নারদঃ। কিমদ্যাপ্যেতাং রাধিকাশোকো বাধতে ॥

পৌর্ণমাসী। অথ কিং, যদিয়ং বন্ধুবৎসলা রুক্মিণী ॥

নারদঃ। কেনেয়ং রুক্মিণীতি, বিশ্রাবিতা ॥

পৌর্ণমাসী। রুক্মিণস্তাতেন ॥

নারদঃ। (ক্ষণং প্রণিধায় স্বগতং) নম্বেতাঃ পুরব্রজরমণ্যঃ সমানতত্ত্বা অপি বিগ্রহাদিভিন্না এব, মধ্যে তু মায়য়া পরমভিন্নাঃ কৃতাঃ, সম্প্রতি ব্রজ এব, তা ব্রজরমণ্যঃ

বলেঃ স্বসা ভগিনী, মহতী কান্তির্যস্যাঃ সা। পক্ষে মহাকান্তিরিতি বিশেষ্য পদং। স্বসারেণাধিকেতি বিশেষণপদং ॥

আবার ইহাঁর ভগিনী মহতী কান্তিশালিনী শ্রীরাধা, বিরহিতা হইয়াছেন, তবে ভয় না হইবে কেন ? ॥

নারদ। আজ পর্য্যন্তও কি চন্দ্রাবলীকে শ্রীরাধা শোক-বাধা দিতেছে ? ॥

পৌর্ণমাসী। তবে কি ? যে হেতু ইনি বন্ধুবৎসলা রুক্মিণী ॥

নারদ। ইনি যে রুক্মিণী তা কে বলিল ? ॥

পৌর্ণমাসী। রুক্মির পিতা ভীষ্মক ॥

নারদ। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে) আহা! এই সকল পুররমণী ও ব্রজরমণী পরস্পর সমান তত্ত্ব হইলেও কেবল দেহমাত্র ভিন্ন, মধ্যে যোগমায়া-কর্ত্তৃক অভিন্নরূপে কল্পিত হয়, সম্প্রতি ব্রজমধ্যে সেই সকল ব্রজরমণী

প্রেমমূর্চ্ছিতা বর্ত্তন্তে, কিন্তু যোগমায়য়ৈব বিপ্রয়োগেঽপি প্রিয়সঙ্গসুখ সঙ্গমনায় তত্রৈবাচ্ছাদ্য পুররমণীষু স্বাভেদাভিমানেনাবেশিতা দীর্ঘস্বপ্ন ইব। যাস্তূদ্ধবযান-কুরুক্ষেত্র-যাত্রয়োর্নির্বৃত্তবং সমানচরিত্রাস্তাঃ খল্বষ্টোত্তরৈকশত-ষোড়শ-সহস্রতস্তস্মাদন্যা এব, তদলং তদ্রহস্যোদ্ঘাটনেন॥

(প্রকাশং।)

কিমধ্যবসিতং ভীষ্মকস্য ॥

পৌর্ণমাসী। যাদবেন্দ্রে চন্দ্রাবলী সমর্পণং ॥

নারদঃ। ততঃ কিমিত্যাকুলাসি ॥

নারদ ইতি। অধ্যবসিতং নিশ্চিতং ॥

প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু যোগমায়াই এই দারুণ বিচ্ছেদেতেও প্রিয়সঙ্গসুখ সম্প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রজভাব আচ্ছাদনপূর্ব্বক পুররমণী-সকলে অভেদাভিমানদ্বারা দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায় অনুভব করাইয়াছেন। অপর উদ্ধব আগমনে ও কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় যে সকল ব্রজরমণীদিগের চরিত্র বর্ণিত হইবে, তাঁহারা একশত অষ্টোত্তর-ষোড়শ-সহস্র প্রধানা, ইহাঁদের হইতে তাঁহারা পৃথক, যাহা হউক এ রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়োজন নাই ॥

(প্রকাশ করিয়া।)

ভীষ্মক কি নিশ্চয় করিয়াছেন ? ॥

পৌর্ণমাসী। যাদবেন্দ্রের হস্তে চন্দ্রাবলী সমর্পণ ॥

নারদ। তবে কেন অতিশয় ব্যাকুলা হইয়াছ ? ॥

পৌর্ণমাসী। প্রতিকূলে রুক্মিণি কোঽয়ং ভীষ্মকস্তপস্বী ॥
নারদঃ। বিদর্ভকুমারস্য কিমারিপ্সিতং ॥
পৌর্ণমাসী। চেদিপতেরভ্যর্থিতপূরণং ॥
নারদঃ। কথমেতদ্ভবত্যাবধারিতং ॥
পৌর্ণমাসী। রুক্মিণ্যাং পদ্যস্য প্রেষণেন ॥
নারদঃ। পঠ্যতামিদং ॥
পৌর্ণমাসী।

প্রণয়ো দমঘোষনন্দনে
শিশুপালে তব যৌবনাঞ্চিতে।

পৌর্ণেতি। চেদিপতেঃ শিশুপালস্য ॥
নারদ ইতি। অবধারিতং জ্ঞাতং ॥

পৌর্ণমাসী। প্রতিকূল রুক্মি বর্ত্তমানে ভীষ্মকতপস্বী কোথাকার কে ? ॥
নারদ। বিদর্ভতনয় রুক্মির অভিপ্রায় কি ? ॥
পৌর্ণমাসী। চেদিরাজ শিশুপালের প্রার্থনা পূরণ ॥
নারদ। তুমি কিরূপে এ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলা ॥
পৌর্ণমাসী। বিদর্ভতনয় রুক্মি রুক্মিণীকে একটী শ্লোক প্রেরণ করিয়াছে ॥
নারদ। শ্লোক পাঠ কর ॥
পৌর্ণমাসী।

দমঘোষ-নন্দন শিশুপাল যৌবনান্বিত, সমুদায় রাজগণের

নরদেববরে শ্রুতশ্রবো-

হৃদয়ানন্দিগুণে বিজৃম্ভতাং ॥ ৫ ॥

নারদঃ। ততঃ কিমধ্যবসিতং তয়া ॥

পৌর্ণমাসী। তদেব পরিবর্ত্তিত-পঞ্চাক্ষরং সঞ্চারিতং ॥

যথা—

* প্রণয়ো মম ঘোষনন্দনে

পশুপালে নবযৌবনাঙ্কিতে।

পরদেব-বরে দ্রুতশ্রবো-

হৃদয়ানন্দিগুণে বিজৃম্ভতাং ॥ ৬ ॥

পৌর্ণেতি। শ্রুতশ্রবসো হৃদয়ানন্দিগুণো যস্য ॥ ৫ ॥

পৌর্ণেতি। পরিবর্ত্তিতানি পঞ্চাক্ষরাণি যত্র তৎ ॥

দ্রুতং শীঘ্রং শ্রবসো হৃদয়ানন্দিগুণো যস্য ॥ ৬ ॥

শ্রেষ্ঠ এবং গুণদ্বারা স্বীয়-জননী শ্রুতশ্রবার হৃদয়ে আনন্দ-বিধান করিয়া থাকেন, অতএব এই শিশুপালে তোমার প্রণয় বৃদ্ধিশীলা হউক ॥ ৫ ॥

নারদ। তাহাতে তিনি কি নিশ্চয় করিলেন ? ॥

পৌর্ণমাসী। ঐ শ্লোকে পঞ্চাক্ষর পরিবর্ত্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন ॥

যথা—

যিনি গোপালন-তৎপর, নবযৌবন-ভূষিত, পরদেবতোত্তম,

---

* উক্ত পদ্যে পঞ্চাক্ষর পরিবর্ত্ত যথা—দম এই পদের দ স্থানে ম, শিশু-

নারদঃ। (বিহস্য) ততস্ততঃ॥

পৌর্ণমাসী। ততস্তদালোক্য শঙ্কিত-কৃষ্ণোপসত্তিনা যুবরাজেন দুষ্ট-রাজন্যমণ্ডলে নিমন্ত্র্য কুণ্ডিনমানেষ্যমাণে পর্য্যাকুলয়া বৎসয়ামামনুমন্ত্র্য সুনন্দনাম্না ভূসুরেণ মুকুন্দায় পত্রিকা হারিতা॥

নারদঃ। সা কিংবিধা॥

পৌর্ণমাসী।

নারদ ইতি। তৎ পদ্যং॥

পৌর্ণেতি। মামনুমন্ত্র্য ময়া সহ মন্ত্রয়িত্বা॥

যাঁহার গুণ শ্রবণমাত্রেই সহসা হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, সেই নন্দনন্দনে আমার প্রণয় বৃদ্ধিশীল হউক॥ ৬॥

নারদ। (হাস্য করিয়া) তার পর তার পর?॥

পৌর্ণমাসী। তার পর, যুবরাজ রুক্মি ঐ শ্লোক দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন শঙ্কায় দুষ্ট-ক্ষত্রিয়গণকে নিমন্ত্রণপুরঃসর কুণ্ডিনে আনয়ন করিতে উদ্যত হয়, তাহাতে বৎসা রুক্মিণী আকুলচিত্ত হইয়া আমার সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক সুনন্দনামা ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট পত্রিকা প্রেরণ করেন॥

নারদ। সে পত্রিকা কি প্রকার?॥

পৌর্ণমাসী।

পালের শি স্থানে প, তব পদের ত্ব স্থানে ন, নরদেবের ন স্থানে প এবং শ্রুতশ্রবার শ্র স্থানে রু॥

অচিরং নিরস্য রসিতৈঃ
প্রতিপক্ষনিরস্য রাজহংসনিকুরম্বং।
কৃষ্ণঘন! স্বামমৃতৈ-
স্তৃষিতাং চন্দ্রকবতীং সিঞ্চ ॥ ৭ ॥

নারদঃ। নূনমস্য ভূসুরস্য পুনরাবৃত্তির্ন নিবৃত্তাস্তি ॥

পৌর্ণমাসী। অথ কিং, যদত্র রুক্মিণি দৈবমনুকূলং ॥

নারদঃ। (সস্মিতং) জগদাশ্চর্য্য-চাতুর্য্যয়াপি কিমিত্যনু-
লোমিতস্ত্বয়া ন রুক্মী ॥

পৌর্ণমাসী। মম চাতুর্য্যমাধ্বীকেনৈব দ্বিগুণীকৃত-দুর্ম্মদেন

পৌর্ণেতি। রসিতৈর্গর্জ্জিতৈঃ, চন্দ্রকবতীং ময়ূরীং, পক্ষে চন্দ্রাবলীং ॥ ৭ ॥
নারদ ইতি। অনুলোমিতঃ অনুকূলীকৃতঃ ॥

হে কৃষ্ণমেঘ! তুমি গর্জনদ্বারা বিপক্ষ-পক্ষ রাজহংসগণকে নিরাস করিয়া অমৃতবর্ষণসহকারে স্বকীয়া তৃষিত-ময়ূরীকে সেচন কর অর্থাৎ আমি যে তোমার চন্দ্রবলী, আমারে পরিতৃপ্ত কর ॥ ৭ ॥

নারদ। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঐ ব্রাহ্মণের এ যাবৎ পুনরা-
বৃত্তি হয় নাই ॥

পৌর্ণমাসী। হাঁ সত্য, যে হেতু রুক্মির প্রতি দৈব অনুকূল ॥

নারদ। (হাস্যের সহিত) তুমি ত জগৎ মধ্যে আশ্চর্য্য
চাতুর্য্যবতী, রুক্মিকে অনুকূল করিলা না কেন? ॥

পৌর্ণমাসী। আমি চাতুর্য্য-মাধুর্য্য বিস্তার করিয়াছিলাম,
কিন্তু তন্নিবন্ধন রুক্মি দ্বিগুণতর দুর্ম্মদে আক্রান্ত হইয়া

রুক্মিণা চেদিপতেরাবুত্তভাবায় কুলদেবী চন্দ্রভাগা যাগাদ্যুপচারৈস্তথারাধিতা, যথা তদভীষ্টমেব প্রত্যাদিদেশ ॥

নারদঃ। কীদৃশমিদং ॥

পৌর্ণমাসী।

বিরচয়ন্ জননীমতিবিস্মিতাং
ভুজচতুষ্টয়বানজনিষ্ট যঃ।
স্বভগিনীং তব সূরসুতাত্মজো
গুণবতীং পরিণেষ্যতি রুক্মিণীং ॥ ৮ ॥

পৌর্ণেতি। ভগিনীপতিভাবায়, তদভীষ্টং প্রতি আদিদেশ। পক্ষে প্রত্যাদিষ্টো নিরাকৃত ইতি নিরাকৃতবতীত্যর্থঃ ॥

পৌর্ণেতি। সূরসুতা বসুদেবভগিনী শ্রুতশ্রবাঃ তস্যা অত্মজঃ, পক্ষে বসুদেবাত্মজঃ ॥ ৮ ॥

শিশুপালকে ভগিনীপতিত্বে বিধান করিবার জন্য বিবিধ যাগাদি উপচার দ্বারা কুলদেবতা চন্দ্রভাগাদেবীর আরাধনা করে, তাহাতে ঐ কুলদেবী তাহার যেরূপ অভিলাষ, তাহাই প্রত্যাদেশ করিয়াছেন ॥

নারদ। সে কিরূপ? ॥

পৌর্ণমাসী।

যিনি ভুজচতুষ্টয়ে জননীকে বিস্মিত করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই সূরসুতাত্মজ অর্থাৎ বসুদেব-ভগিনী শ্রুতশ্রবানন্দন তোমার গুণবতী ভগিনী রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিবেন, পক্ষে বসুদেবনন্দন ॥ ৮ ॥

নারদঃ। (সস্মিতং) প্রতারিতমেব তারকারিজনন্যা দুর্জনং জানীহি॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! কুতঃ প্রতারণং।

যতঃ—

দূরে দ্বারবতীন্দ্রো মলিনী-
কুরুতেঽদ্য কুণ্ডিনং খলিনী।
পারে-বারিধি গরুড়ো
দিদংক্ষবো স্পার্শ্বতো ভুজগাঃ॥ ৯॥

(প্রবিশ্য সুনন্দঃ।)

সুনন্দঃ। ভগবতি! নির্ভরমদূরত এব বিদর্ভপুরে দ্বারাবতীন্দ্রঃ॥

নারদ ইতি। তারকারি-জনন্যা কার্ত্তিকমাত্রা॥

পৌর্ণেতি। খলিনী খলসমূহঃ, অধুনৈব মলিনং কুরুতে, কৃষ্ণস্তু দূরে পারে বারিধি বারিধেঃ পারে॥ ৯॥

নারদ। (হাস্যের সহিত) পৌর্ণমাসি! কার্ত্তিকেয় জননী অম্বিকা দুর্জ্জনকে প্রতারণা করিয়াছেন জানিও॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! প্রতারণা কিরূপ?

যে হেতু দ্বারকানাথ দূরবর্ত্তী, খল-সকল কুণ্ডিননগর মলিন করিতেছে, গরুড় সমুদ্রপারে রহিয়াছেন, পার্শ্বে সর্প-সকল দংশন করিতে লাগিল॥ ৯॥

(সুনন্দ ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

সুনন্দ। ভগবতি! দ্বারকানাথ বিদর্ভপুরে সমুপস্থিত॥

পৌর্ণমাসী। (সানন্দং) সুনন্দবাঢ়মভিনন্দনীয়োঽসি সন্দেশ-
হরঃ ॥

সুনন্দঃ। কৃতমভিনন্দনেন দিষ্টান্ধস্য মে বভূব বন্ধ্যা সন্দেশ-
হরতা ॥

পৌর্ণমাসী। (সশঙ্কং) কথমিব ॥

সুনন্দঃ। পঠ্যতামিয়ং পত্রিকা পত্রিরাজপত্রস্য ॥

নারদঃ। (বাচয়তি)।

নিখিলাঃ শিখিনীর্নয়ন্নপি
সুখানি জাত্যাসিতাপাঙ্গীঃ।
রময়তি কৃষ্ণঃ সুঘনো
বৃন্দাবনগন্ধিনীরেব ॥ ১০ ॥

সুনন্দ ইতি। দিষ্টান্ধস্য ভাগ্যহীনস্য ॥

সুনন্দ ইতি। পত্রিরাজপত্রস্য গরুড়বাহনস্য ॥

নারদ ইতি। নিখিলাঃ শিখিনীর্ময়ূরীঃ সুখানি নয়ন্নপি কৃষ্ণমেঘঃ বৃন্দা-
বন গন্ধিনীরেব ময়ূরী বময়তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

পৌর্ণমাসী। (আনন্দের সহিত) সুনন্দ! যে প্রকার শুভ-
সম্বাদ আহরণ করিয়াছ, ইহাতে তুমি আমাদিগের অতি-
শয় অভিনন্দনীয় ॥

সুনন্দ। আর অভিনন্দনায় প্রয়োজন নাই, ভাগ্যহীন মাদৃশ-
জনের সন্দেশহারিত্ব বিফল হইল ॥

পৌর্ণমাসী। (শঙ্কার সহিত) সে কেমন ? ॥

সুনন্দ। গরুড়বাহন শ্রীকৃষ্ণের এই পত্র পাঠ কর ॥

নারদ। (পাঠ করিতে লাগিলেন)।

পৌর্ণমাসী । হন্ত ! চন্দ্রাবলীতি নাধিগতং মাধবেন ॥
নারদঃ । সুনন্দ ! কুতস্ত্বয়ানাভিব্যক্তমাবেদিতং ॥
সুনন্দঃ । কা খলু চন্দ্রাবলী ॥
পৌর্ণমাসী । দুষ্ট-নৃপেভ্যস্ত্রপমাণেন রুক্মিণা স্বস্বুর্গোকুল-
নিবাসমত্র নিহ্নুত্য চন্দ্রাবলীত্যভিধা সংবৃতা ॥
সুনন্দঃ । নূনং সুহৃদামপ্যগোচরোঽয়মর্থস্তত্র মদ্বিধস্য কা
কথা ॥
পৌর্ণমাসী । তর্হি কথমসৌ দর্বীকরারিকেতুর্বিদর্ভানলঙ্কার ॥

পৌর্ণেতি । নিহ্নুত্যপিধায় ॥
পৌর্ণেতি । দর্বীকরাঃ সর্পাস্তেষামরির্গরুড়ঃ স এব বাহনং যস্য ॥

স্বভাবসিদ্ধ ...সিতাপাঙ্গী ময়ূরীগণের সুখবিধানপূর্ব্বক
কৃষ্ণমেঘ বৃন্দাবনস্থ ময়ূরীগণকে রমণ করাইতেছেন ॥ ১০ ॥
পৌর্ণমাসী । হায় ! ইনি যে চন্দ্রাবলী, বোধ হয় মাধব ইহা
অবগত নহেন ॥
নারদ । হে সুনন্দ ! তুমি কেন স্পষ্টাক্ষরে এ কথা বল
নাই ? ॥
সুনন্দ । কাহার নাম চন্দ্রাবলী ? ॥
পৌর্ণমাসী । রুক্মী দুষ্ট-নৃপতিগণের লজ্জায় এ স্থানে স্বীয়-
ভগিনীর গোকুলবাস আচ্ছাদনপূর্ব্বক চন্দ্রাবলী নাম
গোপন করিয়াছে ॥
সুনন্দ । যখন তাঁহার সুহৃদ্গণেরও এ বিষয় গোচর নাই, তখন
মাদৃশজনের কথা কি ! ॥

সুনন্দঃ। সুষ্ঠু ভক্তয়োঃ ক্রথকৌশিকয়োঃ সন্দেশসৌন্দর্য্যেণ ॥

পৌর্ণমাসী। নৃপাভ্যাং কিমত্র প্রবৃত্তং ॥

সুনন্দঃ। ভগবতো হিরণ্যগর্ভস্য শাসনেন ॥

তথাহি—

স্বস্তি শ্রীক্রথকৌশিকৌ ! স্বভবনাদম্ভোজগর্ভোদ্ভবঃ
সর্ব্বক্ষ্মাপতি-দুর্ব্যতিক্রম-গিরাবিত্যাদিশত্যেষ বাং।
শুদ্ধৈরধ্যবসীয়তাং নৃপতিভিঃ সার্দ্ধং যুবাভ্যাং মুদা
শ্রীরাজেন্দ্রতয়াঙ্কিতৌ যদুপতেঃ পুণ্যাভিষেকক্রিয়া ॥১১॥

পৌর্ণেতি। অত্র তদানয়নে ॥

সুনন্দ ইতি। সর্ব্বক্ষ্মাপতিভির্দুর্ব্যতিক্রমা গীর্বাণী [illegible] য়োস্তৌ। এষোঽব্জযোনির্বাং প্রতি আদিশতি। শুদ্ধৈর্নৃ[illegible] সার্দ্ধং যু[illegible]ভ্যাং যদুপতেঃ পুণ্যাঽভিষেকক্রিয়াঽধ্যবসীয়তাং ॥ ১১ ॥

পৌর্ণমাসী। তবে কেন শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভনগরে আগমন করিলেন ? ॥

সুনন্দ। মহাভক্ত ক্রথকৌশিকের মনোহর বাক্যে

পৌর্ণমাসী। ঐ নৃপতিদ্বয় এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিতে প্রবিত্ত হইলেন কেন ? ॥

সুনন্দ। ভগবান্ ব্রহ্মার আজ্ঞায় ॥

সেই আজ্ঞা যথা—

অহে ক্রথকৌশিক ! তোমাদের কল্যাণ হউক, ব্রহ্মা স্বীয়-লোক হইতে তোমাদিগকে এই আদেশ করিতেছেন যে, নৃপতি-সকল তোমার বাক্য অতিক্রম করেন না, এ নিমিত্ত বিশুদ্ধ-হৃদয় যে সমস্ত রাজগণ, তাঁহাদের সহিত

পৌর্ণমাসী । দিষ্ট্যাদ্রষ্টব্যোঽয়ং ময়া মহোৎসবঃ ॥

সুনন্দঃ । ভগবতি ! নির্ব্যূঢ়োঽয়ং ॥

পৌর্ণমাসী । কীদৃগেষঃ ॥

সুনন্দঃ ।

বৃংহিষ্ঠে রত্নসিংহাসন-শিরসি-বরে সন্নিবিষ্টস্য তুষ্টৈ-
র্গীর্ব্বাণৈঃ পার্ব্বতীশ-প্রভৃতিভিরভিতঃ স্তূয়মানস্য ভূয়ঃ ।
সদ্যঃ সম্পাদ্যমানো নৃপতিভিরখিলৈর্দিব্যকুম্ভাবলীভি-
স্তত্রাঽপূর্ব্বস্তদাসীদ্দনুজবিজয়িনো রাজরাজাভিষেকঃ ॥১২॥

সুনন্দ ইতি । বৃংহিষ্ঠে বৃহত্তমে ॥ ১২

তোমরা দুই জনে আনন্দসহকারে পৃথিবীতে যদুপতির রাজে-
ন্দ্রাভিষেকরূপ পুণ্যক্রিয়া সম্পন্ন কর ॥ ১১ ॥

পৌর্ণমাসী । কি সৌভাগ্য ! আমি এই মহোৎসব সন্দর্শন
করিব ! ॥

সুনন্দ । ভগবতি ! এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ॥

পৌর্ণমাসী । ইহা কি প্রকার ? ॥

সুনন্দ ।

পার্ব্বতীনাথ প্রভৃতি অমরবৃন্দ বরিষ্ঠ রত্নসিংহাসনোপরি
শ্রীকৃষ্ণকে উপবেশন করাইয়া পুনর্ব্বার হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিকে
স্তব করিতে থাকিলে, সেই স্থানে নিখিল-নরপতিগণ স্বর্ণকুম্ভ-
সমূহদ্বারা দনুজারি শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব রূপে রাজেন্দ্রাভিষেক
সম্পন্ন করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

নারদঃ। সিদ্ধং বিন্ধ্যায় বেধসো বরদানং ॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্ননুশাধি সাধয়ামি মাধবং সাধিষ্ঠার্থবোধনায় ॥

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ কঞ্চুকী।)

কঞ্চুকী। ভগবতি! বিদর্ভেন্দ্রো নিবেদয়তি।

মদভ্যর্থিতাভ্যাং পার্থিবাভ্যাং রুক্মিণীহরণায় রাজেন্দ্রমাবেদয়িতুং প্রস্থিতং তদদ্য ভবত্যা তীর্থেন তীর্থপাদং দ্রষ্টুমিচ্ছামীতি ॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! মম সাধ্যং সিদ্ধমিবাভূৎ তদনুজানীহি মাম্ ॥

(অপটীসূচনং বিনা ঝটিতি, কঞ্চুকী বর্ষবরঃ ক্লীবঃ খোজেতি বিখ্যাতঃ) ॥

নারদ। বিন্ধ্যের প্রতি বিধাতার বরদান সিদ্ধ হইয়াছে ॥

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! আজ্ঞা করুন, সদর্থ অবগত করাইবার জন্য মাধবের নিকট গমন করিতেছি ॥

(অকস্মাৎ কঞ্চুকীর অর্থাৎ কৃতক্লীব খোজার প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। ভগবতি! বিদর্ভরাজ ভীষ্ম নিবেদন করিতেছেন।

আমার প্রার্থনানুসারে ক্রথ ও কৌশিক নৃপতিদ্বয় রুক্মিণীহরণার্থ রাজ্যেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জানাইবার জন্য গমন করিয়াছেন, অতএব আপনার সহিত পুণ্যকালে তীর্থপাদ হরির সহিত দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥

পৌর্ণমাসী। নারদকে কহিলেন, ভগবন্! আমার সাধ্য-

কৃষ্ণঃ। কীদৃগনুগ্রহঃ ॥

নৃপৌ।

দুর্ম্মদ-মাগধাদীনাং পরাভবেনাস্যাঃ কুণ্ডিনাদাকৃষ্টিঃ।

যদদ্য চন্দ্রভাগারাধনায় বহিঃ সাধয়ত্যেষা ॥

কৃষ্ণঃ। ক্ষিতীন্দ্রৌ! বাঢ়মাহরিষ্যামি, তদভীষ্টমনুষ্ঠীয়তাং ॥

নৃপৌ। (কৃষ্ণং প্রণম্য নিষ্ক্রান্তৌ) ॥

(নেপথ্যে।)

ভীতা রুদ্রং ত্যজতি গিরিজা শ্যামমপ্রেক্ষ্য কণ্ঠং

শুভ্রং দৃষ্ট্বা ক্ষিপতি বসনং বিস্মিতো নীলবাসাঃ।

কৃষ্ণঃ ইতি। তদভীষ্টং অর্থাৎ চন্দ্রভাগারাধনং

তথাপি আপনি তাঁহাকে এরূপ অনুগ্রহ করুন, যেন ঐ ভীরুস্বভাবা রুক্মিণী কথামাত্রে আবিষ্টা না হয়েন ॥

কৃষ্ণ। অনুগ্রহ কিরূপ ? ॥

নৃপতিদ্বয়।

দুর্ম্মদ-জরাসন্ধ প্রভৃতিকে পরাভব করিয়া কুণ্ডিননগর হইতে রুক্মিণীর আকর্ষণ। যে হেতু আজ তিনি চন্দ্রাভাগার আরাধনা নিমিত্ত বাহিরে গমন করিবেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ। নৃপতিদ্বয়! নিশ্চয় আমি হরণ করিব, চন্দ্রাভাগার আরাধনরূপ তদীয় অভীষ্ট সাধন অনুষ্ঠান করগা ॥

নৃপদ্বয়। (শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন) ॥

(বেশগৃহে।)

হে দামোদর! নারদ বীণাদ্বারা তোমার যশগান করিতে

ক্ষীরং মত্বা শ্রপয়তি যমীনীরমাভীরিকোৎকা
গীতে দামোদর ! যশসি তে বীণয়া নারদেন ॥ ১৭ ॥

সুপর্ণঃ। সোঽয়মম্বরে তুম্বুরুঃ স্তবীতি ॥

কৃষ্ণঃ। সখে খগেন্দ্র ! পশ্য পশ্য,

শুভ্রাতপত্র-পটলী খল-ভূপতীনা
মভ্রাণি তক্ষক-ফণাকৃতিরাবৃণোতি।
যা মাকলয্য পৃথু বেপথু দোলিতানি
দূরে জগন্তি ভয়-জর্জরতাং ভজন্তি ॥ ১৮ ॥

(নেপথ্যে)। শ্রপয়তি পচতি, যমীনীরং যমুনাজলং ॥ ১৭ ॥
সুপর্ণ ইতি। তুম্বুরুঃ গন্ধর্ব্বাণাং মুখ্যঃ ॥
কৃষ্ণঃ ইতি। আতপত্র-পটলী রাজ্ঞাং ছত্র সমূহঃ ॥ ১৮ ॥

আরম্ভ করিলে গিরিজা রুদ্র-কণ্ঠে নীলিমা নিরীক্ষণ না করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছেন, নীলাম্বর বলদেব স্বীয়-বসন শুক্লবর্ণ অবলোকন করিয়া বিস্ময়চিত্তে দূরে ফেলাইয়া দিতেছেন এবং যমুনাজল শুভ্রবর্ণ হওয়াতে আভীরিকা-সকল কৌতুকসহকারে দুগ্ধ-জ্ঞানে আবর্ত্তন করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

গরুড়। সেই এই তুম্বুরু আকাশে স্তব করিতেছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে খগেন্দ্র ! দেখ দেখ,

খল-ভূপতিগণের তক্ষক-ফণাকার ছত্রশ্রেণী মেঘ সমুদায় আবরণ করিতেছে, যাহা অবলোকন করিয়া ত্রিভুবন গুরুতর কম্পসহকারে জর্জরতা ভজন করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

সুপর্ণঃ । দেব ! বাঢ়মাতপত্র-ফণাপটলী-লঘীয়সঃ কিঙ্করস্যাস্য গরুত্মত সকৃৎ বিক্ষেপ-কেলয়েঽপি ন পর্য্যাপ্তিমেষ্যতি দূরে বিশ্রাম্যতু সখা মে সুদর্শনঃ কল্পান্তকৃশানুঃ ॥

(নেপথ্যে ।)

কুণ্ডিণ-ণরবই-পুত্তী অণুরূবা পুণ্ডরীঅণঅণস্‌স ।

তহ এসো সহি ! তিস্‌সা হা ! হদদেব্বং বিলোমেই ॥১৯॥

সুপর্ণঃ । পুরস্ত্রীণাং বিষাদোক্তিরিয়ং ॥

(পুনর্নেপথ্যে ।)

সুপর্ণ ইতি । লঘীয়সঃ ক্ষুদ্রতরস্য, পর্য্যাপ্তিং যোগ্যতাং ॥

(নেপথ্যে)। কুণ্ডিন-নরপতি-পুত্রী অনুরূপা পুণ্ডরীকনয়নস্য। অত এব সখি! তস্যা হা ! হতদৈবং বিলোময়তি। বিলোময়তি অনানুকূল্যং করোতি॥ ১৯ ॥

গরুড় । দেব ! এই ফণাতুল্য আতপত্রসমূহ যতই গুরুতর হউক, কিন্তু আপনার এই ক্ষুদ্রতর কিঙ্কর-গরুড়ের এক-বারমাত্র পক্ষ নিক্ষেপলীলায় পর্য্যাপ্তি প্রাপ্ত হইবে না, আমার সখা প্রলয়াগ্নি-সদৃশ সুদর্শন দূরে বিশ্রাম করুন ॥

(বেশগৃহে ।)

ভীষ্মকরাজ-তনয়া পুণ্ডরীকনয়নের অনুরূপা, তথাপি হে সখি ! হা এই ! হতদৈব রুক্মিণীর প্রতি অনুকূল হইতে-ছেন না ! ॥ ১৯ ॥

গরুড় । ইহা ত পুরস্ত্রীদিগের বিষাদোক্তি ॥

(পুনর্ব্বার বেশগৃহে ।)

কহ রুপ্পিণী সুরূবা,
কহ দমঘোসস্‌স ণন্দণো মন্দো।
ণ ঘড়ই গদ্দহকণ্ঠে
বিমলা ণোঅমালিআ-মালা ॥ ২০ ॥

সুপর্ণঃ। বন্যয়া মালয়া খলু সুলভোঽয়ং কৌস্তুভী কণ্ঠো নান্যয়া ॥

(নেপথ্যে।)
জীয়াদুচ্চৈরখিল-তরুণীমণ্ডলাকৃষ্টি-বিদ্যা-
বৈদগ্ধীনাং নিধিরনবধির্যাদবাম্ভোধি চন্দ্রঃ।
সংগ্রামান্তঃপুরভুবি পুরো হন্ত! যং প্রেক্ষ্য দূরা-
দস্ত্রীলোকোঽপ্যতনুচকিতঃ স্ত্রীস্বরূপং বিভর্ত্তি ॥ ২১ ॥

(পুনর্নেপথ্যে)। ক রুক্মিণী-সুরূপা, ক দমঘোষনন্দনো মন্দঃ। ন ঘটতে গর্দ্দভ-কণ্ঠে বিমলা বনমালিকা মালা ॥ ২০ ॥

সুপর্ণ ইতি। বন্যয়া বৃন্দাবনসম্বন্ধিন্যা। কৌস্তুভী কৌস্তুভযুক্তঃ ॥

(নেপথ্যে)। অস্ত্রীলোকোঽস্ত্রধারীজনঃ, পক্ষে স্ত্রীভিন্নলোকঃ। অতনুচকিতোঽধিকভয়যুক্তঃ, পক্ষে অতনুনা কামেন ভীতঃ ॥ ২১ ॥

কোথায় সুরূপা রুক্মিণী, আর কোথায় বা দমোঘোষপুত্র মন্দমতি-শিশুপাল, হায়! গর্দ্দভের কণ্ঠে কি কখন বিমল নবমালিকা-মালা সংঘটিত হয়! ॥ ২০ ॥

সুপর্ণ। বনমালা-কর্ত্তৃক এই কৌস্তুভীকণ্ঠো সুলভ, অন্য-কর্ত্তৃক নহেন ॥

(বেশগৃহে।)

যিনি নিখিল-যুবতিমণ্ডলের আকর্ষণ-বিদ্যা-বৈদগ্ধী-সকলের

কৃষ্ণঃ। (সব্যতো বিলোক্য) কথময়ং মৌক্তিকচূড়ো নাম মাথুরো বন্দী ভোগাবলীং পঠতি ॥

(পুনস্তত্রৈব।)

স্ফুরন্মণিসরাধিকং নবতমালনীলং হরে-
রুদূঢ়-ঘনকুঙ্কুমং জয়তি হারিবক্ষঃস্থলং।
উড়ুস্তবকিতং সদা তড়িদুদীর্ণ-লক্ষ্মী-ভরং
যদভ্রমিব লীলয়া স্ফুটমদভ্রমুদ্ভাসতে ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ ইতি। বিরুদাবলী-প্রভৃতিনামন্যতমা নায়কোৎকর্ষিণী কলিকোৎকলিকাপদ্যযুক্তা ভোগাবলী ॥

স্ফুরদিতি। স্ফুরতা মণিসরেণাধিকাং, পক্ষে স্ফুরন্মণীত্যেকপদং। তড়িত উদীর্ণা যা লক্ষ্মাস্তাসাং ভরো ভারো যত্র তৎ, তড়িদিব উদীর্ণা যা লক্ষ্মীর্লক্ষ্মী-রেখা তাং বিভর্ত্তীতি তৎ। ভিন্নপদ-পক্ষে তড়িতং তদুদীর্ণা লক্ষ্মীশ্চ বিভর্ত্তীতি তৎ। তদভ্রং নিরন্তরং ॥ ২২ ॥

নিধি-স্বরূপ, সেই অসীম যাদব সমুদ্রের চন্দ্র জয়যুক্ত হউন, কি আশ্চর্য্য! সংগ্রামরূপ অন্তঃপুরভূমি মধ্যে তাঁহাকে দূর হইতে অবলোকন করিয়া অস্ত্রধারী যোদ্ধাগণও চকিত হইয়া স্ত্রীরূপ ধারণ করিতেছে ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (বামদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া) এই মৌক্তিকচূড়-নামক মথুরার ভাট নানাবিধ স্তবাবলী পাঠ করিতেছেন কেন? ॥

(পুনর্ব্বার সেই স্থানে।)

যাহাতে মণিমালা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যাহা তমালের ন্যায় নীলবর্ণ, গাঢ় কঙ্কুমলিপ্ত, নক্ষত্রমালায় বিভূষিত, সর্ব্বদা লক্ষ্মী-

কৃষ্ণঃ। (সব্যামোহং) হা প্রেয়সি রাধিকে! হা বৃন্দবন-
কল্পবল্লি! হা বিশাখা সখি! কুত্রাসি ॥
(ইতি সোৎকম্পং খগেন্দ্রমালম্বতে) ॥

সুপর্ণঃ। (স্বগতং) দুরূহায়াং গম্ভীর-লীলাম্বুধেরস্য কেলি-
বেলায়াং মাদৃশোঽপি নিমজ্জতি কস্তত্রান্যো বরাকঃ ॥
(প্রকাশং।)
দেব! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ॥

কৃষ্ণঃ। (সমাশ্বস্য নিশ্বসিতি) ॥
(নেপথ্যে।)

সুপর্ণ ইতি। বেলা স্যাত্তীরনীরযোরিতি ॥ ২৩ ॥

দেবীর বাসস্থান এবং যাহা মেঘ-সদৃশ লীলায় অতিশয় বিরা-
জিত, সেই শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃ আজ জয়যুক্ত হউক ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মোহের সহিত) হা প্রেয়সি রাধিকে! হা বৃন্দা-
বন-কল্পলতিকে! হা বিশাখা সখি! কোথায় আছ? ॥
(এই বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গরুড়কে ধারণ করিলেন) ॥

গরুড়। (মনে মনে) গম্ভীর-লীলাসমুদ্রের দুরূহ কেলিকূলে
যখন মাদৃশ-ব্যক্তিও নিমগ্ন হয়েন, তখন অন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির
কথা কি! ॥
(প্রকাশপূর্ব্বক।)
দেব! স্থির হউন স্থির হউন ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (আশ্বস্ত হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন) ॥
(নেপথ্যে।)

ধাত্রেয়ী-করপুট-সংভৃতাগ্র-হস্তা
পর্য্যস্তাকুল-জরতী দ্বিজাঙ্গনাভিঃ ।
দূরেণ প্রচুরভটৈঃ পরীবয়মানা
বৈদর্ভী প্রসরতি পার্ব্বতী গৃহায় ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণঃ । সখে সুপর্ণ ! হতাশেন রুক্মিণা দুর্গমং কৃতমেতদ্দুর্গা-মন্দিরং, তদেহি নটবেশেনাবামন্তঃপ্রবিশাবঃ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথা-নির্দ্দিষ্টা চন্দ্রাবলী ।)

চন্দ্রাবলী । হলা মাহবি ! সুদং মএ ভাদুএণ ভদ্দআলী সমারা-হণস্স কোডিহোমং আরদ্ধং ॥

চন্দ্রাবলীতি । হে সখি মাধবি ! শ্রুতং ভ্রাতা ময়া ভদ্রকালী সমারাধনায় কোটিহোমং আরব্ধং ॥

ধাত্রেয়ীর করপুটে হস্তাগ্র-বিন্যস্তপূর্ব্বক জরতী ব্রাহ্মণীগণে পরিব্যাপ্তা এবং দূরবর্ত্তি সৈন্যগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া বিদর্ভ-রাজনন্দিনী রুক্মিণী পার্ব্বতী-গৃহে গমন করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

তেছেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । সখে সুপর্ণ ! রুক্মী হতাশ হইয়া দুর্গামন্দিরকে দুর্গম করিয়াছে, তবে আইস, আমরা নটবেশ ধারণ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করি ॥

(এই বলিয়া দুই জনে গমন করিলেন) ॥

(অনন্তর যথা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে চন্দ্রাবলীর প্রবেশ ।)

চন্দ্রাবলী । সখি মাধবি ! শুনিয়াছি, আমার ভ্রাতা রুক্মী

মাধবী। ভট্টিদারিএ! বহ্মণীও ক্খু এব্বং কধেন্তি॥

চন্দ্রাবলী। (স্বগতং) গহিরং ণং হোমকুণ্ডং সুণিঅ চ্চেঅ পথিদম্হি॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ! তথা সিণিদ্ধেণবি পুরীসুত্তমেণ কিত্তি তুমং ণ উদ্দিসীঅসি॥

চন্দ্রাবলী। (সংস্কৃতেন।)

শরণমিহ যো ভ্রাতুস্তস্য প্রতীপবিধায়িতা

হিতকৃদপি যা দেব্যাস্তস্যাঃ সমগ্রমুপেক্ষণং।

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে রাজকন্যে! ব্রাহ্মণ্যঃ খলু এবং কথয়ন্তি॥

চন্দ্রাবলীতি। গভীরং এনং হোমকুণ্ডং শ্রুত্বা এব প্রস্থিতাস্মি॥

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে! তথা স্নিগ্ধেনাপি পুরুষোত্তমেন কিমিতি নোদ্দিশ্যসে॥ ২৪॥

ভদ্রকালীর আরাধনা নিমিত্ত কোটি-হোম আরম্ভ করিয়াছেন॥

মাধবী। ভর্ত্তৃদারিকে অর্থাৎ রাজকন্যে! ব্রাহ্মণীগণও এইরূপ বলিতেছেন॥

চন্দ্রাবলী। (মনে মনে) আমি ত এই গভীর হোমকুণ্ড শুনিয়াই আগমন করিয়াছি॥

মাধবী। ভর্ত্তৃদারিকে! (রাজকন্যে!) সেইরূপ পুরুষোত্তম কি তোমার উদ্দেশ করিতেছেন না?॥

চন্দ্রাবলী। (সংস্কৃতভাষায়।)

যে ভ্রাতা আমার রক্ষক ছিলেন, তিনি এক্ষণে আমার প্রতিকূল আচরণ করিতেছেন, যে দেবী হিতকারিণী ছিলেন,

গতিরবিকলা যো মে তস্য প্রিয়স্য চ বিস্মৃতি-
র্বত হতবিধৌ বামে সর্ব্বং প্রযাতি বিপর্য্যয়ং ॥ ২৪ ॥

মাধবী। এদং পাসাদং পবিসিঅ চন্দভাঅং নিবেদহ্ম ॥

চন্দ্রাবলী। অজ্জে ভগ্গবি! বন্দাবেহি চন্দভাঅং চণ্ডিঅং ॥

ভার্গবী। দেবি চন্দ্রভাগে! নন্দয় বিদর্ভনন্দিনীং পরমাভীষ্ট-
বরেণ (ইতি বন্দনং কারয়তি) ॥

চন্দ্রাবলী। (সোপলম্ভং সংস্কৃতেন।)

মাধবীতি। এতং প্রাসাদং প্রবিশ্য চন্দ্রভাগাং নিবেদয়ামঃ ॥

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যে ভার্গবি! ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণপুত্রি বন্দয়স্ব চন্দ্রভাগাং চণ্ডিকাং॥

ভার্গবীতি। বরেণ পত্যা, পক্ষে অভীষ্টদানেন ॥

তাঁহার এক্ষণে সমগ্ররূপে উপেক্ষা দেখিতেছি, যে প্রিয়তম আমার অবিকলা গতি অর্থাৎ আশ্রয় ছিলেন, তাঁহার এক্ষণে বিস্মৃতি হইয়াছে, হায়! পোড়াবিধি প্রতিকূল হওয়াতে সকলই বিপর্য্যয় হইল! ॥ ২৪ ॥

মাধবী। এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রভাগাকে নিবেদন করিগা ॥

চন্দ্রাবলী। আর্য্যে ভার্গবি! চন্দ্রভাগা চণ্ডীকে বন্দনা করাও॥

ভার্গবী। দেবি চন্দ্রভাগে! অভীষ্ট বরদান দ্বারা বিদর্ভ-নন্দিনীকে আনন্দিত কর ॥

(এই বলিয়া চন্দ্রাবলীকে প্রণাম করাইলেন) ॥

চন্দ্রাবলী। (তিরস্কারপূর্ব্বক সংস্কৃতভাষায়।)

আকৌমারং ভগবতি ! ময়া হন্ত ! কৃষ্ণস্য হেতো-
র্বিস্রস্তেণ প্রবণমনসা যত্ত্বমারাধিতাসি।
প্রত্যাসন্নঃ সরভসমসৌ তস্য পাকঃ প্রথীয়ান্
মাং দাক্ষিণ্যাদ্যদিহ ভবতী কৃষ্ণবর্ত্মন্যনৈষীৎ ॥ ২৫ ॥

মাধবী। পেক্খ পেক্খ, পসাদাহিমুহীব্ব সংবুত্তা রুদ্দাণী ॥

চন্দ্রাবলী। অজ্জে ভগ্গবি ! তুম্হে এত্থ সর্ব্বাণীং অব্ভত্থেধ, অহং গদুঅ কুণ্ডত্থিদং ভঅবন্তং পাবঅং পরিক্কমিস্সং ॥

চন্দ্রাবলীতি। আকৌমারং কৌমারমারভ্য। হে দেবি চন্দ্রভাগে ! তস্যারাধনস্য অসৌ পাকঃ ফলং। কৃষ্ণবর্ত্মন্যগ্নৌ, পক্ষে কৃষ্ণস্য মার্গে ॥ ২৫ ॥

মাধবীতি। পশ্য পশ্য, প্রসাদাভিমুখী ইব সংবৃত্তা রুদ্রাণী ॥

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যে ভার্গবি ! যূয়মত্র সর্ব্বাণীমভ্যর্থয়থ, অহং গত্বা কুণ্ডস্থিতং ভগবন্তং পাবকং পরিক্রমিষ্যামি ॥

ভগবতি ! আমি বাল্যকালাবধি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বিশ্বাস সহকারে একাগ্রচিত্তে আপনাকে যে আরাধনা করিয়াছি, হায় আজ কি সেই আরাধনার ফল বিপরীত হইল ! যে হেতু আপনি দয়া করিয়া আমাকে কৃষ্ণবর্ত্মে অর্থাৎ অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৫ ॥

মাধবী। দেখ দেখ, বোধ হইতেছে, রুদ্রাণী যেন প্রসন্ন হইয়াছেন,

চন্দ্রাবলী। আর্য্যে ভার্গবি ! আপনারা এখন সর্ব্বাণীকে আরাধনা করুন, আমি গিয়া কুণ্ডস্থ ভগবান্ পাবককে পরিক্রমণ করি ॥

(ততঃ প্রবিশতো নর্ত্তকবেশৌ কৃষ্ণ-সুপর্ণৌ।)

কৃষ্ণঃ।

পর্য্যশীলি পশুপালঘটায়াং
কেলিরঙ্গঘটনায় ময়া যঃ।
সুষ্ঠু সোঽয়মকরোৎ পরদুর্গে
বেশয়ন্ সচিবতাং নটবেশঃ॥ ২৬॥

সুপর্ণঃ। দেব! গাঢ়ং গঞ্জিতানি নটবেশেনারীণাং নেত্রাণি নারীণাস্তু রঞ্জিতানি॥

কৃষ্ণঃ। সখে বিহঙ্গপুঙ্গব! পশ্য, প্রাদুর্ভবন্তি ভব্যানি শকুনানি॥

কৃষ্ণঃ ইতি। পর্য্যশীলি সমভ্যস্তঃ। সো নটবেশঃ পরদুর্গে মাং প্রবেশয়ন্নিত্যন্বয়ঃ॥ ২৬॥

সুপর্ণ ইতি। গঞ্জিতানি তিরস্কৃতানি। রঞ্জিতানি সুখভূতানি॥

কৃষ্ণ ইতি। ভব্যাণি শুভসূচকানি॥

(অনন্তর নর্ত্তকবেশে শ্রীকৃষ্ণ ও গরুড়ের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ।

আমি কেলিকৌতুক-ঘটনার্থ পশুপাল-গোষ্ঠীতে যাহা অভ্যাস করিয়াছি, আজ সেই নটবেশ পরদুর্গ প্রবেশে আমার যথেষ্ট সাহায্য করিল॥ ২৬॥

গরুড়। দেব! আপনার এই নটবেশ শত্রুগণের নেত্রসকলকে গঞ্জিত এবং নারীদিগের নেত্রসমূহকে রঞ্জিত করিতেছে॥

সুপর্ণঃ।

নভসি রভসবদ্ভিঃ শ্লাঘ্যমানা মুনীন্দ্রৈ-
র্মহিত-কুবলয়াক্ষী কীর্ত্তি শুভ্রাংশু-বক্ত্রা।
নৃপকুলমিহ হিত্বা চেদিরাজপ্রধানং
মুরদমন ! গমিষ্যত্যুৎসুকা ত্বাং জয়শ্রীঃ ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে ! পশ্য পশ্য,

ক্ষ্বেড়ামখণ্ডসমরাঃ কলয়ন্তি সূরাঃ
সঙ্গীতিনঃ স্বরঘটামনুঘট্টয়ন্তি।
উচ্চৈঃ পঠন্তি শুভসূক্তকুলং দ্বিজেন্দ্রা
রাষ্ট্রাণি কুণ্ডিনপুরী বধিরী করোতি ॥ ২৮ ॥

সুপর্ণ ইতি। রভসবদ্ভিঃ কৌতুকবদ্ভিঃ। রুক্মিণী পক্ষে মহিতে কুবলয়ে ইবাক্ষিণী যস্যাঃ সা। জয়শ্রীঃ পক্ষে কুবলয়স্য ভূমণ্ডলস্য অক্ষিণী যয়া সা, পক্ষে মহিতা চাসৌ কুবলয়াক্ষী চেতি রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। সমাসোক্তি-নামালঙ্কারঃ ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ ইতি। ক্ষ্বেড়াং সিংহনাদং। কলয়ন্তি কুর্ব্বন্তি। অনুঘট্টয়ন্তি উচ্চারয়ন্তি। শুভসূক্তকুলং বেদভাগং। রাষ্ট্রাণি রাজ্যানি ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে বিহঙ্গশ্রেষ্ঠ ! ঐ দেখ, মঙ্গলসূচক পক্ষিকূল আসিয়া উপস্থিত হইল ॥

গরুড়।

হে মুরদমন ! গগনে কৌতুকান্বিত মুনীন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক আদরণীয়া পঙ্কজাক্ষী কীর্ত্তিচন্দ্রমুখী বিজয়-লক্ষ্মী উৎকণ্ঠিতা হইয়া আপনার নিকট গমন করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে ! দেখ দেখ,

সুপর্ণঃ। (পুরো দৃষ্ট্বা) মৃড়াণী মন্দিরাদেষা কুণ্ডিনেন্দ্রপুত্রী বহির্নিষ্ক্রামতি ॥

কৃষ্ণঃ। কামমিতঃ পরাঙ্গণা বিলোকন দুর্বিলাসান্নিবৃত্তিরেব শ্রেয়সী ॥

(ইতি মুখং ব্যাবৃত্য।)

সখে! ভবতৈব পক্ষাঞ্চলেনাকৃষ্য নৃপাভ্যামিয়ং সমর্প্যতাং ॥

সুপর্ণঃ। নির্বর্ণ্য স বিস্ময়ং।)

সৌন্দর্য্যাম্বুনিধের্বিধায় মথনং দম্ভেন দুগ্ধাম্বুধে-
র্গীর্বাণৈরুদহারি চারুচরিতা যা সারসম্পন্ময়ী।

সুপর্ণ ইতি। দুগ্ধাম্বুধের্দম্ভেন ছলেন। উদহারি উত্থাপিতা ॥ ২৯ ॥

এই কুণ্ডিনপুরী-পলায়ন-পরাঙ্মুখ যোদ্ধৃগণের সিংহনাদ, গায়কগণের স্বরসমূহের মূর্চ্ছনা এবং ব্রাহ্মণগণের বেদমন্ত্র পাঠে সমুদায় রাজ্যকে বধির করিল ॥ ২৮ ॥

গরুড়। (অগ্রে অবলোকনপূর্ব্বক) বিদর্ভরাজ-পুত্রী চণ্ডিকা-মন্দির হইতে বাহিরে গমন করিতেছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ। এক্ষণে পরস্ত্রী দর্শনরূপ দুর্লালসা হইতে নিবৃত্তিই শ্রেয়স্করী ॥

(এই বলিয়া মুখ ফিরাইয়া।)

সখে! তুমি পক্ষ-সঞ্চালনদ্বারা এই রাজতনয়াকে ক্রথ ও কৌশিক নৃপতিদ্বয়কে সমর্পণ কর ॥

গরুড়। (রুক্মিণীর রূপ অবলোকনপূর্ব্ব বিস্ময়ের সহিত।)

দেবগণ ক্ষীরসাগর-মন্থন-ছলে সৌন্দর্য্যসমুদ্র মন্থন করিয়া

সা লক্ষ্মীরপি চক্ষুষাং চিরচমৎকারক্রিয়াং চাতুরীং
ধত্তে হন্ত! তথা ন কান্তিভিরিয়ং রাজ্ঞঃ কুমারী যথা ॥২৯॥

কৃষ্ণঃ। সখে! ভবতু কিমেতেন, যদেষ রূপমাত্রেণ ন হার্য্যো হরিঃ ॥

চন্দ্রাবলী। হলা মাহবি! সো বুন্দাবণবীঅসংভূদো মে বউল-পোদো ভুএ পালণিজ্জো ॥

মাধবী। (সাস্রং) ভট্টিদারিএ! পসীদ পসীদ, পড়িবালেহি সুণন্দং জং এত্থ মজ্ঝবট্টিণী ভঅবদী বিহাবরী ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি মাধবি! বৃন্দাবনবীজসম্ভূতো মে বকুলপোতঃ। পাঠান্তরে পাদপস্ত্বয়া পালনীয়ঃ ॥

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে রাজকন্যে! প্রসীদ প্রসীদ, প্রতিপালয় সুনন্দং যদত্র বধ্যবর্ত্তিনী ভগবতী বিভাবরী। ভগবত্যা সা ত্বদভীষ্টং পূরয়িষ্যতীতি ব্যঞ্জিতং। তস্মাদধুনৈবানলকুণ্ডে মা পতেতি প্রতিধ্বনিতং ॥

শোভন-চরিত্রা লক্ষ্মীকে আহরণ করিয়াছেন, অহো! এই রাজকুমারী স্বীয়-সৌন্দর্য্যে যেমন চক্ষুর চিরচমৎকারক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন, লক্ষ্মীও সেরূপ নয়নের প্রীতি বিধান করিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! হউক, ইহাতে আর প্রয়োজন নাই, রূপমাত্র দেখিয়া কৃষ্ণ কখন মুগ্ধ হয়েন না ॥

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি! বৃন্দাবনীয় বীজোৎপন্ন এই বকুল-বৃক্ষ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিও ॥

মাধবী। (অশ্রু মোচন করিতে করিতে) রাজতনয়ে! প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও, সুনন্দ-ব্রাহ্মণের প্রতীক্ষা কর, যে

চন্দ্রাবলী। মুদ্ধে! অন্তেউরে ণ কৃখু সুলহং এদং মঙ্গলং মে অমিঅকুণ্ডং॥

(ইতি সাস্রং সংস্কৃতেন।)

ত্বদ্দিগ্‌বোধেহপ্যকুশলমতিঃ সঙ্গময্য স্বগোষ্ঠে
দূরাদ্বাঢ়ং কিমিতি কৃপয়া পূর্ব্বমঙ্গীকৃতাহং।
নীত্বা দেশান্তরমিদমুপক্ষিপ্যসঙ্গাদিদানীং
কিম্বা দামোদর! গুণনিধে হা! ত্বয়া বিস্মৃতাস্মি॥ ৩০॥

(নেপথ্যে কল-কলঃ)॥

চন্দ্রাবলীতি। মুগ্ধে! অন্তঃপুরে ন খলু সুলভমেতৎ মেঽমৃতকুণ্ডং, বহেরমৃতত্বেনাধ্যবসানং শরীরনাশকাবিত্বেন বিরহদুঃখনাশকত্বাৎ॥

সঙ্গময্য প্রাপয্য॥ ৩০॥

হেতু ভগবতী বিভাবরী (রাত্রি) মধ্যবর্ত্তিনী হইয়াছেন অর্থাৎ ইহার মধ্যে পৌর্ণমাসী আছেন॥

চন্দ্রাবলী। মুগ্ধে! অন্তঃপুরে আমার সম্বন্ধে এই অমৃতকুণ্ডরূপ মঙ্গল সুলভ নহে॥

(এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে সংস্কৃতভাষায়।)

দামোদর! ত্বদীয় দিক্‌বোধে অপটুবুদ্ধি যে আমি, পূর্ব্বে তুমি আমাকে দূর হইতে স্বীয়-গোষ্ঠে আনয়ন করিয়া কৃপাপ্রকাশপুরঃসর অঙ্গীকার করিয়াছিলা, হা গুণনিধে! এখন কেন এ ব্যক্তিকে দেশান্তরে নিক্ষেপ করিয়া সঙ্গবিধানবিষয়ে বিস্মৃত হইলা?॥ ৩০॥

(বেশগৃহে কল কল শব্দ)॥

কৃষ্ণঃ। পৌর-স্ত্রীণামৌৎসুক্যমিদং ॥

সুপর্ণঃ। দেব! পশ্য পশ্য,

বক্ত্রাণি ভান্তি পরিতো হরিণেক্ষণানা-
মারূঢ়-হর্ম্ম্য শিরসাং ভবদীক্ষণায়।
যৈর্নির্ম্মিতানি তরসা সরসীরুহাক্ষ
চন্দ্রাবলী পরিচিতানি নভস্তলানি ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ। (সোৎকণ্ঠং) হা প্রিয়ে চন্দ্রাবলি! হা পদ্মা-সখি! কথং কঠোরেণ ময়া বিস্মৃতাসি, তদদ্যৈব দ্বারবতীমাসাদ্য তবোদ্দেশায় চরানাচরিষ্যামি ॥

সুপর্ণ ইতি। বক্ত্রানি। চন্দ্রাবলীরূপেণ পরিচিতানি ব্যাপ্তানি ॥ ৩১ ॥
কৃষ্ণ ইতি। আচরিষ্যামি প্রস্থাপয়িষ্যামি ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ইহা ত পুর-নারীদিগের ঔৎসুক্য-বাক্য ॥

গরুড়। দেব! দেখুন দেখুন,

হরিণাক্ষী নাগরীগণ আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত হর্ম্ম্য-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে, তাহাদেরই বদনসমূহ চন্দ্রাবলী-রূপে পরিচিত হইয়া সহসা আকাশমণ্ডল আলোকিত করিতেছে ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠার সহিত) হা প্রিয়ে চন্দ্রাবলি! হা পদ্মা-সখি! এ ক্রূরজন কেন তোমাকে বিস্মৃত হইবে, অদ্যই দ্বারকায় গিয়া তোমার উদ্দেশে দূত সকলকে প্রেরণ করিব ॥

চন্দ্রাবলী। ণং সমিদ্ধং পুরোদো কুণ্ডং পেক্‌খন্তী ণিব্বুদম্হি॥

কৃষ্ণঃ। (সাশঙ্কং) সখে! কথমনুভূত-পূর্ব্বেব কাপি সিঞ্জিত-সারণী প্রসর্প্য মামার্দ্রী করোতি॥

সুপর্ণঃ। নিবেদিতমেব দেবস্য, যদত্র জগত্রয়েঽপ্যস্য বাঢ়মনর্ঘ্যস্য কুমারীরত্নস্য পশ্যামি নান্যমর্ঘ্যহরং॥

কৃষ্ণঃ। তর্হি দৃশা পরীক্ষণীয়ম্॥

(ইত্যপাঙ্গং সঞ্চারয়ন্।)

অয়ে! কথং গোকুলবিলাসিনী সাধারণমাধুর্য্যমুদ্রা-মণ্ডিতা কুমারী হৃদয়ং মমোন্মাদয়তি॥

চন্দ্রাবলীতি। এনং সমৃদ্ধং উজ্জ্বলিতং পুরতঃ কুণ্ডং পশ্যন্তী নির্বৃতাস্মি॥

কৃষ্ণ ইতি। সারণীতু নদীভেদে, ইতি কোষঃ॥

সুপর্ণ ইতি। অর্ঘ্যহরং মূল্যপ্রদং। মূল্যে পূজাবিধাবর্ঘ্য ইত্যমরঃ॥ ৩২॥

চন্দ্রাবলী। যাহা হউক, অগ্রে এই অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া সুস্থ হইলাম॥

শ্রীকৃষ্ণ। (শঙ্কার সহিত) সখে! পূর্ব্বানুভূত অলঙ্কারাদির ধ্বনিরূপা নদী হঠাৎ আমাকে আর্দ্রীভূত করিল॥

গরুড়। দেব! আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, এই যে অমূল্য কুমারী-রত্নের মূল্যপ্রদ অর্থাৎ পাণিগ্রাহক ত্রিলোকীমধ্যে অন্য কাহাকেও দেখিতে পাই না॥

শ্রীকৃষ্ণ। তবে একবার চক্ষুর্দ্বারা পরীক্ষা করি॥

(এই বলিয়া নেত্রাঞ্চল নিক্ষেপপূর্ব্বক।)

আহা! গোকুলবিলাসিনী রমণীর ন্যায় মাধুর্য্যমুদ্রা মণ্ডিতা এই কুমারী যে আমার হৃদয় উন্মাদিত করিতে লাগিল॥

(পুনঃ সানুরাগং নিরূপ্য।)
হন্ত! কথং সৈবেয়ং মে প্রাণবল্লভে ॥
(ইতি সম্ভ্রমমভিনীয়) ॥
চেতশ্চন্দ্রমণের্দ্রবং বিরচয়ত্যুচ্চৈঃ স্মরাম্ভোনিধেঃ
সংরম্ভং বিতনোতি নেত্র কুমদস্যামোদমধ্যস্যতি।
উল্লাসং পরিতঃ প্রপঞ্চয়তি মে রোমৌষধীণাঞ্চ যা
সেয়ং চন্দনপঙ্ক-শীতল-করা লব্ধাদ্য চন্দ্রাবলী ॥ ৩২ ॥
তদভ্যাসমভ্যুপেত্য মাধুর্য্যমস্যাঃ পর্য্যালোচয়ামি ॥
(ইতি পরিক্রামতি।)

অভ্যাসং সমীপং ॥

(পুনর্ব্বার অনুরাগের সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া।)
কি আশ্চর্য্য! ইনি যে আমার সেই প্রাণবল্লভা! ॥
(এই বলিয়া সম্ভ্রম প্রকাশপূর্ব্বক।)

যিনি চিত্তরূপ চন্দ্রকান্তমণিকে অতিশয়রূপে দ্রবীভূত করিতেছেন, আমার কন্দর্পসমুদ্রের ক্ষোভ বিস্তার করিতেছেন, যিনি আমার নয়নকুমদের আমোদ বিধান করতেছেন, লোমাবলীরূপ ওষধী সকলের সর্ব্বতোভাবে উল্লাস বিধান করিতেছেন, সেই চন্দনপঙ্ক শীতল-করশালিনী চন্দ্রাবলীকে আজ লাভ করিলাম ॥ ৩২ ॥

যাহা হউক, নিকটে গিয়া ইঁহার মাধুর্য্য নিরীক্ষণ করি ॥
(এই বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন) ॥

মাধবী। (কৃষ্ণং বিলোক্য স্বগতং) কুদো আঅদো এসো তিল্লোঅসুন্দরো ণচ্চআরাও॥

চন্দ্রাবলী। ভঅবং হব্ববাহ! তস্স কন্দপ্প-কোড়ি-সুন্দরস্স পআরবিন্দজুঅলস্স পাসে ইমং বহেহি, তদেক্ক সরণং জণং॥

(ইতি পাবকং প্রণম্য।)

হা ভঅবদি পোণ্ণমাসি! এত্থ ওসরে কহিং গদাসি॥

কৃষ্ণঃ। (স খেদমাত্মগতং) হন্ত! সত্যমেব মহাসাহসে কৃতা ধ্বসায়া সেয়মাশুশুক্ষণিং প্রদক্ষিণী করোতি, তদহমুপেত্য ভুজাভ্যাবৃণোমি॥

মাধবীতি। কুত আগত এষ ত্রিলোকসুন্দরো নর্ত্তকরাজঃ॥

চন্দ্রাবলীতি। ভগবন্ হব্যবাহন! তস্য কন্দর্প-কোটি সুন্দরস্য পাদারবিন্দযুগলপার্শ্বে ইমং বহ প্রাপয়েত্যর্থঃ, তদেক শরণং জনং॥

হা ভগবতি পৌর্ণমাসি! অত্রাবসরে কুত্র গতাসি॥

মাধবী। (শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মনে মনে) কোথা হইতে এই ত্রিলোকসুন্দর নর্ত্তকরাজ আসিতেছেন॥

চন্দ্রাবলী। হে ভগবন্ হুতাশন! যিনি কোটি কন্দর্প অপেক্ষাও সুন্দর, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদারবিন্দযুগলের পার্শ্বে এই জনকে লইয়া যাও, আমি তাঁহারই একান্তাশ্রিত॥

(এই বলিয়া অগ্নিকে প্রণামপূর্ব্বক।)

হা ভগবতি পৌর্ণমাসি! আপনি এ সময়ে কোথায় গমন করিলেন?॥

শ্রীকৃষ্ণ। (খেদের সহিত মনে মনে) হায়! সত্যই যে ইনি

চন্দ্রাবলী। (বাষ্পধারামভিনয়ন্তী সবৈক্লব্যং) হা বহিণি রাহে! ণ জাদু মিলিদাসি, হা পিঅসহি পউমে! কহিং বট্টসি, হা অম্ম গোউলেসরি! ণ দিট্ঠাসি, হা পরাণ-ণাধ সিহণ্ড!॥

(ইত্যর্দ্ধোক্তে বাক্‌স্তম্ভং নাটয়ন্তী সব্যামোহং।)

মন্দস্মিদ-মঅরন্ধে পঅর-মঅর-কণ্ণিআ-সিরী সবণে
তস্মিং চ্চেঅ মুহপউমে ভমরউ মহ্ পডিভবং ণঅণং॥৩৩॥

চন্দ্রাবলীতি। হা ভগিনি রাধে! ন জাতু মিলিতাসি, হা প্রিয়সখি পদ্মে! কুত্র বর্ত্তসে, হা অম্বে গোকুলেশ্বরি! ন দৃষ্টাসি, হা প্রাণনাথ শিখণ্ড!॥

মন্দস্মিত-মকরন্দে প্রবর-মকর-কর্ণিকাশ্রীঃ শ্রবণে তস্মিন্নিব মুখপদ্মে ভ্রমযতু মম প্রতিভবং নয়নং॥ ৩৩॥

মহাসাহসে অর্থাৎ তনুত্যাগে কৃত-নিশ্চয় হইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তবে আমি গমন করিয়া ভুজদ্বয় দ্বারা আবরণ করিগা॥

চন্দ্রবলী। (বাষ্পধারা নিক্ষেপ করিতে করিতে ব্যাকুলতা প্রকাশপূর্ব্বক) হা ভগিনি রাধে! তুমি কথনই ত মিলিতা হইলা না? হা প্রিয়সখি পদ্মে! কোথায় আছ? হা মাতঃ গোকুলেশ্বরি! আপনাকে কেন দেখি-তেছি না? হা প্রাণনাথ শিখণ্ড!॥

(এই অর্দ্ধোক্তির পর, চূড়শব্দ বলিতে না পারিয়া বাক্-স্তম্ভ প্রকাশপূর্ব্বক মোহের সহিত।)

যাহাতে মন্দ-হাস্যরূপ মকরন্দ ও প্রবর মকরাকৃতি কুণ্ড-

কৃষ্ণঃ। (স সম্ভ্রমং কণ্ঠে পরিষ্বজ্য) কুরঙ্গাক্ষি! মা জ্বালয় জগন্তি॥

মাধবী। (সরোষং) রে মহাসাহসিঅ ধিট্‌ঠ-ণচ্চঅজুআণ! মুঞ্চ ণং মহারাঅ-পুত্তিঅং॥

কৃষ্ণঃ। (সাস্রং।)

অয়ং কণ্ঠে লগ্নঃ শশমুখি! জনস্তে প্রণয়বান্
যদপ্রাপ্ত্যা ধন্যাং তনুমতনুরূপাং তৃণয়সি।
প্রসীদাদ্য প্রাণেশ্বরি! বিরমমাস্মিন্নুগতে
কৃথাঃ পত্যাবত্যাহিতমিদমুরো মে বিদলতি॥ ৩৪॥

মাধবীতি। রে মহাসাহসিক ধৃষ্ট নর্ত্তকযুবন্! মুঞ্চ এনাং মহারাজ-পুত্রিকাং॥
কৃষ্ণ ইতি। অত্যাহিতং মহাভীতিরিত্যমরঃ॥ ৩৪॥

লই শোভন-কর্ণিকা-স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণ-মুখপদ্মে প্রতি জন্ম আমার নয়ন ভ্রমণ করুক॥ ৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণ। (সম্ভ্রমের সহিত কণ্ঠ আলিঙ্গনপূর্ব্বক) হে কুরঙ্গাক্ষি! জগৎ সমুদায় দগ্ধ করিও না॥

মাধবী। (রোষের সহিত) অরে মহাসাহসিক ধৃষ্ট-নটযুবক! এই মহারাজ-পুত্রী পরিত্যাগ কর্॥

শ্রীকৃষ্ণ। (অশ্রু মোচন করিতে করিতে।)

হে চন্দ্রমুখি! এই প্রণয়শালি জন তোমার কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তুমি যাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া আপনার পরম রূপবতী তনুকে তৃণতুল্য বিবেচনা করিতেছ। হে প্রাণেশ্বরি! অদ্য সেই এই অনুগত পতিতে মহাভয় বিধান করিও না,

চন্দ্রাবলী। (অশ্রুতিগভিনীয়) মাহবি ! মুঞ্চ মুঞ্চ, মা কৃখু
দুঃখাবেহি, জং সম্ভাবিদ-বহুপচ্চূহো এসো মুহূত্তো ॥
(ইতি নিজাঙ্গুলেরাভরণমাকৃষ্য।)
হলা ! এসা রত্তণমুদ্দিআ জধা পুরিসুত্তমস্স দিট্‌ঠি-
মগ্‌গং গচ্ছেদি, তধা তুএ কাদব্বং ॥
(ইতি হরিহস্তাঙ্গুলৌ মুদ্রাং নিবেশয়ন্তী সশঙ্কমাত্মগতং।)
কধং কঢিণো হত্থস্স প্‌ফংসো ॥

চন্দ্রাবলীতি। মুঞ্চ মুঞ্চ, মা খলু দুঃখাপয়, যৎ সম্ভাবিত-বহু-প্রত্যূহ এষ মুহূর্ত্তঃ ॥

সখি ! এষা রত্নমুদ্রিকা যথা পুরুষোত্তমস্য দৃষ্টিমার্গং লভতে, তথা ত্বয়া কর্ত্তব্যং ॥

কথং কঠিনো হস্তস্য স্পর্শঃ ॥

বিরত হও, তোমার এই অধ্যবসায়েতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

চন্দ্রাবলী। (শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া) মাধবি ! পরিত্যাগ
কর পরিত্যাগ কর, আর দুঃখ দিও না, যে হেতু এই
মুহূর্ত্তে বহুতর বিঘ্ন সম্ভাবনা ॥
(এই বলিয়া স্বীয় অঙ্গুলি হইতে আভরণ আকর্ষণপূর্ব্বক।)
সখি ! এই রত্নমুদ্রিকা যেরূপে পুরুষোত্তমের দৃষ্টি লাভ
করিতে পারে, তুমি সেইরূপ করিবা ॥
(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তাঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক প্রবেশ
করাইয়া মনে মনে।)
এ কি ! হস্ত এত কঠিন বোধ হইল কেন ! ॥

(ইত্যশ্রুধারামুন্মৃজ্য পশ্যন্তী সোৎক্রোশং।)

কধং সো জ্জেব্ব মে জীবিদেস্সরো, মং পরিরম্ভিঅ বাহাএদি ॥

(ইত্যানন্দমূর্চ্ছাং নাটয়ন্তী ভূতলে পততি) ॥

মাধবী। (সানন্দং) অম্মহে! অচ্চরিআ বিহিণো চরিআ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ভীষ্মকেণানুরজ্যমানা পৌর্ণমাসী।)

পৌর্ণমাসী।

উদঞ্চন্মাধুর্য্যং বিকসিত-নবাম্ভোরুহপদং

নুদন্তং সন্তাপানবিহত-রথাঙ্গ-প্রণয়িনং।

কথং স এব মে জীবিতেশ্বরো মাং পরিরভ্য বাষ্পায়তে॥

মাধবীতি। মাতঃ! আশ্চর্য্য বিধেশ্চর্য্যা ॥

(অনন্তর অশ্রুধারা মার্জনপূর্ব্বক অবলোকন করিতে করিতে উচ্চ শব্দসহকারে।)

এ কি! আমার সেই জীবিতেশ্বর! আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহিতেছেন! ॥

(এই বলিয়া আনন্দমূর্চ্ছা অভিনয়পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইলেন) ॥

মাধবী। (আনন্দের সহিত) ও মা! বিধাতার কি আশ্চর্য্য চরিত্র! ॥

(অনন্তর ভীষ্মকরাজের সহিত পৌর্ণমাসীর প্রবেশ।)

পৌর্ণামসী।

যাঁহার চরণযুগল বিকসিত নব-কমলের মাধুর্য্যবিশিষ্ট, যিনি চক্র ধারণপূর্ব্বক সন্তাপ-সকল দূরীভূত করিতেছেন,

অজীবন্মোহান্ধা হরিমনুসরন্তী বরতনু-

র্যথা বারাং পূরং স্থল-বিলুঠদঙ্গী শফরিকা॥ ৩৫ ॥

(ইত্যুপসৃত্য।)

বৎসে চন্দ্রাবলি! মাধবাদবাপ্ত-প্রসাদয়া ত্বয়া সন্দীপি-

তেয়ং সান্দীপনি-জননী ক্ষণদা, তদুত্থীয়তাম্ ॥

(ইতি ভুজাভ্যামুত্থাপয়তি)॥

চন্দ্রাবলী। (পুরো দৃষ্ট্বা স্বগতং) কধং এত্থ তাদো মে বিদব্ভণাথো ॥

পৌর্ণেতি। শফরিকা প্রোষ্ঠী নাম মৎস্যবিশেষঃ॥ ৩৫ ॥

মাধবাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ, পক্ষে বসন্তাৎ। প্রসাদঃ প্রসন্নতা প্রকাশশ্চ, ক্ষণদা রাত্রিঃ, পক্ষে উৎসবদা॥

চন্দ্রাবলীতি। কথমত্র তাতো মে বিদর্ভনাথঃ॥

তাঁহাকে দেখিয়া এই মোহান্ধা বরতনু চন্দ্রাবলী যেমন ভূমি-পতিতা শফরী (মৎস্যবিশেষ) সম্মুখে জলরাশি নিরীক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহার ন্যায় অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন করিয়া জীবিত রহিয়াছে॥ ৩৫ ॥

(এই বলিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক।)

বৎসে চন্দ্রবলি! তুমি মাধবের নিকট প্রসন্নতা লাভ করিয়াছ দেখিয়া, এই সান্দিপনি-জননী পৌর্ণমাসী যে আমি, আমার অতিশয় সন্তোষ লাভ হইল, অতএব গাত্রোত্থান কর॥

(এই বলিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা উত্তোলন করিলেন)॥

চন্দ্রাবলী। (অগ্রে অবলোকন করিয়া মনে মনে) এ স্থানে আমার পিতা বিদর্ভনাথ কেন?॥

(ইতি লজ্জামভিনীয় পৌর্ণমাসীং অন্তরা করোতি)॥

কৃষ্ণঃ। (স বিস্ময়ং) ভগবতি! কথং ত্বমত্রাগতাসি॥

পৌর্ণমাসী। হন্ত গোকুলচন্দ্র! চন্দ্রাবলী স্নেহেন॥

ভীষ্মকঃ। (সাদরং।)

অবিদিতস্তনয়া মনয়াম্বয়-
ন্নুপকৃতিং কৃতবান্ মম জাম্ববান্!।
মুনিমনঃ প্রণিধেয়-পদাম্বুজ-
স্ত্বমসি যেন বরো দুহিতুর্বরঃ॥ ৩৬॥

পৌর্ণমাসী। কুণ্ডিনেন্দ্র! সত্যং পুণ্যবতাং শিখামণিরসি, তদিয়ং সমর্প্যতাং নিজকুলকৈরবচন্দ্রিকা চন্দ্রাবলী রাজেন্দ্রায়॥

ভীষ্মক ইতি। অনয়াৎ অন্যায়াৎ, যেন উপকারেণ॥ ৩৬॥

(এই বলিয়া লজ্জা অভিনয়পূর্ব্বক পৌর্ণমাসীকে সম্মুখে রাখিয়া পশ্চাতে দণ্ডায়মানা হইলেন)॥

শ্রীকৃষ্ণ। (বিস্ময়ের সহিত) ভগবতি! আপনি এ স্থানে কিরূপে আসিলেন?॥

পৌর্ণমাসী। হায় গোকুলচন্দ্র! চন্দ্রাবলীর প্রতি স্নেহবশতঃ॥

ভীষ্মক। (আদরের সহিত।)

জাম্ববান্! প্রচ্ছন্নভাবে অন্যায়পূর্ব্বক আমার তনয়া হরণ করিয়া উপকার করিয়াছেন, যে উপাকার দ্বারা মুনিধ্যেয় চরণাম্বুজ, আপনি আমার তনয়ার উৎকৃষ্ট বর হইলেন॥৩৬॥

পৌর্ণমাসী। অহে কুণ্ডিনেন্দ্র! সত্য তুমি পুণ্যবান্দিগের

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) তাং জীবিতবল্লভামন্তরেণ চন্দ্রাবলীমঙ্গী-
কর্ত্তুং প্রবর্ত্তমানমপি মানসং মে নাপরাধ্যতি, যদিয়ং
তস্যাঃ সোদরা॥

ভীষ্মকঃ। (স বিনয়ং।)

অয়মিহ কিল কন্যাবান্ধবানাং নিবন্ধঃ
সমুচিত ইতি লক্ষ্মীকান্ত! বিজ্ঞাপয়ামি।
মম দুহিতুরনুজ্ঞোল্লঙ্ঘনাদঙ্গনায়াঃ
কথমপি ন পরস্যাঃ পাণিসঙ্গো বিধেয়ঃ॥ ৩৭॥

কৃষ্ণ ইতি। নাপরাধ্যতি নাপরাধং মনুতে॥

ভীষ্মক ইতি। নিবন্ধঃ পণঃ। মম দুহিতুশ্চন্দ্রাবল্যা অনুজ্ঞামুল্লঙ্ঘ্য পরস্যা অঙ্গনায়াঃ পাণিগ্রহণং মাকৃথাঃ। ইতি কন্যাবান্ধবানাং নিবন্ধঃ সময়ঃ, তৎ নিবেদয়ামি॥ ৩৭॥

শিখামণি-স্বরূপ, অতএব এই নিজকুলকৈরবচন্দ্রিকা চন্দ্রা-
বলীকে রাজরাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ কর॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) আমার জীবিতবল্লভা শ্রীরাধা ব্যতি-
রেকে চন্দ্রাবলীকে অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্তমান, আমার
মানস কখনই অপরাধী হইবে না, যে হেতু এই চন্দ্রাবলী
তাঁহার সহোদরা॥

ভীষ্মক। (বিনয়ের সহিত।)

লক্ষ্মীকান্ত! এ স্থলে কন্যার বান্ধবদিগের এই সমুচিত পণ
নিবেদন করিতেছি যে, আপনি আমার দুহিতার অনুমতি
উল্লঙ্ঘন করিয়া কোনক্রমে অন্য কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে
পারিবেন না॥ ৩৭॥

কৃষ্ণঃ। (পৌর্ণমাসী-মুখমীক্ষতে)॥

পৌর্ণমাসী। মুকুন্দ! গোকুলকুমারীকুলানি চন্দ্রাবলীমাত্র-
শেষাণি দুর্বিদগ্ধেন বিধিনা কৃতানি, তত্র কা ক্ষতিঃ॥

সুপর্ণঃ। রাজন্নবধীয়তাং,

শ্রীনাথে বিনয়ভরেণ নাথিতে-স্মিন্
বৈদর্ভ্যা নিজ-সুহৃদঙ্গসঙ্গমায়।
তত্রায়ং ভজতি ভয়ঙ্করঃ প্রকামং
বিশ্রামং ক্ষিতিপতিচন্দ্র! তে নিবন্ধঃ॥ ৩৮॥

ভীষ্মকঃ। তথাস্তু॥

সুপর্ণ ইতি। বৈদর্ভ্যা নিজ-সুহৃদঙ্গসঙ্গায় অস্মিন্ শ্রীনাথে নাথিতে সতি, অয়ং তে নির্বন্ধো বিশ্রামং ভজতি ভবিষ্যতি॥ ৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণ। (পৌর্ণমাসীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন)॥

পৌর্ণমাসী। মুকুন্দ! এ পণ স্বীকার করায় কোন ক্ষতি নাই, অরসিক বিধাতা গোকুলকুমারী-সকলকে চন্দ্রবলীমাত্রেই অবশেষ করিয়াছেন অর্থাৎ একমাত্র চন্দ্রাবলীই আছেন॥

গরুড়। মহারাজ! অবধান করুন,

বৈদর্ভী যখন স্বীয়-সুহৃদের অঙ্গসঙ্গ নিমিত্ত বিনয়সহকারে এই শ্রীনাথকে প্রার্থনা করিবেন, হে নৃপচন্দ্র! তখন তোমার এই ভয়ঙ্কর নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ পণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম লাভ করিবে॥ ৩৮॥

ভীষ্মক। যে আজ্ঞা তাহাই হইবে॥

[৩৮]

(ইতি সাদরমভ্যুপেত্য।)

দেব ! কৃপয়া পরিগৃহ্যতামিয়ং পরিচর্য্যোচিতা কিঙ্করী ॥

(ইতি চন্দ্রাবলী সমর্পয়তি) ॥

কৃষ্ণঃ। (সাদরমঙ্গীকৃত্য) রাজন্নন্নু জানীহি দ্বারকাং প্রযামি ॥

(ইতি সপরিবারো নিষ্ক্রান্তঃ) ॥

(নেপথ্যে।)

সপ্তিঃ সপ্তীরথ ইহ রথঃ কুঞ্জরঃ কুঞ্জরো মে
তূনস্তূনো ধনুরুত-ধনুর্ভোঃ কৃপাণী কৃপাণী
কা ভীঃ কা ভীরয়ময়মহং হা ! ত্বরধ্বং ত্বরধ্বং।
রাজ্ঞঃ পুত্রী বত হৃতহৃতা কামিনা বল্লবেন ॥ ৩৯ ॥

(নেপথ্যে।) সপ্তিঃ সপ্তিরিত্যাদি ত্বরয়া বীপ্সা। হয় সৈন্ধব সপ্তয় ইত্য-মরঃ ॥ ৩৯ ॥

(নিকটে গমনপূর্ব্বক।)

দেব ! কৃপাপূর্ব্বক পরিচর্য্যাযোগ্য এই কিঙ্করীকে গ্রহণ করুন ॥

(এই বলিয়া চন্দ্রাবলীকে সমর্পণ করিলেন) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (অদারসহকারে গ্রহণপূর্ব্বক) রাজন্ ! অনুমতি করুন, দ্বারকায় গমন করি ॥

(এই বলিয়া সপরিবারে প্রস্থান করিলেন) ॥

(বেশগৃহে।)

এই আমার অশ্ব এই আমার অশ্ব, এই আমার হস্তী এই আমার হস্তী, অহে ! এই ধনুঃ এই ধনুঃ, এই ছোরিকা

ভীষ্মকঃ। কথমুপাত্ত-সম্ভ্রমাণাং রাজ্ঞাং কোলাহলঃ প্রথীয়ানভূৎ ॥

(নেপথ্যাভিমুখমালোক্য।)

কথং যদুসৈন্যমাকর্ষন্ সঙ্কর্ষণঃ সমগংস্ত ॥

(পুনরবধায় সস্মিতং।)

বিলে ক্ব নু বিলিল্যিরে নৃপপিপীড়িকাঃ পীড়িতাঃ

পিনষ্মি জগদণ্ডকং ন ন হরিঃ ক্রুধং ধাস্যতি।

শচীগৃহ-কুরঙ্গ রে! হসসি কিং ত্বমিত্যুন্নদ-

ন্নুদেতি মদডম্বর-স্খলিতচূড়মগ্রে হলী ॥ ৪০ ॥

ভীষ্মক ইতি। উপাত্তঃ সম্ভ্রমো যৈস্তেষাং ॥

(নেপথ্যে।) বিলে ইতি। বলিল্যিরে বিলয়ং প্রাপুঃ। মদাতিশয়েন স্খলিতা চূড়া যত্র তদ্যথা তথা। হলী বলদেবঃ ॥ ৪০ ॥

এই ছোরিকা, ভয় কি ভয় কি, এই আমি এই আমি, হা কষ্ট হা কষ্ট! ত্বরান্বিত হও ত্বরান্বিত হও, হায়! একটা কামুক গোপে রাজপুত্রীকে হরণ করিল! ॥ ৩৯ ॥

ভীষ্মক। এ কি! সম্ভ্রম প্রাপ্ত নৃপতিগণের কোলাহল এত গুরুতর হইল কেন? ॥

(বেশগৃহের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক।)

কি আশ্চর্য্য! যাদবসৈন্য আকর্ষণ করিতে করিতে বলদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন! ॥

(পুনর্ব্বার অবলোকনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে।)

ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিব, হরি ক্রোধ করিবেন না, ক্রোধ করি-

(পুনর্নেপথ্যে।)

বিক্রোশন্দন্তবক্রঃ কলিত-ভয়ভরো হন্ত ! বক্রঃ কিলাসীৎ
পিণ্ডীশূরঃ শৃগালী স্খলিতরথগতির্মাগধো বাগধোঽভূৎ।
দূরাদৌজ্‌ঝন্নৃপাণাং কুলমধিসমরং নিষ্কৃপাণাং কৃপাণান্
ধুন্বানে শার্ঙ্গধন্বন্যরি-নিধনধরং হাস্যরঙ্গেণ সার্দ্ধং॥ ৪১॥

ভীষ্মকঃ। (সানন্দং) নিবৃত্তচিন্তোঽস্মি সংবৃত্তঃ॥

(পুনর্নেপথ্যে।) বিক্রোশন্নিতি। পিণ্ডীশূরঃ ভোজনমাত্র পটুঃ। শৃগালীরণাৎ পলায়নপরঃ শৃগালীতি নিগদ্যতে। বাগধো বাক্‌রহিতঃ। নৃপাণাং কুলং সমরমধিকৃত্য কৃপাণানৌজ্‌ঝৎ। কৃপাণী কর্ত্তরী সমে॥ ৪১॥

বেন না, অরে শচী-গৃহেব ক্রীড়ামৃগ ইন্দ্র ! তুই আর হাসিস্ না, (এইরূপ উচ্চনাদ করিতে করিতে মদভরে স্খলিতচূড় বলদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তদ্দর্শনে নৃপতিগণ পীড়িত হইয়া পিপিলিকাপ্রায় কোন গর্ত্তে গিয়া লুক্কায়িত হইল॥৪০॥

(পুনর্ব্বার বেশগৃহে।)

শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে অরিনিধনতৎপর শার্ঙ্গধনুর আস্ফালন করায় দন্তবক্র হায় ! কি হইল বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ভয়ে বক্র হইল, ভোজনমাত্র প্রিয় যুদ্ধপরাঙ্মুখ জরাসন্ধ রথের গতিশূন্য হওয়াতে অবাক্ হইয়া রহিল এবং নির্দ্দয় রাজগণ যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক খড়্গ-সকল দূরে-নিক্ষেপ করিতে লাগিল॥ ৪১॥

ভীষ্মক। (আনন্দের সহিত) সম্প্রতি নিশ্চিন্ত হইলাম॥

(নেপথ্যে।)

খণ্ডিতেন বিনিবদ্ধ্য বাসসা

পণ্ডিতেন রণরঙ্গকর্ম্মণি।

কেশবেন রচিতার্দ্ধমুণ্ডনঃ

কুণ্ডিনেশ্বর সুতো বিড়ম্বিতঃ ॥ ৪২ ॥

ভীষ্মকঃ। (সশঙ্কং।)

সান্ত্বয়িতুমুচিতোঽয়ং কুলকালিমা কুমারঃ।

কদাচিদ্ব্রীড়য়াঽসৌ মনস্বী প্রাণানপি জহ্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥

(নপথ্যে।) খণ্ডিতেনেতি। বিড়ম্বিতঃ বিড়ম্বং প্রাপিতঃ ॥ ৪২ ॥
ভীষ্মক ইতি। ব্রীড়য়া লজ্জয়া। মনস্বী অহঙ্কারী ॥ ৪৩ ॥

(বেশগৃহে।)

শ্রীকৃষ্ণ রণরঙ্গবিষয়ে অতিশয় সুনিপুণ, খণ্ডিত বস্ত্রদ্বারা বিদর্ভতনয় রুক্মিকে বন্ধনপূর্ব্বক অর্দ্ধমস্তক মণ্ডন করিয়া বিড়ম্বিত করিলেন ॥ ৪২ ॥

ভীষ্মক। (শঙ্কার সহিত।)

এই কুলাঙ্গার কুমারটাকে সান্ত্বনা করা উচিত, কি জানি এই অহঙ্কারী লজ্জাবশতঃ প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারে ॥ ৪৩ ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান ॥)

(তদনন্তর সকলের প্রস্থান) ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে চন্দ্রাবলীলাভো নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

* ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে পঞ্চমোঽঙ্কঃ

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতব্যাখ্যায় চন্দ্রাবলী লাভ পঞ্চম অঙ্ক ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

ললিতমাধবনাটকং

ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।

—০:*:০——

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্ধবঃ।)

উদ্ধবঃ।

১ যাচন্তে দনুজব্রজাদভয়তাং যং বজ্রহস্তাদয়ঃ
সোঽয়ং হন্ত ! বরাক-মাগধ-ভয়াদ্দুর্গং ভজত্যম্বুধৌ।
বুদ্ধিং যস্য কিলোপজীবতি জগন্মন্ত্রে স গৃহ্ণাতি মাং
কঃ প্রত্যেতু জনঃ সুদুর্গমমতেঃ কৃষ্ণস্য লীলায়িতং ॥ ১ ॥

উদ্ধব ইতি। দনুজব্রজাৎ অসুরসমূহাৎ। বজ্রহস্তাঃ ইন্দ্রাদিদেবাঃ। লীলায়িতং লীলাচরিতং ॥ ১ ॥

(অনন্তর উদ্ধবের প্রবেশ।)

উদ্ধব।

বজ্রহস্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ অসুরভয়ে ভীত হইয়া যাঁহার নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য ! সেই শ্রীকৃষ্ণ আজ একটা ক্ষুদ্র জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন, অপর যাঁহার বুদ্ধিদ্বারা জগৎ জীবন ধারণ করে, সেই প্রভু মন্ত্রণাবিষয়ে আমাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব সুদুর্গম বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের লীলা কোন্ ব্যক্তি জানিতে সমর্থ হইবে ! ॥ ১ ॥

(বিমৃশ্য।)

অয়ে ! সম্প্রতি সচিন্তেন চেতসা দেবর্ষিং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ॥

আকাশে। কিং ব্রবীমি ? সুধর্ম্মা-সীমনি স ভগবান্ বর্ত্ততে ইতি, ভবতু তত্রৈবাহং প্রতিষ্ঠমানোঽস্মি ॥

(ইতি পরিক্রম্য।)

অয়ে ! সত্যমেব পুরস্তাদেষ দেবর্ষিঃ ॥

(প্রবিশ্য নারদঃ।)

নারদঃ।

ঊরীকর্ত্তুং দামোদরহৃদি নবামোদলহরীং
বরীয়স্যঃ প্রেম্নাং জগতি বিবিধাঃ সন্তু গতয়ঃ।

আকাশে। তত্র সুধর্ম্মা-সীমনি, প্রতিষ্ঠামানোঽস্মি প্রস্থানং কুর্ব্বন্নস্মি ॥

(চিন্তা করিয়া।)

অয়ে ! সম্প্রতি চিন্তান্বিত-চিত্তে দেবর্ষিকে দেখিতে ইচ্ছা করি ॥

আকাশে। কি বলিতেছ ? ভগবান্ নারদ সুধর্ম্মাদেব-সভার সীমায় অবস্থিত আছেন, থাকুন, আমি সেই স্থানেই গমন করিতেছি ॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক।)

অয়ে ! সত্যই যে অগ্রবর্ত্তি দেবর্ষি নারদ ॥

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ।

দামোদরের হৃদয়ে যে আমোদলহরী বিরাজ করিতেছে,

স্তুমস্তং যস্তাসাং স্ফুরতি হৃদি ভাবস্য গরিমা
হৃষীকাণাং হন্ত ! প্রভুরপি ন যত্র প্রভবতি ॥ ২ ॥
(পুরো বিলোক্য সানন্দং ।)
অয়ং ! চক্রাদ্যঙ্ক-স্ফুরিত-ভুজমূলস্তিলকবান্
দধৎ কণ্ঠে মালামতুল-তুলসী-কাষ্ঠমণিজাং ।
হরেঃ শেষামঙ্গে শিরসি চ বহন্নুদ্ধবতয়া
গতঃ খ্যাতিং ভক্তিপ্রসর ইহ মূর্ত্তো বিহরতি ॥ ৩ ॥

নারদ ইতি। উরীতি। তাসাং ব্রজদেবীনাং প্রভুরপি প্রেরকোঽপি। যত্র ভাবগরিমণি। ন প্রভবতি ন প্রভুর্ভবতি ॥ ২ ॥

মূর্ত্তো ভক্তিপ্রসর উদ্ধবতয়া খ্যাতিং গতঃ সন্ বিহরতি। শেষঃ প্রসাদে মাল্যে চ স্ত্রিয়াং শেষো হলায়ুধ ইতি ধরণিঃ ॥ ৩ ॥

তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত জগতে প্রেমের বিবিধ প্রকার প্রধান প্রধান গতি আছে, কিন্তু ব্রজদেবীদিগের হৃদয়ে যে ভাবগরিমা স্ফুর্ত্তি পাইতেছে, তাহা গ্রহণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই, কি আশ্চর্য্য ! যিনি ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক, সেই হৃষীকেশও যে ভাবগরিমায় সমর্থ হয়েন না, অন্যের কথা কি ? অতএব আমরা কেবল সেই ভাবগরিমাকে স্তব করি ॥ ২ ॥

(অগ্রে অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত ।)

অহো ! ভুজমূলে চক্রাদিচিহ্ন, ললাটে তিলক, কণ্ঠে মনোহর তুলসী-কাষ্ঠমালা এবং অঙ্গে ও মস্তকে হরি-নির্ম্মাল্য বহনপূর্ব্বক উদ্ধব নামে খ্যাতি লাভ করিয়া ভক্তি-বিস্তারই যেন মূর্ত্তিমান্‌রূপে বিহার করিতেছেন ! ॥ ৩ ॥

উদ্ধবঃ। ভগবন্নভিবাদয়ে ॥

নারদঃ। (শুভাশিষা সভাজয়ন্) মন্ত্রিরাজ! কথং বিষণ্ণ ইব বীক্ষ্যমাণোঽসি ॥

উদ্ধবঃ। ভগবন্! দেবপাদেষু কৃতেনাপরাধেন ॥

নারদঃ। উষরভূমিরসি ত্বং সন্ততমপরাধবীজস্য দৈবাদ্বিরূঢ়মপি তদ্বিন্দতি সত্তাং ন গোবিন্দে ॥

উদ্ধবঃ। ভগবন্! মদীয়া রভসকারিতৈব দেবস্য ভীমারণ্যসীমায়ামবগাহনে হেতুরভূৎ ॥

উদ্ধব ইতি। দেবর্ষে! নমস্করোমি ॥

নারদ ইতি। (সভাজয়ন্ প্রসংশয়ন্) ॥

নারদ ইতি। তদপরাধবীজং গোবিন্দবিষয়ে সত্তাং ন বিন্দতি ॥

উদ্ধব ইতি। রভসকারিতা কৌতুককারিতা। অবগাহনে প্রবেশে ॥

উদ্ধব। দেবর্ষে! প্রণাম করি ॥

নারদ। (শুভ আশীর্ব্বাদদ্বারা প্রশংসা করিয়া) মন্ত্রিরাজ! তোমাকে বিষণ্ণের ন্যায় দেখিতেছি কেন? ॥

উদ্ধব। দেবর্ষে! শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে অপরাধ করিয়াছি বলিয়া ॥

নারদ। তুমি অপরাধবীজ-সম্বন্ধে উষরভূমি-স্বরূপ, দৈবাৎ তাহাতে অপরাধবীজ সঞ্জাত হইলেও ভগবান্ গোবিন্দে কখনই তাহা স্থিতিশীল হইবে না অর্থাৎ ভগবান্ কখন তোমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না ॥

উদ্ধবঃ। দেবর্ষে! আমার কৌতুককারিতাই দেবোত্তমের মহারণ্য-সীমা প্রবেশের হেতু হইয়াছে ॥

নারদঃ। কীদৃশী সা ॥

উদ্ধবঃ। ক্ষুদ্রে সত্রাজিতি দেবার্থমভ্যর্থনা ॥

নারদঃ। কিং তদভ্যর্থিতং ॥

উদ্ধবঃ। লোকোত্তরং কন্যারত্নং চিন্তারত্নঞ্চ ॥

নারদঃ। (স্বগতং) চিত্রং চিত্রং! অসমীক্ষ্যকারিতাপি শিষ্টানামিষ্টারম্ভপর্য্যবসায়িতামেব ধত্তে ॥

(প্রকাশং।)

স্ফুটমভ্যর্থিতং সার্থকং নাভূৎ ॥

উদ্ধবঃ। অথ কিং প্রত্যুত কষ্টমেব বৃত্তং ॥

নারদঃ। নায়মগৃহীত-শাসনোঽপি বাচ্যতামর্হতি সত্রাজিতঃ ॥

নারদ ইতি। অসমীক্ষ্যকারিতা অবিমৃশ্যকারিতা ॥

নারদ। সে কি প্রকার? ॥

উদ্ধব। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ক্ষুদ্র সত্রাজিতকে প্রার্থনা ॥

নারদ। সে প্রার্থনা কি? ॥

উদ্ধব। লোকাতীত কন্যারত্ন ও চিন্তারত্ন ॥

নারদ। (মনে মনে) আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! অবিমৃশ্যকারিতাই শিষ্টদিগের ইষ্টারম্ভের পর্য্যবসান ধারণ করে ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

বোধ হয় তোমার প্রার্থিত সার্থক হয় নাই ॥

উদ্ধব। হাঁ সত্য, সার্থক না হইয়া কষ্টকরই হইল ॥

নারদ। সত্রাজিৎ যদিচ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা গ্রহণ করিল না, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের নিকট নিন্দার পাত্র হইতে পারেন না ॥

যতঃ—

বিমলহৃদয়ঃ খ্যাতো লোকে সতামুপদেশতো
গুণয়তি গুণশ্রেণীং নাম্নো মলীমসমানসঃ।
মুকুলপটলীং সারঙ্গাক্ষী-মুখার্পিত-সীধুভি-
র্বকুল ইব কিং ধত্তে মূর্দ্ধ্না হঠাদটরূষকঃ ॥ ৪ ॥

উদ্ধবঃ।

অনর্পিতেন রত্নেন কন্যারত্নেন চাচ্যুতে।
ভ্রাতরং সাধুবাদঞ্চ স স্বকীয়মঘাতয়ৎ ॥ ৫ ॥

নাবদ ইতি। অয়ং কৃষ্ণঃ, ন গৃহীতং শাসনং যস্য। বাচ্যতাং নিন্দ্যতাং। বিমলেতি। গুণয়তি বিস্তারয়তি। সারঙ্গাক্ষী অর্থাৎ পদ্মিনীমুখার্পিত-মধুভিঃ। বকুলঃ কেশরঃ। অটরূষকঃ বাসকবৃক্ষবিশেষঃ ॥ ৪ ॥

উদ্ধব ইতি। কন্যারত্নস্য কৃষ্ণেঽদানতঃ সত্রাজিৎ ভ্রাতরং প্রসেনং লোক-সাধুবাদঞ্চ অনাশয়াৎ। তেনৈব প্রসেনস্য নাশঃ নিন্দা চ অভূদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

কারণ—

যিনি বিমল-হৃদয় বলিয়া বিখ্যাত, তিনি সৎসকলের উপ-দেশবশতঃ গুণরাশি বিস্তার করেন, আর যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও মলিনচিত্ত, সে কখন সতের উপদেশ গ্রহণ করে না। যেমন মৃগাক্ষী পদ্মিনীদিগের মুখার্পিত-মধুসমূহদ্বারা বকুলতরুই মুকু-লিত হয়, বাসকবৃক্ষের কখন মুকুল উদ্গম হয় না, তদ্রূপ ॥৪॥

উদ্ধব।

সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে কন্যারত্ন ও রত্ন প্রদান না করিয়া আপনার ভ্রাতা এবং সুখ্যাতি এই দুই নষ্ট করিয়াছে ॥ ৫ ॥

নারদঃ। শ্রুতমাখেটকে স দিষ্টান্তমবাপ ॥

উদ্ধবঃ। অথ কিং ॥

নারদঃ। স্ফুটং প্রসেন মন্বেষ্টুং প্রস্থিতো রথাঙ্গী ॥

উদ্ধবঃ। অথ কিং, যদেষ জগত্তমঃ-প্রমাথি-চরিত্রবিরোচনে চানূরদ্বিষি কাঞ্চিত্তমঃ কলামুদীরয়তি, তেনাদ্য খিন্নো ভবতঃ ক্ষেমমাশংসে ॥

নারদঃ। হন্ত! পুণ্ডরীকাক্ষ-ভক্তিমঞ্জরী-চঞ্চরীকঃ রভসারব্ধো-

নারদ ইতি। আখেটকে মৃগয়ায়াং স প্রসেনঃ দিষ্টান্তং মৃত্যুং অবাপ প্রাপ্তবান্ ইতি শ্রুতং ॥

নারদ ইতি। রথাঙ্গী কৃষ্ণঃ ॥

উদ্ধব ইতি। এষঃ সত্রাজিৎ, আশাংসে পৃচ্ছামি। বিরোচনে স্বর্য্যে ॥

নারদ ইতি। চঞ্চরীকঃ ভ্রমরঃ। রভসা কৌতুকেন ॥

নারদ। আমি শুনিয়াছি, প্রসেন মৃগয়া করিতে গিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে ॥

উদ্ধব। হাঁ সত্য ॥

নারদ। বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনকে অন্বেষণ করিতে গমন করিয়াছেন ॥

উদ্ধব। হাঁ তাই বটে, যে হেতু এই সত্রাজিৎ যাঁহার চরিত্রে জগতের অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেই চানূর-শত্রু শ্রীকৃষ্ণে কোন কলঙ্ক বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে আমি খিন্ন হইয়া আপনার নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি ॥

নারদ। কি আশ্চর্য্য! হে উদ্ধব! তুমি পুণ্ডরীকাক্ষের

ঽপি ভক্তিমঞ্জরীভ্রমর্থঃ, কংসহরস্য হর্ষহেতুতামেব প্রতিপদ্যতে কিমুত প্রেষ্ঠেন ভবাদৃশা, তদদ্য মহোৎসবঃ ক্রিয়তাং। তেষাং লোকোত্তরচমৎকৃতীনাং বৃন্দাটবীবিলাসানাং বিলোকনায় রমণীয়স্তে সময়োঽয়মুপস্থিতবান্॥

উদ্ধবঃ। ভগবন্! জানন্নপি কিং মাং মুধা প্রলোভয়সি, যদদ্য কেনাপি শোকশঙ্কুলাশঙ্কুলস্য দেবস্য কুতো নববৃন্দাবনাবগাহনেঽপি সম্ভাবনা॥

নারদঃ। কঃ শোকশঙ্কোরুপাধিঃ॥

নারদ ইতি। উপাধিঃ কারণং॥

ভক্তিমঞ্জরীতে ভ্রমর-স্বরূপ, ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণ কৌতুক বশতঃ কোন কার্য্যারম্ভ করিলেও যখন তাহা কংসারির হর্ষের কারণ হইয়া থাকে, তখন তোমার ন্যায় প্রিয়তমের কথা কি? যাহা হউক, আজ মহোৎসব করিতে প্রবৃত্ত হও। কারণ লোকাতীত চমৎকার বৃন্দাবনীয় বিলাস সকলের দর্শন নিমিত্ত তোমার সম্বন্ধে রমণীয় সময় উপস্থিত হইয়াছে॥

উদ্ধব। ভগবন্! জানিও কেন আমাকে বৃথা প্রলোভিত করিতেছেন, যে হেতু আজ কোন শোকশঙ্কুলদ্বারা দেবোত্তম শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কোনরূপেই নববৃন্দাবনীয় লীলাস্বাদনের সম্ভাবনা নাই॥

নারদ। শোকশঙ্কুর কারণ কি?॥

উদ্ধবঃ। কনিষ্ঠেত্যর্দ্ধোক্তে বাক্স্তম্ভং নাটয়তি ॥

নারদঃ। (বিহস্য।)

অপি লব্ধাঙ্গুলীসঙ্গাং যদি নষ্টেতি দৃষ্টিমান্।

মুদ্রাং শোচতি রোচিষ্ণুং তত্র কিং করবামহে ॥ ৬ ॥

উদ্ধবঃ। (সবিস্ময়ানন্দং) ভগবন্! কিঞ্চিদুচ্ছসিতা তে বাগ্বল্লরী ব্যাকুলয়তি মে মনো মধুপং। তদভিব্যক্তী ক্রিয়তাং, সত্যমেব কিমায়ুষ্মতী কনিষ্ঠাদেবী ॥

নারদঃ। আয়ুষ্মতীতি কিমুচ্যতে। সা দ্বারবতীমেবালঙ্কুর্ব্বতী বর্ত্ততে ॥

উদ্ধব ইতি। রাধেতি বক্তব্যে কনিষ্ঠা ইত্যর্দ্ধোক্তে সতি ॥

নারদ ইতি। দৃষ্টিমান্ চক্ষুষ্মান্ ॥

উদ্ধব ইতি। উচ্ছসিতা বিকশিতা ॥

উদ্ধব। কনিষ্ঠা অর্থাৎ শ্রীরাধা এই অর্দ্ধোক্তির পর, বাক্স্তম্ভ প্রকাশ করিলেন ॥

নারদ। হাস্যপূর্ব্বক।)

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যদি না দেখিয়া নষ্ট হইয়াছে, এই জ্ঞানে অঙ্গুলীসংসক্তা তেজস্বতী অঙ্গুরীর নিমিত্ত শোক করে, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে কি করিব ? ॥ ৬ ॥

উদ্ধব। (বিস্ময় ও আনন্দের সহিত) ভগবন্! আপনার বাক্যলতা কিঞ্চিৎ বিকশিতা হইয়া আমার মনোরূপ মধুকরকে ব্যতিব্যস্ত করিল। অতএব প্রকাশ করিয়া বলুন, সত্যই কি কনিষ্ঠাদেবী জীবিত আছেন ? ॥

উদ্ধবঃ। (সরোমাঞ্চং) কথমিয়মত্রাগতা॥

নারদঃ।

অক্ষীণং বিভবং প্রজাঞ্চ পরমামভ্যর্থ্য সর্ব্বাত্মনা
কুর্ব্বাণায় নিষেবণং বিরহিতাপত্যায় সত্যার্চ্চনঃ।
সার্দ্ধং দুর্দ্ধরশঙ্খচূড়মণিনা তাং সত্যভামাখ্যয়া
বিখ্যাতাং প্রণয়দ্দদৌ দিনমণির্মিত্রায় সত্রাজিতে॥ ৭॥
সস্নেহমব্রবীচ্চৈনং—

নারদ ইতি। বিভবং স্যমন্তকং। দুর্দ্ধরঃ দুর্দ্দান্তঃ। তাং রাধাং, প্রণয়ন্ কুর্ব্বন্॥ ৭॥

নারদ। আয়ুষ্মতী এ কথা বলিতেছ কেন? তিনি দ্বারাবতী অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন॥

উদ্ধব। (রোমাঞ্চের সহিত) কিরূপে তিনি এ স্থানে আগমন করিলেন॥

নারদ।

অপুত্রক সত্রাজিৎ অতুল বিভব ও উৎকৃষ্ট অপত্য কামনা করিয়া সর্ব্বতোভাবে সূর্য্যদেবের আরাধনা করে, তাহাতে ঐ দিনমণি প্রসন্ন হইয়া দুর্দ্দান্ত শঙ্খচূড়ের স্যমন্তকমণি ও সেই কনিষ্ঠার অর্থাৎ শ্রীরাধার সত্যভামা বলিয়া নামকরণ করতঃ প্রণয়সহকারে আপনার পরম মিত্র সত্রাজিৎকে সমর্পণ করিয়াছিলেন॥ ৭॥

এবং স্নেহসহকারে সত্রাজিতকে বলিলেন—

প্রণেষ্যতি যশঃ পরং জগতি নারদানুজ্ঞয়া
বরায় বরকীর্ত্তয়ে সুতনুরর্পিতেয়ং তব।
স্যমন্তকমণিশ্চ তে মহিত-মূর্ত্তিরষ্টৌ মহান্
প্রসোষ্যতি দিনং দিনং নমু হিরণ্য-ভারানয়ং ॥ ৮ ॥

উদ্ধবঃ। কথমম্বরমণির্মণীন্দ্রেঽস্মিন্নধিকারী সংবৃত্তঃ ॥

নারদঃ। রবিলোকগতয়া রাধিকয়ৈব তস্মৈ পুষ্পাঞ্জলিনা কল্পিতঃ ॥

উদ্ধবঃ। কথমস্যাস্তরণিলোকস্যাধিরোহণমাসীৎ ॥

প্রণেষ্যতি করিষ্যতি ॥ ৮ ॥

উদ্ধব ইতি। অম্বরমণিঃ সূর্য্যঃ। কল্পিতঃ দত্তঃ ॥

তুমি নারদের অনুজ্ঞায় শোভনকীর্ত্তিশালি বরকে এই কন্যা সম্প্রদান করিও, তাহাতে এই কন্যাই জগতে তোমার বিপুল যশঃ বিস্তার করিবেন এবং এই স্যমন্তকমণি গৃহে স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিবা, তাহা হইলে এই মণি প্রতি-দিবস অষ্ট ভার স্বর্ণ প্রসব করিবে ॥ ৮ ॥

উদ্ধব। দিনমণি কিরূপে এই স্যমন্তকমণিতে অধিকারী হইলেন ? ॥

নারদ। শ্রীরাধা রবিলোকে গমন করিয়া তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন ॥

উদ্ধব। কিরূপে শ্রীরাধার সূর্য্যলোকে অধিরোহণ হইয়াছিল ॥

নারদঃ।

মোক্ষত্যদ্যতনূমনীক্ষিত-হরিঃ সন্ধ্যামুখে তে সখী
তূর্ণং পুত্রি! ততঃ সমানয় মমাভ্যর্ণে বিশীর্ণামিমাং।
ইত্যাজ্ঞাং পিতুরাকলয্য চতুরা সা চণ্ডধাম্নঃ সুতা
সৌরং বিম্বমলম্ভয়দ্বিলপিতোদ্গারাধিকাং রাধিকাং॥ ৯॥

উদ্ধবঃ। বিশাখায়াঃ কা বার্ত্তা॥

নারদঃ। গোবিন্দেন সমং সম্বন্ধাদাত্মানং পূর্ণকামং কর্ত্তু-কামস্য তামরসবন্ধোরিচ্ছয়া ধর্ম্মরাজানুজৈব গোকুলে বিশাখাখ্যামবাপ॥

নারদ ইতি। অনীক্ষিতঃ ন ঈক্ষিতো হরির্যয়া সা। বিশীর্ণাং অতিক্ষীণাং। চণ্ডধাম্নঃ সূর্য্যস্য। বিলাপিতোদ্গারাধিকাং বিলপিতস্যোদ্গারেণাধিকাং॥ ৯॥
নারদ ইতি। তামরসবন্ধোঃ সূর্য্যস্য॥

নারদ।

সূর্য্যদেব স্বীয়-তনয়া কলিন্দীকে কহিলেন, পুত্রি! তোমার সখী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া, অদ্য সায়ংকালে তনু পরিত্যাগ করিবেন,অতএব সেই ক্ষীণাঙ্গীকে শীঘ্র আমার নিকট লইয়া আইস। চতুরা কালিন্দী পিতার এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সমধিক বিলাপকারিণী শ্রীরাধাকে 'সূর্য্যমণ্ডল প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন॥ ৯॥

উদ্ধব। বিশাখার কি কথা?॥

নারদ। গোবিন্দের সহিত সম্বন্ধহেতু আপনাকে পূর্ণকাম

উদ্ধবঃ। নূনং বিশাখা-সখ্যেন রাধিকায়ামনুরজ্যতে যমরাজ-মাতা॥

নারদঃ। অথ কিং, সংজ্ঞায়া বিজ্ঞাপনাদেব তৎপিত্রা শিল্পাচার্য্যেণ নববৃন্দাবনং দ্বারবত্যামাবিষ্কৃতং॥

তথাহি—

কালিন্দীকলিতোপকণ্ঠমভিতঃ শৈলশ্রিয়ালঙ্কৃতং
ভাণ্ডীরোজ্জ্বলমাবৃতং ব্রততিভিস্তাভিদ্রু্মৈস্তৈরপি।
সাঙ্গং দ্বারবতী-পুরে জগদলঙ্কর্ম্মীণ নির্ম্মায় তাং
রাধামাধবমাধুরী সরিদুপস্যন্দায় বৃন্দাবনং॥ ১০॥

নারদ ইতি। সংজ্ঞায়াঃ সূর্য্যস্ত্রিয়ঃ। শিল্পাচার্য্যেণ বিশ্বকর্ম্মণা॥

কালি[illegible]তি। কালিন্দ্যা কলিতমুপকণ্ঠং সামীপ্যং যস্য তৎ॥

হে পিতঃ বিশ্বকর্ম্মন্! কর্ম্মক্ষমেঽলঙ্কর্ম্মীণঃ। রাধামাধবমাধুরী সরিতো রূপস্য প্রবায়॥ ১০॥

করিব বলিয়া পদ্মবন্ধু সূর্য্যদেবের ইচ্ছায় ধর্ম্মরাজের কনিষ্ঠা-ভগিনীই গোকুলে বিশাখা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন॥

উদ্ধব। বিশাখার সহিত সখ্য থাকায় যমরাজ-মাতা শ্রীরাধার প্রতি অতিশয় অনুরক্তা ছিলেন॥

নারদ। হাঁ সত্য, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার প্রার্থনায় তদীয় পিতা শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা দ্বারকায় নববৃন্দাবন আবিষ্কার করিয়াছেন॥

সংজ্ঞার প্রার্থনা যথা—

হে পিতঃ! আপনি জগৎ-নির্ম্মাণে অতিশয় পটু, শ্রীরাধামাধবের মাধুরী নদী-প্রবাহিত করিবার নিমিত্ত অঙ্গ-হীন না করিয়া লতা ও লতাচ্ছাদিত বৃক্ষসমূহদ্বারা দ্বারকায়

উদ্ধবঃ। শিল্পীন্দ্রনন্দিনী কথমত্র প্রবৃত্তা ॥

নারদঃ। রাধিকা-নিবেদনেন ॥

উদ্ধবঃ। কীদৃশমিদং ॥

নারদঃ।

পশ্যন্তী পশুপালমণ্ডলশিরোমালস্য লীলাস্থলী-
র্যত্রাহং নিরবাহয়িষ্যমভিতঃ স্বান্তস্য সন্তর্পণং।
সদ্যঃ পামরকর্ম্মণো হতবিধেরুদ্দামবিস্ফূর্জিতৈ-
র্নির্ধূতাস্মি ততোঽপি দূরমধুনা হা হন্ত! বৃন্দাবনাৎ॥১১॥

উদ্ধব ইতি। শিল্পীন্দ্রনন্দিনী সংজ্ঞা, অত্র বৃন্দাবননির্ম্মাণে॥
নারদ ইতি। নিরবাহয়িষ্যং নির্ব্বাহং করিষ্যামি, নির্ধূতাস্মি ক্ষিপ্তাস্মি ॥১১॥

সেইরূপে বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করুন, যাহা যমুনার তীরবর্ত্তী, পর্ব্বত-শোভায় অলঙ্কৃত এবং ভাণ্ডীর-তরুনিকরে বিভূষিত হয়॥ ১০॥

উদ্ধব। বিশ্বকর্ম্মা-দুহিতা কেন বৃন্দাবন-নির্ম্মাণে প্রবৃত্তা হইলেন?॥

নারদ। শ্রীরাধার প্রার্থনায়॥

উদ্ধব। প্রার্থনা কি প্রকার?॥

নারদ।

শ্রীরাধা বলিলেন, মাতঃ! মন্দকর্ম্মা হত বিধাতার দুর্বি-পাকে সম্প্রতি হায়! আমি বৃন্দাবন হইতে অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, অতএব যাহাতে পশুপালমণ্ডলীর শিরো-

উদ্ধবঃ । দেবি ! দিষ্টা রক্ষিতাঃ স্মো বয়ং ত্রিলোকী চক্ষুষা মিত্রেণ ॥

যতঃ—

কথমপি নিবসন্ত্যাস্তত্র বৃন্দাবনাঙ্কে
বিস্ময়র-হরিলীলা-পূরগাম্ভীর্য্য-ভাজি ।
অপি তব নিবিড়াশা-সেতুবন্ধানুবন্ধে-
রসুভিরভবিষ্যজ্জীবনং দুর্নিবন্ধং ॥ ১২ ॥

ততস্ততঃ ॥

নারদঃ । ততশ্চ শনৈশ্চর-জননী শনৈরবাদীৎ—

উদ্ধব ইতি । ভাবনয়া শ্রীরাধাং প্রত্যক্ষীকৃত্যাহ ॥ ১২ ॥
নারদ ইতি । শনৈশ্চর-জননী ছায়া ॥ ১৩ ॥

মাল্যস্বরূপ লীলাস্থলী অবলোকন করিয়া মনঃ সুস্থ করিতে পারি, এমত করিবেন ॥ ১১ ॥

উদ্ধব । চিন্তাদ্বারা শ্রীরাধাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কহিলেন, দেবি ! সৌভাগ্যক্রমে ত্রিলোকীলোচন সূর্য্যদেব আমাদিগকে রক্ষা করিলেন ॥

যে হেতু শোভন হরি লীলাপ্রবাহ গাম্ভীর্য্যশালি বৃন্দাবন-মধ্যে আপনি যে কোন মতে কষ্টস্বষ্টে বাস করিতেছিলেন, তাহাতে আপনার সুদীর্ঘ আশারূপ সেতুবন্ধে জীবন দুর্নিবন্ধ হইয়াছিল অর্থাৎ আপনার জীবন ধারণের সম্ভাবনা ছিল না ॥ ১২ ॥

স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন, তার পর তার পর ॥

ন ব্যাকুলীভব জগত্রয়-সৌখ্যসারে
নব্যারবিন্দ-বদনে! সদনে সদাহত্র।
ধ্যেয়ঃ সতাং সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী
দেবঃ স এব যদয়ং দয়িতস্তবাস্তি ॥ ১৩ ॥

উদ্ধবঃ। কিমত্র বিশাখয়া নোত্তরিতং ॥

নারদঃ। কথং নোত্তরয়িতব্যং। যদেতয়া বিহস্যোক্তং, মাতঃ!
সবর্ণে বর্ণয়ামি, সমাকর্ণয়।
গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবী সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।

নারদ ইতি। গোপীনামিতি। কৃতী নিপুণঃ, তস্মিন্ পশুপেন্দ্রনন্দনে ॥১৪॥

নারদ। তার পর শনি-জননী ছায়া বলিয়াছিলেন—

হে নবকমলবদনি রাধে! তুমি ত্রিলোকীস্থ সুখের সার-স্বরূপা, সাধুগণ সর্ব্বদা যাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী দেব বলিয়া ধ্যান করেন, তিনিই তোমার বল্লভ, এই সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব আর ব্যাকুল হইও না ॥ ১৩ ॥

উদ্ধব। এ বিষয়ে বিশাখা কি কোন উত্তর করেন নাই? ॥

নারদ। উত্তর করিবেন না কেন? তিনি হাস্যপূর্ব্বক বলিয়া-
ছিলেন, হে মাতঃ ছায়ে! বর্ণন করি শ্রবণ করুন।

এমন কোন্ ব্যক্তি কৃতী আছে যে, গোপীদিগের গোপেন্দ্রনন্দনসেবি দুর্গম পথ-সঞ্চারাভাবের প্রক্রিয়া অর্থাৎ চেষ্টা বুঝিতে সমর্থ হইবে? কি আশ্চর্য্য! এক দিবস পশু-

আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত ! চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ১৪ ॥

উদ্ধবঃ। কিন্নাম ভগবতা সত্রাজিদনুশিষ্টোঽস্তি ॥

নারদঃ। অথ কিং।

তথাহি—

মণীন্দ্রং পারীন্দ্রঃ প্রবরমহরন্নিঘ্নতনয়ং
বিনিঘ্নন্নেতঞ্চ প্রবলমথ ভল্লূক-নৃপতিঃ।
পরাভূয় স্বৈরী তমপি মুরবৈরী তব ধনং
তদা হর্ত্তা পাপ ত্বমসি পতিতস্তাপ-জলধৌ ॥ ১৫ ॥

নারদ ইতি। মণীন্দ্রমিতি। পারীন্দ্রঃ সিংহঃ নিঘ্নতনয়ং প্রসেনং। নিঘ্ননামা সত্রাজিতঃ পিতা, এতং পারীন্দ্রং ॥ ১৫ ॥

পেন্দ্রনন্দন বিশাল ভুজচতুষ্টয়ে শোভমান নারায়ণমূর্ত্তি প্রকটন করিলে তাহাতে ঐ গোপীদিগের অনুরাগ সঙ্কুচিত হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

উদ্ধব। ভগবন্ ! আপনি কেন শত্রাজিৎকে কোন শিক্ষা প্রদান করেন নাই ? ॥

নারদ। তবে কি।

কারণ—

আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, সত্রাজিৎ ! তুমি পাপস্বরূপ, যখন এই স্যমন্তমণি হরণ নিমিত্ত সিংহ প্রসেনকে বধ করিবে, পরে জাম্ববান্ যখন সিংহ সংহার করিয়া ঐ মণি গ্রহণ করিবেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববান্‌কে পরাভূত করিয়া

উদ্ধবঃ। ততস্ততঃ ॥

নারদঃ। ততস্তেনোক্তং—

জ্বলিতো জনঃ কৃশানৌ
শাম্যতি তপ্তঃ কৃশানুনৈবায়ং।
ভগবতিকৃতাগসো মে
ভগবানেবাধুনা শরণং ॥ ১৬ ॥

উদ্ধবঃ। ততঃ কিমুক্তং ভগবতা ॥

নারদঃ।

ন যাবদুপসর্পতি প্রতিভটেভ-কণ্ঠীরবঃ
পিনাকিমুখনাকিভির্মুকুটিতানুশিষ্টির্বিভুঃ।

নারদ ইতি। তপ্তঃ তাপং নীতঃ সন্ ॥ ১৬ ॥

নারদ ইতি। প্রতিভটা এবেভাস্তেষু সিংহঃ। পিনাকী শিবঃ। মুকুটবন্মস্তকে

তোমার এই মণি হরণ করিয়া লইবেন, যাহা হউক, তুমি এখন তাপসমুদ্রে নিমগ্ন হইলা ॥ ১৫ ॥

উদ্ধব। তার পর তার পর ? ॥

নারদ। তার পর সত্রাজিৎ বলিয়াছিল—

যেমন অগ্নি দগ্ধব্যক্তি অগ্নির উত্তাপেই উপশান্তি লাভ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণাপরাধী আমি, আমার শ্রীকৃষ্ণই পরম আশ্রয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমার অন্য আশ্রয় নাই, তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন ॥ ১৬ ॥

উদ্ধব। তার পর আপনি কি বলিয়াছিলেন ? ॥

নারদ।

হে কুটিলচিত্ত ! যিনি প্রতিযোদ্ধারূপ হস্তির পক্ষে সিংহ-

মুদা তদবরোধনে কুটিলভাব তাবদ্ দ্রুতং
ত্বযাদ্য কুলনন্দিনী চিরধৃতাধিরাধীয়তাং ॥ ১৭ ॥
ততশ্চাবরোধনে রাধায়াঃ প্রবেশায় তেন জননী নিযুক্তা ॥

উদ্ধবঃ । (সানন্দং) ত্বয়া কারুণ্যসিন্ধুনা সন্ধুক্ষিতোঽহং পবনব্যাধিরনেন মহারসায়নেন ॥

নারদঃ । হন্ত ! সম্ভৃত-গম্ভীর-শোকশল্যয়া গোকুলং ব্রজন্ত্যা নেদমাস্বাদিতং পৌর্ণমাস্যা ॥

ধৃতা আজ্ঞা যস্য সঃ । অবরোধনে অন্তঃপুরে, চিরং ধৃতা আধির্যয়া সা আধীয়তাং স্থাপ্যতাং ॥ ১৭ ॥

উদ্ধব ইতি । সন্ধুক্ষিতস্তর্পিতঃ । পবনব্যাধিঃ বাতুলঃ ॥

স্বরূপ, যাঁহার আজ্ঞা শিব প্রভৃতি অমরগণ মস্তকে বহন করেন, সেই বিভু যে পর্য্যন্ত আগমন না করিবেন, তাবৎ তুমি আহ্লাদসহকারে শীঘ্র চিরমনস্তপ্তা কুলনন্দিনীকে অন্তঃপুরে স্থাপন কর ॥ ১৭ ॥

অনন্তর সত্রাজিৎ অন্তঃপুরে শ্রীরাধাকে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আপনার জননীকে নিযুক্ত করিল ॥

উদ্ধব । (আনন্দের সহিত) প্রভো ! আপনি করুণাসমুদ্র, শ্রীকৃষ্ণলীলা-রসায়ন দ্বারা এই বায়ুরোগাক্রান্ত আমাকে পরিতৃপ্ত করিলেন ॥

নারদ । হায় ! গুরুতর শোকশূলে আক্রান্তা হইয়া পৌর্ণমাসী গোকুলে গমন করিয়াছেন, তিনি এ বিষয় আস্বাদন করিতে পাইলেন না ! ॥

উদ্ধবঃ। তামন্তরেণ কা খল্বত্র লালয়িষ্যতি দেবীং যবীয়সীং ॥

নারদঃ। ত্বষ্টুরন্তেবাসিনীমত্রাভিরূপাং নিরূপয়ামি ॥

উদ্ধবঃ। কেয়ং পুণ্যবতী ॥

নারদঃ।

কুসুমরচন-চঞ্চুর্নিষ্কুটানামকালে
পরিণতমতিরায়ুর্বেদতন্ত্রে তরূণাং।
কলয়িতুমপি ভাবং স্থাবরাণাং সমর্থা
নিবসতি নববৃন্দা দ্বারবত্যাং প্রসিদ্ধা ॥ ১৮ ॥

উদ্ধব ইতি। যবীয়সীং কনিষ্ঠাং ॥

নারদ ইতি। ত্বষ্টুর্বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥

নারদ ইতি। নিষ্কুটা গৃহারামাঃ। গৃহারামাস্তু নিষ্কুটা ইত্যমরঃ। পরিণত-মতিঃ নৈপুণ্যং প্রাপ্তামতির্যস্যাঃ সা ॥ ১৮ ॥

উদ্ধব। তিনি ভিন্ন কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীরাধাকে এ স্থলে কে লালন করিবে ? ॥

নারদ। বিশ্বকর্ম্মার শিষ্যাই এ বিষয়ে অনুরূপা বিবেচনা করি ॥

উদ্ধব। এই গুণবতী কে ? ॥

নারদ।

যিনি গৃহসমীপবর্ত্তি উদ্যানে অকালে পুষ্পরচনায় সুপটু, তরু-সকলের আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রে যাঁহার নিপুণ বুদ্ধি এবং যিনি স্থাবর সকলের ভাববোধে সমর্থা, সেই প্রসিদ্ধা নববৃন্দা দ্বারকায় বাস করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

উদ্ধবঃ। কিন্নাম তত্ত্বমস্যাঃ কাননদেবীয়ং জানাতি ॥

নারদঃ। অথ কিং, যদিয়ং নববৃন্দেতি যথার্থ-সংজ্ঞা তত্রাপি সংজ্ঞয়া নিদেশেনানুগৃহীতা ॥

উদ্ধবঃ। কীদৃগেষ নিদেশঃ ॥

নারদঃ।

প্রেয়স্যঃ পশুপালিকা বিহরতো যাস্তত্র বৃন্দাবনে
লক্ষ্মী-দুর্লভচিত্র-কেলিকলিকাকাণ্ডস্য কংসদ্বিষঃ।
রাধা তত্র বরীয়সীতি নগরীং তামাশ্রিতা যা ক্ষিতৌ
সেবাং দেবি! সমস্ত-মঙ্গল-করীমস্যাস্ত্বমঙ্গী-কুরু ॥ ১৯ ॥

নারদ ইতি। লক্ষ্ম্যা দুর্লভায়াশ্চিত্র-কেলয় এব কলিকাস্তাসাং কাণ্ডস্যাশ্রয়স্য। কাণ্ডস্ত প্রথমাঙ্কুর ইত্যমরঃ। অত্র প্রেয়সীষু রাধা বরীয়সীতি হেতোরস্যাঃ সেবামঙ্গী কুর্ব্বিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

উদ্ধব। এই বনদেবী কি শ্রীরাধার তত্ত্ব অবগত আছেন? ॥

নারদ। হাঁ জানেন বই কি, যে হেতু ইহাঁর যথার্থ নাম নব-বৃন্দা, তাহাতে আবার সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা-কর্ত্তৃক অনুগৃহীতা হইয়াছেন ॥

উদ্ধব। এই নিদেশ কিরূপ? ॥

নারদ।

যিনি বৃন্দাবনে বিহারশীল, যিনি লক্ষ্মীর দুর্লভ-চরিত্র-কেলিকলিকার প্রথমাঙ্কুর স্বরূপ, সেই কংসারির যত পশু-পাল-বালিকা প্রেয়সী আছেন, তন্মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বপ্রধানা, এক্ষণে তিনি পৃথিবীতলে দ্বারকা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন,

উদ্ধবঃ। (সাস্রং) ভগবন্! তাঃ পশুপালকিশোরিকাঃ
স্মৃতিমারূঢ়াঃ স্বান্তমস্মাকং সন্তাপয়ন্তি ॥

নারদঃ। মা ভজ সন্তাপং ॥

যতঃ—

দৃষ্ট্বা কামপি কংসবৈরি-বিরহাদাসাদয়ন্তীর্দশাং
কামাখ্যা নরকাসুরেণ ললনারাজীঃ কিলাজীহরৎ।
এতাভির্মধুরৈর্গিরাং পরিমলৈরাশ্বাসিতাভিস্ত্বয়া
তুঙ্গারাবন-লুণ্ঠনা মাধুরী-দ্রোণীষু তত্রোষ্যতে ॥

নারদ [illegible]। [illegible] ইতি। অতীত [illegible]।

অতএব হে দেবি। আপনি গিয়া তাঁহার সঙ্গদায়িনী সেবা
অঙ্গীকার করুন ॥ ১৯ ॥

উদ্ধব। (অশ্রুমোচন করিতে করিতে) ভগবন্! সেই
গোপকিশোরিকা সকল স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া আমার
অন্তঃকরণকে সন্তপ্ত করিতেছে ॥

নারদ। সন্তাপ করিও না ॥

কারণ—

শ্রীকৃষ্ণবিরহে পশুপালকিশোরিকা সকল কোন অনি-
র্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন দেখিয়া, কামাখ্যাদেবী
নরকাসুর-দ্বারায় ঐ সমুদায় ললনাশ্রেণীকে হরণ করাইয়া-
ছিলেন। অনন্তর তাঁহারা কামাখ্যাদেবীর বিপুলরূপে আরা-
ধনা করায় দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে আশ্বাস

উদ্ধবঃ। (সানন্দং) ভগবন্! পশ্য পশ্য, মুদ্রিতাং পল্যঙ্কিকা-
মনুসরন্তী সত্রাজিতঃ সবিত্রী পুরান্তর-কক্ষামবগাহতে॥

নারদঃ। তদেহি সুধর্ম্মামধ্যমধ্যাস্য মাধবেন্দ্রং প্রতিপাল-
যাবঃ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)॥

বিষ্কম্ভকঃ॥

(ততঃ প্রবিশতি সত্রাজিন্মাতরমনুসরন্তী রাধা।)

রাধা। (সত্যভামাবাসে সংক্রমেণ।)

উদ্ধব ইতি। মুদ্রিতামিতি। পল্যঙ্কিকা দোলা। সত্রাজিতঃ সবিত্রী সত্রা-
জিন্মাতা॥

প্রদান করেন, তাহাতে ঐ সকল গোপকিশোরী আশ্বস্ত হইয়া
মণিপর্বতের দ্রোণীসমূহে অবস্থিতি করিতেন॥

উদ্ধব। (আনন্দসহকারে) ভগবন্! দেখুন দেখুন, সত্রা-
জিতের জননী বস্ত্রাবৃত দোলারোহণে পুরমধ্যবর্ত্তি অন্তঃ-
পুরে গমন করিতেছে॥

নারদ। তবে আইস, সুধর্ম্মা-সভামধ্যে অধ্যাসীন হইয়া মাধ-
বেন্দ্রের অপেক্ষা করি॥

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)॥

বিষ্কম্ভক অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ কার্য্যের সূচনা॥

(অনন্তর সত্রাজিজ্জননীর পশ্চাৎ শ্রীরাধার প্রবেশ।)

শ্রীরাধা। (ব্যথার সহিত আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া
সকরুণভাষণ।)

বিচিত্রায়াং ভূমাবজনিষত কন্যাঃ কতি ন বা
কঠোরাঙ্গী নান্যা নিবসতি ময়া কাপি সদৃশী।
মুকুন্দং যন্মুক্ত্বা সময়মহমদ্যাপি গময়ে
ধিগস্তু প্রত্যাশামহহ! ধিগসূন্ ধিগ্মম ধিয়ং ॥ ২০ ॥
(পরিবৃত্য।)
অজ্জে! কীস এসো জণো এত্থ অন্তেউরে ণীঅদি ॥
বৃদ্ধা। ণত্তিণি! তস্স মহাতবোধণস্স দেএসিণো ণিদে-
সেণ ॥

রাধেতি। বিচিত্রায়ামিতি। তদ্বিপর্য্যয়-নাম নাটকভূষণমিদং। যথা বিচা-রণান্যথা ভাবো বিজ্ঞেয়স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। অত্র উদ্বেগাতিশয়েন প্রত্যাশা ধিক্-করণাদ্বিপর্য্যয় ॥ ২০ ॥

আর্য্যে! কস্মাদেষ জনোঽত্রান্তঃপুরে নীয়তে ॥

বৃদ্ধেতি। হে নপ্ত্রি! তস্য মহাতপোধনস্য দেবর্ষের্নির্দেশেন ॥

এই বিচিত্র পৃথিবীতলে কত কত না কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আমার ন্যায় কঠোরাঙ্গী কোন কন্যাই পৃথিবীমধ্যে বাস করে নাই। কারণ আমি মুকুন্দকে পরি-ত্যাগ করিয়া অদ্যাপি কাল-যাপন করিতেছি, হায়! আমার প্রত্যাশাকে ধিক্, প্রাণ সকলকে ধিক্ এবং আমার বুদ্ধিকেও ধিক্ ॥ ২০ ॥

(পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে।)

আর্য্যে! কেন এ জনকে এই অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে-ছেন? ॥

বৃদ্ধা। নপ্ত্রি! দেবর্ষি নারদের আদেশানুরে ॥

রাধা। (স্বগতং) সো ভঅবদীএ আচারিও অহ্ম সিণিদ্ধোত্তি সুণীঅদি, তদো জ্জেব্ব ভঅবন্তেণ ভাণুণা তাদো সত্তাজিদো তস্স বঅণে খাবিদো ॥

বৃন্দা। ণত্তিণি! এহি দেঈএ রুপ্পিণীএ হত্থে তুমং সমপ্পইস্সং॥

(ততঃ প্রবিশতি সপরিবারা চন্দ্রাবলী।)

চন্দ্রাবলী। সহি মাহবি! সমন্তঅমণিং মগ্গিদুং পত্থিদো অজ্জউত্তো কীস বিলম্বেদি ॥

রাধেতি। ভগবত্যাঃ পৌর্ণমাস্যা ইত্যর্থঃ। আচার্য্যঃ গুরুরিতি যাবৎ অস্মাং স্নিগ্ধ ইতি শ্রূয়তে। অতএব ভগবতা ভানুনা তাতঃ সত্রাজিৎ তস্য নারদস্য ইত্যর্থঃ। বচনে স্থাপিতঃ ॥

বৃন্দেতি। হে নপ্ত্রি! এহি দেব্যা রুক্মিণ্যা হস্তে তাং সমর্পয়িষ্যামি ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি মাধবি! স্যমন্তকমণিং মার্গয়িতুং প্রস্থিত আর্য্যপুত্রঃ কস্মাদ্বিলম্বতে ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) দেবর্ষিই ত ভগবতীর গুরু শুনিয়াছি, তিনি আমাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন, অতএব মুনির আজ্ঞায় সূর্য্যদেব আমার পিতা সত্রাজিৎকে স্থাপন করিয়াছেন ॥

বৃন্দা। নপ্ত্রি! এস, দেবী রুক্মিণীর হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিগে॥

(অনন্তর পরিবার-বর্গের সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ।)

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি! আর্য্য-পুত্র স্যমন্তকমণি অন্বেষণ করিতে গিয়া এত বিলম্ব করিতেছেন কেন ? ॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ। পরম্পি তথ কিম্পি কজ্জন্তরং হুবিস্সদি ॥

রাধা। (স্বগতং) ভণিদম্হি ভাণুণা, বচ্ছে! জাব সমন্তঅ মাহবেণ তুহ মণিবন্ধে ণ বন্ধিঅদি তাব সরহস্সং দে পঢমং ণাম সম্বরণিজ্জং ত্তি ॥

চন্দ্রাবলী। (বিলোক্য) হলা! কা এসা জরদী মুত্তিমদীএ অউরুব্বরূব-লচ্ছীএ সমং এথ আঅচ্ছদি ॥

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে! পরমপি তত্র কিমপি কার্য্যান্তরং ভবিষ্যতি ॥

রাধেতি। ভণিতাস্মি ভানুনা, বৎসে! যাবৎ স্যমন্তকো মাধবেন তব মণিবন্ধে ন বধ্যতে, তাবৎ সরহস্যং তে প্রথমং নাম রাধেতি নামেত্যর্থঃ। সম্বরণীয়মিতি ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি! কা এষা জরতী মূর্ত্তিমত্যা অপূর্ব্বরূপ লক্ষ্ম্যা সমং অত্রাগচ্ছতি ॥

মাধবী। রাজকন্যে! বোধ হয়, সে স্থানে আরও কোন কার্য্যান্তর উপস্থিত হইয়া থাকিবে ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) সূর্য্যদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, বৎসে! যে পর্য্যন্ত মাধব তোমার মণিবন্ধে স্যমন্তকমণি বন্ধন না করেন, তাবৎ পর্য্যন্ত প্রথমে তুমি আপনার শ্রীরাধা বলিয়া নাম গোপন করিয়া রাখিও ॥

চন্দ্রাবলী। (অবলোকনপূর্ব্বক) সখি! মূর্ত্তিমতী অপূর্ব্বরূপ লক্ষ্মীর সহিত এ স্থানে আসিতেছে, এ বৃদ্ধা কে? ॥

রাধা । (চন্দ্রাবলীমালোক্য স্বগতং) সাহু, মাহুরীপুর-ভরিদা এসা রাইন্দমহিসী, গোউলকিসোরী-সোরব্ভং বিঅ ধারেদি ॥

বৃন্দা । (উপসৃত্য) দেই রুপ্পিণি ! সমন্তঅপ্পসঙ্গে কিদাবরাহেণ মহ পুত্তেণ সত্তাজিতেণ অপ্পণো পুত্তী এসা সচ্চভামা রাইন্দস্স উবহারীকিদা, তা পিঅসহী সাহারণসিণেহ-মাহুরী সোহগ্গাহিআরিণী তুএ করণিজ্জা ॥

রাধেতি । সাধু, মাধুরীপূরভৃতা এষা রাজেন্দ্র-মহিষী, গোকুলকিশোরী-সৌরভ্যমিব ধারয়তি ॥

বৃন্দেতি । দেবি রুক্মিণি । স্যমন্তকপ্রসঙ্গে কৃতাপরাধেন মম পুত্রেণ সত্রাজিতা আত্মনঃ পুত্রী এষা সত্যভামা রাজেন্দ্রায় উপহারীকৃতা, তৎ নিজ-সহচরী সাধারণস্নেহমাধুরী সৌভাগ্যাধিকারিণী ত্বয়া কর্ত্তব্যা ॥

শ্রীরাধা । (চন্দ্রাবলীকে অবলোকন করিয়া মনে মনে) মনোহর মাধুর্য্যরাশি-পরিপূরিত এই রাজেন্দ্রমহিষী যেন গোকুলকিশোরীর সৌরভ ধারণ করিয়াছে ॥

বৃন্দা । (নিকটে গিয়া) দেবি রুক্মিণি ! স্যমন্তকমণি-প্রসঙ্গে আমার পুত্র সত্রাজিৎ রাজেন্দ্রের নিকট অপরাধ করিয়াছিল; একারণ সে আপনার পুত্রী এই সত্যভামাকে তাঁহার প্রতি উপহার প্রদান করিয়াছে, অতএব আপনি ইহাকে নিজ-সখী বলিয়া সাধারণ স্নেহ-মাধুরী-সৌভাগ্যের ভাগিনী করিবেন ॥

রাধা। (স্বগতং) কামং বুড্‌ঢী পলবেদু, কেঅলং দিণেসস্‌স নিদেস বিস্‌সম্ভেণ এত্থ পইট্‌ঠম্হি ॥

চন্দ্রাবলী। অজ্জে ! ধণ্ণম্হি, জাএ ঈদিসো সহীজণো উবত্থিদো, তা তুমং অপ্পণো ঘরং জাহি, অহং কৃখু সচ্চভামং পড়িবালইসস্‌ং ॥

বৃন্দা। জহ ভণই দেঈ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তা) ॥

রাধেতি। কামং বৃদ্ধা প্রলপতু, কেবলং দিনেশস্য নিদেশ-বিস্রম্ভেণাত্র প্রবিষ্টাস্মি ॥

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যে ! ধন্যাস্মি, যস্যা মম ঈদৃশঃ সখীজন উপস্থিতঃ, তৎ ত্বমাত্মনো গৃহং যাহি, অহং খলু সত্যভামাং প্রতিপালয়িষ্যামি ॥

বৃন্দেতি। যথা ভণতি দেবী ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) বৃন্দার মনে যাহা হয় প্রলাপ করুক, আমি কেবল দিনেশের নিদেশে এ স্থানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি ॥

চন্দ্রাবলী। আর্য্যে ! আমি ধন্য হইলাম যে, আমার এতাদৃশী সখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তবে আপনি নিজ-গৃহে গমন করুন, আমি নিশ্চয় সত্যভামাকে প্রতিপালন করিব ॥

বৃন্দা। যে আজ্ঞা দেবী ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

চন্দ্রাবলী। (জনান্তিকং) সহি মাহবি! পেক্‌খ এসো অজ্জ-উত্তস্‌স সচ্চ-সংকপ্‌পা সেদু বিমদ্দণো সচ্চভামাএ সোন্দের পূরো ধীরং বি মং আন্দোলেদি॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ! সচ্চং ভণাসি, এসা তুম্হ বিব্ভমং উপ-প্পাদেদি॥

চন্দ্রাবলী। হলা! মুঞ্চ মে সলাহণং ণং ক্‌খু অসারূপ্‌পং রূবং এদং॥

(পুনর্নিভাল্য সংস্কৃতেন।)

চন্দ্রাবলীতি। (জনান্তিকং অর্থাৎ চন্দ্রাবলী মাধব্যাঃ কর্ণে লগিত্বাহ) সখি মাধবি! পশ্য এষ আর্য্যপুত্রস্য সত্য সংকল্পতাসেতুবিমর্দ্দনঃ সত্যভামায়াঃ সৌন্দর্য্যপূরো ধীরামপি মামান্দোলয়তি॥

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে! সত্যং ভণাসি, এষা তব বিভ্রমমুৎপাদয়তি॥

চন্দ্রবলীতি। সখি! মুঞ্চ মে শ্লাঘনং, নূনং খলু অসারূপ্যং রূপমেতৎ॥

চন্দ্রাবলী। (মাধবীর কর্ণে সংলগ্ন হইয়া কহিলেন) সখি মাধবী! দেখ সত্যভামার এই সৌন্দর্য্যসমূহ আর্য্যপুত্রের সত্য-সংকল্পনাশের হেতু, যদিচ আমি সুধীর, তথাপি আমাকেও আন্দোলিত করিতেছে॥

মাধবী। রাজকন্যে! সত্য বলিতেছ, ইনি তোমার বিভ্রম উৎপাদন করিবেন॥

চন্দ্রাবলী। সখি! আমার শ্লাঘা পরিত্যাগ কর, নিশ্চয় এ রূপের সারূপ্য নাই॥

(পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া সংস্কৃতভাষায়।)

দৃষ্টির্বহত্যুপরতিং শ্বসিতানুপূর্ব্বী
নম্রী করোত্যধরপল্লবতাম্রতাঞ্চ।
গণ্ডদ্বয়ী চ পরিচুম্বতি কম্বুকান্তিং
মদ্বিস্ময়ং স্থিতিরিয়ং সুতনোস্তনোতি॥

মাধবী। ণূণং কাসিরাঅ-কণ্ণআ অম্বা বিঅ এসা কস্মিং বি
পুরিসে বদ্ধরাআ হুবিস্সদি॥

চন্দ্রাবলী।
(সংস্কৃতেন।)

দৃষ্টিরিতি। উপরতিং শান্তিং বিষয়গ্রহণাভাবেন চাঞ্চল্য কটাক্ষাদ্যভাবতো শ্বসিতানুপূর্ব্বী শ্বাস পরম্পরা। পরিচুম্বতি চুম্বনবৎ সংস্পৃশতি সুতনোঃ সত্যভামায়াঃ॥

মাধবীতি। নূনং কাশিরাজ কন্যকা অম্বা ইব এসা কস্মিন্নপি পুরুষে বদ্ধরাগা ভবিষ্যতি॥

আহা! দৃষ্টি কেমন শান্তি ভজনা করিতেছে অর্থাৎ চাঞ্চল্য-কটাক্ষাদির অভাববশতঃ স্থিরভাবে রহিয়াছে এবং নিশ্বাশ-পরম্পরা অধরপল্লবের তাম্রতা বিনষ্ট এবং গণ্ডদ্বয় যেন সর্ব্বতোভাবে কম্বুকান্তিকে বিড়ম্বিত করিতেছে, যাহা হউক, এই সুন্দরীর এতাদৃশী অবস্থিতি আমার বিস্ময় বিস্তার করিতে লাগিল॥

মাধবী। বোধ হয় কাশীরাজের কন্যা অম্বার ন্যায় ইনি কোন পুরুষে অনুরাগ নিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন॥

চন্দ্রাবলী। (সংস্কৃত ভাষায়।)

মাধুর্য্যং মধুরিপু-বিপ্রয়োগভাজাং
তন্বঙ্গী মুহুরিয়মঙ্গকৈস্তনোতি।
প্রাকৃত্যঃ প্রিয়সখি! মাধুরীং কিমেতাং
দৈন্যেঽপি প্রথয়িতুমার্ত্তয়ঃ ক্ষমন্তে॥
তা এহি পরিক্খম্হ সে চিত্তবুত্তিং॥
(ইত্যুপসৃত্য।)
সহি সচ্চভামে! এসা অপ্পণো সবামি, এদং তুজ্ঝং সিণিজ্ঝদি মে হিঅঅং॥

রাধা। (স্বগতং) ণাসচ্চং ভণাদি, জং মহবি চিত্তং তধা॥

চন্দ্রাবলীতি। অঙ্গকৈঃ আঙ্গিকভাবৈঃ। তদেহি পরীক্ষাবহে অস্যাশ্চিত্তবৃত্তিং॥
সখি সত্যভামে। এসা আত্মনঃ শপামি, এতৎ তুভ্যং স্নিহ্যতি মে হৃদয়ং॥
রাধেতি। নাসত্যং ভণতি, যৎ মমাপি চিত্তং তথা॥

এই কৃশাঙ্গী মুহুর্ম্মুহুঃ অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিয়োগিনী রমণীদিগের সাধর্ম্ম্য বিস্তার করিতেছেন, হে প্রিয়সখি! এ সকল পীড়া যদি প্রাকৃত হইত, তাহা হইলে দৈন্যেতেও কি এরূপ মাধুর্য্য প্রকাশ পাইতে পারে? অতএব আইস, ইহাঁর চিত্তবৃত্তির পরীক্ষা করি॥

(এই বলিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক)

সখি সত্যভামে! আমি নিজের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার প্রতি আমার হৃদয় স্নেহান্বিত হইতেছে॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) মিথ্যা বলিতেছেন না, কারণ আমারও চিত্ত ঐরূপ॥

(প্রকাশং।)

দেই! তদো ধণ্ণম্হি ॥

চন্দ্রাবলী। বহিণি! কীস তুমং দুম্মণা লক্খীঅসি ॥

রাধা। দেই! এত্থ অহং তাদেণ পসহং পেসিদম্হিত্তি, মে দোম্মণস্সং ॥

চন্দ্রাবলী। হলা! মা উত্তম্ম, অজ্জউত্তস্স হত্থে তুমং সমপ্পইস্সং ॥

রাধা। (সদৈন্যং) দেই! সচ্চং জেব্ব জই সিণিদ্ধাসি, তদো এব্বং সব্বধা পুণো ণ ক্খু বাহরিস্সসি ॥

হে দেবি! ততো ধন্যাস্মি ॥

চন্দ্রাবলীতি। ভগিনি! কস্মাত্ত্বং দুর্ম্মনা লক্ষ্যসে ॥

রাধেতি। দেবি! অত্রাহং তাতেন প্রসভং প্রেষিতাস্মীতি, মে দৌর্ম্মনস্যং ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি! মা উত্তাম্য আর্য্যপুত্রস্য হস্তে ত্বাং সমর্প য়িষ্যামি ॥

রাধেতি। দেবি! সত্যমেব যদি স্নিগ্ধাসি, তদা এবং সর্ব্বদা পুনর্ন খলু ব্যাহরিষ্যসি ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

দেবি! আমি ধন্য হইলাম ॥

চন্দ্রাবলী। ভগিনি! তোমাকে দুর্ম্মনা দেখিতেছি কেন? ॥

শ্রীরাধা। দেবি! আমার পিতা হঠাৎ এ স্থানে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, একারণ আমার দৌর্ম্মনস্য উপস্থিত ॥

চন্দ্রাবলী। সখি! উতালা হইও না, আর্য্যপুত্রের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব ॥

শ্রীরাধা। (দৈন্যর সহিত) দেবি! সত্যই যদি আপনি

(ইতি কাকুভির্নমস্যতি) ॥

চন্দ্রাবলী। সহি! তদো ভণাহি, কধং এত্থ ণিবসিদুং ইচ্ছসি ॥

রাধা। দেই! জত্থ পুরিস ণামবি ণ সুণীঅদি, তত্থ জ্জেব্ব এসো জণো রক্‌খীঅদু, জধা তহিং অপ্পণো ব্বদসেসং সমাবেদি ॥

চন্দ্রাবলী। (সানন্দমপবার্য্য) মাহবি! অম্হ কাদব্বং ইমাএ চ্চেঅ দিট্‌ঠিআ অব্ভুত্থিদং, তা গদুঅ দিণ্ণপসাদং ণঅবৃন্দং এত্থ আণেহি ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি! তদা ভণ, কথমত্র নিবস্তুমিচ্ছসি ॥

রাধেতি। যত্র পুরুষ-নাম অপি ন শ্রূয়তে, তত্রৈব এষ জনো রক্ষ্যতাং, যথা আত্মনো ব্রতশেষং সমাপয়তি ॥

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি! অস্মাকং কর্ত্তব্যং, অনয়া এব দিষ্ট্যা অভ্যর্থিতং, তৎ গত্বা দত্তপ্রসাদাং নববৃন্দামানয় ॥

আমার প্রতি স্নিগ্ধ হইয়াছেন, তবে সর্ব্বদা পুনর্ব্বার এ কথা আর বলিবেন না ॥

(এই বলিয়া মিনতির সহিত প্রণাম করিলেন) ॥

চন্দ্রাবলী। সখি! তবে বল, এ স্থানে কেন বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ॥

শ্রীরাধা। দেবি! যে স্থানে পুরুষের নামও শুনিতে পাওয়া যায় না, সেই স্থানে এই ব্যক্তিকে রক্ষা করুন, যাহাতে তথায় আমার ব্রত সমাপন হইতে পারে ॥

চন্দ্রাবলী। (আনন্দের সহিত কর্ণে সংলগ্ন হইয়া) মাধবি!

মাধবী। (স্বগতং) সাহু মন্তিদং, জং তথ্থ ণঅবুন্দাবণে রাইন্দস্‌স প্পবেসসম্ভাবিণাবিণথ্থি, তা জধা রহস্‌সভেদো ণ হোদি, তধা ভট্টিদারিআ ণিদেসমিসেণ দিব্বং করাবিঅ ণঅবুন্দং আণিস্‌সং॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তা॥

রাধা। (স্বগতং) বহিণী চন্দাঅলীব্ব ইঅং দেঈ মে পড়িভাদি॥

মাধবীতি। সাধু মন্ত্রিতং, যত্র নববৃন্দাবনে রাজেন্দ্রস্য প্রবেশসম্ভাবনাপি নাস্তি, তৎ যথা রহস্যভেদো ন ভবতি, তথা ভর্তৃদারিকা নিদেশমিষেণ ছলেনেত্যর্থঃ। দিব্যং শপথমিত্যর্থঃ, কারয়িত্বা নববৃন্দামানয়িষ্যামি॥

রাধেতি। ভগিনী চন্দ্রাবলী ইব ইয়ং দেবী মে প্রতিভাতি॥

আমাদের যাহা কর্ত্তব্য ছিল, সৌভাগ্যক্রমে ইনি তাহাই প্রার্থনা করিলেন, তবে গিয়া দত্তপ্রসাদা নববৃন্দাকে এ স্থানে আনয়ন কর॥

মাধবী। (মনে মনে) ভাল মন্ত্রণা করিয়াছেন, যে হেতু নববৃন্দাবনে রাজেন্দ্রের প্রবেশ সম্ভাবনাও নাই, অতএব যে প্রকারে রহস্যভেদ না হয়, সেইরূপে রাজকন্যার আদেশ-ছলে একটা শপথ করাইয়া নববৃন্দাকে আনয়ন করিব॥

(এই বলিয়া প্রস্থান)॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) এই দেবীকে ভগিনী চন্দ্রাবলীর ন্যায় বোধ হইতেছে॥

(প্রবিশ্য নববৃন্দয়া সহ মাধবী।)

মাধবী। দেই! আঅদা এসা ণঅবুন্দা ॥

চন্দ্রাবলী। ণঅবুন্দে! পেক্‌খীঅদু, এসা মে সহী সচ্চভামা ॥

নববৃন্দা। (বিলোক্য সখেদমাত্মগতং।)

প্রসাদীকৃত্য দেবস্য ময়ি নির্ম্মাল্যমম্বরং।

দেব্যাকারিত-দিব্যায়াং রাধৈব কথমর্প্যতে ॥

রাধা। (স্বগতং) কধং সা এসা ণঅবুন্দা ॥

(ইত্যুপসর্পতি) ॥

মাধবীতি। আগতা এষা নববৃন্দা ॥

চন্দ্রাবলীতি। নববৃন্দে! প্রেক্ষ্যতাং, এষা মে সখী সত্যভামা ॥

নববৃন্দেতি। কারিত দিব্যায়াং কারিত শপথায়াং ॥

রাধেতি। কথমেষা নববৃন্দা ॥

(নববৃন্দার সহিত মাধবীর প্রবেশ।)

মাধবী। দেবি! এই নববৃন্দা আগমন করিয়াছেন ॥

চন্দ্রাবলী। নববৃন্দে! অবলোকন কর, ইনি আমার সখী সত্যভামা ॥

নববৃন্দা। (দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে।)

দেবী চন্দ্রাবলী দেবোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্য বসন প্রদান-দ্বারা অনুগ্রহ বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে শপথ করাইয়াছিলেন, এখন আবার শ্রীরাধাকেই সমর্পণ করিতেছেন ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) ইনিই কি নববৃন্দা ॥

(এই বলিয়া নিকটে গমন করিতে লাগিলেন) ॥

নববৃন্দা। (স্বগতং) হা ধিক্! কষ্টং! রভসেনাদ্য কৃত-
শপথাহতাস্মি ॥

রাধা। (সাস্রমাত্মগতং) অম্মহে! ইদং তং চ্চেঅ কিম্পি
পীদম্বরং ॥

(ইতি সবৈক্লব্যং বিলোকয়তি) ॥

নববৃন্দা। (স্বগতং।)

জনিত-কমল-লক্ষ্মী-বিভ্রমে দৃষ্টিমস্মিন্
গতবতি চিরকালাদংশুকে কংসহন্তুঃ।

নববৃন্দেতি। রভসেন অবিচারেণ ॥

রাধেতি। অহো! ইদং তদেব কিমপি পীতাম্বরং ॥

নববৃন্দেতি। ক্রম-নাম গর্ভসন্ধ্যঙ্গমিদং। তথাচ, ভাবজ্ঞানং ক্রমো যদ্বা, চিন্ত্যমানার্থসঙ্গতিঃ। অত্র নববৃন্দায়া রাধায়া ভাবনাৎ। চিন্ত্যমান-হরিচিহ্নস্য

নববৃন্দা। (মনে মনে) হা ধিক্! কি কষ্ট! আজ আমি
অবিচার পূর্ব্বক শপথ করিয়া হত হইলাম ॥

শ্রীরাধা। (অশ্রু মোচনপূর্ব্বক মনে মনে) অহো! এ কি
সেই পীতাম্বর! ॥

(এই বলিয়া ব্যাকুলতার সহিত দৃষ্টিপাত করিতে লাগি-
লেন) ॥

নববৃন্দা। (মনে মনে।)

চিরকালের পর স্বর্ণ-লক্ষ্মী অপেক্ষাও মনোহর শ্রীকৃষ্ণের
পীতবসন নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীরাধার গুরুতর বিকার উপস্থিত

অলঘুভিরপি যত্নৈর্দুস্তরাং সম্বরীতুং
বিকৃতিমতুলবাধাং হন্ত ! রাধা দধাতি ॥

চন্দ্রাবলী । (সশঙ্কং) ণঅবুন্দে ! পুচ্ছীঅদু, কীস সচ্চা
দুউলং পেক্‌খন্তী ভেম্ভলদি ॥

নববৃন্দা ।

দুকূলেঽস্মিন্ কার্ত্তস্বর মহসি বিস্তারিত দৃশো
বপুঃ কিং তে ফুল্লৈর্বহতি তুলনাং নীপকুসমৈঃ ।
ত্রুটন্তীভিঃ কিম্বা স্ফটিকমণিমালাভিরুপমাং
ভজন্তেঽমী ক্ষামোদরি ! নয়নয়োস্তোয়পৃষতাঃ ॥

তস্যাং দর্শনাচ্চ ক্রমঃ। কনকস্য লক্ষ্মীবদ্বিভ্রমঃ সাদৃশ্যং যস্য তস্মিন্ কংসহন্তু রংশুকে দৃষ্টিং গতবতি সতি রাধাঽতুলবাধাং বিকৃতিং দধাতি ॥

চন্দ্রাবলীতি। নববৃন্দে ! পৃচ্ছতাং, কস্মাৎ সত্যা দুকূলং পশ্যন্তী বিহ্বলেতি বিহ্বলা ভবতি ॥

নববৃন্দেতি। কার্ত্তস্বরং সুবর্ণং তোয়পৃষতা জলবিন্দবঃ ॥

হইয়াছে, হায় ! বোধ হয় ইনি বহু বহু যত্ন করিয়াও সম্বরণ করিতে না পারায় অসীম বাধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন ॥

চন্দ্রাবলী । (শঙ্কার সহিত) নববৃন্দে ! জিজ্ঞাসা কর, সত্যা বস্ত্র দেখিয়া বিহ্বলা হইলেন কেন ? ॥

নববৃন্দা ।

হে ক্ষীণাঙ্গি ! এই স্বর্ণবর্ণ বসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তোমার বপুঃ প্রফুল্ল কদম্ব-কুসুমের আকার কেন ধারণ করিল ? এবং কেনই বা তোমার নয়নের জলবিন্দু সকল ত্রুটিত স্ফটিকমণিমালার সহিত উপমা প্রাপ্ত হইল ? ॥

রাধা। (সাবহিত্থং) ণঅবুন্দে ! মহ বহিণী বিঅ তুমং দীসসি, তদো পজ্জুস্সুঅহ্মি ॥

নববৃন্দা। (স্বগতং) বন্ধ্যোঽয়ং রাধিকাসঙ্গোপনে দেব্যাঃ প্রয়াসভরঃ। ন হি কৌস্তুভমণীন্দ্র-মরিচী-মণ্ডলী পুণ্ডরী-কাক্ষ-বক্ষস্তটীমন্তরেণান্যতস্তিষ্ঠতি ॥

চন্দ্রাবলী। (রাধা-হস্তমাদায) ণঅবুন্দে ! এসা অপ্পণো বহিণী, তুহ হত্থে সমপ্পিদা ॥

নববৃন্দা। দেবি ! বাঢ়মনুকম্পিতাস্মি ॥

রাধেতি। (সাবহিত্থং আকারং গোপয়িত্বাহ) নববৃন্দে ! মম ভগিনীব ত্বং দৃশ্যসে, ততঃ পর্য্যুৎসুকাঽস্মি ॥

নববৃন্দেতি। দেব্যাশ্চন্দ্রাবল্যাঃ প্রয়াসভরঃ। কৃষ্ণস্থান্যা নায়িকা নিবাহঃ ॥

চন্দ্রাবলীতি। নববৃন্দে ! এসা আত্মনো ভগিনী, তব হস্তে সমর্পিতা ॥

শ্রীরাধা। (ভাব গোপনপূর্ব্বক) নববৃন্দে ! আমার ভগিনীর মত তোমাকে দেখাইতেছে, এই কারণে আমি আনন্দিত হইয়াছি ॥

নববৃন্দা। (মনে মনে) শ্রীরাধাকে গোপন করিতে চন্দ্রাবলীর গুরুতর প্রয়াস বৃথা। কৌস্তুভমণীন্দ্রের কিরণমণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল ভিন্ন কি অন্যত্র অবস্থিতি করে ! ॥

চন্দ্রাবলী। (শ্রীরাধার হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক) নববৃন্দে ! ইনি আমার ভগিনী, ইহাঁকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম ॥

নববৃন্দা। যথেষ্ট অনুগৃহীত হইলাম ॥

চন্দ্রাবলী। বহিণি সচ্চে ! জাহি ণঅবুন্দাএ সমং অপ্পণো অহিরুইদং বাসন্তীচউস্সালং, তত্থ পুপ্ফোবহারিণী মে বউলা তুমং পরিচরিস্সদি ॥

রাধা। দেই ! মন্দভাইণী এসা রাহিআ সমএ সুমরিদব্বা ॥

চন্দ্রাবলী। (সশঙ্কং) হলা ! কিসং ভণিদং তুএ ॥

রাধা। (সাশঙ্কমাত্মগতং) হদ্ধী হদ্ধী ! গুরুও পমাদো ॥

(প্রকাশং।)

দেই ! আরাহিআ এসা ত্তি ॥

চন্দ্রাবলীতি। ভগিনি সত্যে ! যাহি নববৃন্দয়া সমং আত্মনোঽভিরুচিতং বাসন্তী চতুঃশালাং, তত্র পুষ্পোপহারিণী মে বকুলা ত্বাং পরিচরিষ্যতি ॥

রাধেতি। দেবি ! মন্দভাগিনী এষা রাধিকা সময়ে স্মর্তব্যা ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি ! কিং ভণিতং ত্বয়া ॥

রাধেতি। হা ধিক্ হা ধিক্ ! গুরুঃ প্রমাদঃ ॥

দেবি ! আরাধিকেতি আরাধিকা ব্রতপরা ইত্যর্থঃ। এষা ইতি ॥

চন্দ্রাবলী। ভগিনি সত্যভামে ! নববৃন্দার সহিত বাসন্তী-চতুঃশালায় গমন কর, সে স্থানে আমার পুষ্পোপহারিণী বকুলা সখী তোমার পরিচর্য্যা করিবে ॥

শ্রীরাধা। দেবি ! এই মন্দভাগিনী রাধাকে সময়ে স্মরণ করিবেন ॥

চন্দ্রাবলী। (শঙ্কার সহিত) সখি ! তুমি কি বলিলে ? ॥

শ্রীরাধা। (আতঙ্কের সহিত মনে মনে) হা ধিক্ হা ধিক্ ! কি গুরুতর প্রমাদ ! ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

নববৃন্দা। (রাধয়া সহ পরিক্রামন্তী স্বগতং।)

বসন্তী শুদ্ধান্তে মধুরিম পরীতা মধুরিপো-

রিয়ং তন্বী সদ্যঃ স্বয়মিহ ভবিত্রী করগতা।

বৃতাঙ্গীমুন্মৈগরবিকলমধুলী-পরিমলৈঃ

প্রফুল্লাং রোলম্বে নবকমলিনীং কঃ কথয়তি ॥

(ইতি রাধয়া সহ নিষ্ক্রান্তা) ॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ! কা ক্খু অম্মাণং সঙ্কা, জং সো কিলণি-

বন্ধো উদ্দীপ্পদি ॥

নববৃন্দেতি। শুদ্ধান্তে অন্তঃপুরে। প্রসিদ্ধ নাম নাটকভূষণমিদং। তথাচ, প্রসিদ্ধির্লোকবিখ্যাতৈবর্থৈঃ সার্থ প্রধানং। অত্র লোকবিখ্যাতস্য ফুল্লকমলিনী রোলম্ব-প্রসঙ্গস্য কথনে স্বার্থস্য রাধামাধবসঙ্গমস্য প্রধানং প্রসিদ্ধেঃ ॥

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে। কা খলু অস্মাকং শঙ্কা, যৎ স কিল নিবন্ধ উদ্দীপ্যতে ॥

দেবি! এ ব্যক্তি আপনার আরাধিকা, তাহাই বলি-লাম ॥

নববৃন্দা। (শ্রীরাধার সহিত প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মনে মনে।)

এই শ্রীরাধা মাধুর্য্যে পরিপূর্ণা, ইনি যদি অন্তঃপুর মধ্যে বাস করেন, তাহা হইলে এই ক্ষীণাঙ্গী সদ্যঃ স্বয়ং কংস-রিপুর হস্তগতা হইবেন, যেমন বিকসিতা নবকমলিনী নব মধুর মনো-হর পরিমলে পরিবৃতাঙ্গী হইলে ভ্রমরকে কে তাহার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে? ভ্রমর স্বয়ংই তথায় গমন করে ॥

(এই বলিয়া শ্রীরাধার সহিত প্রস্থান) ॥

মাধবী। রাজকন্যে! আর আমাদের ভয় কি যে, সেই

চন্দ্রাবলী। সহি! কা কৃখু কুলবদী ভত্তুণো অরদিং পি জাণন্তী কাঠিণ্ণং রক্খিদুং পহবেদি ॥

(নেপথ্যে।)

রম্ভাস্তম্ভাবলীনাং রচয়ত পদবী সীম্নি বিন্যাসবন্ধং
গন্ধাম্ভঃ শীকরাণাং বিকিরতনিকরং সত্বরং চত্বরেষু।
দেবীভির্দিব্য-পুষ্পাবলিভিরকলিত-স্থৈর্য্যমাকীর্য্যমাণো
বিশ্বেষাং নেত্রবীথী মুদময় মুদগাদুদ্গিরন্ বৃষ্ণিচন্দ্রঃ ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি! কা খলু কুলবতী ভর্ত্তুররতিমপি জানতী কাঠিন্যং রক্ষিতুং প্রভবতি ॥

নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ তোমার অনুমতিব্যতিরেকে যদুনন্দন অন্য নারী স্পর্শ করিতে পারেন? এই শ্রীকৃষ্ণকৃত শপথ পুনর্ব্বার উদ্দীপ্ত হইবে ॥

চন্দ্রাবলী। সখি! কোন্ কুলবতী রমণী ভর্ত্তার অরতি অর্থাৎ আসক্তিশূন্য অবগত হইয়া কাঠিন্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়? ॥

(বেশগৃহে।)

অহে! তোমারা রাজপথের ধারে ধারে কদলীবৃক্ষ-সকল রোপণ কর এবং শীঘ্র করিয়া প্রাঙ্গনসমূহে গন্ধ-জল সেচন কর। দেবীগণ-কর্ত্তৃক মুহুর্মুহুঃ পুষ্পবৃষ্টিসহকারে বিশ্বের নেত্রশ্রেণীতে আনন্দ প্রদানপূর্ব্বক বৃষ্ণিকুলচন্দ্র উদিত হইলেন ॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ! দিট্‌ঠিআ বিজঅদি দুআরবদীণাধো, তা ণেবচ্ছঘরং পবিসেহি ॥

(ইহি নিষ্ক্রান্তে) ॥ ২১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনানুগম্যমানঃ কৃষ্ণঃ।)

কৃষ্ণঃ। (সখেদং।)

বিদ্যোতিস্মকলঙ্ক-কুঙ্কুমময়ী চর্চ্চা মমাঙ্গস্য যা
মালা কণ্ঠতটস্য চম্পককৃতা যা সৌরভোদ্গারিণী।
যা সিদ্ধাঞ্জনচূর্ণ-শীতলতরা হৈমীশলাকা-দৃশো-
স্তাং রাধাং কথমন্তরাপি নিগময্য ঘ্নন্তি মে রাত্রয়ঃ ॥

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে দিষ্ট্যা বিজয়তে দ্বারবতীনাথঃ, তৎ নেপথ্য গৃহং প্রবিশ ॥ ২১ ॥

মাধবী। রাজকন্যে! সৌভাগ্যক্রমে দ্বারকানাথ সর্ব্বোৎকৃষ্ট-ভাবে অবস্থান করিতেছেন, অতএব বেশগৃহে প্রবেশ কর ॥

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) ॥ ২১ ॥

(অনন্তর মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। (খেদের সহিত।)

যে সুন্দরী আমার অঙ্গের অকলঙ্ক কুঙ্কুমময়ী চর্চ্চাতুল্য, যিনি আমার কণ্ঠতটের সৌরভোদ্গারিণী চম্পকমালা-সদৃশী এবং যিনি আমার নয়নদ্বয়ের সিদ্ধ অঞ্জনচূর্ণে সুশীতল-স্বর্ণ-শলাকা-স্বরূপ, হা ধিক্! সেই শ্রীরাধাব্যতিরেকে এই সকল রাত্রি আমার প্রাণ বিনাশ করিতেছে ॥

মধুমঙ্গলঃ। (কৃষ্ণস্য করে মণিং পশ্যন্) পিঅবঅস্স!
রাহিআ-কণ্ঠালঙ্কারো মণিন্দো কহং দিআকরেণ লদ্ধো॥

কৃষ্ণঃ। (সখেদং।)

অনুদিনমতিনম্রা কুর্ব্বতী পূর্ব্বমাসীৎ
পিতৃপতিপিতুরর্ঘং গর্গবাক্যেন রাধা।
ইতি বহুলরুচীনাং বীচিভিঃ সা পরীতং
মণিবরমুপহারং নূনমস্মৈ চকার॥ ২২॥

মধুমঙ্গলঃ। পেক্খ এস কিরণ-কন্দলীহিং কিম্পি বেলক্খণং
ধারেই মণিন্দো॥

মধুমঙ্গল ইতি। প্রিয়বয়স্য! রাধিকা-কণ্ঠালঙ্কারো মণীন্দ্রঃ কথং দিবাকরেণ লব্ধঃ॥

কৃষ্ণ ইতি। পিতৃপতিঃ যমঃ। ধর্ম্মরাজঃ পিতৃপতিঃ সমবর্ত্তী পরেতরাট্ ইত্যমরঃ॥ ২২॥

মধুমঙ্গল ইতি। পশ্য এষ কিরণ-কন্দলীভিঃ কিমপি বৈলক্ষণ্যং ধারয়তি মণীন্দ্রঃ॥

মধুমঙ্গল। (শ্রীকৃষ্ণের হস্তে মণি অবলোকন করিয়া) প্রিয় বয়স্য! শ্রীরাধার কণ্ঠভূষণ-মণীন্দ্র কিরূপে দিবাকর প্রাপ্ত হইলেন?॥

শ্রীকৃষ্ণ। (খেদের সহিত।)

পূর্ব্বে গর্গমুনির ব্যাকানুসারে শ্রীরাধা প্রতি দিবস নম্র-ভাবে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেন, একারণ বোধ হয়, তিনি বহুল তেজোরাশি-পরিব্যাপ্ত এই মণিশ্রেষ্ঠ সেই সূর্য্য-দেবকে উপহার প্রদান করিয়া থাকিবেন॥ ২২॥

কৃষ্ণঃ। সখে! ঘনচৈতন্যবিবর্ত্তোঽয়ং, ন প্রাকৃত-রত্ন-সাধারণীং ধুরমারোঢুমর্হতি ॥

(ইতি স্যমন্তকং বক্ষস্তটে নিধায় সবাষ্পং।)

ধন্যঃ সোঽয়ং মণিরবিরলধ্বান্ত পুঞ্জে নিকুঞ্জে
স্মিত্বা স্মিত্বা ময়ি কুচপটীং কৃষ্টবত্যুন্মদেন।
গাঢ়ং গূঢ়াকৃতিরপি তয়া সম্মুখাকৃতবেদী
নিষ্ঠীবন্ যঃ কিরণলহরীং হ্রেপয়ামাস রাধাং ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ ইতি। ঘনানন্দঃ স্বরূপঃ। ধুরং ভারং। ধুস্ত স্যাদ্ভারচিন্তয়োরিতি কোষঃ ॥

ধন্য ইতি। অবিরল নিবিড়ঃ। তয়া রাধয়া কুচপট্যা বা গূঢ়াকৃতির্যস্ত সঃ। ষ্ঠীবন্ নিক্ষিপন্ ষ্ঠীবু নিরসনে ইতি পাঠাৎ প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

মধুমঙ্গল। দেখ এই মণীন্দ্র কিরণসমূহদ্বারা কোন বৈলক্ষণ্য ধারণ করিয়াছে ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! মণীন্দ্র ঘন আনন্দস্বরূপ, ইহা কখন প্রাকৃত রত্নের সাধারণ তুলনা ধারণ করিতে পারে না ॥

(এই বলিয়া স্যমন্তকমণি বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক অশ্রু মোচন করিতে করিতে।)

সেই এই মণি অতিশয় ধন্য, আমি যখন বৃন্দাবন-কেলিতে নিবিড় অন্ধকারপুঞ্জে নিকুঞ্জমধ্যে উন্মাদসহকারে হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার কঞ্চুলিকা আকর্ষণ করিয়াছিলাম, সেই সময় শ্রীরাধা কুচবস্ত্রদ্বারা স্যমন্তকমণি আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, তথাপি ঐ কুচবস্ত্রে গূঢ় হইয়াও আমার মুখের অভি-

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্‌স ! সুদং মএ, জাম্ববন্তস্‌স সআসাদো এসো মণীন্দো তুএ লদ্ধো ॥

কৃষ্ণঃ। অথ কিং ॥

মধুমঙ্গলঃ। কধং লদ্ধো ॥

কৃষ্ণঃ। সখে ! স ভল্লূকমল্লঃ স্ববিলান্তরে মাং বিলোমচেষ্টং বিলোক্য শঙ্কিত-রত্নাপহারঃ সম্প্রহারমারেভে ॥

মধুমঙ্গলঃ। তদো তদো ॥

মধুমঙ্গল ইতি। প্রিয়বয়স্য ! শ্রুতং জাম্ববতঃ সকাশাৎ এষ মণীন্দ্রস্ত্বয়া লব্ধঃ ॥
মধুমঙ্গল ইতি। কথং লব্ধঃ ॥
কৃষ্ণ ইতি। বিলোমচেষ্টং প্রতিকূলচেষ্টং। সংপ্রহারং যুদ্ধং ॥
মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ ॥

প্রায় অবগত হওত কিরণতরঙ্গ উদ্গার করিয়া শ্রীরাধাকে লজ্জিত করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

মধুমঙ্গল। প্রিয়বস্য ! আমি শুনিয়াছি, তুমি জাম্ববানের নিকট হইতে এই মণীন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ সত্য ॥

মধুমঙ্গল। কিরূপে লাভ হইল ? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে ! সেই বীরশ্রেষ্ঠ ভল্লূক স্বীয়-গর্ত্তমধ্যে আমাকে প্রতিকূল-চেষ্টান্বিত দেখিয়া রত্নাপহরণ আশ-ঙ্কায় আমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥

মধুমঙ্গল। তার পর তার পর ? ॥

কৃষ্ণঃ। ততশ্চিরায় মদ্বিজ্ঞানতঃ সমাপ্তেতু তস্মিন্ মহা-
সংগ্রাম-তন্ত্রে যন্ত্রিতঃ স মন্ত্রী মাং সামোদমবাদীৎ—
কচ্চিদ্ভীমেস্মরসি জলধৌ সেতুবন্ধানুবন্ধং
কচ্চিত্ত্বং বা দশমুখশিরঃ-কন্দুকোৎক্ষেপকেলিং।
তদ্বিস্মর্ত্তুং চরিতমথবা নাসি শক্তো যদেষ
প্রাক্তং রত্নাহরণ-মিষতঃ কিঙ্করং সংস্করোষি ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ। তদো তদো ॥

কৃষ্ণঃ। ততো হেমকুট্টিমার্পিতায়াং মাং নিবেশ্য মণীন্দ্র-

কৃষ্ণ ইতি। যন্ত্রিতঃ সঙ্কুচিতঃ ॥

কচ্চিদিতি। প্রাক্তং প্রাচীনং কিঙ্করং মাং শং সুখরূপং করোষি সংস্করো-
ষীতি পাঠান্তরং ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। তদনন্তর বহুকাল পরে সেই মন্ত্রীরাজ জাম্ববান্
আমাকে জানিতে পারিয়া ঘোরতর যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত
হইল, পরে কৌতুকসহকারে আমাকে বলিয়াছিল—

প্রভো! ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে সেতুবন্ধের সম্বন্ধ কি আপ-
নার স্মরণ হয়? অথবা দশাননের আনন লইয়া যে ঊর্দ্ধে
নিক্ষেপপূর্ব্বক কন্দুকক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা কি আপনার
মনে আছে? কিম্বা সেই লীলা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই
বলিয়াই কি মণিহরণ-ছলে এই প্রাচীন কিঙ্করের সংস্কার
করিতেছেন? ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গল। তার পর, তার পর? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। তাহার পর স্বর্ণমন্দির সংস্থাপিত রত্নখট্টায়

মানেতুং প্রকোষ্ঠান্তরং প্রবিষ্টে ভল্লূক-চক্রবর্ত্তিনি, মুহূর্ত্ততঃ কাপি জরতীমদভ্যর্ণমাসাদ্য নিবেদিতবতী, তাত! তস্মিন্ হঠাদাকৃষ্টমানে মণীন্দ্রে জাম্ববতঃ কুমারী বিপদ্যতে অনাকৃষ্টমানে খল্বিষ্ট-দৈবতস্য তে বিপ্রলম্ভঃ সম্ভবতীতি মহাসঙ্কট জম্বাল-মগ্নস্য জাম্ববতঃ করাবলম্বং ভবন্তমন্তরেণ নান্যং পশ্যামি॥

ততস্তামবোচং, বৃদ্ধে! তস্মিন্নবষ্টম্ভ-কদম্বোদ্গারিণি মণৌ ধনতৃষ্ণোপাধিঃ কিমস্যাঃ গৌরবোন্নাহঃ॥

কৃষ্ণ ইতি। বিপদ্যতে প্রাণং ত্যজতি। বিপ্রলম্ভঃ বিরোধঃ। জম্বালঃ কর্দ্দমঃ। করাবলম্বং সহায়ং॥

বৃদ্ধে ইতি। স্বর্ণস্য সমূহমুদ্গারিতুং শীলং যস্য তস্মিন্। ধনতৃষ্ণা উপাধিঃ কারণং যত্র সঃ। অস্যা জাম্ববত্যা আগ্রহাধিক্যং॥

আমাকে সংস্থাপন করিয়া ভল্লূকরাজ মণি আনয়নার্থ গৃহান্তরে প্রবেশ করিলে, মুহূর্ত্তকালের মধ্যে কোন এক বৃদ্ধা আমার নিকট আসিয়া নিবেদন করিল, বৎস! জাম্ববান্ যদি সহসা মণি আকর্ষণ করে, তাহা হইলে কুমারী জাম্বতী প্রাণত্যাগ করিবে, আর যদি মণি না লয়, তাহা হইলে তুমি যে ইষ্টদেব, তোমার সহিত বিরোধ সম্ভাবনা হইতেছে, অতএব জাম্ববান্ মহাসঙ্কট-পঙ্কে নিমগ্ন হইল, এখন তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহার আশ্রয় দেখিতেছি না॥

বৃদ্ধা এই কথা বলিলে, আমি তাহাকে বলিলাম, বৃদ্ধে! সেই স্বর্ণপ্রসবকারি মণিতে ধনতৃষ্ণাই প্রবল কারণ, জাম্ব-

ধাত্রী। তাত নহি নহি।

রত্নং যদা দিনকর-প্রতিমল্লরোচি-
র্ভল্লুক-মণ্ডলপতিঃ স্বয়মাজহার।
এতত্তদাক্ষণমবেক্ষ্য সরোরুহাক্ষী
সা ক্ষীণধৈর্য্য-নিকরা বিকলা বভূব ॥ ২৫ ॥

সাম্প্রতমপি বৎসা—

খিদ্যন্তী ঘটিকাং ক্রমেণ ঘটয়ত্যক্ষাম বক্ষোজয়ো-
র্জিঘ্রন্তী চ মুহুর্মুহুর্ত্তমুপরি ঘ্রাণস্য বিন্যস্যতি।

ধাত্রীতি। দিনকরস্য প্রতিমল্লতুল্যং রোচির্যস্য তৎ। আজহার আনীতবান্। এতৎ রত্নং। সরোরুহাক্ষী জাম্ববতী ॥ ২৫ ॥

সাম্প্রতমিতি। ঘটিকাং ব্যাপ্য ধৃতাঙ্গং ॥ ২৬ ॥

বতী প্রাণত্যাগ করিবে, এ গৌরবাধিক্য প্রকাশ করার প্রয়োজন কি ? ॥

ধাত্রী। বৎস ! তা নয়, তা নয়।

ভল্লুকরাজ যখন দিনকরসদৃশ রত্ন স্বয়ং আনয়ন করিলেন, সেই হইতে মণি দেখিতে না পাইয়া পদ্মাক্ষী জাম্ববতী ধৈর্য্য বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ব্যাকুল হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

সম্প্রতিও বৎসা—

ঘটিকাকাল ঘর্ম্মাক্তকলেবরে অকৃশ স্তনদ্বয়োপরি স্যমন্তকমণি স্থাপন করিতেছে; ঘটিকাকাল ঘ্রাণোপরি সংস্থাপন করিয়া মুহুর্মুহুঃ আঘ্রাণ লইতেছে, ক্ষণকাল বা নিশ্বাস পরি-

ধত্তে নিশ্বসতী চ নীর-কণিকা কীর্ণাস্তয়োর্নেত্রয়ো-
রিত্থং বন্ধুমিব স্যমন্তকমসৌ ধৃতাঙ্গমালিঙ্গতী ॥ ২৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। তদো তদো ॥

কৃষ্ণঃ। ততশ্চ কৌতুকেনাহমাক্রান্ত-মনাস্তামবাদিষং, ধাত্রিকে! কিমত্র কারণং, যদেষা তত্র রত্নে প্রাজ্যং রজ্যতি ॥

ধাত্রী। তাত! কস্তদ্বিজ্ঞাতুমীস্টে ॥

যতঃ—

রত্নে রতিস্তে মহতী কিমত্র
সা ভঙ্গুরভ্রূরিতি পৃচ্ছমানা।

মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ ॥

কৃষ্ণ ইতি। প্রাজ্যং প্রচুরং ॥

ধাত্রীতি। ইতি পৃচ্ছমানা সা ভঙ্গুরভ্রূঃ সতী বাষ্পং তনোত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭ ॥

ত্যাগ করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ নেত্র দ্বয়োপরি ধারণ করিতেছে, এইরূপে জাম্ববতী কম্পিতাঙ্গে ক্ষণকাল বন্ধুর ন্যায় স্যমন্তকমণিকে আলিঙ্গন করিতেছে ॥ ২৬ ॥

মধুমঙ্গল। তার পর, তার পর? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। তার পর আমি সকৌতুক মনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ধাত্রিকে! এ বিষয়ের কারণ কি? যে হেতু ইনি সেই রত্নে অতিশয় অনুরক্ত হইতেছেন ॥

ধাত্রী। বৎস! কে তাহা জানিতে পারিবে? ॥

কারণ—

ঐ রত্নে তোমার মহতী প্রীতি কেন? অপর, জাম্ববতীকে

নিশ্বস্য নিশ্বস্য তনোতি বাষ্পং
মুখেন্দুমাবৃত্য পটাঞ্চলেন ॥ ২৭ ॥
ততস্তামভ্যধাং, ধাত্রি! কিমেষা ব্যাহরন্তী তিষ্ঠতি ॥

ধাত্রী।

কল্যাণীভির্দ্যুতিভিরধিকং রাধিকামাধবাখ্যং
যং পঞ্চালী মিথুনমতুলং নির্ম্মমে নির্ম্মলাঙ্গী।
তস্যান্যোন্য-প্রণয়-মধুরৈঃ সঙ্গমালাপরঙ্গৈঃ
খেলন্তী সা ক্ষপয়তি গলদ্বাষ্পধারং দিনানি ॥ ২৮ ॥

তত ইতি। অভ্যধাং অপৃচ্ছং।

ধাত্রীতি। পঞ্চালিকা পুত্রিকা জাম্বত্যা দন্তাদিভির্বৃতা। মিথুনযুগলং প্রতিমাযুগ্মং। সঙ্গমো মিলনমালাপং কথনঞ্চ তত্র যে রঙ্গাঃ কৌতুকানি তৈঃ ॥ ২৮ ॥

জিজ্ঞাসা করিলে সে দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পটাঞ্চলদ্বারা বদনচন্দ্র আবরণপূর্ব্বক ভ্রূভঙ্গসহকারে অশ্রু-ত্যাগ করিতে থাকে ॥ ২৭ ॥

অনন্তর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জাম্ববতী এখন কি ব্যবহার করিতেছেন? ॥

ধাত্রী।

নির্ম্মলাঙ্গী জাম্ববতী মনোহর দর্শন-মাধুর্য্যশালি শ্রীরাধাকৃষ্ণনামক প্রতিমাযুগল অসামান্যরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই প্রতিমাদ্বয়ের পরস্পর মধুরময় প্রণয়, সঙ্গ, আলাপ ও কৌতুকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে গলিত বাষ্পধারায় দিন সকল যাপন করিতেছে ॥ ২৮ ॥

ততস্তদাকর্ণ্য গম্ভীর বিস্ময়ারম্ভ-সম্বীত-চিত্তস্তামেবাহং সশাস্ত্যমবাদিষং, ধাত্রিকে! কীদৃশ পঞ্চালিকাদ্বন্দ্বং তদবলোকে কৌতুহলবানস্মি ॥

ধাত্রী। তাত! তদদ্ভুতং জগন্মণ্ডলোত্তংসয়োঃ স্ত্রী-পুংসয়োর্যুগ্মং ॥

তয়োর্হি।

ত্বদালোকে সদ্যঃ স খলু তব তুল্যাকৃতিধরঃ
পুমান্ যে স্মেরাস্যঃ স্মরণ-পদবীমভ্যুপগতঃ।
ন জানে সা ধন্যা কনু বসতি পুণ্যে জনপদে
যদীক্ষারম্ভে সা স্মৃতিমুপজিহীতে বরতনুঃ ॥ ২৯ ॥

ততঃ ধাত্রীবচনং, সশাস্ত্যং সমধুরং ॥
ত্বদালোকে ইতি। যস্যা রাধায়াঃ প্রতিমূর্ত্তের্দর্শনারম্ভে। উপজিহীতে উপগচ্ছতি। ওহাঙ্ গতৌ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর ধাত্রীর কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অতি বিস্মিত হইল, পরে ধাত্রীকে সুমধুর বাক্যে বলিলাম, ধাত্রিকে! সেই প্রতিমাদ্বয় কিরূপ, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি অতিশয় কৌতুহলবিশিষ্ট হইয়াছি ॥

ধাত্রী। বৎস! জগন্মণ্ডলে উৎকৃষ্ট স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ঐ প্রতিমাযুগলই অত্যাশ্চর্য্য ॥

সেই দুইয়ের মধ্যে তোমাকে দেখিয়া, তোমার তুল্য আকৃতিধারী হাস্যবদন সেই পুরুষ-প্রতিমা সদ্যঃ আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, আর যেটি স্ত্রী-প্রতিমা, তিনি অতিশয় ধন্যা, বলিতে পারি না, তিনি কোন্ পুণ্যদেশে বাস

মধুমঙ্গলঃ। তদো তদো ॥

কৃষ্ণঃ। সা কক্ষান্তরমাসাদ্য জাম্ববতী-চিত্তমুত্তম্ভয়ামাস বৎসে!
তবাস্নং পঞ্চালিকয়োর্যঃ শ্যামঃ পুমান্ স কৌতুকী।
বিগ্রহান্তরেণ জঙ্গমী-ভাবমঙ্গীকৃত্য পর্য্যঙ্কিকামধ্যমধ্যাস্তে
তদ্ভুতং দৃষ্টেরপরোপক্ষী ক্রিয়তাং॥
(ইত্যাকর্ণ্য চ)॥
রাধায়াঃ প্রতিমাং মণিপ্রণয়িণীং বিন্যস্য ধাত্রী-করে
সা সদ্যস্তরুণা তিরোহিত-তনুর্মাং বীক্ষ্য পর্য্যুৎসুকা।

মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ॥

কৃষ্ণ ইতি। কক্ষান্তরং প্রকোষ্ঠান্তরং। স্তম্ভয়ামাস উৎসুকয়ামাস॥

করিতেছেন, যাঁহাকে দেখিবাত্র সেই বরতনু শ্রীরাধা আমার স্মৃতি-পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ২৯॥

মধুমঙ্গল। তার পর, তার পর?॥

শ্রীকৃষ্ণ। তাহার পর ধাত্রী অন্তঃপুর মধ্যে গিয়া জাম্ববতীর চিত্তকে উৎসুকান্বিত করিয়া কহিল, বৎসে! তোমার প্রতিমাদ্বয়ের মধ্যে যিনি শ্যামবর্ণ পুরুষ তিনি অতিশয় কৌতুকশালী, দেহান্তরে জঙ্গমভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন, অতএব ঐ অদ্ভুত মূর্ত্তি নয়নের প্রত্যক্ষ কর॥

(জাম্ববতী এই কথা শুনিয়া।)

শ্রীরাধার মণিময়ী প্রতিমা ধাত্রী-করে স্থাপনপূর্ব্বক বৃক্ষের অন্তরালে আপনার তনু সঙ্গোপন করিয়া আমাকে অব-

ক্রোশন্তী শিথিলীকৃত-ত্রপমপধ্বস্তাঙ্গ-বর্ণোন্নতিঃ
সাতঙ্কং নিপপাত মচ্চরণয়োরঙ্কে কুরঙ্গেক্ষণা ॥ ৩০ ॥
(ইতি বৈবশ্যং নাটয়তি) ॥

মধুমঙ্গলঃ । (স-সম্ভ্রমং পাণিং প্রসার্য্য) পিঅবঅস্স ! মহ হত্থং ওলম্বেহি ॥

কৃষ্ণঃ । (তথা কৃত্বা সগদ্গদং ।)
উপতরু ললিতাং তাং প্রত্যভিজ্ঞায় সদ্যঃ
প্রকৃতি-মধুররূপাং বীক্ষ্য রাধাকৃতিঞ্চ ।

রাধায়া ইতি । মণিপ্রণয়িনীং মণিরচিতামিত্যর্থঃ । বৃক্ষেণ তিরোহিতা তনুর্যস্যাঃ সা । অঙ্কে নিকটে ॥ ৩০ ॥

মধুমঙ্গল ইতি । প্রিয়বয়স্য ! মম হস্তং অবলম্বস্ব ॥

কৃষ্ণ ইতি । উপতরু তরোঃ সমীপে, সেয়ং ললিতা ইতি জ্ঞাত্বা । সিদ্ধি-

লোকন করিতে লাগিলেন, পরে অতিশয় উৎসুকচিত্তে ঐ হরিণ-নয়না কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ-পুরঃসর বিবর্ণ-কলেবরে আতঙ্কের সহিত আমার চরণদ্বয়ের প্রান্তে গিয়া পতিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

(এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় বৈবশ্য উপস্থিত হইল) ॥

মধুমঙ্গল । (সম্ভ্রমের সহিত হস্ত প্রসারিত করিয়া) প্রিয়-বয়স্য ! আমার হস্ত ধারণ কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ । (তাহাই করিয়া গদ্গদস্বরে ।)

সখে ! বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতা জাম্বতীকে সহসা প্রসিদ্ধা ললিতারূপে পরিজ্ঞাত হইয়া এবং তথায় প্রকৃতি মধুররূপা

মণিমপি পরিচিম্বন্ শঙ্খচূড়াবতংসং
মুহুরহমুদঘূর্ণং ভূরিণা সম্ভ্রমেণ ॥ ৩১ ॥

মধুমঙ্গলঃ। হী হী পিঅবঅস্স ! এসো কঞ্জিঅং পত্থঅন্তস্স সিহরিণীলাহো ॥

(ইত্যুৎকূজন্।)

ভো ! এদং মহাসোক্‌খ-বিক্‌খোহেণ প্পফুট্ট ইমে হিঅঅং, তা ধারেহি ণং ॥

কৃষ্ণঃ। সখে ! ক্ষণমব্যগ্রঃ সমাকর্ণয়ঃ ॥

নাম নাটকভূষণমিদং। অতর্কিতোপপন্নঃ স্যাৎ সিদ্ধিরিষ্টার্থসঙ্গমঃ। অত্র ইষ্টস্য ললিতাদি সঙ্গমস্যাতর্কিতত্বাৎ সিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। আশ্চর্য্যং। প্রিয়বয়স্য ! কাঞ্জিকাং প্রার্থ্যমানস্য শিখরিণী-লাভঃ ॥

ভো ! এতৎ মহাসৌখ্য-বিক্ষোভেন প্রস্ফুটতি মে হৃদয়ং তৎ ধারয় মাং ॥

রাধা-প্রতিকৃতি সন্দর্শন করিয়া শঙ্খচূড়ের শিরোভূষণ স্যমন্তক মণিকে পরিজ্ঞাত হইয়া আমি গুরুতর সম্ভ্রমসহকারে মুহু-র্মুহুঃ ঘূর্ণিত হইয়াছিলাম ॥ ৩১ ॥

মধুমঙ্গল। কি আশ্চর্য্য ! প্রিয়বয়স্য ! ইহা ত কাঞ্জিকা প্রার্থ্যমান ব্যক্তির পক্ষে শিখরিণী লাভ ? ॥

(এই বলিয়া উচ্চ রবপূর্ব্বক।)

সখে ! সুখাতিশয়-বশতঃ আমার হৃদয় অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়াছে, অতএব আমাকে ধরিয়া রাখ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে ! ব্যগ্র হইও না, শ্রবণ কর ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সধৈর্য্যং) তদো তদো ॥

কৃষ্ণঃ। শান্তিহেতুভিঃ কোমলালাপ মাধুরীভিঃ সান্ত্বিতাপি
সুকণ্ঠী মুক্তকণ্ঠং ক্রন্দন্তী মামবাদীৎ—
অলিন্দে কালিন্দী-কমল-সুরভৌ কুঞ্জবসতে-
র্বসন্তীং বাসন্তী-নবপরিমলোদ্গারি-চিকুরাং।
ত্বদুৎসঙ্গে নিদ্রামুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়-কলাপ-ব্যজনিনী ॥ ৩২ ॥

ততঃ প্রগাঢ়োৎকণ্ঠা পরীতেন হৃদ্বাষ্পমুদ্রা ময়াপি
চিরাত্তস্থামুদ[illegible] ॥

মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ ॥

কৃষ্ণ ইতি। অলিন্দে অঙ্গনে। নবীন-পত্রাণাং সমূহো ব্যজনমস্তি যস্যাঃ সা। কলাপো ভূষণে বর্হেতুণীরে সংহতে চেতি কোষঃ ॥ ৩২ ॥

তত ইতি। স্বীয় বাষ্পামুদ্রা ॥

মধুমঙ্গল। (ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক) তার পর তার পর ? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। শান্তির হেতু-স্বরূপ কোমল আলাপমাধুরী দ্বারা সান্ত্বনা করিলেও সেই সুকণ্ঠী মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে আমাকে বলিয়াছিলেন—

যাহাতে কালিন্দীজাত কমল-কুসুমের সৌরভ প্রবাহিত হইতেছে, এমত কুঞ্জগৃহের অঙ্গনে তোমার ক্রোড়ে অবস্থিতা বাসন্তীপুষ্পের সৌরভসমূহে আমোদিত কেশা, সেই নিদ্রানিমীলিতাক্ষীকে পত্র ব্যজনদ্বারা কবে আমি সেবা করিব ॥ ৩২ ॥

হন্ত ললিতে !

সবিধমনৃত-নিদ্রা মুদ্রিতাক্ষস্য যান্তী
মুহুরিয়মধুনা মে বক্ত্রবিম্বং চুচুম্ব।
ইতি সখি ! পুরতস্তে শ্লেপিতায়া ময়োচ্চৈ-
র্ভ্রুকুটি-মধুরমাস্যং রাধিকায়াঃ স্মরামি ॥ ৩৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ। তদো তদো ॥

কৃষ্ণঃ। ততশ্চ বিজ্ঞাতাখিল বৃত্তান্তঃ স জাম্ববান্ সানন্দং তত্রাগত্য মামব্রবীৎ—

মুদ্রিতাক্ষস্য মিথ্যা ভূতয়া নিদ্রয়া মুদ্রিতে অক্ষিণী যেন তস্য ॥ ৩৩ ॥
মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ ॥

তাহার পর আমি প্রগাঢ়-তর উৎকণ্ঠায় পরিব্যাপ্ত হইয়া বহুক্ষণ পরে স্বীয় হৃদ্বাষ্প উদঘাটন করিয়া কহিলাম ॥

আহা ললিতে !

আমি সমীপে মিথ্যা নিদ্রায় মুদ্রিতনেত্র হইলে সম্প্রতি ইনি আমার বদন-বিম্বে চুম্বন করিয়াছেন, হে সখি ! তোমার অগ্রে এই কথা উচ্চ করিয়া বলাতে শ্রীরাধা লজ্জিত হইয়া যে ভ্রুকুটিশালি মধুর বদন প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি তাহাই স্মরণ করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

মধুমঙ্গল। তার পর, তার পর ? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। অনন্তর সেই জাম্ববান্ নিখিল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আনন্দসহকারে আগমনপূর্ব্বক আমাকে বলিল—

সুগ্রীব-প্রণয়িতয়া মুহুঃ সমগ্রং
কারুণ্যং ময়ি কুরুতে সরোজবন্ধুঃ ।
তস্যাহং ত্বরিতমধারয়ং নিদেশা-
ন্নিঃশঙ্কং গিরিশিখরাদি-মাং পতন্তীং ॥ ৩৪ ॥

ততশ্চ জাম্বূনদালঙ্কৃতা জাম্ববতী তেন ভল্লূকশিরো-
মাল্যেন শিরোমণিনা সহ মম পাণৌ বিন্যস্তা ।

ময়াপি বিদর্ভেন্দ্রমর্য্যাদা-ভঙ্গভীরুণা রৈবত-কন্দরায়াং

কৃষ্ণ ইতি । সুগ্রীবেতি । সুগ্রীবস্য সূর্য্যপুত্রতয়া খ্যাতিঃ পুরাণ-প্রসিদ্ধা । সরোজবন্ধুঃ সূর্য্যঃ । তস্য সূর্য্যস্য ॥

ময়াপীতি । বিদর্ভেন্দ্রেণ ভীষ্মকেন কৃতা যা মর্য্যাদা তৎপুত্র্যাজ্ঞা-মৃতে ৎন্যস্যা অস্বীকাররূপা তস্যা ভঙ্গে ভীরুণা ॥

সুগ্রীবের সহিত আমার প্রণয় আছে বলিয়া পদ্মবন্ধু সূর্য্যদেব বারম্বার আমার প্রতি করুণা বিস্তার করিয়া থাকেন, এ কারণ আমি তাঁহারই আদেশানুসারে শীঘ্র নির্ভয়ে গমন করিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে পতিতা এই কন্যাকে ধারণ করিয়াছিলাম ॥ ৩৪ ॥

এই বলিয়া সেই ভল্লূকরাজ জাম্ববান্ স্যমন্তকমণির সহিত জাম্বূনদভূষিতা জাম্ববতীকে আমার হস্তে সমর্পণ করিল ।

আমিও বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মক-কৃত নিয়ম অর্থাৎ তোমার কন্যার অনুমতিব্যতিরেকে অন্য কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করিব না, এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গভয়ে ভীত হইয়া রৈবতক-পর্ব্ব-

সা সুন্দরী রক্ষিতা। তদিদং রহস্য-কথা-রত্নং যত্নতশ্চিত্ত-কোষান্তরে ধারণীয়ং, যথা কস্যাপি বিতর্কপদবীমপি নাবরোহতি ॥

মধুমঙ্গলঃ। এব্বং, ণ্ণেদং ॥

কৃষ্ণঃ। (সবৈক্লব্যং।)

নিখিল-সুহৃদামর্থারম্ভে বিলম্বিত-চেতসো
মসৃণিত-শিখো যঃ প্রাপ্তোঽভূন্মনাগিব মার্দ্দবং।
স খলু ললিতা-সান্দ্র-স্নেহপ্রসঙ্গ-ঘনীভবন্
পুনরপি বলাদিন্ধে রাধাবিয়োগময়ঃ শিখী ॥ ৩৫ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। যথা কথয়সি, তথা করোমি ॥

কৃষ্ণ ইতি। মসৃণিতঃ কোমলঃ শীতলো বিরহাগ্নিঃ মনাক্ অল্পতরং মার্দ্দবং মৃদুত্বং প্রাপ্তঃ। আক্ষেপ-নাম সন্ধ্যঙ্গমিদং। তথাচ, গর্ভবীজ-সমুৎক্ষেপমাক্ষেপং পরিচক্ষতে। অত্র সক্লদর্থসম্পাদনেন গর্ভিতস্য রাধানুরাগস্য পুনর্ললিতা-দর্শনাদুৎক্ষেপাদাক্ষেপঃ ॥ ৩৫ ॥

তের কন্দরে ঐ সুন্দরীকে রাখিয়াছি। অতএব হে সখে! তুমি এই গোপনীয় কথা-রত্ন যত্নসহকারে চিত্তকোষমধ্যে ধারণ করিয়া রাখিও, যেন এ কথা কোন ব্যক্তি জানিতে না পারে ॥

মধুমঙ্গল। যাহা বলিলা, তাহাই করিব ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ব্যাকুলতার সহিত।)

নিখিল সুহৃদের অর্থারম্ভে বিলম্বিতচিত্ত যে আমি, আমার সম্বন্ধে রাধাবিচ্ছেদময় অগ্নি মৃদুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সম্প্রতি

(ইতি বিরহার্ত্তিং নাটয়ন্।)

ললাটে কাশ্মীরৈঃ কুরু মম দৃশং পাবকময়ীং
দধীথা ভোগীন্দ্র-দ্যুতিমুরসি মুক্তামণিসরং।
তনোঃ কণ্ঠং মুক্ত্বা জনয় ঘনসারৈর্ধবলতাং
হরভ্রান্ত্যা ভীত স্তুদতি ন যথা মাং মনসিজঃ ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সচ্চং গরুঅ কৃখু এসো সন্তাবো, তা কো এত্থ পড়িআরোত্তি ণ কৃখু ওধারেমি ॥

ললাটে ইতি। কাশ্মীরৈঃ কুঙ্কুমৈঃ। মণিসরং মণিহারং কণ্ঠং ত্যক্ত্বা তনোঃ শরীরস্য কর্পূরৈর্ধবলতাং জনয়। তুদতি পীড়য়তি। মনসিজঃ কন্দর্পঃ ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। সত্যং গুরুঃ এষ সন্তাপঃ, তৎ কোঽত্র প্রতীকার ইতি ন খলু অবধারয়ামি ॥

ললিতার স্নেহপ্রসঙ্গ গাঢ়তর হইয়া পুনর্ব্বার যেন বলপূর্ব্বক ঐ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৫ ॥

(এই বলিয়া বিরহবেদনা প্রকাশপূর্ব্বক।)

সখে! কুঙ্কুমদ্বারা আমার ললাটে অগ্নিময় চক্ষু নির্ম্মাণ কর, বক্ষঃস্থলে সর্পরাজতুল্য কান্তিশালী মুক্তামালা পরিধান করাও এবং কণ্ঠদেশ পরিত্যাগ করিয়া কর্পূর দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ধবলবর্ণ কর, যেন হর-ভ্রমে মদন ভীত হইয়া আর আমাকে পীড়া প্রদান না করে ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গল। সত্যই এত গুরুতর সন্তাপ, কিন্তু ইহার যে প্রতিকার কি, তাহা ত আমি অবধারণ করিতে পারিলাম না? ॥

কৃষ্ণঃ। সখে! প্রিয়াবিহার-সমভিহার-সাক্ষিণঃ কুঞ্জবৃন্দস্য বৃন্দাবনস্য বিলোকনমন্তরেণ নাত্র পরঃ প্রতীকারঃ তদেষ মণীন্দ্রস্ত্বয়া সত্রাজিতায় সমর্প্যতাং, ময়াপ্যবরোধায় গন্তব্যং॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ॥)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)॥ ৩৭॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে ললিতোপলব্ধি-র্নাম ষষ্ঠোঽঙ্ক ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

কৃষ্ণ ইতি। সমভিহারসাক্ষিণঃ কথনসাক্ষিণঃ। অবরোধায় অন্তঃপুরায়॥ ৩৭॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! প্রিয়তমার বিহার-কথনের সাক্ষী-স্বরূপ সেই কুঞ্জসমূহ বিশিষ্ট বৃন্দাবন-দর্শনব্যতিরেকে এ বিরহ-বেদনার অন্য কোন প্রতীকার দেখি না, অতএব তুমি এই মণীন্দ্র সত্রাজিৎকে সমর্পণ করিও, আমি অন্তঃপুরে গমন করিতেছি॥

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)॥

(তাহার পর সককে চলিয়া গেলেন)॥ ৩৭॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত ব্যাখ্যায় ললিতাপ্রাপ্তি নাম ষষ্ঠ অঙ্ক ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

ললিতমাধবনাটকং

সপ্তমোঽঙ্কঃ।

·•:•:•·

(ততঃ প্রবিশতি বকুলয়ারাধ্যমানা রাধা।)

রাধা। (সংস্কৃতেন।)

মমায়াসীদ্দূরে দিগপি হরিগন্ধপ্রণয়িণী
প্রপেদে খেদেন ত্রুটিরপি মহাকল্পপদবীং।
দহত্যাশা-সর্পি-বিরচিত-পদঃ প্রাণ-দহনো
বলান্মাং তুল্লীলঃ কিমিহ করবৈ হন্ত! শরণং॥ ১॥

রাধেতি। মমেতি। গতা স্থিতেত্যর্থঃ। মমাসীদ্দূরে বা দিগপীতি পাঠান্তরঃ। ত্রুটিঃ ত্রসরেণুত্রয়ঃ। আশৈব সর্পিস্তেন বিরচিতং পদং স্থিতির্যেন সঃ। পদং ব্যবসিতিত্রাণস্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রিবস্তুষিতি কোষাৎ। প্রাণা এব দাহকত্বাৎ দহনঃ॥ ১॥

(অনন্তর বকুলা-কর্ত্তৃক আরাধ্যমানা শ্রীরাধার প্রবেশ।)

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতভাষায়।)

শ্রীকৃষ্ণের গাত্রগন্ধ যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে, সে দিক্ও আমার সম্বন্ধে বহু দূরবর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ত্রুটি-পরিমিতকালও মহাকল্প সমান হইয়া উঠিল এবং আশারূপ ঘৃতস্থিত তুল্লীল প্রাণময় অগ্নিও আবার বলপূর্ব্বক আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল, হায়! এখন আমি কাহার শরণাগত হইব!॥ ১॥

বকুলা। হলা সচ্চে! সিণিহেণ ণঅবুন্দাএ বণ্ণিদং তুম্হ রহস্সম্পি, তধাবি কিম্পি বিণ্ণবিস্সং ॥

রাধা। কামং বিণ্ণবেহি ॥

বকুলা। অম্হ রাইন্দো সুন্দরসেহরো তিল্লোঅং সাসেদি, তা জই আণ্ণবেসি, তদো দেঈএ রূপ্পিণীএ বি পড়িউলা ভবিঅ, তস্স তুমং বিণ্ণবেমি ॥

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতেন।)

বকুলেতি। সখি সত্যে! স্নেহেন নববৃন্দয়া বর্ণিতং তব রহস্যং, তথাপি কিমপি বিজ্ঞাপয়িষ্যামি।

রাধেতি। বিশেষেণ বিজ্ঞাপয় ॥

বকুলেতি। অস্ম রাইন্দো। অস্মদ্রাজেন্দ্রঃ সুন্দরশেখরস্ত্রিলোকীং শাস্তি, তৎ যদি আজ্ঞাপয়সি, তদা দেব্যা রুক্মিণ্যা অপি প্রতিকূলা ভূত্বা, তস্মৈ ত্বাং বিজ্ঞাপয়ামি ॥

বকুলা। সখি সত্যে! যদিচ স্নেহবশতঃ নববৃন্দা তোমার বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি আমি কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি ॥

শ্রীরাধা। যাহা ইচ্ছা হয় বল ॥

বকুলা। আমাদের সুন্দরশেখর রাজেন্দ্র ত্রিলোকী শাসন করিতেছেন, আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে দেবী রুক্মিণীর প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার নিকটে গিয়া আপনার বৃত্তান্ত নিবেদন করি ॥

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতভাষায়।)

শাম্ভ দ্বারবতী-পতিস্ত্রিজগতীং সৌন্দর্য্যপর্য্যাচিতঃ
কিন্নস্তেন বিরম্যতাং কথমসৌ শাপাগ্নিরুজ্জ্বাল্যতে।
যুষ্মাভিঃ স্ফুটযুক্তি-কোটি-গরিমব্যাহারিণীভির্বলা-
দাক্রষ্টুং ব্রজরাজনন্দনপদাম্ভোজান্ন শক্যা বয়ং ॥ ২ ॥

বকুলা। সহি ! পুচ্ছ হিদং ণঅবুন্দং ॥

রাধা। কহিং গদা ণঅবুন্দা ॥

বকুলা। দেঈএ আহূদা অন্তেউরে ॥

রাধেতি। শাপনিমিত্তোঽগ্নিঃ ক্রোধরূপ উজ্জ্বাল্যতে। সংকেটং নাম বিনশ্যমশ্মাশ্মিদং। তথাচ, সংকেটো রোষভাষণং। অত্র বকুলাং প্রতি গূঢ়াভিপ্রায়োক্ত্যা সংকেটঃ ॥ ২ ॥

বকুলেতি। সখি। পৃচ্ছ হিতং নববৃন্দাং ॥

রাধেতি। কুত্র গতা নববৃন্দা ॥

বকুলেতি। দেব্যা আহূতা অন্তঃপুরে ॥

দ্বারকানাথ সৌন্দর্য্যসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া ত্রিজগৎ শাসন করেতেছেন করুন, তাঁহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, ক্ষান্ত হও, কেন আর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছ, তোমরা স্পষ্টরূপে কোটি কোটি গুরুতর যুক্তিসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলেও ব্রজেন্দ্রনন্দনের পদাম্ভোজ হইতে আমাকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবা না ॥ ২ ॥

বকুলা। সখি ! নববৃন্দাকে হিত জিজ্ঞাসা কর ॥

শ্রীরাধা। নববৃন্দা কোথায় গেলেন ? ॥

বকুলা। দেবী রুক্মিণীর আহ্বানে অন্তঃপুরে গিয়াছেন ॥

রাধা। হন্ত! পরতন্তম্হি কিদা হদদেব্বেণ ॥

(প্রবিশ্য নববৃন্দা।)

নববৃন্দা। সখি সত্যে! মা বিষাদং কৃথাঃ, পশ্য পশ্য।

পাদে নিপত্য বদরীমবলম্বমানা
কান্তং রসালমগুবিন্দ[illegible] মাধবীয়ং।
প্রাণেশ-সঙ্গমবিধৌ বিনিবিষ্টচিত্তা
নোপারবশ্য-কলনং সহতে হি সা[illegible] ॥ ৩ ॥

রাধা। কা কৃষ্ণু তুহ হত্থে ণেবচ্ছ [illegible] ॥

রাধেতি। হন্ত। পরতন্ত্রাস্মি কৃ[illegible]

নববৃন্দেতি। পাদে ইতি। রসালে [illegible], [illegible] রসিকং। মাধবী অতি-মুক্তা, পক্ষে স্বাধীন-পতিকা। ক্ষণিচ্ছন্দ ছলনা [illegible] বিমর্শসন্ধ্যঙ্গমপঠিত্বা তৎ স্থানে ছাদনং পঠন্তি। তথাচ, কার্য [illegible] ছলনং মহৎ। অন্যৎ স্পষ্টং ॥ ৩ ॥

রাধেতি। কা খলু তব হস্তে নেপথ্য সামগ্রী ॥

শ্রীরাধা। হায়! হত বিধাতা আমাকে পরাধীন করিল! ॥

(নববৃন্দার প্রবেশ।)

নববৃন্দা। সখি সত্যে! বিষাদ করিও না, দেখ দেখ।

এই মাধবী পদে নিপতিত হইয়া বদরীকে অবলম্বন-পূর্ব্বক আম্র-তরুকে প্রাপ্ত হইল, আহা! এই সাধ্বী প্রাণেশ্বরের সঙ্গবিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট করায় আর পরবশতাজন্য দুঃখ অনুভব করিতেছে না ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধা। তোমার হস্তে এ কোন্ বেশযোগ্য সামগ্রী? ॥

নববৃন্দা।

শচ্যোপহারী-কৃতানি দেব্যৈ
দিব্যানি মাল্য-দুকূলাদীনি।
তান্যেষা সখীভ্যো বিভজন্তী
ত্বামপি বণ্টকেন পুরশ্চকার॥

রাধা। কিং মে দুক্খাণলস্স ইন্ধণেণ ইমিণা পসাহণেণ॥
নববৃন্দা। সখি! ভানুদেবস্য সেবায়ামুপযোক্ষ্যতে॥
রাধা। হলা! ভণিদম্হি ভাম্নুনা, বচ্ছে! সাঅরকচ্ছে

নববৃন্দেতি। শচ্যা পৌলম্যা। দেব্যৈ রুক্মিণ্যৈ। এষা রুক্মিণী॥
রাধেতি। কিং মে দুঃখানলস্য ইন্ধনেন অনেন প্রসাধনেন॥
নববৃন্দেতি। উপযোক্ষ্যতে উপযুক্তং ভবিষ্যতি॥
রাধেতি। সখি ভণিতাস্মি ভা[illegible]না, ব[illegible] [illegible]সাগরকচ্ছে নিবিষ্টায়া ছায়া-

নববৃন্দা।

ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী রু[illegible] সকল মাল্য ও বস্ত্রাদি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, এ কারণ রুক্মিণীও সে গুলি বণ্টনদ্বারা সখীদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনাকে পুরস্কার দিয়াছেন॥

শ্রীরাধা। এই বেশযোগ্য দ্রব্য আমার দুঃখানলের কাষ্ঠস্বরূপ, অতএব ইহাতে আমার প্রয়োজন কি ?॥
নববৃন্দা। সখি! এ গুলি সূর্য্যদেবের পূজার উপযুক্ত হইবে॥
শ্রীরাধা। সখি! সূর্য্যদেব আমাকে আদেশ করিয়াছেন,

নিবিট্‌ঠাএ দুআরবদী পুরীএ গর্ব্বে ণিম্মিদং ণবঅবুন্দাঅণং পবিসিঅ তিণা অপ্পণো পরাণণাধেণ সদ্ধং বিহরেহি ॥

নববৃন্দা। চারুলোচনে! ব্যভিচার-পরাচীনানি ন খলু ভবন্তি দৈবতবরাণাং বচাংসি ॥

রাধা। (সংস্কৃতেন।)

মথুরামধিরাজতে হরিঃ
সখি! রাজেন্দ্রপুরেঽত্র সংবৃতা।
নিবসাম্যহমিত্যসম্ভবঃ
প্রিয়সঙ্গঃ প্রতিভাগতে মম ॥ ৪ ॥

বতী পুর্য্যা গর্ভে নির্ম্মিত নববৃন্দাবনং প্রবিশ্য তেন আত্মনঃ প্রাণনাথেন সার্দ্ধং বিহর ॥

নববৃন্দেতি। ব্যভিচারাৎ পরাঙ্মুখানি সত্যানীত্যর্থঃ ॥

রাধেতি। রাজেন্দ্রপুরে দ্বারকাপুরে ॥ ৪ ॥

বৎসে! সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তি দ্বারকাপুরীর গর্ভে যে নববৃন্দাবন নির্ম্মিত হইয়াছে, তুমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া স্বীয়-প্রাণনাথের সহিত বিহার কর ॥

নববৃন্দা। হে সুচারুলোচনে! দৈবতবাণী-সকল কখন অন্যথা হয় না ॥

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতভাষায়।)

সখি! হরি ত মথুরাপুরে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু আমি এই দ্বারকাপুরে অবরুদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলাম, সুতরাং আমার সম্বন্ধে প্রিয়সঙ্গম অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৪ ॥

নববৃন্দা।

অলং বিলাপৈঃ সময়ক্রমস্য
দুরূহরূপা গতয়ো ভবন্তি।
শরন্মুখে পশ্য সরস্তটীষু
খেলন্ত্যকস্মাৎ খলু খঞ্জরীটাঃ ॥ ৫ ॥

রাধা। অপ্পণিহাণে খঞ্জরীডোবিঅ অসাহীণে কৃখু পদেসে মহাপুরিসো ণ রমেদি ॥

নববৃন্দা। (বিহস্য) বিভ্রমাকুলে! ব্রজেন্দ্রস্যাত্র কথমস্বাধীনতাঽবধারিতা ॥

নববৃন্দেতি। দুরূহরূপাঃ দুর্বিতর্ক্যাঃ। দুরূহত্বং দর্শয়তি শরন্মুখ ইত্যাদি। প্ররোচন নাম সন্ধ্যঙ্গমিদং। তথাচ, সিদ্ধি-তত্ত্বাবিনোঽর্থস্য সূচনা স্যাৎ প্ররোচনা। অত্র খঞ্জরীটস্য দৃষ্টান্তেন ভাবি কৃষ্ণসঙ্গমসূচনা ॥ ৫ ॥

রাধেতি। অপ্রণিধানে খঞ্জরীট ইব অস্বাধীনে খলু প্রদেশে মহাপুরুষো ন রমতি ॥

নববৃন্দেতি। বিভ্রমাকুলে ভ্রান্তে! ॥

নববৃন্দা।

সখি! আর বিলাপ করিও না, সময়ক্রমের গতি কিছু বুঝা যায় না, দেখ শরৎ ঋতুর প্রারম্ভেই খঞ্জরীট-সকল অকস্মাৎ সরোবরের তটে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধা। খঞ্জরীট যেমন নির্ধন প্রদেশে ক্রীড়া করে না, তাহার ন্যায় মহাপুরুষেরাও অস্বাধীন প্রদেশে রমণ করেন না ॥

রাধা। (সের্ষ্যং) অই রাইন্দস্স কীলাবণ-মক্কডি ! চিট্ঠ চিট্ঠ ॥

নববৃন্দা। সরলে ! ব্রজেন্দ্রমেব রাজেন্দ্রং বিদ্ধি ॥

রাধা। (সোৎসুক্যং) অবি সচ্চং এদং ॥

নববৃন্দা। (স্বগতং) হন্ত ! কথং যদৃচ্ছয়া বিস্মৃত-শপথাস্মি সংবৃত্তা ॥

(প্রকাশং।)

ন কেবলং রাজেন্দ্রমেব রামচন্দ্রমুপেন্দ্রঞ্চ ব্রজেন্দ্রং বদন্তি ॥

রাধেতি। অয়ি রাজেন্দ্রস্য ক্রীড়াবন-মর্কটি ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ ॥

রাধেতি। অপি সত্যমেতৎ ॥

নববৃন্দেতি। যদৃচ্ছয়া হেতুশূন্যেচ্ছয়া ॥

নববৃন্দা। (উচ্চ হাস্য করিয়া) ভ্রান্তে ! এ স্থানে ব্রজেন্দ্রের অস্বাধীনতা কিরূপে অবধারণ করিলা ? ॥

শ্রীরাধা। (ঈর্ষার সহিত) অয়ি রাজেন্দ্রের ক্রীড়াকানন-বানরি ! থাক্ থাক্ ॥

নববৃন্দা। সরলে ! ব্রজেন্দ্রকেই রাজেন্দ্র বলিয়া জানিও ॥

শ্রীরাধা। (উৎকণ্ঠার সহিত) এ কি সত্য ? ॥

নববৃন্দা। (মনে মনে) হায় ! কিরূপে সহসা শপথ বিস্মৃত হইলাম ! ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

বকুলা । হলা ! অদো ভণাদি ণিব্বন্ধং মুঞ্চিঅ ণন্দেহি রাইন্দং ॥

রাধা । (সংস্কৃতেন ।)

যস্যোত্তংসঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছপ্রণীতো
হারঃ কণ্ঠে বিলুঠতি কৃতঃ স্থূল-গুঞ্জাবলীভিঃ ।
বেণুর্বক্ত্রে রচয়তি রুচিং হন্ত ! চেতস্ততো মে
রূপং বিশ্বোত্তরমপি হরের্নান্যদঙ্গী-করোতি ॥ ৬ ॥

বকুলেতি । সখি ! অতো ভণামি নির্ব্বন্ধং মুক্ত্বা নন্দয় রাজেন্দ্রং ॥

রাধেতি । উত্তংসঃ মুকুটঃ । ততস্তস্মাৎ হরে রূপাদন্যরূপং মে চেতো নাঙ্গী-করোতি ইত্যন্বয়ঃ । ব্যবসায় নাম সন্ধ্যঙ্গস্য দ্বিতীয়-প্রকার মিদং । কশ্চিত্তু ব্যবসায়স্তু বিজ্ঞেয়ঃ প্রতিজ্ঞাহেতু সম্ভবঃ । অত্র স্ফুটমেব প্রতিজ্ঞা ॥৬॥

ব্রজেন্দ্রকে কেবল রাজেন্দ্রই বলে এ মত নয়, রামচন্দ্র ও উপেন্দ্র ইহা বলিয়াও বর্ণন করেন ॥

বকুলা । সখি ! এই জন্যই বলিতেছি, আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাজেন্দ্রকেই আনন্দিত কর ॥

শ্রীরাধা । (সংস্কৃতভাষায় ।)

সখি ! যাঁহার মস্তকস্থ কেশকলাপে ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত চূড়া শোভা পাইতেছে, যাঁহার কণ্ঠে স্থূল স্থূল গুঞ্জাবলীরহার দোদুল্যমান, যাঁহার বদনকমলে বেণু বিরাজ করিতেছে, হায় ! সেই রূপ ভিন্ন হরির অন্য অলৌকিক রূপকে আমার মন অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা করিতেছে না ॥ ৬ ॥

বকুলা। সহি! উজ্জুঅ বুদ্ধিআসি, জং কঢোরে বি তস্মিং সুট্ঠু রজ্জসি॥

রাধা। (স-সম্ভ্রমং সংস্কৃতেন) মুগ্ধে! মৈবং ব্রবীঃ।

ঔদাসিন্য-ধুরাপরীত-হৃদয়ঃ কাঠিন্যমালম্বতাং
কামং শ্যামলসুন্দরো ময়ি সখি! স্বৈরী সহস্রং সমাঃ।
কিন্তু ভ্রান্তিভরাদপি ক্ষণমিদং তত্র প্রিয়েভ্যঃ প্রিয়ে
চেতো জন্মনি জন্মনি প্রণয়িতা-দাস্যং ন মে হাস্যতি॥৭॥

নববৃন্দা। বকুলে! সুব্রতেয়ং তদ্বিরম্যতাং॥

বকুলেতি। সখি! ঋজুক বুদ্ধিকাসি, যং কঠোরেঽপি তস্মিন্ সুষ্ঠু রজ্যসি॥

রাধেতি। সমাঃ বৎসরান্ ব্যাপ্যেতি কালে দ্বিতীয়া। প্রিয়েভ্যঃ দেহ-প্রাণজীবেভ্যঃ। প্রণয়িতা প্রণয়িতয়া॥ ৭॥

নববৃন্দেতি। সুব্রতেয়ং সুষ্ঠু পাতিব্রত্যধর্ম্মা॥

বকুলা। সখি! তোমার বুদ্ধি অতি সরল, যে হেতু সেই কঠোরেই আবার অনুরক্ত হইতেছ॥

শ্রীরাধা। (সম্ভ্রমের সহিত সংস্কৃতভাষায়।) মুগ্ধে! এমন কথা আর বলিও না।

শ্যামসুন্দর স্বেচ্ছাচারী পুরুষ, তিনি যদি আমার প্রতি ঔদাসিন্যভাব অবলম্বন করিয়া যথেষ্টরূপে সহস্র বৎসর যাবৎ কাঠিন্য অবলম্বন করেন করুন, কিন্তু হে সখি! ভ্রান্তিক্রমে ক্ষণকালের জন্যও আমার দেহ, প্রাণ ও জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণে প্রতি জন্মে স্বপ্রণয়-দাস্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না॥ ৭॥

নববৃন্দা। বকুলে! ইনি বড় পতিব্রতা, অতএব ক্ষান্ত হও॥

রাধা । (সংস্কৃতেন ।)

লতাশ্রেণী সেয়ং সহচরি ! চিরং সেবিতচরী
পুরস্তেহমী ভূয়ো ধৃতপরিচয়াঃ কুঞ্জনিচয়াঃ ।
অমূস্তা যামুন্যো মুহুরটিত-পূর্ব্বাস্তটভুবো
ব্যথামেব ক্রূরাং বিদধতি বিনা গোকুলপতিং ॥ ৮ ॥

নববৃন্দা । বকুলে ! বিলোক্যতামস্যা বলীয়ঃ সন্তাপমণ্ডলং, তদদ্য কালিন্দীকূলাবলম্বিনি কদম্বমূলে নলিনী-সম্বর্ত্তিকাভিঃ কল্পয় তল্পং ॥

বকুলা । জধা ভণাদি পিঅসহী ॥

রাধেতি । সেবিতচরী পূর্ব্বসেবিতা । অটিতপূর্ব্বাঃ গমনপূর্ব্বাঃ । গোকুলপতিং বিনা এতে ক্রূরা মে ব্যথাং বিদধতীত্যনেনান্বয়ঃ ॥

নববৃন্দেতি । বলীয়ঃ বলবত্তরং । সম্বর্ত্তিকাভিঃ নবদলৈঃ ॥

বকুলেতি । যথা ভণতি প্রিয়সখী ॥

শ্রীরাধা । (সংস্কৃতভাষায় ।)

সহচরি ! পূর্ব্বে যাহাদিগকে সেবা করিয়াছিলাম, সেই এই লতাশ্রেণী, পূর্ব্ব পরিচিত সেই এই অগ্রবর্ত্তী কুঞ্জসমূহ এবং পূর্ব্বে যাহাতে অনেকবার ভ্রমণ করিয়াছিলাম, সেই এই যমুনা-সম্বন্ধীয় তটভূমি, কিন্তু হে সখি ! গোকুলপতি-ব্যতিরেকে এ সমুদায় আমাকে অতিশয় ব্যথা প্রদান করিতেছে ॥ ৮ ॥

নববৃন্দা । বকুলে ! দেখ দেখ, ইহাঁর অতিশয় সন্তাপমণ্ডলী উপস্থিত, অতএব আজ কালিন্দীকূলস্থ কদম্বমূলে নলিনীর নবদলসমূহ দ্বারা শয্যা প্রস্তুত কর ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তা) ॥

রাধা। (সংস্কৃতেন।)

সোঢ়া গোষ্ঠভুবাং বিয়োগজনিতাঃ প্রাণচ্ছিদো বেদনাঃ
শ্রেষ্ঠানাং নিজ-জীবিতাদপি ময়া তাসাং সখীনামপি।
সেয়ং হন্ত! ন পদ্মবান্ধব-বচো বিশ্রম্ভ-গম্ভীরিতা
কষ্টা সম্প্রতি মামসীষহদিহ ক্লেশং দুরাশাবলী ॥ ৯ ॥

নববৃন্দা। ক তে প্রিয়সখী বিশাখা ॥

রাধা। সা কৃখু কুশলিনী পিদরং আপুচ্ছিঅ পুহবীতলে আঅদখি, কেঅলং ললিদা জ্জেবব মং দুকৃখাবেদি ॥

রাধেতি। গোষ্ঠভুবাং ব্রজবাসিনাং। সূর্য্যস্ত বচসি যো বিশ্রম্ভো বিশ্বাসস্তেন গম্ভীরিতাং। অসীষহৎ সহয়ামাস ॥ ৯ ॥

রাধেতি। সা খলু কুশলিনী পিতরং আপৃচ্ছ্য পৃথিবীতলে আগতাস্তি, সূর্য্যলোকাদিতি শেষঃ। কেবলং ললিতয়ৈব মাং দুঃখাপয়তি ॥

বকুলা। যে আজ্ঞা প্রিয়সখী ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতভাষায়।)

আমি যে ব্রজবাসিদিগের এবং নিজ-প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম সেই সকল সখীদিগের বিচ্ছেদজনিত প্রাণচ্ছেদকারী বেদনাসমূহ সহ্য করিলাম, হায়! সূর্য্য-বাক্যে বিশ্বাস করাতে এখন সেই সকল দুরাশা আমাকে কত না ক্লেশ সহ্য-করাইতেছে ॥ ৯ ॥

নববৃন্দা। তোমার প্রিয়সখী বিশাখা কোথায়? ॥

শ্রীরাধা। সম্প্রতি সেই কুশলিনী বিশাখা পিতাকে জিজ্ঞাসা

(ইতি রোদিতি)॥

নববৃন্দা। ললিতায়াঃ সা দশা কুতস্ত্বয়া শ্রুতা॥

রাধা। সগ্‌গারোহণসমএ খেঅরে হিন্তো॥

নববৃন্দা। ত্বয়াদ্য নিশীথে ললিতামাভাষ্য কিমপি স্বপ্না-
যিতং॥

রাধা। কীদিসং তং॥

নববৃন্দা।

শাফল্কেঃ সফলী-বভূব ললিতে! হৃল্লালসাবল্লরী
হা ধিক্! পশ্য মুরান্তকোঽদ্য মুখরী চক্রে রথারোহণং।

নববৃন্দেতি। সা দশা ভৃগুপাত দশা॥

রাধেতি। স্বর্গারোহণসময়ে খেচরেভ্যঃ॥

রাধেতি। কীদৃশং তং॥

করিয়া সূর্য্যলোক হইতে পৃথিবীতলে আসিয়াছে, কেবল
ললিতাই আমাকে দুঃখিত করিল॥

(এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)॥

নববৃন্দা। তুমি ললিতার সেই ভৃগুপতন দশা কোথায়
শুনিলা?॥

শ্রীরাধা। স্বর্গারোহণ সময়ে খেচরগণ হইতে॥

নববৃন্দা। তুমি আজ নিশীথ সময়ে ললিতাকে সম্বোধন
করিয়া কি কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ?॥

শ্রীরাধা। সে কেমন!॥

নববৃন্দা।

সখি! তুমি স্বপ্নে বলিয়াছিলে ললিতে! শাফল্কতনয়

ইত্থং তে করুণস্বরস্তবকিতং স্বপ্নায়িতং শৃণ্বতী
মন্যে তন্বি! পতত্তুষার-কপটাচ্চক্রন্দ-যামিন্যপি ॥ ১০ ॥

রাধা। (সব্যথং সংস্কৃতেন।)

চিরাদদ্য স্বপ্নে মম বিবিধযত্নাদুপগতে
প্রপেদে গোবিন্দঃ সখি! নয়নয়োরঙ্গনভুবং।
গৃহীত্বা হা হন্ত! ত্বরিতমথ তস্মিন্নপি রথং
কথং প্রত্যাসন্নঃ স খলু পরুষো রাজপুরুষঃ ॥ ১১ ॥

(প্রবিশ্য বকুলা।)

নববৃন্দেতি। স্বপ্ন-নাম সন্ধ্যঙ্গমিদং। স্বপ্নো নিদ্রান্তরে কিঞ্চিজ্জল্পিতং পরিচক্ষতে। অত্র রাধায়াঃ স্বপ্নায়িতং ॥ ১০ ॥

রাধেতি। চিরাদিতি। তস্মিন্ সময়ে স অক্রূরঃ ॥ ১১ ॥

অক্রূরের হৃদয়স্থ আশালতা সফলা হইল, হা ধিক্! দেখ মুরারিও রথারোহণ অঙ্গীকার করিলেন, হে কৃশাঙ্গি! তোমার এইরূপ করুণস্বর-সম্বলিত স্বপ্ন-বাক্য শ্রবণ করিয়া নিহার বিন্দুপাত-ছলে রজনীও রোদন করিয়াছিল ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধা। (ব্যথার সহিত সংস্কৃতভাষায়।)

সখি! চিরকালের পর বিবিধ যত্নে আজ আমার স্বপ্ন-দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে গোবিন্দ নয়নদ্বয়ের অঙ্গনভূমিতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু হা কষ্ট! এমন সময়েও কোথা হইতে একটা রাজপুরুষ রথ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল! ॥ ১১ ॥

(বকুলার প্রবেশ।)

বকুলা । হলা ! ণিম্মিদ-সেজ্জম্হি, তা উত্থেহি ॥

(ইতি তিস্রঃ পরিক্রামন্তি) ॥

নববৃন্দা । (স সম্ভ্রমং ।)

ইতস্ত্বং মা যাসীঃ কথমপি নিবর্ত্তস্ব রভসা

দশোকাখ্যঃ শাখী প্রিয়সখি ! পুরস্তে নিবসতি ।

পদালম্ভাদম্ভোরুহমুখি ! তদাস্মিন্ কুসুমিতে

হতাশানাং ভাবী কুলিশবল্লীনাং কলকলঃ ॥ ১২ ॥

রাধা । (নিবৃত্য সলজ্জং সংস্কৃতেন ।)

বকুলেতি । সখি ! নির্ম্মিতশয্যাস্মি, তৎ উত্তিষ্ঠ ॥

নববৃন্দেতি । রভসাৎ হঠাৎ । তস্মিন্ অশোকশাখিনি ॥ ১২ ॥

বকুলা । সখি ! শয্যা প্রস্তুত করিয়াছি, অতএব গাত্রোত্থান কর ॥

(এই বলিয়া তিন জনে গমন করিতে লাগিলেন) ॥

নববৃন্দা । (সম্ভ্রমের সহিত ।)

প্রিয়সখি ! কোনক্রমে এ দিকে গমন করিও না, নিবৃত্ত হও, সম্মুখে অশোকবৃক্ষ রহিয়াছে, হে পদ্মমুখি ! যদি তোমার পাদস্পর্শে এই অশোকতরু হঠাৎ প্রফুল্লিত হয়, তাহা হইলে আশাশূন্য ভ্রমরনিকরের কল কল ধ্বনি তোমার পক্ষে বজ্রপাত সদৃশ হইবে ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধা । (নিবৃত্ত হইয়া লজ্জাসহকারে সংস্কৃতভাষায় ।)

কংসারেরবলোকমঙ্গলবিনাভাবাদধন্যেঽধুনা
বিভ্রাণা হতজীবিতে প্রণয়িতাং নাহং সখি! প্রাণিমি।
ক্রূরেয়ং ন বিরোধিনী যদি ভবেদাশাময়ী শৃঙ্খলা
প্রাণানাং ধ্রুবমর্ব্বুদান্যপি ততস্ত্যক্তুং সুখেনোৎসহে॥১৩॥

বকুলা। ইয়ং পুরদো সেজ্জা॥

রাধা। (শয্যামধিশয্য স্বগতং) এত্থ বুন্দাঅণে দুল্লহং মে পরাণধারণং, তা কম্পি উবাঅং করিস্সং॥

রাধেতি। কংসারেরিতি। জীবিতে প্রণয়িতাং প্রীতিং দধানা নাধুনাহং প্রাণিমি, যদি আশাময়ী শৃঙ্খলা বিরোধিনী ন ভবেদিত্যন্বয়ং। সুখে নোৎসহে সমর্থাস্মি॥ ১৩॥

বকুলেতি। ইয়ং পুরতঃ শয্যা॥

রাধেতি। শয্যামধিশয্য শয্যায়াং শয়নং কৃত্বেত্যর্থঃ। অত্র বৃন্দাবনে দুর্লভং মে প্রাণধারণং, তৎ কমপি উপায়ং করিষ্যামি॥

সখি! যদি আশাময়ী ক্রূর শৃঙ্খলা বিরোধিনী না হইত, তাহা হইলে কংসারির দর্শন-মঙ্গল ব্যতিরেকে সম্প্রতি এই অধন্য জীবনে প্রীতিসম্পাদনপূর্ব্বক জীবিত থাকিতাম না, নিশ্চয়ই প্রাণ-সকল সুখে পরিত্যাগ করিতে সমর্থা হইতাম॥ ১৩॥

বকুলা। সম্মুখে এই শয্যা॥

শ্রীরাধা। (শয্যায় শয়ন করিয়া মনে মনে) এই বৃন্দাবনে জীবনধারণ দুর্লভ, তবে কি উপায় করি॥

(প্রকাশং।)

ণঅবুন্দে! ণিচ্চকম্মং বিণা খিণ্ণহ্মি ॥

নববৃন্দা। সখি! কিন্তে নিত্যকর্ম্ম ॥

রাধা। (সংস্কৃতেন।)

খেলন্মঞ্জুল-বেণুমণ্ডিতমুখী সাচি ভ্রমল্লোচনা
মুগ্ধে! মূর্দ্ধ্নি শিখণ্ডিনী ধৃতবপুর্ভঙ্গীত্রয়াঙ্গীকৃতিঃ।
কৈশোরে কৃতসঙ্গতিঃ সুরমুনেরারাধ্যতে শাসনা-
দস্মাভিঃ পিতুরালয়ে জলধর-শ্যামদ্যুতির্দেবতা ॥ ১৪ ॥

নববৃন্দা। (স্বগতং) বিজ্ঞাতমস্যাঃ কৃষ্ণাকৃতি-বীক্ষণায় পাটবং,

নববৃন্দে। নিত্যকর্ম্ম বিনা খিন্নাস্মি

বাধেতি। সুরমুনেঃ নাবদস্য ॥ ১৪

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

নববৃন্দে! নিত্যকর্ম্ম ব্যতিরেকে দুঃখিত হইতেছি ॥

নববৃন্দা। সখি! নিত্যকর্ম্ম কি? ॥

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতভাষায়।)

মুগ্ধে! যাঁহার বেণুক্রীড়ায় বদন সুশোভিত, নেত্র বাম দিকে বক্র, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, শরীর ত্রিভঙ্গ ও কিশোর আকৃতি, সেই জলধর-শ্যামকান্তি দেবতাকে আমরা নারদের উপদেশে পিত্রালয়ে উপাসনা করিতাম ॥ ১৪ ॥

নববৃন্দা। (মনে মনে) বুঝিতে পারিলাম, ইহাঁর কৃষ্ণমূর্ত্তি-

তদদ্য বৃন্দাবনালঙ্কারায় মহেন্দ্রশিল্পিনা কল্পিতাং মহেন্দ্র-
নীলময়ীং মুকুন্দমূর্ত্তিমস্যাঃ সমক্ষয়ামি ॥

(প্রকাশং।)

সখি! ত্বদিষ্টদেবমাবির্ভাবয়িতুমসৌ প্রযামি ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তা) ॥

রাধা। (পুরো দৃষ্ট্বা সংস্কৃতেন।)

রাসান্তিরোহিত-তনুর্নিশি যস্য পুষ্পৈ-
শ্চূড়াং চকার চিকুরে মম পিঞ্ছচূড়ঃ।
কূলে কলিন্দদুহিতুর্ধৃতকন্দলোঽয়ং
মাং দন্দহীতি স মুহুর্নবকর্ণিকারঃ ॥ ১৫ ॥

নববৃন্দেতি। মহেন্দ্রশিল্পিনা বিশ্বকর্ম্মণা। সমক্ষয়ামি সাক্ষাৎকারয়ামি ॥

রাধেতি। রাসাদিতি। ধৃতকন্দলোঽয়ং ধৃতাঙ্কুরোঽয়ং। নবকর্ণিকারঃ পুষ্পবৃক্ষবিশেষঃ ॥ ১৫ ॥

দর্শনার্থই পটুতা, অতএব আজ বৃন্দাবনের অলঙ্কার নিমিত্ত ইন্দ্রশিল্পি বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা নির্ম্মিত ইন্দ্রনীলমণি-ময়ী মুকুন্দমূর্ত্তি ইহার সাক্ষাৎ করাইব ॥

[illegible]িক

সখি! [illegible] দেবকে আবির্ভাব করাইবার জন্য আমি গমন [illegible]

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

শ্রীরাধা। (অগ্রে অবলোকন করিয়া সংস্কৃতভাষায়।)

পিঞ্ছচূড় রজনীকালে রাস হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়া যাহার পুষ্পের দ্বারা আমার চিকুরে চূড়া রচনা করিয়াছিলেন, সেই

(প্রবিশ্য নববৃন্দা ।)

নববৃন্দা । সখি ! তূর্ণমাগত্য পশ্য দৈবতং ॥

রাধা । ণঅবুন্দে ! আহরেহি কিম্পি সেবোবহারং ॥

নববৃন্দা । বকুলে ! বাসন্তীগৃহাদানয় দেব্যা দত্তং দিব্য-মাল্যাম্বরং ॥

বকুলা । (নিষ্ক্রান্তা) ॥

নববৃন্দা । (সস্মিতং) সখি রাধে !

যৈঃ পুষ্পাবলি-গন্ধধূপবলিভির্দামোদরঃ সেব্যতে
কুর্ব্বদ্ভিঃ স্তুতিপূর্ব্বমুত্তমনতীস্তেতাবদন্যে জনাঃ ।

রাধেতি । নববৃন্দে ! আহর কমপি সেবোপহারং ॥

নববৃন্দেতি । যৈঃ পুষ্পাদিভির্দামোদরঃ সেব্যতে তেঽন্যে যুষ্মদ্বিধা ভবন্তি ।

এই নবকর্ণিকার কলিন্দনন্দিনী কূলে অঙ্কুর ধারণপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ আমাকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ১৫ ॥

(নববৃন্দার প্রবেশ ।)

নববৃন্দা । সখি ! শীঘ্র আসিয়া দেবমূর্ত্তি দর্শন কর ॥

শ্রীরাধা । নববৃন্দে ! কিঞ্চিৎ সেবার উপযুক্ত দ্রব্য আহরণ কর ॥

নববৃন্দা । বকুলে ! বাসন্তীগৃহ হইতে দেবী রুক্মিণীর দত্ত দিব্য মাল্য ও বস্ত্র আনয়ন কর ॥

বকুলা । (গমন করিলেন) ॥

নববৃন্দা । (হাস্যসহকারে) সখি রাধে !

যাহারা পুষ্প, চন্দন ও ধূপ প্রভৃতি পূজোপহার এবং

সেবা কোকিলকণ্ঠি ! গোকুলভুবাং যুস্মাদৃশীনাং হরৌ
বক্রালোক-কলা-করম্বিত-পরীরম্ভাদিলীলাময়ী ॥ ১৬ ॥
(ইতি পরিক্রম্য।)

পশ্য সোঽয়মুপকণ্ঠে সমুৎকণ্ঠিতস্তিষ্ঠতে তুভ্যমভীষ্ট-
দেবঃ ॥

রাধা। (দূরাদেব বিলোক্য সোৎকণ্ঠং সংস্কৃতেন।)
অহমপি সফলঃ সোঽয়ং ভূয়ান্ কলেবরধারণে
সহচরি ! পরিক্লেশো যোঽভূন্ময়া কিল সেবিতঃ।

যুস্মাদৃশীনাং গোকুলভুবাং হরৌ সেবা বক্রালোকাদিজনিতা ভবতীত্যন্বয়ঃ ॥১৬॥
তুভ্যমিতি ত্বাং প্রসাদয়িতুমিত্যর্থঃ ॥

স্তুতিপূর্ব্বক উত্তম উত্তম নতিদ্বারা দামোদরের সেবা করে, তাহারা অন্য জন, কিন্তু হে কোকিলকণ্ঠি ! তোমাদের ন্যায় গোকুলসুন্দরীদিগের হরির প্রতি বক্রদৃষ্টি-কৌশলসম্বলিত আলিঙ্গনাদিময়ী সেবাই বিহিত ॥ ১৬ ॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক।)

দেখ সম্মুখে তোমার ইষ্টদেব, তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ॥

শ্রীরাধা। (দূর হইতে অবলোকন করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত সংস্কৃতভাষায়।)

সহচরি ! আমি পূর্ব্বে শরীর ধারণ জন্য যে গুরুতর ক্লেশ অনুভব করিয়াছি, এখন সেই ক্লেশ সফল হইল, হায় ! যদি

অহহ! যদিমাঃ শ্যাম-শ্যামাঃ পুরো মম বল্লবী-
কুল-কুমুদিনীবন্ধোস্তাস্তাঃ স্ফুরন্তি মরীচয়ঃ॥ ১৭॥
(ইতি পরিক্রম্য পিণ্ডিকামাসাদয়ন্তী সগদ্গদং।)
দগ্ধং হন্ত! দধানয়া বপুরিদং যস্যাবলোকাশয়া
সোঢ়া মর্ম্মবিপাটনে পটুরিয়ং পীড়াতিবৃষ্টির্ময়া।
কালিন্দীয়তটী-কুটীরকুহর-ক্রীড়াভিসারব্রতী
সোঽয়ং জীবিতবন্ধুরিন্দুবদনে! ভূয়ঃ সমাসাদিতঃ॥ ১৮॥
(ইতি প্রেমাবেশেন সাক্ষাদিব কৃষ্ণং সম্ভাবয়ন্তী।)

রাধেতি। অঙ্গনীতি। শ্যাম শ্যামা শ্যামতোঽপি শ্যামাঃ॥ ১৭॥
(পিণ্ডিকাং বেদিকাং।)
দগ্ধমিতি। মর্ম্মণো দ্বিধাকরণে॥ ১৮॥

এই বল্লবীকুল-কুমুদিনীবন্ধু কৃষ্ণচন্দ্রের শ্যাম অপেক্ষাও শ্যাম-বর্ণ কান্তিসমূহ আমার অগ্রে স্ফূর্ত্তি পায়!॥ ১৭॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বেদীর নিকট গমন করিয়া গদ্গদস্বরে।)

হায়! যাঁহার দর্শন-প্রত্যাশায় এই দগ্ধ দেহধারণ করিয়া মর্ম্মবিদারণ সমর্থ পীড়ারূপ অতিবৃষ্টি সহ্য করিয়াছি, হে ইন্দুবদনে! সেই কালিন্দীতটবর্ত্তি কুটীরকুহরে ক্রীড়াভিসার-ব্রতী জীবনবন্ধুকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলাম॥ ১৮॥

(এইরূপে প্রেমাবেশে যেন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্ভাবনা করিয়া কহিলেন।)

প্রেম্না ব্যক্তীকৃতমিহ তথা কোমলত্বং ত্বয়াগ্রে
যেন জ্ঞাতো নিখিল-বিধিভির্মামকীনস্ত্বমাসীঃ।
কাঠিন্যন্তে বিদিতমধুনা তাদৃশং হন্ত! যস্মাৎ
সম্ভাব্যোঽভূদয়মপি ন মে তাবকত্বাভিমানঃ॥ ১৯॥

নববৃন্দা। (স্বগতং) হন্ত! কাপ্যনুরাগসাগরস্য সেয়মুত্তরঙ্গতা॥

রাধা। (জনান্তিকং সংস্কৃতেন।)
ন ব্রূতে পরিহাস পেশলকলাসন্দর্ভগর্ভাং গিরং
দোস্তম্ভদ্বয়-সম্ভ্রমায় চ পরীরম্ভায় সংবধ্যতে।

প্রেম্নেতি। যেন কোমলত্বেন ময়া জ্ঞাতঃ। নিখিল-বিধিভিঃ সমগ্রচেষ্টিতৈঃ, যস্মাৎ কাঠিন্যাৎ॥ ১৯॥

নববৃন্দেতি। হন্তেতি। পুনঃ পুনরাবৃত্তিঃ॥

রাধেতি। ন ব্রূতে ইতি। দোস্তম্ভয় সম্ভ্রমানিতি দ্বিতীয়া সম্বধ্যত ইত্যন্ত

অগ্রে তুমি প্রেমনিবন্ধন সেইরূপ কোমলত্ব প্রকাশ করিয়াছিলে, যে সকল চেষ্টাদ্বারা তুমি যে আমার, ইহাই আমি অবগত হইয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি তোমার সেইরূপ কাঠিন্য জানিতে পারা গেল, যাহা হইতে আমি যে তোমার, এই অভিমানেরও আর সম্ভাবনা নাই॥ ১৯॥

নববৃন্দা। (মনে মনে) হায়! অনুরাগসাগরের কি অনির্ব্বচনীয় তরঙ্গ॥

শ্রীরাধা। (হস্তাবরণপূর্ব্বক সংস্কৃতভাষায়।)
সখি! এই ধূর্ত্ত শেখর পরিহাস-কৌশলকলাগর্ব্বি-বাক্য সকল আর বলিতেছে না, আলিঙ্গন নিমিত্ত বাহুদ্বয়ও আর

লীলাভঙ্গুর-চিল্লিরেষ ললিতোল্লাসি-স্মিতক্ষোদিমা

ধূর্ত্তানাং সখি! শেখরঃ কুটিলয়া দৃষ্ট্যা পরং লেঢ়ি মাং ॥২০

নববৃন্দা। হলা! নাগর-ধূর্ত্ত-ধুরীণানাং নিগূঢ়েয়ং নর্ম্মচাতুরী, তদেবং ত্বঞ্চ দৃগন্তেন সন্তর্জ্জয়ন্তী বক্রোক্তিভিরুপালভেথাঃ॥

রাধা। (সাচি সমীক্ষ্য।)

চিরাসঙ্গান্মন্যে কুলিশ সুহৃদঃ কৌস্তুভমণে-

রিতঃ সংক্রান্তস্তে ম্রদিম-পরিপন্থী হৃদি গুণঃ।

কর্ম্ম। ললিতোল্লাসি-স্মিতক্ষোদিমা স্মিতলেশো যস্য সঃ। পরং লেঢি সাদরমবলোকতে ॥ ২০ ॥

রাধেতি। অহং মন্যে কৌস্তুভমণেশ্চিরাসঙ্গাত্তে হৃদি ম্রদিম-পরিপন্থী মার্দব-

বিস্তার করিতেছেন না, কেবল বক্রলীলা ও মনোহর হাস্যলেশসহকারে কুটিল দৃষ্টিদ্বারা আমাকে অবলোকনমাত্র করিতেছেন ॥ ২০ ॥

নববৃন্দা। সখি! ধূর্ত্ত-নাগর-শিরোমণিদিগের ইহা পরিহাসচাতুরী, অতএব তুমিও ইহাঁকে তর্জ্জনপূর্ব্বক বক্রোক্তিদ্বারা তিরস্কার কর ॥

শ্রীরাধা। (বক্রভাব নিরীক্ষণ করিয়া।)

বোধ করি ব্রজবন্ধু কৌস্তুভমণির চিরসংসর্গ প্রযুক্ত তোমার হৃদয়েও মৃদুতা-বিরোধী কাঠিন্য গুণ সঞ্চারিত হইয়া

ত্বমেতাভিঃ কষ্টাবলিভিরবলীঢ়েঽপি কুরুষে
জনেঽস্মিন্নীশানঃ কথমিতরথা বঞ্চনমিদং ॥ ২১ ॥
(ইত্যপবার্য্য।)

হলা! পেক্খ অজুত্তং অজুত্তং, জং ণীলুপ্পল-কোমলোবি বণমালী কক্কশং বংসিঅং চ্চেঅ চুম্বদি, তা ইদো ণং আঅড্ঢিঅ গেহ্নিস্সং ॥

নববৃন্দা। (স্বগতং) শ্রেয়সী ন খলু বংশিকাকৃষ্টিঃ, তদেনামপদেশাদুপদিশামি ॥

বিরোধী গুণঃ সংক্রান্তঃ সম্ভাবিতঃ। ইতরথা ত্বমিদং বঞ্চনং কথমস্মিন্ জনে কুরুষ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২১ ॥

সখি! পশ্য অযুক্তং অযুক্তং, যং নীলোৎপল কোমলোঽপি বনমালী কর্কশাং বংশিকামেব চুম্বতি, তদিতঃ কৃষ্ণাৎ এনাং আকৃষ্য গ্রহীষ্যামি ॥

থাকিবে, নতুবা কষ্টরাশি-নিপতিত এই দুই জনের প্রতি তুমি সমর্থ হইয়াও কেন বঞ্চনা করিবা ? ॥ ২১ ॥

(এই বলিয়া কর্ণে সংলগ্ন হইয়া।)

সখি! অন্যায় দেখ অন্যায় দেখ, যে হেতু বনমালী নীলোৎপল অপেক্ষা সুকোমল হইয়াও কর্কশ বংশিকাকে চুম্বন করিতেছেন, অতএব ইহাঁর নিকট হইতে এই বংশিকা আকর্ষণপূর্ব্বক গ্রহণ করি ॥

নববৃন্দা। (মনে মনে) বংশিকা আকর্ষণ মঙ্গলজনক নহে, এ জন্য ইহাঁকে ছলপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করি ॥

(প্রকাশং সনর্ম্ম-স্মিত্বা।)
ত্বমেতস্মিন্নীলোপলময়তয়া বক্তুমুচিতে
মুধা মুগ্ধে! নীলোৎপলমৃদুলতামর্পয়সি কিং।
মদুক্তৌ বিস্রম্ভং যদি ভজসি নাম্ভোজবদনে!
ততো বক্ষঃপীঠে ঘটয় সখি! বিস্তারিণি কুচং ॥ ২২ ॥

রাধা। (বক্ষসি পাণিমর্পয়ন্তী সব্যথং) কধং এসা সচ্চং
ভ্জেব্ব ণীলমণি-পড়িমা ॥
(বিমৃশ্য।)
হদ্ধী হদ্ধী! গাঢ়ুক্কণ্ঠাএ সব্ব' বিস্মরিঅ পড়িমং
চ্চেঅ পচ্চক্খং মাহবং মগ্নেমি ॥

নববৃন্দেতি। ত্বমিতি। তস্মিন্ বনমালিনি ॥ ২২ ॥
রাধেতি। কথমেষা সত্যমেব নীলমণি-প্রতিমা ॥
হা ধিক্ হা ধিক্! গাঢ়োৎকণ্ঠয়া সর্ব্বং বিস্মৃত্য প্রতিমামেব প্রত্যক্ষং
মাধবং মন্যে ॥

(প্রকাশপুরঃসর হাস্য ও পরিহাসের সহিত।)
মুগ্ধে! যাঁহাকে নীলপ্রস্তরময় বলা উচিত, তুমি তাহাতে
নীলোৎপলের মৃদুতা অর্পণ করিলা কেন? হে সখি পদ্মা-
ননে! যদি আমার কথায় বিশ্বাস কর, তাহা হইলে ইহাঁর
বিস্তীর্ণ বক্ষঃপীঠে স্বীয়-কুচযুগল সংঘর্ষণ কর ॥ ২২ ॥

শ্রীরাধা। বক্ষঃস্থলে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক ব্যথার সহিত) এ যে
সত্যই নীলমণিময় প্রতিমা ॥
(বিচারপূর্ব্বক।)

(প্রবিশ্য বকুলা।)

বকুলা। গেহ্ন গেহ্ন ইমাইং মালম্বর-বিলেবণাইং ॥

রাধা। (গৃহীত্বা প্রতিমামলঞ্চিকীর্ষতি) ॥

নববৃন্দা।

প্রণয়িনং সময়া সময়ে গতা
বহসি কান্তিধুরাং মধুরাং মুদা।
ন কিল কোকিলসঙ্গতিমন্তরা
স্ফুরতি সম্পদলং সখি ! মাধবী ॥ ২৩ ॥

বকুলেতি। গৃহাণ ইমানি মালাম্বর বিলেপনানি ॥

রাধেতি। (অলঙ্কর্ত্তুমিচ্ছতি) ॥

নববৃন্দেতি। সময়া নিকটে, প্রণয়িনং সময়া প্রণয়িনো নিকটে। কোকিল-সঙ্গতিং বিনা যথা বাসন্তী-সম্পৎ ন স্ফুরতি, তথা প্রণয়িনং বিনা তং কান্তিধুরাং ন বহসীত্যর্থো ব্যঙ্গঃ ॥ ২৩ ॥

হা ধিক্ হা ধিক্ ! গাঢ় উৎকণ্ঠায় সমুদায় বিস্মৃত হইয়া প্রতিমাকেই সাক্ষাৎ মাধব বলিয়া মানিলাম ! ॥

(বকুলার প্রবেশ।)

বকুলা। এই মালা, বস্ত্র ও চন্দন গ্রহণ কর গ্রহণ কর ॥

শ্রীরাধা। (গ্রহণ করিয়া প্রতিমাকে অলঙ্কৃত করিতে ইচ্ছা করিলেন) ॥

নববৃন্দা।

সখি ! তুমি হর্ষচিত্তে যথা সময়ে প্রণয়িজনের নিকট গমন করিয়া সুমধুর শোভাতিশয় ধারণ করিয়াছ, যেমন

(প্রবিশ্য মাধবী।)

মাধবী। সচ্চাএ পউত্তিং বিণ্ণাদুং ভট্টিদারিআএ পেসিদম্হি, তা অগ্গদো পপ্ফুরন্তং ণঅবুন্দাবণং পবেসিস্সং॥

(ইতি পরিক্রম্য।)

হন্ত! ণূণং বুন্দাবণং পইট্‌ঠো ভট্টা, জং ইমাইং সঙ্খ-চক্কাদি লক্‌খিদাইং পআইং লক্খীঅন্তি, তা পত্থুদং ণিব্বাহিঅ ভট্টিদারিঅং আণ্ণিস্সং॥

মাধবীতি। সত্যায়া প্রবৃত্তিং বিজ্ঞাতুং ভর্তৃদারিকয়া প্রেরিতাস্মি, তদগ্রতঃ প্রস্ফুরন্নবৃন্দাবনং প্রবেক্ষ্যামি॥

হন্ত! নূনং বৃন্দাবনং প্রবিষ্টো ভর্ত্তা, যৎ ইমানি শঙ্খ-চক্রাদি লক্ষিতানি পদানি লক্ষ্যন্তে, তৎ প্রস্তুতং নির্ব্বাহ্য ভর্তৃদারিকামানয়িষ্যামি॥

কোকিলসঙ্গ ব্যতিরেকে মাধবীলতার সম্পৎ কখনই শোভা পায় না, তদ্রূপ॥ ২৩॥

(মাধবীর প্রবেশ।)

মাধবী। সত্যভামার বৃত্তান্ত জানিতে রাজকন্যা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব অগ্রবর্ত্তি এই স্ফূর্ত্তিশীল নব-বৃন্দাবনে গিয়া প্রবেশ করি॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক।)

অহো! নিশ্চয়ই ভর্ত্তা বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন, যে হেতু শঙ্খ ও চক্রাদি লক্ষিত পদচিহ্ন সকল দেখিতেছি, অতএব উপস্থিত বিষয় সমাধা করিয়া রাজকন্যাকে লইয়া আসি॥

রাধা। (সাস্রকম্পং কৃষ্ণাকৃতিং মণ্ডয়তি) ॥

মাধবী। এসা পড়িদা তস্‌স ণীলুপ্পল-মালা দীসদি ॥

(ইতি করেণ স্রজমাদায় উচ্চৈঃ।)

সহি বউলে ! কুদো গদাসি ॥

নববৃন্দা। (স-সম্ভ্রমং) সত্যে ! সন্নিহিতাসৌ মাধবী, তদিত-স্তূর্ণং প্রয়াণমুচিতং ॥

রাধা। ণ মে দংসণে তিণ্ণা-পূরিদা, তা পুণো ঝত্তি বাহুড়িস্‌সক্ষ ॥

মাধবীতি। এষা পতিতা তস্য নীলোৎপল-মালা দৃশ্যতে ॥

সখি বকুলে ! কুতো গতাসি ॥

রাধেতি। ন মে দর্শনে তৃষ্ণা পূরিতা, তৎ পুনঃ ঝটিতি ব্যাবর্ত্তিষ্যামঃ ॥

শ্রীরাধা। (অশ্রু ও কম্পের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমাকে ভূষিত করিতেছেন) ॥

মাধবী। এই যে তাঁহার নীলোৎপলমালা পতিত রহিয়াছে দেখিতেছি ॥

(এই বলিয়া হস্তদ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে।)

সখি বকুলে ! কোথায় গমন করিয়াছ ? ॥

নববৃন্দা। (সম্ভ্রমের সহিত) সত্যে ! এই মাধবী নিকট-বর্ত্তিনী হইল, অতএব আমাদের এ স্থান হইতে শীঘ্র গমন করা উচিত ॥

শ্রীরাধা। দর্শনে আমার তৃষ্ণা-পূর্ণ হয় নাই, এ কারণ পুন-র্ব্বার এ স্থানে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব ॥

(ইতি তিস্রঃ পরিক্রামন্তি) ॥

মাধবী । (বিলোক্য) কধং ইধ জ্জেব্ব সচ্চা ॥

(ইত্যুপসৃত্য ।)

সহি ! মাহবীপুপ্‌ফাইং আহরিদুং আঅদহ্মি ॥

রাধা । (সৌরভ্যমাঘ্রায় স্বগতং) কুদো এদং আঅহ্মিঅং সোরহং চিত্তং মে বিলোলেদি ॥

(ইতি মাধবী-করে মাল্যং দৃষ্ট্বা অপবার্য্য সংস্কৃতেন ।)

মাধবীতি । কথং ইহৈব সত্যা ॥

সখি ! মাধবীপুষ্পাণি আহর্ত্তুমাগতাস্মি ॥

রাধেতি । (সৌরভ্যং মাধবী-হস্তগত শ্রীকৃষ্ণনির্ম্মাল্যস্য সৌগন্ধ্যং) কুত এতদাকস্মিকং সৌরভ্যং চিত্তং মে বিলোভয়তি ॥

(এই বলিয়া তিন জনে যাইতে লাগিলেন) ॥

মাধবী । (অবলোকন করিয়া) এই যে এই স্থানেই সত্যা রহিয়াছে ॥

(এই বলিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক ।)

সখি ! মাধবীপুষ্প-সকল আহরণ নিমিত্ত আগমন করিয়াছি ॥

শ্রীরাধা । (সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া মনে মনে) কোথা হইতে এই আকস্মিক সৌরভ আসিয়া আমার চিত্ত বিমোহিত করিতে লাগিল ॥

(এই বলিয়া মাধবীর হস্তে মাল্য অবলোকন করত কর্ণে সংলগ্ন হইয়া সংস্কৃতভাষায় ।)

ইতো মাল্যাদিন্দীবর-বিরচিতাদেষ বিজয়ী
বিসর্পত্যাভীরীকুল-কুমুদবন্ধোঃ পরিমলঃ।
মম ক্ষোভানুগ্রান্ সপদি বহিরন্তঃপ্রণয়িণো
বলাদন্যো গন্ধঃ কথমিব বিধাতুং প্রভবতি ॥ ২৪ ॥

মাধবী। (সবিস্ময়ং সংস্কৃতেন।)
সুরভিমনুভবন্ত্যাঃ শ্যামলাম্ভোজ-মালাং
ভজতি তব কিমেতৎ কম্প-সম্পত্তিমঙ্গং।
বপুরপি পরিখিন্নাকারমহ্নায় কিম্বা
কলয়তি পরিফুল্লামালি রোমাঞ্চপালিং ॥ ২৫ ॥

ইত ইতি। অন্যো গন্ধঃ মম ক্ষোভান্ বিধাতুং কথমিব প্রভবতি ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

মাধবীতি। সুরভিং গন্ধবতীং শ্যামলাম্ভোজমালামনুভবন্ত্যাস্তবাঙ্গং কিং কম্পসম্পত্তিং ভজতি। তব বপুরপি কিং বা রোমাঞ্চপালিং কলয়তীত্যন্বয়ঃ ॥২৫

এই ইন্দীবর-বিরচিত মাল্য হইতে আভীরী-কুলবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব বিজয়ী পরিমল প্রবাহিত হইতেছে, নতুবা প্রিয়তমের গন্ধ ভিন্ন কি সহসা আমার অন্তর ও বাহ্যের গুরুতর ক্ষোভ বিধান করিতে অন্য গন্ধ সমর্থ হয়! ॥ ২৪ ॥

মাধবী। (বিস্ময়ের সহিত সংস্কৃতভাষায়।)

সখি! ইন্দীবর-মালার সৌরভ অনুভব করিয়া তোমার এই অঙ্গ কেন কম্পাতিশয় ধারণ করিল? আর কেনই বা সহসা তোমার অঙ্গ খিন্ন হইয়া পুলকরাশিতে পরিপূরিত হইল? ॥ ২৫ ॥

রাধা । (স্বগতং) সম্বরণিজ্জো এসো অথো ॥

(প্রকাশং ।)

মাহবি ! ইন্দীবর-মালং পেক্‌খিঅ কালিঅদহে দিট্‌ঠং দাণিং ভুঅঙ্গাঅলিং সুমরন্তী ভীদম্হি ॥

নববৃন্দা । (স্বগতং) সাধু সমাধানমিদং ॥

রাধা । (স্বগতং) ফুড়ং তাএ চ্চেঅ মুত্তীএ নিম্মল্ল-মালা এসা ॥

মাধবী । সহি সচ্চে ! মাহবীমণ্ডবং গদুঅ পুপ্‌ফাইং অবচিণিসসং ॥

রাধেতি । সংবরণীয় এষোঽর্থঃ ॥

মাধবি ! ইন্দীবর মালাং প্রেক্ষ্য কালিয়হ্রদে পূর্ব্বং দৃষ্টাং ইদানীং ভুজঙ্গাবলিং, স্মরন্তী ভীতাস্মি ॥

রাধেতি । স্ফুটং তস্যা এব মূর্ত্ত্যা নির্ম্মাল্য-মালা এষা ॥

মাধবীতি । সখি সত্যে ! মাধবীমণ্ডপং গত্বা পুষ্পাণ্যবচেষ্যামি ॥

শ্রীরাধা । (মনে মনে) এই ভাব সম্বরণ করা উচিত ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক ।)

মাধবি ! ইন্দীবর-মালা অবলোকন করিয়া পূর্ব্বে কালিয়-হ্রদে যে ভুজঙ্গশ্রেণী নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহাই স্মরণ করিয়া আমি ভীত হইয়াছি ॥

নববৃন্দা । (মনে মনে) ইহা উপযুক্ত সমাধান বটে ॥

শ্রীরাধা । (মনে মনে) নিশ্চয়ই ইহা সেই প্রতিমার নির্ম্মাল্য-মালা ॥

সর্ব্বাঃ। ইদো ইদো পিঅসহি ! ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ) ॥

(ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনানুগম্যমানঃ কৃষ্ণঃ।)

কৃষ্ণঃ। (সোদ্বেগং।)

ক্ষণাদেব ক্ষুণ্ণা ভবতি বনমালা মলয়জ-

দ্রবালেপঃ শুষ্যন্নিপততি রজঃ সঞ্চয়মিতঃ।

বিসর্পদ্ভির্জ্বালৈরুরসি রবিকান্তাকৃতিরসৌ

মমান্তঃসন্তাপং কলয়তি পরং কৌস্তুভমণিঃ ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বা ইতি। ইত ইতঃ প্রিয়সখি ! ॥

কৃষ্ণ ইতি। ক্ষুণ্ণা চূর্ণিতা। কলয়তি করোতি ॥ ২৬

মাধবী। সখি সত্যে ! চল মাধবীমণ্ডপে পুষ্প-সকল চয়ন করিগে। ॥

সকলে। প্রিয়সখি ! এই দিকে এই দিকে ॥

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান) ॥

(অনন্তর মধুমঙ্গলের সহিত অনুগম্যমান শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। (উদ্বেগের সহিত।)

সখে ! ক্ষণকালমধ্যে বনমালা চূর্ণিত হইয়া পড়িতেছে, অঙ্গ-বিলেপন চন্দনদ্রব-সকল ধূলিরাশির ন্যায় পতিত হইতেছে এবং জ্বলন্ত সূর্য্যকান্ত-সদৃশ এই কৌস্তুভমণি বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হইয়া কেবল আমার অন্তঃকরণকে সন্তপ্ত করিতেছে ॥ ২৬ ॥

(ইতি সব্যতঃ প্রেক্ষ্য।)

প্রিয়বয়স্য ! কিয়দ্দূরে সা বৃন্দাটবী ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সংস্কৃতেন।)

স্ফুটচ্চটুল-চম্পকপ্রকর-রোচিরুল্লাসিনী,
মদোত্তরল-কোকিলাবলি-কলস্বরালাপিনী।
মরালগতিশালিনী কলয় কৃষ্ণ ! সা রাধিকা,

মধুমঙ্গল ইতি। "পুরঃ স্ফুরতি বল্লভা তব মুকুন্দ ! বৃন্দাটবীতি" পদ্য শেষে বক্তব্যে স্ফুটদিত্যাদি-পাদত্রয়ং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণ আহ কাসাবিতি। স্ফুটন্তো যে চটুলাশ্চম্পকাস্তেষাং প্রকরস্ত সমূহস্ত যদ্রোচিঃ রোচিঃ শোচিকন্তে ক্লীবে ইতি কোষাৎ তেন উল্লাসো বিদ্যতে যস্যাঃ সা। পক্ষে স্ফুটচ্চটুলচম্পকপ্রকর-বদ্যদ্রোচিস্তেনোল্লাসিনী। মদেনোত্তরলা যে কোকিলাস্তেষামাবলি স্তস্যাঃ কলস্বরালাপো বিদ্যতে যস্যাঃ সা। পক্ষে মদোত্তরল-কোকিলাবলিবৎ কলস্বর-মালপিতুং শীলং যস্যাঃ সা। মরালানাং গতিভিঃ শালিনী শোভমানা। পক্ষে মরালানাং গতিরিব যা গতিস্তয়া শালিনী। কৃষ্ণসারা মৃগাস্তৈরধিকা, পক্ষে হে কৃষ্ণ ! কলয় সা রাধিকা,

(এই বলিয়া বাম দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক।)

প্রিয়বয়স্য ! কত দূরে সেই বৃন্দাটবী ? ॥

মধুমঙ্গল। (সংস্কৃতভাষায়।)

যাঁহার প্রস্ফুটিত মনোহর চম্পকসমূহের ন্যায় আহ্লাদ-দায়িনী কান্তি, যিনি মদমত্ত-কোকিলশ্রেণীর ন্যায় আলাপ-কারিণী এবং হংস-সদৃশ গতিশালিনী সেই রাধিকা, কৃষ্ণ ! অবলোকন কর,

(ইত্যর্দ্ধোক্তে।)

কৃষ্ণঃ। (স-সম্ভ্রমৌৎসুক্যং) সখে ! ক্কাসৌ ক্কাসৌ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (অঙ্গুল্যা দর্শয়ন্) পুরঃ স্ফুরতি বল্লভা তব,—

কৃষ্ণঃ। (সবৈয়গ্র্যং) বয়স্য ! নাহং পশ্যামি, তদাশু মে দর্শয়, ক্ব সা মে রাধিকা ॥

মধুমঙ্গলঃ। মুকুন্দ ! বৃন্দাটবী ॥

কৃষ্ণঃ। (পরামৃশ্য নিশ্বস্য) কথং নামধেয় বর্ণানামাকর্ণনাদেব সর্ব্বানুসন্ধানবিধুরোঽস্মি ॥

মধুমঙ্গল ইতি। কৃষ্ণ ! সা রাধিকেত্যন্তেন প্রিয়া বৃন্দাটবী বর্ণিতা ময়া, ন রাধিকা বর্ণিতা অন্যথা মন্থা ইতি শ্লিষ্টঃ ॥

এই অর্দ্ধোক্তিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। (সম্ভ্রম ও ঔৎসুক্যের সহিত) সখে ! কোথায় তিনি কোথায় তিনি ? ॥

মধুমঙ্গল। (অঙ্গুলীদ্বারা দেখাইয়া) সম্মুখে তোমার বল্লভা বিরাজমানা,—

শ্রীকৃষ্ণ। (ব্যগ্রতার সহিত) বয়স্য ! আমি দেখিতে পাইতেছি না, অতএব শীঘ্র আমাকে দেখাও, কোথায় আমার সেই রাধিকা ? ॥

মধুমঙ্গল। মুকুন্দ ! আমি বৃন্দাটবীর কথা বলিয়াছি, শ্রীরাধার কথা বলি নাই ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনোমধ্যে বিচারপূর্ব্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

(ইতি পরিক্রম্য।)

সর্ব্বাঙ্গীনামকুরুত মুহুঃ সা মমাকল্প-লক্ষ্মীং
পুষ্পৈর্যস্যাঃ পরিমল ভরোদ্গারিভির্গৌরগাত্রী।
অগ্রে সেয়ং কুসুমধনুষঃ পশ্য ভল্লায়মানা
মামুৎফুল্লা প্রহরতি রুবদ্ভৃঙ্গ-মল্লাদ্য মল্লী ॥ ২৭ ॥

(পরিক্রম্য।)

মিহিরদুহিতুস্তীরো-পান্তে স্ফুরন্তি নিরন্তরা
ব্রততি-নিকরৈরেতাস্তাস্তা মহীরুহ-রাজয়ঃ।

কৃষ্ণ ইতি। সর্ব্বাঙ্গীণামিতি। সর্ব্বাঙ্গানাং সমাপ্তব্যাপিনীং। সা রাধিকা আকল্পলক্ষ্মীং বেশশ্রিয়ং। আকল্পবেশৌ নেপথ্যমিত্যমরঃ, মল্লী মল্লিকায়াঃ। কন্দর্পস্য ভল্লঃ ভালা ইতি প্রসিদ্ধঃ অস্ত্রঃ তদ্রূপাচরন্তী, রুবদ্ভিঃ ভৃঙ্গা মল্লা ইব যস্যাঃ সা। ঋক্ষাচ্ছভল্লভালূকা ইত্যমরঃ ॥ ২৭ ॥

এ কি! নামের অক্ষর গুলি শুনিবাই যে সকল অনুসন্ধানবিষয়ে কাতর হইয়াছি ॥

(এই বলিয়া, আবার পরিক্রমণ।)

সেই গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা যে মল্লীবৃক্ষের সৌরভোদ্গারি পুষ্পসমূহদ্বারা বারম্বার আমার সর্ব্বাঙ্গীন বেশ রচনা করিয়াছিলেন, অগ্রে সেই প্রফুল্লা মল্লী আজ কন্দর্পের ভল্ল-নামক অস্ত্রবিশেষ হইয়া শব্দকারি ভৃঙ্গমল্লরূপে আমাকে প্রহার করিতেছে ॥ ২৭ ॥

(কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া।)

তপনতনয়ার তীর সমীপে এই যে সকল বৃক্ষ লতাজালে

কিসলয়কুলৈর্যাসাং নব্যৈরলভ্যত রাধিকা
শ্রুতিপরিসরে তাড়ঙ্কশ্রী-বিড়ম্বন-চাতুরী ॥ ২৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সবিস্ময়ং) বঅস্‌স ! এত্থ জোব্বণে বি বসন্তস্‌স কীস তল্লক্‌খণং ণত্থি ॥

কৃষ্ণঃ। সখে! সত্যমাত্থ ॥

তথাহি—

আতন্বন্তি পিকাস্তথা মধুলিহো বাচং-যমানাং ব্রতং
মাকন্দেষু দরোদ্গতা অপি জড়ীভাবং ভজন্ত্যঙ্কুরাঃ।

মিহিরেতি। নিরন্তরা নিবিড়া। রাজয়ঃ পঙ্‌ক্তয়ঃ। কিসলয়কর্ত্তৃভিঃ ॥২৮॥
মধুমঙ্গল ইতি। বয়স্য! অত্র যৌবনে বসন্তস্য কস্মাৎ তল্লক্ষণং নাস্তি ॥
কৃষ্ণ ইতি। আতন্বন্তীতি। মধুলিহঃ ভ্রমরাঃ। বাচং-যমানাং মুনীনাং ব্রতং মৌনং। মাকন্দেষু আম্রেষু অঙ্কুরা ঈষদুদ্ভূতা অপি জড়ীভাবং ক্ষুদ্রত্বং ভজন্তী-

পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতেছে, ইহারা সেই সেই বৃক্ষ-শ্রেণী, ইহাদেরই পল্লব-সকল শ্রীরাধার শ্রুতিপরিসরে কর্ণ-ভূষণের শোভা-বিড়ম্বনকারিণী চাতুরী লাভ করিয়াছিল অর্থাৎ আমি এই সকল বৃক্ষের পল্লবদ্বারা শ্রীরাধার কর্ণভূষণ করিয়া-ছিলাম ॥ ২৮ ॥

মধুমঙ্গল। (বিস্ময়ের সহিত) বয়স্য ! বসন্তের এই যৌবন-কালেও কেন যৌবনের কিছু লক্ষণ নাই ? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! সত্য বলিয়াছ ॥

কারণ—

কোকিল ও ভ্রমরকুল মুনিদিগের ব্রত অবলম্বন করি-

অর্দ্ধোদ্গীর্ণমুখাপ্যশোকনিকরে বিষ্কম্ভতে মঞ্জরী
কালিন্দীতটসীম্নি হন্ত ! কিমিয়ং সুপ্তা মধুশ্রীরভূৎ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পেক্‌খ, এসা কাএ বি বিরহিণীএ বরারবিন্দ-
বিরচইদা সেজ্জা ॥

কৃষ্ণঃ। নূনমস্যাঃ প্রাণরক্ষণায় সখ্যা বিষ্টম্ভিতেয়ং বসন্ত-
লক্ষ্মীঃ ॥

(ইত্যালোক্য সাতঙ্কং।)

অর্থঃ। অর্দ্ধোদ্গীর্ণমুদিতং মুখং যস্যাঃ সা অর্দ্ধোদ্গীর্ণমুখা, বিষ্কম্ভতে স্তব্ধা ভবতি। এতেন চিহ্নেন মধুশ্রীঃ সুপ্তা ইবেতি ভাবঃ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। পশ্য, এসা কস্যা অপি বিরহিণ্যা বরারবিন্দ-বিরচিতা শয্যা ॥

কৃষ্ণ ইতি। বিষ্টম্ভিতা অপ্রকাশিতা ॥

য়াছে, আম্রবৃক্ষসমূহে অঙ্কুর সকল ঈষৎ উদ্গত হইয়াও জড়িমাভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অশোকবৃক্ষনিকরে মঞ্জরী অর্দ্ধবিকশিত হইয়াও স্তব্ধভাবে রহিয়াছে, হায় ! বোধ হইল, কালিন্দীতটের সীমায় বসন্তলক্ষ্মী যেন নিদ্রিতভাবে অবস্থিতি করিতেছেন ॥

মধুমঙ্গল। দেখ, এ কোন বিরহিণীর উৎকৃষ্ট পদ্মদল-বিরচিত শয্যা ॥

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চয় বোধ হয় শ্রীরাধার জীবনরক্ষার জন্য বসন্ত-লক্ষ্মীকে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে ॥

(এই বলিয়া দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আতঙ্কের সহিত।)

শূন্যক্রোড়া নিবিড়-কমলৈঃ কল্পিতাতল্পবেদী
নেদীয়স্যাস্তনুলহরিভিঃ শীলিতা হেলিপুত্র্যাঃ।
অঙ্গজ্বালা-পরিচয়-মিলন্মর্ম্মুরা মর্ম্মদুঃখ-
ব্যাখ্যা পাল্পী মম ধিয়মিয়ং ধূম্রয়ন্তী ধুনোতি ॥ ২৯ ॥

মধুমঙ্গলঃ। এদং অগ্গদো নিউঞ্জসালিঅং সলাহেহি ॥

কৃষ্ণঃ। (পরিক্রম্য সোদ্‌গ্রীবং পশ্যন্ সাশ্চর্য্যং) কথমারণ্য-
বেশধারিণীহারিণীয়ং মদঙ্গ-প্রতিমা ॥

শূন্যেতি। নেদীয়স্যা অতিনিকটবর্ত্তিন্যা যমুনায়াঃ সূক্ষ্মতরঙ্গৈঃ। অঙ্গজ্বালা-পরিচয়েন মিলন্মর্ম্মুরো ধর্ম্মো যস্যাঃ সা। মর্ম্মদুঃখস্য ব্যাখ্যা ব্যক্তীভাবস্তস্য পল্পী সূচিকা। ধূম্রাং কুর্ব্বন্তী ধুনোতি কম্পয়তি ॥ ২৯ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। এতাং অগ্রতো নিকুঞ্জশালিকাং শ্লাঘয় ॥

আহা! এই শয্যার মধ্যভাগে ঘন ঘন কমল-বিরহিত শূন্যক্রোড়রূপে রচিত হইয়াছে, সমীপবর্ত্তিনী যমুনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তরঙ্গদ্বারা আর্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে, অতএব এই শয্যা অঙ্গজ্বালার পরিচয়বিষয়ে মর্ম্মুর হইয়া মর্ম্মদুঃখ প্রকাশে সূচিকা-স্বরূপ হইয়াছে, যাহা হউক, এই শয্যা আমার বুদ্ধি মালিন্যপূর্ব্বক কম্পিত করিতে লাগিল! ॥ ২৯ ॥

মধুমঙ্গল। অগ্রবর্ত্তি এই নিকুঞ্জগৃহকে প্রশংসা কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গ্রীবা উত্তোলন করত অব-
লোকন করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত) এ কি! বন্যবেশ-
ধারিণী হৃদয়হারিণী যে আমার অঙ্গের প্রতিমা! ॥

(ইতি সন্নিধায় ।)

নূনমেতয়া শিল্পাচার্য্য-কলাকৌশলবিবর্ত্তেন ভবিতব্যং ॥

মধুমঙ্গলঃ । (সকৌতুকং) হী হী ! এসো জ্জেব্ব অপ্পণো পিঅবঅস্সো মএ চিরাদো লদ্ধো, তুমং কৃখু রাইন্দো, ণ মে বহ্মণবডুঅস্স অহিরূবো ॥

(ইতি নিরীক্ষ্য ।)

পিঅবঅস্স ! পেক্খ, কএবি অণুরাইণীএ সেবা-কিদত্থি ॥

কৃষ্ণ ইতি । প্রতিমযা বিশ্বকর্ম্মণঃ কলাকৌশলস্য বিবর্ত্তেন বিবর্ত্তরূপয়া ভবিতব্যং ॥

মধুমঙ্গল ইতি । আশ্চর্য্যং । এষ এবাত্মনঃ প্রিয়বয়স্যঃ ময়া চিরাল্লব্ধঃ । ত্বং খলু রাজেন্দ্রো, ন মে ব্রাহ্মণবটুকস্যাভিরূপো যোগ্য ইত্যর্থঃ ॥

প্রিয়বয়স্য । পশ্য, কয়াপি অনুরাগিন্যা সেবা-কৃতাস্তি ॥

(এই বলিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক ।)

নিশ্চয় বোধ হইল, এই প্রতিমা বিশ্বকর্ম্মার শিল্পকৌশলের পরিপাকে প্রস্তুত হইয়াছে ॥

মধুমঙ্গল । (কৌতুকের সহিত) কি আশ্চর্য্য ! আমি বহু-কালের পর আপনার প্রিয়বয়স্যকে প্রাপ্ত হইলাম ! তুমি রাজেন্দ্র, মাদৃশ ব্রাহ্মণবালকের অনুরূপ নহ ॥

(এই বলিয়া দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ।)

কৃষ্ণঃ। সখে! সাধু লক্ষিতং,

অসৌ ব্যস্তন্যাসা বিশদয়তি মালা বিবশতাং
বিভক্তেয়ং চর্চ্চা নয়ন-জল-বৃষ্টিং কথয়তি।
করোৎকম্পং তস্যা বদতি তিলকং কুঞ্চিতমিদং
কৃশাঙ্গ্যা প্রেমাণং বরিবসিতমেব প্রথয়তি ॥ ৩০ ॥
(নেপথ্যে ইদো ইদো পিঅসহি!) ॥

কৃষ্ণ ইতি। অস্তব্যস্তো ন্যাসো যস্যাঃ সা। ইয়ং বিভক্তা অঙ্গুল্যাদ্যঙ্কিতা চর্চ্চা, বরিবসিতঃ সেবনং বরিবস্যাতু সুশ্রূষা পরিচর্য্যাপ্যুপাসনমিত্যমরঃ ॥ ৩০ ॥
(নেপথ্যে বকুলাহ, ইত ইতঃ প্রিয়সখি!) ॥

প্রিয়বয়স্য! অবলোকন কর, কোন অনুরাগিনী এই প্রতিমার সেবা করিয়াছে ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! [illegible]

এই মালা গাছটী প্রতিমাতে ব্যস্ত [illegible] হইয়া অর্পণ করায় ক্ষীণাঙ্গীর বিবশতা বিস্তার করিতেছে, এই চন্দন-চর্চ্চা প্রতিমার অঙ্গে বিভক্ত হইয়া তাঁহার নয়নের জল বৃষ্টি বলিয়া দিতেছে এবং এই প্রতিমার তিলক বক্রভাবে বিন্যস্ত হইয়া তাঁহার হস্তকম্প প্রকাশ করিতেছে, যাহা হউক, এইরূপ সেবাই তাঁহার প্রেমোদয় বিস্তার করিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

(বেশগৃহে বকুলা কহিলেন, প্রিয়সখি! এই দিকে এই দিকে) ॥

কৃষ্ণঃ । সখে ! নূনং প্রত্যাসীদন্তি মূর্ত্তেরুপাসিকাস্তরুণ্যঃ, তদেষা মদর্চ্চা কুঞ্জান্তরে নিবেশ্যতাং, ময়াঽস্যাঃ সুষ্ঠু বেশমাধুরীমুরীকৃত্য বিম্বোষ্ঠীনাং ভাবনিষ্ঠাং নিষ্টঙ্কয়িষ্যতা বেদীয়মধিষ্ঠেয়া ॥

(ইত্যুভৌ তথা কুরুতঃ) ॥

(ততঃ প্রবিশতি সখিভ্যামনুগম্যমানা রাধা ।)

কৃষ্ণ ইতি ।

([illegible] কুঞ্জান্তরে [illegible]বান্ । শ্রীকৃষ্ণস্তদ্বেশমাধুরীঃ স্বাকৃ[illegible] [illegible]বর্ত্তিত্যর্থঃ ।) ॥

শ্রীকৃষ্ণ । সখে ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে, প্রতিমা-সেবিকা তরুণী-সকল নিকটে আসিতেছে, অতএব আমার এই প্রতিমাকে লইয়া কুঞ্জান্তরে স্থাপন কর, আমি ইহার বেশমাধুর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদীকায় অধিষ্ঠান করিয়া বিম্বোষ্ঠীদিগের ভাব নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা অবলোন করি ॥

(এই বলিয়া দুই জনে তাহাই করিলেন অর্থাৎ মধুমঙ্গল প্রতিমা লইয়া স্থানান্তরে রাখিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও প্রতিমার মাধুরী অঙ্গীকার পূর্ব্বক বেদীকার উপর অধিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন) ॥

(তনন্তর সখীদ্বয়ের সহিত. অনুগম্যমানা. শ্রীরাধার প্রবেশ ।)

রাধা। (পুরোঽবলোক্য সরোমাঞ্চং) অম্মহে! পড়িমাএ মাহুরীভরসাহুদা, জং সচ্চং চেঅ মাহব-দংসণ-চমক্কারং উপ্পাদেদি ॥

বকুলা। (জনান্তিকং) ণঅবুন্দে! পেক্খ পড়িমাএ সুন্দেরং ॥

নববৃন্দা। (সস্মিতং) মুগ্ধে! নূনং সত্যভামা-প্রেমোন্মাদস্ত্বয্যপি সঞ্চক্রাম, যা হরিমেব প্রতিমাং প্রত্যেষি ॥

কৃষ্ণঃ। (সবিস্ময়ানন্দং) হন্ত! কেয়ং চিত্তাকর্ষিণী কল্পলতিকা ॥

রাধেতি। আশ্চর্য্য! প্রতিমায়া মাধুরীভরসাধুতা, যৎ সত্যমেব মাধব-দর্শন-চমৎকারমুৎপাদয়তি ॥

বকুলেতি। নববৃন্দে! পশ্য প্রতিমায়াঃ সৌন্দর্য্যং ॥

নববৃন্দেতি। সঞ্চক্রাম সংক্রান্তবানাবিষ্ট ইত্যর্থঃ, যা ত্বং বকুলা ॥

শ্রীরাধা। (অগ্রে অবলোকন করিয়া রোমাঞ্চের সহিত) আহা! প্রতিমার মাধুর্য্যভরের কি সৌন্দর্য্যতা, যে হেতু সত্যই মাধব-দর্শনের চমৎকার উৎপাদন করিতেছে! ॥

বকুলা। (হস্তাবরণ দিয়া) নববৃন্দে! প্রতিমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন কর ॥

নববৃন্দা। (হাস্যের সহিত) মুগ্ধে! নিশ্চয় সত্যভামার প্রেমোন্মাদ তোমাতেও সংক্রমিত হইয়াছে, যে হেতু তুমি হরিকে প্রতিমা বলিয়া মানিতেছ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (বিস্ময় ও আনন্দের সহিত) কি আশ্চর্য্য! এই

(ইতি সৌৎসুক্যং ।)

হৃদয়ান্তর-স্ফুরদমন্দ-বেদনা-

ভর-বাবদূক-বদনাম্বুজদ্যুতিঃ ।

নয়নান্ত-তাণ্ডবিত-নীল-কুন্তলা

সুদতী মদক্ষ-পদবীং প্রপদ্যতে ॥ ৩১ ॥

(পুনর্নিভাল্য সচমৎকারং ।)

হন্ত হন্ত ! কথং সৈবেয়ং মে প্রাণবল্লভা রাধা ॥

(ইত্যশ্রুধারা [illegible] ।)

হৃদয় ইতি । [illegible] বেদনা[illegible] বাক্তি বদনাম্বুজ-দ্যুতির্যস্যাঃ সা । [illegible] ॥

কল্পলতিকা [illegible] 'চতুর্'কে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । [illegible]

(এই বলিয়া ঔৎসুক্যের সহিত ।)

আহা ! যাঁহার বদন-পদ্মের কান্তি অন্তঃকরণস্থ গুরুতর বেদনাতিশয় প্রকাশ করিতেছে এবং যাঁহার নীলবর্ণ কুন্তল নয়নদ্বয়ের প্রান্তভাগে নৃত্য করিতেছে, সেই শোভন-দশনা আজ আমার নয়ন পথে সমুপস্থিত হইলেন ॥ ৩১ ॥

(পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকারের সহিত ।)

হায় হায় ! ইনি কি আমার সেই প্রাণবল্লভা রাধা ! ॥

(এই বলিয়া অশ্রুধারা সম্বরণপূর্ব্বক দুঃখসহকারে বিবেচনা করিয়া ।)

অকল্পি সুরশিল্পিনা পরিকলয্য মায়াময়ী
সুখায় মম রাধিকা ধ্রুবমমন্দ বৃন্দাবনে।
ভবেদিহ কুশস্থলী-নগর-নীতিভিদুর্গমে
মমান্তরবরোধনে ক্ব নু তদীয়-সম্ভাবনা ॥ ৩২ ॥

রাধা। (কৃষ্ণমুখেন্দুমবলোক্য) হন্ত হন্ত! ণিব্ভরুক্কণ্ঠিদাএ মম মুদ্ধত্তণং, জং গোইন্দস্‌স পড়িমং জ্জেব্ব গোইন্দং মন্নেমি ॥

(ইতি সাস্রুধারমঞ্জলিং বধ্বা।)

অকল্পি ইতি। সুরশিল্পিনা বিশ্বকর্ম্মণা। পরিকলয্য বিচার্য্য। মায়াময়ী মায়াকৃতা, তৎ প্রকৃতবচনে ময়ট্। মায়াতু দুর্ঘটঘটনাকারিণী শক্তিঃ। সম্ভাবনা স্থিতিঃ ॥ ৩২ ॥

রাধেতি। হন্ত হন্ত! নির্ভরোৎকণ্ঠিতায়া মম মুগ্ধত্বং, যৎ গোবিন্দস্য প্রতিমামেব গোবিন্দং মন্যে ॥

নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বিশ্বকর্ম্মা বিচার পূর্ব্বক এই মনোজ্ঞ বৃন্দাবনে আমার সুখার্থই মায়াময়ী শ্রীরাধা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, নতুবা দুর্গবেষ্টিত দ্বারকাস্থ আমার অন্তঃপুর মধ্যে শ্রীরাধার অবস্থিতি সম্ভাবনা কোথায়! ॥ ৩২ ॥

শ্রীরাধা। (শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া) হা কষ্ট হা কষ্ট! উৎকণ্ঠাতিশয়-বশতঃ আমার কি মুগ্ধতা, যে হেতু গোবিন্দের প্রতিমাকেই গোবিন্দ বলিয়া মানিলাম! ॥

(এই বলিয়া অশ্রুধারার সহিত অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক।)

অই পড়িবিম্ব! অবি কিং তুহ্ম বিম্বস্‌স অম্বুরুহ লোঅণস্‌স কল্লাণং ॥

কৃষ্ণঃ। (সোল্লাসং) অয়ি মায়াযন্ত্রময়ি রাধিকে! সত্যমিদানীমেব কৃষ্ণঃ ক্ষেমী, যদিয়ং সর্ব্বমুদ্রয়া তাং লোকত্তরামনু কুর্ব্বতীত্বমস্য ক্ষেমং পৃচ্ছসি ॥

রাধা। (সচমৎকারং) সাহু ণঅবুন্দে! সাহু সাহু, জাএ সিপ্পকলা-কুশলাএ ণিম্মিদা পড়িমাবি এদং কিম্পি মহুরং বাহরেদি ॥

অয়ি প্রতিবিম্ব! অপি কিং তব বিম্বস্য কৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ কল্যাণং ॥

কৃষ্ণ ইতি। সর্ব্বমুদ্রয়া সর্ব্বভঙ্গ্যা বা ক্বাপি লাবণ্যাদিরূপয়েত্যর্থঃ, তাং ঊর্দ্ধলোকগতাং রাধাং ॥

রাধেতি। সাধু নববৃন্দে! সাধু সাধু, যয়া শিল্পকলা-কুশলয়া নির্ম্মিতা প্রতিমাপি এতং কিমপি মধুরং ব্যাহরতি কথয়তি ॥

অয়ি প্রতিবিম্ব! তোমার স্বীয়-বিম্ব সেই পদ্মলোচনের কুশল ত? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (উল্লাসের সহিত) অয়ি মায়াযন্ত্রময়ি রাধিকে! সত্যই এক্ষণে কৃষ্ণ কল্যাণযুক্ত আছেন, যে হেতু তুমি সর্ব্ব প্রকারে ঊর্দ্ধলোকগামিনী শ্রীরাধার অনুকরণ করিয়া ইহাঁর কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিতেছ ॥

শ্রীরাধা। (চমকৃতের সহিত) ভাল নববৃন্দে! ভাল ভাল, তোমার ন্যায় যে শিল্পবিদ্যা-কুশলা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা প্রতিমাও এই অনির্ব্বচনীয় মধুর বাক্য বলিতেছে! ॥

কৃষ্ণঃ। অহো! গন্ধর্ব্বপুরানুকারিণোঽপি মায়া গন্ধর্ব্বনাট্যস্য কাপি চির-চমৎকারিতা, যদত্র মমাপ্যবাধিতেব রাধা প্রতিভাসতে ॥

রাধা। (সানন্দাদ্ভুতং সংস্কৃতেন।)

বরো ধিন্বন্ ঘ্রাণং পরিমিলতি সোঽয়ং পরিমলো
ঘনশ্যামা সেয়ং দ্যুতিবিততিরাকর্ষতি দৃশৌ।
স্বরঃ সোঽয়ং ধীরস্তরলয়তি কর্ণৌ মম বলা-
দহো! গোবিন্দস্য প্রকৃতিমুপলব্ধা প্রতিকৃতিঃ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ ইতি। [illegible] অত্র [illegible] কর্ত্তুং শীলমস্য বিশ্বকর্ম্মণো-ঽপি মায়য়া প্রতারণ[illegible] [illegible]চরিতং তস্য কাপি চমৎ-কারকারিতা, যস্মা[illegible] [illegible] প্রতিভাসতে স্ফুরতি, অবাধিতেব অর্থাৎ সা [illegible]

[illegible]। অহো! [illegible] প্রতারণ-সমর্থ গন্ধর্ব্ব-নাট্যের কি চমৎকারিতা! যাহার দ্বারা আমার সেই শ্রীরাধার ন্যায় এই শ্রীরাধা স্ফুর্ত্তি পাইতেছেন ॥

শ্রীরাধা। (আনন্দ ও আশ্চর্য্যের সহিত সংস্কৃতভাষায়।)

অহো! গোবিন্দের উৎকৃষ্ট সৌরভ যেমন নাসা উন্মত্ত করিয়া মিলিত হইত, ইহাঁরও সেইরূপ সৌরভ দেখিতেছি, তাঁহার ঘনশ্যাম কান্তি যেমন নেত্র আকর্ষণ করিত, ইহাঁরও ঘনশ্যাম কান্তি তদনুরূপ নেত্র আকর্ষণ করিতেছে এবং তাঁহার যেমন মৃদুস্বর কর্ণদ্বয়কে চঞ্চল করিত, ইহাঁর স্বরও

(ইতি কাকুং কুর্ব্বতী ।)

অই কহ্নপড়িমে ! এসা চাডু-কোডিহিং ভিক্খেদি রাহী, এব্বং চ্চেঅ জঙ্গমী-ভবিঅ চিরং সুহাবেহি সন্তাব-জজ্জরং দীণাএ লোঅণং ॥

কৃষ্ণঃ । হন্ত ! বৃন্দারকবর্দ্ধকে ! দিষ্ট্যা সম্বর্দ্ধিতোঽস্মি ॥

(ইতি বাষ্পধারাং বিস্তনোতি) ॥

নববৃন্দা । সখি ! চেলাঞ্চলেনাপসার্য্যতাং প্রিয়মুখাম্ভোজা-দ্বাষ্পাম্বুধারা ॥

রাধেতি । অয়ি কৃষ্ণপ্রতিমে । এষা চাটু কোটিভির্ভিক্ষ্যতে রাধা, এবমেব জঙ্গমী-ভূয় চিরং সুখাপয় সন্তাপজর্জ্জরং দীনায়া লোচনং ॥

কৃষ্ণ ইতি । বিশ্বকর্ম্মাণং মনসি প্রত্যক্ষীকৃত্যাহ, বৃন্দারকবর্দ্ধকে ! হে বিশ্বকর্ম্মন্ ! তক্ষাতু বর্দ্ধকিস্ত্বষ্টা রথকারশ্চ কাষ্ঠ-তট্ ইত্যমরঃ ॥

সেইরূপ কর্ণরসায়ন করিতেছে, যাহা হউক, এই প্রতিমূর্ত্তি কিরূপে গোবিন্দের স্বভাব প্রাপ্ত হইল ! ॥ ৩৩ ॥

(এই বলিয়া খেদোক্তি বিস্তার করিয়া ।)

অয়ি কৃষ্ণপ্রতিমে ! এই রাধা কোটি কোটি চাটুসহকারে ভিক্ষা করিতেছে যে,তুমি সচেতনভাব অবলম্বন করিয়া এই দুঃখিনীর সন্তাপ-জর্জ্জরিত লোচনদ্বয়কে আনন্দিত কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ । কি আশ্চর্য্য ! দেবশিল্পিন্ ! সৌভাগ্যক্রমে সম্বর্দ্ধিত হইলাম ! ॥

(এই বলিয়া বাষ্পধারা বিস্তার করিতে লাগিলেন) ॥

রাধা। (সাপত্রপং তথা করোতি)॥

নববৃন্দা। (স্বগতং) কথমসৌ মাধবো রাধিকাঙ্গস্পর্শ-সৌখ্যেন স্তিমিতাক্ষো ভবন্ পৃষ্ঠাশ্রিত-কদম্বস্তম্ভমালম্বতে॥

রাধা। হদ্ধী হদ্ধী! সাহাবিঅং ধম্মং গদা পড়িমা॥

(ইতি মূর্চ্ছতি)॥

(নেপথ্যে সঙ্কুলধ্বনিঃ)॥

রাধেতি। (তথা করোতি, প্রিয়-বাষ্পাম্বুধারামপসারয়তি)॥

নববৃন্দেতি। স্তিমিতাক্ষঃ। স্তম্ভং জড়ীভাবং॥

রাধেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! স্বাভাবিকং ধর্ম্মং গতা প্রতিমা॥

(নেপথ্যে ময়ূরাণাং মিশ্রিতো ধ্বনিঃ)॥

নববৃন্দা। সখি! বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা প্রিয়তমের মুখপদ্ম হইতে বাষ্প-জলধারা অপসারণ কর॥

শ্রীরাধা। (লজ্জাসহকারে কান্তের মুখপদ্ম প্রোঞ্ছন করিলেন)॥

নববৃন্দা। (মনে মনে) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শ-সুখে সজল-নয়ন হইয়া পৃষ্ঠাশ্রিত কদম্ববৃক্ষ অবলম্বন করিতেছেন কেন!॥

শ্রীরাধা। হা ধিক্ হা ধিক্! প্রতিমা যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইল!॥

(এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)॥

(বেশগৃহে ময়ূর সকলের সঙ্কুলধ্বনি)॥

বকুলা। (সাবেগং) ণঅবুন্দে ! কধং এসো সসঙ্কং বিক্কো-
সন্তাণং কলাবিণং কলাবো বিদ্দবদি ॥

নববৃন্দা। নূনং বিদর্ভনন্দিনী বৃন্দাবনং প্রপেদে, তদীয়-পারি-
বারাণাং মঞ্জীরশিঞ্জিতেন শঙ্কিত-মরালকুলোৎকর্ষাঃ কলা-
পিনঃ পলায়ন্তে, তদিতস্তূর্ণং ত্বয়া সত্যাপসার্য্যতাং ॥

বকুলা। সাহু মন্তেসি ॥

(ইতি মূর্চ্ছিতামেব রাধামঙ্গীকৃত্য নিষ্ক্রান্তা) ॥

বকুলেতি। নববৃন্দে ! কথমেব সশঙ্কং বিক্রোশতাং কলাপিনাং ময়ূরাণাং কলাপঃ সমূহঃ বিদ্রবতি ॥

নববৃন্দেতি। সশঙ্কিতো মরালকুলস্যোৎকর্ষো যৈঃ, অপসার্য্যতাং স্থানান্তরং নীয়তাং ॥

বকুলেতি। সাধু মন্ত্রয়সি ॥

বকুলা। (বেগের সহিত ধাবমানা হইয়া) নববৃন্দে ! এই
ময়ূর সকল সশঙ্কে শব্দ করিতে করিতে পলায়ন করি-
তেছে কেন ? ॥

নববৃন্দা। নিশ্চয় বোধ হইল, বিদর্ভনন্দিনী বৃন্দাবনে প্রবেশ
করিয়া থাকিবেন, এ কারণ তাঁহার পরিবারবর্গের নূপুর-
ধ্বনিতে হংসকুলের উৎকর্ষ-বিবেচনায় ময়ূরগণ ভয়ে
পলায়ন করিতেছে, অতএব তুমি এ স্থান হইতে শীঘ্র
সত্যভামাকে লইয়া যাও ॥

বকুলা। ভাল মন্ত্রণা করিয়াছ ॥

(এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধাকে লইয়া প্রস্থান) ॥

মধুমঙ্গলঃ। (নিকুঞ্জান্নিস্‌সৃত্য) অচ্চরীয়ং অচ্চরীয়ং! ভো পিঅবঅস্‌স! সচ্চং চ্চেঅ পড়িমারূবোসি॥

কৃষ্ণঃ। (পুরো দৃষ্টিং ক্ষিপন্) হন্ত হন্ত! কথং লীনা বভূব সদ্যস্ত্বাষ্ট্রী শিল্পমায়া॥

(ইতি চমৎকারমভিনীয়।)

নববৃন্দে! ভূয়োঽপি কিমিয়ং প্রস্তোতুং শক্যতে জগদ্বিস্মাপিনী কাপি মায়া॥

নববৃন্দা। অথ কিং॥

মধুমঙ্গল ইতি। আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং! ভো প্রিয়বয়স্য! সত্যমেব প্রতিমা-রূপোঽসি॥

কৃষ্ণ ইতি। ত্বাষ্ট্রী ত্বষ্টুর্বিশ্বকর্ম্মণ ইয়ং শিল্পমায়া শিল্পেন চাতুর্য্যেণ মায়া-ময়স্থানায়া রূপেত্যর্থঃ॥

নববৃন্দে। প্রস্তোতুং সাক্ষাৎকর্ত্তুং॥

মধুমঙ্গল। (নিকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া) আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! হে প্রিয়বয়স্য! সত্যই যে তুমি প্রতিমাস্বরূপ হইলা!॥

শ্রীকৃষ্ণ। (অগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক) হা কষ্ট হা কষ্ট! বিশ্বকর্ম্মার শিল্পমায়া লুক্কায়িত হইল কেন!॥

(এই বলিয়া বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক।)

নববৃন্দে! পুনর্ব্বার কি এই অনির্ব্বচনীয় জগদ্বিস্মাপিনী মায়া উপস্থিত করিতে সমর্থা হইবা?॥

নববৃন্দা। হাঁ, পারি বইকি॥

কৃষ্ণঃ । (সোৎকণ্ঠং) সখি ! তূর্ণমুপনীয়তাং ॥

নববৃন্দা । দেব ! যতোঽহং বিদ্রবন্তী চক্রবাকীব বিভেমি, সেয়ং সন্নিকৃষ্টা দেবী চন্দ্রিকা ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তা) ॥

(ততঃ প্রবিশতি সহ পরিজনা চন্দ্রাবলী ।)

চন্দ্রাবলী । হলা মাহবি ! বহিণীএ সোআণলো অজ্জবি মে ণ ণিব্বাদি ॥

মাধবী । ভট্টিদারিএ ! পইদি-সিণিদ্ধাসি, কধং ণিব্বাদু ॥

নববৃন্দেতি । যতোঽহং বিদ্রান্তী সেয়ং দেবী চন্দ্রিকেত্যন্বয়ঃ ॥

চন্দ্রাবলীতি । সখি মাধবি ! ভগিন্যা রাধায়াঃ শোকানলোঽদ্যাপি মে ন নির্ব্বাতি ॥

মাধবীতি । ভর্তৃদারিকে ! প্রকৃতি স্নিগ্ধাসি কথং নির্ব্বাতু ॥

শ্রীকৃষ্ণ । (উৎকণ্ঠার সহিত) সখি ! শীঘ্র লইয়া আইস ॥

নববৃন্দা । দেব ! যাঁহা হইতে আমি পলায়মানা চক্রবাকীর ন্যায় ভীতা হইতেছি, ঐ দেখুন সেই দেবী চন্দ্রাবলী নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

(অনন্তর পরিবার সহ চন্দ্রাবলীর প্রবেশ ।)

চন্দ্রাবলী । সখি মাধবি ! অদ্যাপিও আমার ভগিনী শ্রীরাধার শোকানল নির্ব্বাণ হইতেছে না ॥

মাধবী । রাজকন্যে ! তুমি স্নিগ্ধ-স্বভাবা, কিরূপে নির্ব্বাণ করিবা ? ॥

চন্দ্রাবলী। সহি! অজ্জ অজ্জউত্তেণ হা রাহি হা রাহিত্তি সব্বং চ্চেঅ রত্তিং সিবিণাইদং ॥

মাধবী। ণূণং সিবিণদংসণবিক্খোহিদং অত্তাণঅং বিণোদেদুং এসো বুন্দাঅণং পইট্‌ঠো ॥

চন্দ্রাবলী। সচ্চং ভণাসি ॥

মাধবী। পেক্‌খ, ভট্টিদারিএ! অগ্‌গদো ণিউঞ্জভট্টা ॥

চন্দ্রাবলী। (সাচি সমীক্ষ্য) হলা! জং বুন্দাবণেবি এসো

চন্দ্রাবলীতি। সখি! অদ্য আর্য্যপুত্রেণ হা রাধা হা রাধা ইতি সর্ব্বামেব রাত্রিং স্বপ্নায়িতং ॥

মাধবীতি। নূনং স্বপ্নদর্শনবিক্ষোভিতমাত্মানং বিনোদয়িতুং এষ বৃন্দাবনং প্রবিষ্টঃ ॥

চন্দ্রাবলীতি। সত্যং ভণসি ॥

মাধবীতি। পশ্য, ভর্ত্তৃদারিকে! অগ্রতো নিকুঞ্জভর্ত্তা ॥

চন্দ্রাবলী। সখি! অদ্য আর্য্যপুত্র হা রাধা হা রাধা বলিয়া সমস্ত রাত্রি স্বপ্ন দেখিয়াছেন ॥

মাধবী। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, স্বপ্নবিক্ষুব্ধ আপনার আত্মাকে আনন্দিত করিবার নিমিত্ত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতেছেন ॥

চন্দ্রাবলী। সত্য বলিতেছ ॥

মাধবী। রাজকন্যে! ঐ দেখ, অগ্রে নিকুঞ্জভর্ত্তা বিদ্যমান ॥

চন্দ্রাবলী।' (বক্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়া) সখি! বৃন্দাবনে

উপ্‌ফুল্লাআরো বিলোঈঅদি, তা তক্কেমি অউরুব্বং কিম্পি রসন্তরং লদ্ধো ॥

মাধবী । (নিভাল্য) ভট্টিদারিএ ! ফুড়ং সঙ্গদা সা হারিণী সচ্চভামা ॥

চন্দ্রাবলী । সহি ! সচ্চং সচ্চং, জং ইমস্স অঙ্গে সো ক্ষেব্ব মএ পেসিদো দিব্ব পরিচ্ছও, তা গদুঅ তত্তং জাণিস্সং ॥

চন্দ্রাবলীতি । সখি ! বৃন্দাবনেঽপি এষ উৎফুল্লাকারো বিলোক্যতে, তৎ তর্কয়ামি অপূর্ব্বং কিমপি রসান্তরং লব্ধঃ ॥

মাধবীতি । ভর্তৃদারিকে ! স্ফুটং সঙ্গতা সেতি পদদ্বয়ং । সঙ্গতা সা লব্ধা সেতি পদৈক্যং বা । রাজেন্দ্রেণ সঙ্গতেত্যর্থঃ । হারিণী হারযুক্তা মনোহারিণী বা । অসাধারণীতি বাস্তবার্থঃ ॥

চন্দ্রাবলীতি । সখি ! সত্যং সত্যং, যদস্য অঙ্গে স এব ময়া প্রেষিতো দিব্য পরিচ্ছদ, তদ্গত্বা তত্ত্বং জ্ঞাস্যামি ॥

যখন শ্রীকৃষ্ণকে বিত্রস্ত ও উৎফুল্লাকার অবলোকন করিতেছি, তখন বোধ হয় ইনি কোন অপূর্ব্ব রসান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন ॥

মাধবী । রাজকন্যে ! নিশ্চয় সেই অসাধারণী সত্যভামা রাজেন্দ্রের সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন ॥

চন্দ্রাবলী । সখি ! সত্য সত্য, কেননা আমি যে দিব্য পরিচ্ছদ প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাই ইহাঁর অঙ্গে দেখিতেছি, অতএব নিকটে গিয়া বৃত্তান্ত অবগত হই ॥

(ইত্যুপসৃত্য।)

জঅদু জঅদু অজ্জউত্তো ! ॥

কৃষ্ণঃ। (সাবহিত্থং) প্রিয়ে ! দিষ্ট্যাদ্য সময়ে বৃন্দাবনমুপলব্ধাসি ॥

চন্দ্রাবলী। (কৃষ্ণং পশ্যন্তী সাশ্চর্য্যমপবার্য্য সংস্কৃতেন।)

স্ফুরতি মধুরিমোর্শ্মিঃ স্ফারমারণ্যবেশং
কমপি জগদপূর্ব্বং বিভ্রতো মাধবস্য।
কলয়তি সখি ! তৃপ্তিং নেদমীর্ষ্যা-ভুজঙ্গী-
কবলিতমপি যত্র প্রেক্ষ্যমাণে মনো মে ॥ ৩৪ ॥

জয়তু জয়তু আর্য্যপুত্রঃ ! ॥

চন্দ্রাবলীতি। স্ফুরতীতি। যত্র মধুরিমোর্শ্মৌ প্রেক্ষ্যমাণে সতি মে মন ঈর্ষা ভুজঙ্গী-কবলিতমপি তৃপ্তিং ন কলয়তি ন প্রাপ্নোতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

(এই বলিয়া গমনপূর্ব্বক।)

আর্য্যপুত্র ! জয়যুক্ত হউন জয়যুক্ত হউন ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ভাব গোপনসহকারে) প্রিয়ে ! বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আজ উপযুক্ত সময়ে বৃন্দাববন আসিয়া উপস্থিত হইলা ? ॥

চন্দ্রাবলী। (শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শনপূর্ব্বক আশ্চর্য্যের সহিত কর্ণে সংলগ্ন হইয়া সংস্কৃতভাষায়।)

সখি ! জগৎ মধ্যে কোন অপূর্ব্ব বিস্তীর্ণ আরণ্যবেশধারী মাধবের মাধুর্য্যতরঙ্গ বিরাজ করিতেছে, কিন্তু ঐ মাধুর্য্যতরঙ্গ

(ইতি স্মিতং কৃত্বা।)

দেঅ! ণবীণপণইণী-সঙ্গমমহূসবেণ দিট্‌ঠিআ পপ্‌ফুরসি ॥

কৃষ্ণঃ। (বিহস্য) প্রিয়ে! প্রাচীনপ্রণয়িণীতি ভণ্যতাং ॥

চন্দ্রাবলী। (সশঙ্কং) কা কৃখু পাইণপণইণী ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! মাকুরু শঙ্কাং, বৃন্দাটবী-লতালিরেব নাপরা ॥

মাধবী। সচ্চং ভণাদি ভট্টা! জং বুন্দাবণকপ্পলদাএ উবণীদা এসা মালা ॥

দেব! নবীনপ্রণয়ণীসঙ্গমমহোৎসবেন দিষ্ট্যা প্রস্ফুরসি ॥

কৃষ্ণ ইতি। চন্দ্রাবল্যাং শ্রীসত্যভামাং বিভাব্য নবীনপ্রণয়িণীত্যুক্তং শ্রীকৃষ্ণেন তু বৃন্দাটবী-লতালিং বিভাব্য প্রাচীনপ্রণয়িণীতি ভণ্যতাং ॥

চন্দ্রাবলীতি। কা খলু প্রাচীনপ্রণয়িণী ॥

নয়নের প্রত্যক্ষ হইলেও ঈর্ষা-ভুজঙ্গী-কবলিত আমার যে মন, কোনক্রমে পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে না! ॥ ৩৪ ॥

(এই বলিয়া হাস্যপূর্ব্বক।)

দেব। বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আপনি নূতন প্রণয়িণীর সঙ্গে পরমানন্দে বিরাজ করিতেছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (হাস্যপূর্ব্বক) প্রিয়ে। প্রাচীনপ্রণয়িণী, এই কথা বল ॥

চন্দ্রাবলী। (শঙ্কার সহিত) প্রাচীনপ্রণয়িণী কে? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! শঙ্কা করিও না, বৃন্দাবনের লতাশ্রেণী ভিন্ন অন্য কেহ নয় ॥

কৃষ্ণঃ।

মাধবি ! মা মুধা শঙ্কা কলঙ্কেন
কিলাঙ্কয় বিশুদ্ধাং চন্দ্রাবলীং।
যদিয়ং মালা মধুমঙ্গল-
কলাকৌশল-সাক্ষাৎ-কৃতিঃ ॥

চন্দ্রাবলী। (সাকূত-স্মিতং) অজ্জ মহুমঙ্গল ! এদং কোত্থুহ-
মম্বরং বি তুজ্ঝ কলাকোসলং ॥

মাধবীতি। সত্যং ভণতি ভর্ত্তা ! যৎ বৃন্দাবন-কল্পলতয়া উপনীতা এষা মালা ॥

কৃষ্ণ ইতি। মধুমঙ্গলস্য যৎ কৌশলং, তেন সাক্ষাৎ-ক্রিয়তে যা সা কর্ম্মণি ক্তিঃ

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্য মধুমঙ্গল ! এতৎ কৌস্তুভং অম্বরমপি তব কলা-কৌশলং আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ কার্য্যকারণয়োরভেদঃ ॥

মাধবী। ভর্ত্তা ! সত্য কথা বলিতেছেন, যে হেতু বৃন্দাবনস্থ কল্পলতা এই মালা অর্পণ করিয়াছে ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

মাধবি ! মিথ্যা কলঙ্কে বিশুদ্ধা চন্দ্রাবলীকে অঙ্কিত করিও না। কেননা, এই মধুমঙ্গলের কলাকৌশলে সাক্ষাৎ-কার হইয়াছে ॥

চন্দ্রাবলী। (অভিলাষের সহিত হাস্যপূর্ব্বক) আর্য্য মধু-মঙ্গল ! এই কৌস্তুভ-বসন কি তোমার কলাকৌশল ? ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) নূনং দেব্যা দৃষ্টপূর্ব্বোঽয়ং পরিচ্ছদঃ॥
(প্রকাশং।)
দেবি! বনদেব্যা মমেদং উপহারীকৃতং॥
মাধবী। দেঅ! অণুজাণীহি এসা ঘরদেই ঘরং গচ্ছদু॥
কৃষ্ণঃ। দেবি! নেমাং শ্রদ্ধেহি মাধবীয়ামলীকবাচং॥
চন্দ্রাবলী। মাহবি! সহীএ সরস্সঈএ গহিদপক্খিম্মি সম্বুত্তা॥

কৃষ্ণ ইতি। বনদেব্যা নববৃন্দয়া, পক্ষে বনস্থ দেব্যা॥
মাধবীতি। দেব! অনুজানীহি এষা গৃহদেব গৃহং গচ্ছতু॥
কৃষ্ণ ইতি। মাধবীয়ামিতি মাধব্যা ইয়মিতি নিরুক্তিমাধবস্যেয়মিতি বোধ-
যতি॥
চন্দ্রাবলীতি। সখ্যাঃ সরস্বত্যা গহীতপক্ষাস্মি সংবৃত্তা॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দেবী এই পরিচ্ছদ পূর্ব্বে অবলোকন করিয়াছেন॥
(প্রকাশপূর্ব্বক।)
দেবি! বনদেবী আমাকে ইহা উপহার প্রদান করিয়াছেন॥
মাধবী। দেব! আজ্ঞা করুন, এই গৃহদেবী গৃহে গমন করেন॥
শ্রীকৃষ্ণ। দেবি! মাধবীর অলীকবাক্যে শ্রদ্ধা করিও না॥
চন্দ্রাবলী। মাধবি! সখী সরস্বতী আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ মাধবী শব্দের দুই অর্থ, মাধবী-সখী এবং তৎসম্বন্ধিনী বাণী, পক্ষে মাধবও তৎসম্বন্ধিনী বাণী॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) কথং স্বগিরৈব নিগৃহীতোঽস্মি দেব্যা ॥

চন্দ্রাবলী। কহ্ন! (ইত্যর্দ্ধোক্তে সলজ্জং) অজ্জউত্ত অজ্জউত্ত! ॥

কৃষ্ণঃ। (সানন্দ-স্মিতং) প্রিয়ে! দিষ্ট্যা সুধাধারাং পায়িতোঽস্মি, তদলং আর্য্যপুত্রেতি কূপাম্বুনা ॥

চন্দ্রাবলী। অজ্জউত্ত! ণ কখু অহং অণহিণ্ণা, জং তুজ্ঝ সোক্‌খহেদুএণ কেলিপবন্ধেণ খিজ্জিস্সং ॥

কৃষ্ণ ইতি। স্বগিরা মাধবীয়ামিত্যাকারয়া ॥

চন্দ্রাবলীতি। কৃষ্ণ! (ইত্যর্দ্ধোক্তে) আর্য্যপুত্র আর্য্যপুত্র! ॥

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যপুত্র! ন খলু অহং অনভিজ্ঞা, যৎ তব সৌখ্যহেতুনা কেলিপ্রবন্ধেন খেদিষ্যে ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) আমি স্বীয়-বাক্যে দেবী-কর্ত্তৃক যে নিগৃহীত হইলাম ॥

চন্দ্রাবলী। কৃষ্ণ! (এই অর্দ্ধোক্তি উচ্চারণ করিয়া লজ্জাসহকারে) আর্য্যপুত্র আর্য্যপুত্র! ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (আনন্দের সহিত হাস্যপূর্ব্বক) প্রিয়ে! বড় সৌভাগ্য, আজ আমাকে অমৃতধারায় পরিতৃপ্ত করিলা, আর্য্যপুত্র বলিয়া আর কূপোদক পান করাইও না ॥

চন্দ্রাবলী। আর্য্যপুত্র! আমি সেরূপ অনভিজ্ঞা নহি যে, আপনার সুখহেতু কেলিপ্রবন্ধে খেদ করিব? ॥

কৃষ্ণঃ।

ত্বদঙ্গসঙ্গৈস্তরেভিস্তপ্তোঽস্মি মিহিরাতপৈঃ।
বিন্দন্তী চন্দনচ্ছায়াং মাং দেবি! শিশিরী-কুরু॥

মাধবী। দেঅ! কঠোরঅপ্পা এসা ভট্টিদারিআ সুট্‌ঠু তাবং সোঢুং পারেদি, জং তুম্হ পচ্চক্‌খং চেঅ চন্দভাআ-মন্দিরে জলণ্‌তং জলণকুণ্ডং জলকেলিকুণ্ডং বিণ্ণাদবদী॥

কৃষ্ণ ইতি। রৌদ্রস্থিতাং চন্দ্রাবলীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং॥

মাধবীতি। দেব! কঠোরাত্মা এষা ভর্ত্তৃদারিকা সুষ্ঠু তাপং সোঢ়ুং পারয়তি, যং তব প্রত্যক্ষমেব চন্দ্রভাগা মন্দিরে জ্বলন্তং জ্বলনকুণ্ডং জলকেলি-কুণ্ডং বিজ্ঞাতবতী॥

রৌদ্রস্থিতা চন্দ্রাবলীকে কহিলেন, দেবি! তোমার অঙ্গে সূর্য্যের উত্তাপ পতিত হওয়াতে তদ্দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, অতএব তুমি চন্দনতরুর ছায়ায় গিয়া আমাকে সুশীতল কর॥

মাধবী। দেব! এই রাজকন্যা অতিশয় কঠোরাত্মা, ইনি উত্তম তাপ সহ্য করিতে পারেন, যে হেতু আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, কুণ্ডিননগরে চন্দ্রভাগার মন্দিরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে জলকেলিকুণ্ড বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) মাধবি! সাধু সাধু, যদত্র স্নেহাতিরেকং সূচয়ন্তী সময়ে সখ্যসেবাং বিতনোষি॥

চন্দ্রাবলী। অজ্জউত্ত! অত্তণো হিঅঅঙ্গণেণ পণইণা জণেণ সমং সচ্ছন্দং বিহরেহি, এসা হং অন্তেউরে পবিসামি॥

(ইতি সপরিবারা নিষ্ক্রান্তা)॥

কৃষ্ণঃ। সখে! সুষ্ঠু কষ্টমাপতিতং, যদদ্য দেবী রুষ্টা॥

মধুমঙ্গলঃ। মা এব্বং ভণ, তং দেবীএ রোসস্স পদং কিম্পি ণ লক্খিদং॥

কৃষ্ণ ইতি। অত্র দেবী॥

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যপুত্র! [illegible] প্রণয়িজনেন সমং স্বচ্ছন্দং বিহর, এষা অহং অন্তঃপুরং প্রবিশামি॥

মধুমঙ্গল ইতি। মা এবং ভণ, [illegible] দেব্যা রোষস্য [illegible] কিমপি ন লক্ষিতং॥

শ্রীকৃষ্ণ (মনে মনে) মাধবি! সাধু সাধু, যে হেতু তুমি স্নেহাধিক্য সূচনা করতঃ যথাসময়ে দেবীর সখ্য-সেবা বিস্তার করিলা॥

চন্দ্রাবলী। আর্য্যপুত্র! আপনি স্বীয় হৃদয়াঙ্গন প্রণয়িজনের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করুন, এই আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছি॥

(এই বলিয়া পরিবারের সহিত প্রস্থান)॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! গুরুতর কষ্ট উপস্থিত, যে হেতু আজ দেবী রুষ্টা হইয়াছেন॥

কৃষ্ণঃ । সখে ! গূঢ়রোষা হি মনস্বিন্যঃ ॥

তথাহি—

উদ্ধূতা স্মিতকৌমুদী ন মধুরা বক্ত্রেন্দুবিম্বাত্তয়া
মুর্ব্বীনাং ন নিরাকৃতা নিজগিরাং মাধুর্য্য-লক্ষ্মীরপি ।
কোষ্ণৈরদ্য দুরাবরৈরিহ মনো গূঢ়-ব্যথাশংসিভিঃ
শ্বাসৈরেব দরোদ্ধূত-স্তনপটৈস্তস্যা রুষঃ কীর্ত্তিতা ॥

তদদ্য দেবী প্রসাদনমেব নিজাভীষ্ট-সাধনম্ ॥ ৩৫ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) ॥

কৃষ্ণ ইতি । মনস্বিন্যঃ প্রশস্তমনসঃ ॥

তথাহি । উদ্ধূতা ন দূরীকৃতা । তস্যা দেব্যা গূঢ়া বক্রোক্তিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

মধুমঙ্গল । এ কথা বলিও না, দেবীর রোষের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না ॥

শ্রীকৃষ্ণ । সখে ! মনস্বিনী দীনা নায়িকাদিগের ক্রোধ অতিশয় গূঢ় অর্থাৎ সহসা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না ॥

যথা—

সখে ! অদ্য দেবীর বদনেন্দুবিম্ব হইতে মধুরময় হাস্য-কৌমুদী দূরীকৃত হয় নাই, স্বীয় মৃদুবাক্যের মাধুর্য্য-লক্ষ্মী সম্পূর্ণ রহিয়াছে এবং ঈষদুষ্ণ দুরাবরণীয় গূঢ় মনোব্যথা প্রকাশক শ্বাসদ্বারা উচ্চ স্তনতটের কঞ্চুলিকা ঈষৎ কম্পিত হইয়া তাঁহার ক্রোধসমূহ প্রকাশ করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

অতএব আজ দেবীর প্রসন্নতাই স্বীয় অভীষ্ট-সাধন ॥

(এই বলিয়া দুই জনের প্রস্থান) ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে নববৃন্দাবনসঙ্গমো নাম সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥ * ৭ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

(অনন্তর সকলের প্রস্থান) ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-রত্ন-কৃতানুবাদে নববৃন্দাবন নাম সপ্তম অঙ্ক ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

ললিতমাধবনাটকং।

অষ্টমোঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি নববৃন্দয়ানুগম্যমানো বিশ্বকর্ম্মা।)

বিশ্বকর্ম্মা।

দ্বারাধিপায় কলিতাঞ্জলিভিঃ সুরেন্দ্রৈ-
রন্তর্বিবিক্ষুভিরবাপ্তবহিঃপ্রকোষ্ঠা।
চিত্তং হরত্যবসরে প্রতিহার্য্যমান-
রাজীব-সম্ভব-হরাঽদ্য হরেঃ পুরীয়ং ॥ ১ ॥

বিশ্বকর্ম্মা ইতি। দ্বারাধিপায় দ্বারপালায়। অন্তর্বিবিক্ষুভিঃ অন্তঃপুরং প্রবেষ্টুমিচ্ছদ্ভিঃ। অবসরে প্রতিহার্য্যমানৌ প্রতিহারেণ দ্বারিণা প্রবেশ্যমানৌ ব্রহ্মা হরশ্চ যত্র সা। প্রতিহারো দ্বারপাল ইত্যমরঃ ॥ ১ ॥

(অনন্তর নববৃন্দার সহিত অনুগম্যমান বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।)

বিশ্বকর্ম্মা।

আহা! মহেন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দ যাঁহার অন্তঃপুর-প্রবেশ-বাসনায় দ্বারপালের নিকট কৃতাঞ্জলিপুরঃসর প্রার্থনা করিয়া কেবল বাহির প্রকোষ্ঠমাত্র প্রাপ্ত হয়েন এবং যাহাতে ব্রহ্মা ও হরকে অবসরক্রমে প্রবেশ করিতে হয়, সেই এই হরির দ্বারকাপুরী আজ আমার চিত্ত হরণ করিতে লাগিল। ॥ ১ ॥

(পার্শ্বতো বিলোক্য।)

বৎসে ! অপি নাম গতঃ পুরুষোত্তমে সত্যায়াঃ প্রতিমেতি বিচিত্রো ভ্রমঃ তস্যাপি তস্যাং মদীয়মায়েতি ॥

(স্মিতং কৃত্বা।)

অথবা ভ্রম এব স ন ভবেৎ, যদ্বৈশ্লেষিকানুরাগামৃত-বিভ্রমোঽয়ং ॥

নববৃন্দা। আর্য্য ! মন্ত্রিরাজেন কৌশলতঃ শ্রাবিতরহস্যয়োরেতয়োর্বিভ্রম এব সম্ভ্রম-ভূমানমবাপ, তেন রাধিকা-

---

বৎসে ! পুরুষোত্তমে কৃষ্ণে সত্যভামায়াঃ প্রতিমা ইতি ভ্রমো গতঃ কিং ॥ অথবেতি। স ভ্রমঃ। বিশ্লেষো বিচ্ছেদঃ। বৈশ্লেষিকোঽনুরাগ এবামৃতং তস্য বিভ্রমো বিলাসঃ ॥

নববৃন্দা। মন্ত্রিরাজেন উদ্ধবেন। শ্রাবিতং রহস্যং যয়োস্তয়োঃ সত্যভামা-

(পার্শ্বদেশে অবলোকন করিয়া।)

বৎসে ! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে "সত্যভামার এই প্রতিমা" ইহা বলিয়া যে বিচিত্র ভ্রম হইয়াছিল, আর সত্যভামায় "শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিমা" ইহা বলিয়া যে বিচিত্র ভ্রম হইয়াছিল, তাহা কি অবগত হইয়াছ ? ইহা আমারই মায়া ॥

(এই বলিয়া হাস্যপূর্ব্বক।)

অথবা ইহা ভ্রম না হইতেও পারে, যে হেতু ইহা বিচ্ছেদরূপ অনুরাগামৃতের বিলাস-স্বরূপ ॥

নববৃন্দা। আর্য্য ! মন্ত্রিরাজ উদ্ধবের কৌশলক্রমে ঐ দুই-

সঙ্গম-কামস্তামরসাক্ষঃ শুদ্ধান্তঃমণ্ডলে কুণ্ডিনেন্দ্রনন্দিনীং প্রসাদ্যানন্দয়ন্নব্রবীৎ, দেবি! ত্রিলোকী-কক্ষাসু কিং তবাভীষ্টং। তদভিব্যজ্য নিজ-নিদেশভাজনং মন্যতয়ৈব পর্য্যাপ্ত-সমস্তনিঃশ্রেয়সে প্রেয়সি বিধেহি প্রসাদ-মাধুরীং॥

বিশ্বকর্ম্মা। ততস্ততঃ॥

নববৃন্দা। ততশ্চ দেবী-হৃদয়জ্ঞা মাধবী প্রাহ, দেব! তৎ কিং নাম ভুবনে যদদ্ভুতং বস্তু মহাবরোধনে কিলাত্র

কৃষ্ণয়োঃ। সম্ভ্রম-ভূমানমৌৎসুক্যাতিশয়ং, তেন সম্ভ্রম-ভূম্না। শুদ্ধান্তর্মণ্ডলে অন্তঃপুরে। পর্য্যাপ্ত-সমস্তনিঃশ্রেয়সে পর্য্যাপ্তং সমস্তং নিঃশ্রেয়সং যেন তস্মিন্॥

য়ের অর্থাৎ সত্যভামা ও শ্রীকৃষ্ণের রহস্য শ্রবণ করায় ঐ পরিশ্রুত বিলাসই ঔৎসুক্যাতিশয় লাভ করিয়াছে, যে ঔৎসুক্যাতিশয়বশতঃ শ্রীরাধাসঙ্গমকামী পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ রাজান্তঃপুরে বিদর্ভ-রাজনন্দিনীকে প্রসন্না করিয়া আনন্দের সহিত কহিলেন, দেবি! ত্রিলোকীমধ্যে আপনার বাঞ্ছিত বস্তু কি? তাহা প্রকাশ করিয়া নিজনিদেশভাজন বিবেচনায় যাহাতে সমস্ত কল্যাণই পর্য্যাপ্তরূপে সন্নিবিষ্ট আছে, এতাদৃশ প্রিয়জনে অনুগ্রহ-মাধুরী বিধান করুন॥

বিশ্বকর্ম্মা। তাহার পর তাহার পর?॥

নববৃন্দা। তাহার পর দেবীর হৃদয়ভাব অবগত হইয়া মাধবী বলিয়াছিলেন, দেব! ত্রিভুবনে এমন কি আশ্চর্য্য বস্তু

নাস্তি, কিন্তু গগনে গচ্ছতো মরালস্য চঞ্চুপুটাদিদমদৃষ্ট-চরমরবিন্দং বিভ্রষ্টং, তদ্দাম-গুম্ফন-কামেয়মভূদ্ভর্ত্তৃদারিকেতি॥

বিশ্বকর্ম্মা। বৎসে! আং জানে, সুরসৌগন্ধিকং নাম তৎ পঙ্কজমাহর্ত্তুং মত্মুখাদেব গৃহীতোদ্দেশঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ খাণ্ডবপ্রস্থং প্রতস্থে॥

নববৃন্দা। তৎ পঙ্কজবৃন্দমাহৃত্য মধুমঙ্গল-হস্তেন মাধব্যা-মাধায় চ মাধবঃ ছদ্মনা গৌরীমন্তুস্থাপয়িতুং সংপ্রত্যব-রোধং সাধয়তি॥

নববৃন্দেতি। প্রাকৃতোক্তং মাধবী বচনং সংস্কৃত্যাহ, দেব! গুম্ফনকামা তেষাং সমূহ-মানয়েতি ভাবঃ॥

নববৃন্দেতি। আধায় সমর্প্য॥

আছে যে, যাহা এই মহারাজান্তঃপুরে নাই, কিন্তু গগন-বিহারি হংসের চঞ্চুপুট হইতে এই একটী অদৃষ্টচর পদ্ম পতিত হইয়াছে, রাজকন্যা ঐ পদ্মসমূহের মালা গ্রন্থন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এ জন্য বহুতর পদ্ম আনয়ন করিয়া দিউন॥

বিশ্বকর্ম্মা। বৎসে! স্মরণ হইল, আমি তাহা অবগত আছি, সুরসৌগন্ধিক নামক ঐ পদ্ম আহরণার্থ আমার মুখেই তাহার অনুসন্ধান পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন॥

নববৃন্দা। মাধব ঐ পদ্ম আহরণ করিয়া মধুমঙ্গলের হস্তদ্বারা

বিশ্বকর্ম্মা। ত্বং কুত্র সাধয়সি ॥

নববৃন্দা। ভবতাং সকাশে ॥

বিশ্বকর্ম্মা। কিমিতি ॥

নববৃন্দা। ভবদদ্ভুতবিদ্যা-বিদগ্ধতা-প্রসিদ্ধিমবধার্য্য সৌভাগ্য-সুখ-সদ্গুণাধায়কং সুর--নায়ক--পুরেঽপ্যনির্ম্মিত--পূর্ব্বমপূর্ব্ব-নেপথ্য-সাধনং প্রসাধনং দেব্যা যদভ্যর্থিতং তন্নির্বাহি কিমার্য্যেণ ॥

বিশ্বকর্ম্মা। ন কেবলং দেব্যা এব নির্ব্বাহিতং, কিন্তু সত্যায়াশ্চ ॥

নববৃন্দেতি। অবধার্য্য শ্রুত্বা ॥
নববৃন্দেতি। প্রসাধনং ভূষণং ॥ ২ ॥

মাধবীকে সমর্পণপূর্ব্বক ছলসহকারে দেবীর অনুজ্ঞা নিমিত্ত সম্প্রতি অন্তঃপুরে গমন করিতেছেন ॥

বিশ্বকর্ম্মা। তুমি কোথায় যাইতেছ ? ॥

নববৃন্দা। আপনার নিকট ॥

বিশ্বকর্ম্মা। কেন ? ॥

নববৃন্দা। আর্য্য ! আপনার অদ্ভুতবিদ্যা-বিদগ্ধতার খ্যাতি শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রালয়েও পূর্ব্বে যাহা নির্ম্মিত হয় নাই, এরূপ সৌভাগ্য-সুখ ও সদ্গুণের স্থাপক-স্বরূপ অপূর্ব্ব বেশযোগ্য ভূষণ যাহা দেবী প্রার্থনা করিলেন, আপনি কি তাহা নির্ব্বাহ করিয়াছেন ? ॥

নববৃন্দা। আর্য্য ! দুর্ম্মনায়িষ্যতে দেবী ॥

বিশ্বকর্ম্মা। পুত্রি ! শঙ্কাং মাকুরু, তন্ময়া দেব্যামাবেদিত-
মস্তি ॥

তথাহি—

দেবি ! নপ্ত্রী ভবেদ্ভামা ভানুসম্বন্ধতো মম।
তদর্থমপি তেনাহং রচয়িষ্যামি মণ্ডনং ॥ ২ ॥

তদেহি তৎ করণ্ডিকাযুগং ভবত্যামর্পয়ামি ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) ॥

বিষ্কম্ভকঃ ॥

তৎ করণ্ডিকাযুগং পেটিকাদ্বয়ং ॥

বিশ্বকর্ম্মা। কেবল দেবীর নিমিত্তই যে নির্ব্বাহিত হইয়াছে এমত নহে, কিন্তু সত্যভামার জন্যও নির্ব্বাহ করিয়াছি ॥

নববৃন্দা। আর্য্য ! এ কথা শুনিলে দেবী দুর্ম্মনা হইবেন ॥

বিশ্বকর্ম্মা। পুত্রি ! শঙ্কা করিও না, আমি এ কথা দেবীকে নিবেদন করিয়াছি ॥

যথা—

দেবি ! সূর্য্যদেবের সহিত সম্বন্ধবশতঃ সত্যভামা আমার নপ্ত্রী (নাতিনী) হয়, এ কারণ তাহার নিমিত্তও আমি অলঙ্কার প্রস্তুত করিব ॥ ২ ॥

অতএব সেই পেটিকা দুইটী তোমাকে অর্পণ করিগা ॥

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) ॥

বিষ্কম্ভক অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ কার্য্যের সূচনা ॥

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ।)

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষং।)

চর্চ্চাং সিঞ্চতি শোষয়ত্যপি মিথো বিস্পর্দ্ধয়ে বাসকৃ-
ন্নেত্রদ্বন্দ্বমুরশ্চ যদ্বিরহতো বাষ্পায়মাণং মম।
হন্ত ! স্বপ্নশতেঽপি দুর্লভতরপ্রেক্ষোৎসবা প্রেয়সী-
প্রাপ্ত্যোৎসঙ্গমতর্কিতং মম কথং সা রাধিকা বর্ত্ততে ॥৩॥

(পুরো বিলোক্য।)

কুণ্ডিনেন্দ্রনন্দিনী-মণিমন্দিরালিন্দমিয়মলং-কুর্ব্বতী
বিরাজতে ॥

কৃষ্ণ ইতি। যস্যা বিরহান্মম নেত্রদ্বন্দ্বমুরশ্চ বাষ্পায়মানং সৎ মিথঃ স্পর্দ্ধয়েব চর্চ্চাং চন্দনাদিচর্চ্চাং সিঞ্চতি শোষয়তি। অপি চার্থে, সা রাধিকাঽতর্কিতং মমোৎসঙ্গং প্রাপ্য কথং বর্ত্তত ইত্যন্বয়ঃ। বাষ্পমুদ্বমতি বাষ্পায়মানং। অশ্রু উষ্মা চ বাষ্পং স্যাদিতি কোষঃ ॥ ৩ ॥

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। (হর্ষের সহিত।)

যাহার বিরহে নেত্রযুগল বাষ্পাকুল হইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলের চন্দন-লেপন সেচন করিতে আরম্ভ করিলে বক্ষঃ-স্থল উষ্ণ হইয়া তাহা শুষ্ক করিতে লাগিল। হায় ! শত শত স্বপ্নেও যাঁহার দর্শনোৎসব দুর্লভ, সেই প্রিয়তমা শ্রীরাধা কি আমার ক্রোড়দেশ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত হইবেন ! ॥ ৩ ॥

(অগ্রে অবলোকন করিয়া।)

(ততঃ প্রবিশতি মাধব্যোপাস্যমানা চন্দ্রাবলী।)

চন্দ্রাবলী। হলা মাহবি! এসো উবসপ্পদি অজ্জউত্তো, তা উবণেহি তং সুবসোঅন্ধিঅ মালিঅং ॥

কৃষ্ণঃ। (উপসৃত্য।)

ত্বং পক্ষপাত-বৈচিত্র্যাদেকাপ্যাক্রম্য সর্ব্বতঃ।
দেবি! মচ্চিত্ত-কাসারে রাজহংসীব রাজসি ॥ ৪ ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি মাধবি! এস উপসর্পতি আর্য্যপুত্রঃ, তৎ উপনয়তাং স্বর্ণসৌগন্ধিকমালিকাং ॥

কৃষ্ণ ইতি। পক্ষপাতস্য সাহায্যস্য বৈচিত্র্যাৎ। পক্ষে পক্ষাণাং পক্ষতাং পাত-বৈচিত্র্যাৎ। আক্রম্য ব্যাপ্য। কাসারে সরসি। কাসারঃ সরসী সর ইত্যমরঃ ॥ ৪ ॥

এই যে কুণ্ডিনেন্দ্রনন্দিনী চন্দ্রাবলী মণিমন্দিরের দ্বার অলঙ্কৃত করতঃ বিরাজ করিতেছেন ॥

(অনন্তর মাধবী-কর্ত্তৃক উপাস্যমানা চন্দ্রাবলীর প্রবেশ।)

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি! এই দেখ আর্য্যপুত্র আসিতেছেন, অতএব সৌগন্ধিকপুষ্পের মালা আনয়ন কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (নিকটে গিয়া।)

দেবি! তুমি বিচিত্র পক্ষপাতবশতঃ সর্ব্বতোভাবে আমাকে আক্রমণ করিয়া মদীয় চিত্ত-সরোবরে রাজহংসীর ন্যায় বিরাজ করিতেছ ॥ ৪ ॥

চন্দ্রাবলী। (সাকূতং) মাহবি! জুত্তং বি ভণিদং সুণিঅ কিন্তি কিদ-স্মিদাসি ॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ! পসারিদ-ণিঅব্বদং বগীং সুমরিঅ হসামি ॥

কৃষ্ণঃ। হন্ত! কলিকুণ্ডল-তুণ্ডমাত্র-সর্ব্বস্বে, তমোময়ি মাধবিকে! বিরম্যতাং, ত্বয়োপরঞ্জিতুমশক্যেয়ং চন্দ্রাবলী ॥ (ইতি দেবীং পশ্যন্) ॥

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি! যুক্তমপি ভণিতং শ্রুত্বা কিমিতি কৃত-স্মিতাসি ॥

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! কাসরে প্রসারিত-নিজব্রতাং বকীং স্মৃত্বা হসামি ॥

কৃষ্ণ ইতি। হন্ত। কলিনা কলহেন কুণ্ডলং কণ্ডুতিযুক্তং তুণ্ডমাত্রং সর্ব্বস্বং, যস্যাস্তস্যাঃ সম্বোধনং, তমোময়ি ক্রোধরূপে! পক্ষে রাহুরূপে! তমস্তু রাহুঃ স্বর্ভানুঃ সৈংহিকেয়ো বিধুন্তুদ ইতি কোষঃ। উপরঞ্জিতুং বিকৃতিকর্ত্তুং। উপরাগো গ্রহো রাহুগ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ॥

চন্দ্রাবলী। (অভিলাষের সহিত) মাধবি! যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া হাস্য করিতেছ কেন? ॥

মাধবী। রাজকন্যে! সরোবরের মধ্যে স্বীয় ব্রত-বিস্তার-কারিণী বকীকে স্মরণ করিয়া হাসিতেছি ॥

শ্রীকৃষ্ণ। অহো! ক্রোধময়ি মাধবিকে! তোমার কলহ-কণ্ডুতিযুক্ত বদনমাত্রই সর্ব্বস্ব, অতএব ক্ষান্ত হও, তুমি চন্দ্রাবলীর স্বভাব বৈপরীত্য করিতে সমর্থ হইবা না ॥

(এই বলিয়া দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক।)

অপি নোচ্ছ্বসিতুং ক্ষমতে ক্ষণমপ্যন্যত্র-মম্মনঃ কাপি।
ত্বয়ি রতিধুরাং যদুচ্চৈর্বহতি গৌরববতীং গৌরি! ॥ ৫ ॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ! সহত্থেণ তুএ গন্থিদা এসা সুরসৌঅ-
ন্ধিঅমালা ॥

চন্দ্রাবলী। (মালামাদায়) অজ্জউত্ত! এসো কোত্থুহস্স
সহবাসিণী হোদু ॥
(ইতি বক্ষসি বিন্যস্যতি)॥

কৃষ্ণঃ।

উচ্ছ্বসিতুং শ্বাসমপি গ্রহীতুং ॥ ৫ ॥
মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে! স্বহস্তেন তয়া গ্রথিতা এষা সুরসৌগন্ধিকমালা ॥
চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যপুত্র! এষা কৌস্তুভস্য সহবাসিনী ভবতু ॥

গৌরি! আমার মন ক্ষণকালের নিমিত্তও তোমা ভিন্ন অন্যত্রে শ্বাস গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, কেবল তোমাতেই গৌরবভাববিশিষ্টা রতিভাব বহন করিতেছে ॥ ৫ ॥

মাধবী। রাজকন্যে! তুমি স্বহস্তে এই সুরসৌগন্ধিক-মালা গ্রন্থন করিয়াছ ॥

চন্দ্রাবলী। (মালা গ্রহণপূর্ব্বক) আর্য্যপুত্র! এই মালা গাছটী কৌস্তুভের সহবাসিনী হউক ॥
(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে সমর্পণ করিলেন)॥

শ্রীকৃষ্ণ।

সুন্দরাঙ্গি! ভবদীয়-মন্দিরে
মেদুরে মদুরসি স্রজং বিনা।
তথ্যমেব ভবিতুং ন কল্পতে
কৌস্তুভেন সহবাসিনী পরা ॥ ৬ ॥

চন্দ্রাবলী। (সলজ্জং নম্রী ভবতি) ॥

কৃষ্ণঃ। (পাণিমভিমৃশ্য সাদরং।)

তপস্বিনীং ধ্যানপরাং সমীক্ষিতুং
কৃতব্রতঃ সাম্প্রতমস্মিকামপি।
অহ্নায় তত্রানুমতিপ্রদানতঃ
সত্যান্বিতং কুঙ্কুম-গৌরি! মাং কুরু ॥

কৃষ্ণ ইতি। ভবদীয়-মন্দিরে ভবত্যা নিবাসস্থানে মদুরসি স্রজং বিনা পরা কৌস্তুভেন সহবাসিনী ভবিতুং ন কল্পতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ ইতি। (অভিমৃশ্য স্পৃষ্ট্বা।)

হে কুঙ্কুম-গৌরি! কামপি তপস্বিনীং যোগিনীং। পক্ষে, সন্তাপবতীং। ধ্যানপরাং সমাধিনিষ্ঠাং। পক্ষে, ধ্যানমেব পরমাভীষ্টসাধনং যস্যাস্তাং। সত্যান্বিতং তথ্যান্বিতং। পক্ষে, সত্যয়ান্বিতং ॥

সুন্দরাঙ্গি! তোমার নিবাসস্থান-স্বরূপ সুস্নিগ্ধ আমার বক্ষঃস্থলে মালা ব্যতিরেকে যথার্থই অন্য কেহ কৌস্তুভের উৎকৃষ্ট সহবাসিনী হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

চন্দ্রাবলী। (লজ্জার সহিত নত-বদন হইয়া রহিলেন) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (হস্ত ধারণপূর্ব্বক আদরের সহিত।)

হে কুঙ্কুম-গৌরি! সম্প্রতি আমি কোন ধ্যানপরা তপ-

চন্দ্রাবলী। জধাহি রোঅদি অজ্জউত্তস্স!॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) নিরাতঙ্কোঽস্মি, তন্ন বৃন্দাবনং প্রযামি॥
(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)॥

(প্রবিশ্য নববৃন্দা।)

নববৃন্দা। দেবি! তদিদং মণ্ডনকরণ্ডিকয়োর্যুগ্মং, এতয়োঃ প্রথমং প্রথিতেন দেব্যাশ্চিহ্নেনানুগতং, দ্বিতীয়স্তু সত্যভামায়াঃ॥

মাধবী। (স্বগতং) অহো! নত্তিণীকিদে ণিচ্চিদং সব্বুত্তমং

চন্দ্রাবলীতি। যথাভিরোচতে আর্য্যপুত্রায়!

স্বিনী কামিনীকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত ব্রত ধারণ করিয়াছি, অতএব সেই বিষয়ে শীঘ্র আমাকে অনুমতি প্রদান করিয়া সত্যান্বিত কর॥

চন্দ্রাবলী। আর্য্যপুত্র! আপনার যাহা অভিরুচি॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) যাহা হউক, নির্ভয় হইলাম, তবে এখন বৃন্দাবনে গমন করি॥

(এই বলিয়া প্রস্থান)॥

(নববৃন্দার প্রবেশ।)

নববৃন্দা। দেবি! এই দুইটী সেই অলঙ্কারের পেটিকা, ইহাদের মধ্যে প্রথমটী আপনার নামে চিহ্নিত, দ্বিতীয়টী সত্যভামার॥

মাধবী। (মনে মনে) বিশ্বকর্ম্মা আপনার নপ্ত্রীর জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহা উত্তম হইবে, তবে পরি-

কিদং হুবিস্সদি, তা পরিবট্টং কদুঅ ভট্টিদারিঅং দুদিএণ অলংকরিস্সং ॥

(প্রকাশং।)

ণঅবুন্দে ! দুবে চ্চেঅ মম সমপ্পেহি, অহং কির সচ্চাএ পেসইস্সং ॥

নববৃন্দা। (তথা করোতি) ॥

চন্দ্রাবলী। ন্হাদুং ঘরদীহিঅং গমিস্সং ॥

(ইতি সপরিজনা নিষ্ক্রান্তা) ॥

মাধবীতি। আত্মনো নপ্ত্রীকৃতে নিশ্চিতং সর্ব্বোত্তমং কৃতং ভবিষ্যতি, তং পরিবর্ত্তিতং কৃত্বা ভর্ত্তৃদারিকাং দ্বিতীয়েনালঙ্করিষ্যামি ॥

নববৃন্দে ! দ্বয়মেব মহ্যং সমর্পয়, অহং কিল সত্যায়ৈ প্রেষয়িষ্যামি ॥

নববৃন্দেতি। (দ্বে মাধবী হস্তে সমর্পয়তীত্যর্থঃ) ॥

চন্দ্রাবলীতি। স্নাতুং গৃহদীর্ঘিকাং গমিষ্যামি ॥

বর্ত্তন করিয়া দ্বিতীয় পেটিকাদ্বারা রাজকন্যাকে অলঙ্কৃত করিব ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

নববৃন্দে ! দুইটী পেটিকাই আমাকে সমর্পণ কর, আমি নিশ্চয় সত্যার নিকট পাঠাইয়া দিব ॥

নববৃন্দা। (তাহাই করিলেন) ॥

চন্দ্রাবলী। স্নানের নিমিত্ত গৃহদীর্ঘিকায় গমন করিব ॥

(এই বলিয়া পরিজনবর্গের সহিত প্রস্থান) ॥

নববৃন্দা। বৃন্দাটবীমভিষেকয়িতুং সাম্প্রতমৃতুরাজো ময়া দত্ত-শুভ-মুহূর্ত্তোঽস্তি, ততস্তত্র গচ্ছামি॥

(ইতি পরিক্রান্তা)॥

(নেপথ্যে।)

ক্রীড়োৎসবায় নিবিড়ে নবপুষ্প-বপ্রে
সপ্রেয়সীং পদবিহারমিহার্পয়ন্তং।
দেবং বিলোক্য যুগপন্নিজয়া সমৃদ্ধ্যা
সম্বর্দ্ধিনোঽত্র কুতুকাদৃতবোঽবতেরুঃ॥

নববৃন্দা। কথমসৌ জগন্মোহন-বস্তবেশঃ সুষ্ঠু নববৃন্দাটবীং কৃতার্থয়ন্ প্রসাধিতাং রাধিকামনুসর্পতি॥

নববৃন্দেতি। ঋতুরাজো বসন্তঃ। দত্তঃ শুভো মুহূর্ত্তো যস্মৈ সঃ॥

(নেপথ্যে।) পুষ্পাণাং বপ্রে কেদারে। বপ্রঃ পিতরি-কেদারে ইতি কোষঃ॥

নববৃন্দা। বৃন্দাটবীকে অভিষেক করাইবার জন্য সম্প্রতি আমি বসন্তকে শুভ সময়ে সমর্পণ করিয়াছি, তবে এখন সেই স্থানেই গমন করি॥

(এই বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন)॥

(বেশগৃহে।)

ক্রীড়োৎসব নিমিত্ত এই নিবিড় নবপুষ্প-ক্ষেত্রে প্রিয়াগ্রে পাদবিহারার্পণকারি দেবকে অবলোকন করিয়া ঋতু-সকল কৌতুকনিবন্ধন এককালীন স্বীয় সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া অবতরণ করিয়াছে॥

নববৃন্দা। এই জগন্মোহন্-বস্তবেশ সুন্দররূপে নববৃন্দাবনকে

(পুনরবেক্ষ্য সবিস্ময়ং।)
আতন্বন্ কলকণ্ঠনাদমতুল-স্তম্ভশ্রিয়োজ্জৃম্ভিতো
ভূয়িষ্ঠোচ্ছলিতাঙ্কুরঃ ফলিতবান্ স্বেদাম্বু-মুক্তাফলৈঃ।
উদ্যদ্বাষ্পমরন্দভাগবিচলোপ্যুৎকম্পবান্ বিভ্রমৈঃ
রাধামাধবয়োর্বিরাজতি চিরাদুল্লাসকল্পদ্রুমঃ ॥ ৭ ॥
(ততঃ প্রবিশতি যথা-নির্দ্দিষ্টৌ রাধামাধবৌ।)

নববৃন্দেতি। আতন্বনিতি। কলো গদ্গদলক্ষণো যঃ কণ্ঠনাদস্তং। পক্ষে, কোকিলনাদং। অতুল যা স্তম্ভশ্রীস্তয়া। স্তম্ভো হৃণাঃজড়ীভাবাবিতি কোষঃ। অঙ্কুরো নবীনোদ্ভিৎ। অঙ্কুরোঽপি নবোদ্ভিদীত্যমরঃ। পক্ষে, রোমাঞ্চঃ। স্বেদাম্বুনি মুক্তাফলানীব। পক্ষে, স্বেদাম্বুনীব মুক্তাফলানি তৈঃ। বাষ্পমরন্দেতি পূর্ব্ববৎ। বিভ্রমৈর্বিলাসৈঃ। পক্ষে, বীণাং পক্ষিণাং ভ্রমৈঃ ॥ ৭ ॥

কৃতার্থ করিতে করিতে অলঙ্কৃতা শ্রীরাধার নিকট যাইতেছেন কেন ? ॥
(পুনর্ব্বার অবলোকনপূর্ব্বক বিস্ময়ের সহিত।)
আহা ! যাহাতে গদ্গদ কণ্ঠনাদই কোকিলধ্বনি-স্বরূপ, যাহাতে অতুল স্তম্ভসম্পত্যই বৃদ্ধিশীল, যাহাতে প্রচুরতর লোমাঞ্চই উদ্গত অঙ্কুরতুল্য, যাহাতে ঘর্ম্মাম্বুই মুক্তাফল সদৃশ, যাহাতে উদ্গত বাষ্পই মকরন্দস্বরূপ এবং যাহা অবিচল হইলেও বিভ্রমসহকারে কম্পান্বিত, চিরকালের পর সেই শ্রীরাধামাধবের ভাবোল্লাসরূপ কল্পবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে ॥৭॥
(অনন্তর যথা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রীরাধামাধবের প্রবেশ।)

মাধবঃ।

তবাত্র পরিমৃগ্যতা কিমপি লক্ষ্ম সাক্ষাদিয়ং
ময়া ত্বমুপসাদিতা নিখিললোক-লক্ষ্মীরসি।
যথা জগতি চঞ্চতা চনকমুষ্টিসম্পত্তয়ে
জনেন পতিতা পুরঃ কনকবৃষ্টিরাসাদ্যতে ॥ ৮ ॥

নববৃন্দা। (রাধামবেক্ষ্য) হন্ত হন্ত!

আলোকে কমলেক্ষণস্য সজলাসারে দৃশৌ ন ক্ষমে
নাশ্লেষে কিল শক্তিভাগিতি পৃথু-স্তম্ভাভুজাবল্লরী।
বাণী-গদ্গদ-কুণ্ঠিতোত্তরবিধৌ নালং চিরোপস্থিতে
বৃত্তিঃ কাপি বভুব সঙ্গমনয়ে বিঘ্নঃ কুরঙ্গীদৃশঃ ॥ ৯ ॥

মাধব ইতি। সাদিতা প্রাপ্তা। চঞ্চতা ভ্রমতা ॥ ৮ ॥

নববৃন্দেতি। আলোকে ইতি। ন ক্ষমে ন ভবতঃ। নালং ন সমর্থাঃ। সঙ্গমনয়ে সঙ্গমনীতৌ ॥ ৯ ॥

মাধব।

প্রিয়ে! যেমন কোন ব্যক্তি চনকমুষ্টি প্রত্যাশায় জগতে ভ্রমণ করিতে করিতে কনকবৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় আমি তোমার কোন চিহ্ন অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ত্রিভুবনের লক্ষ্মীরূপা তোমাকে লাভ করিলাম ॥ ৮ ॥

নববৃন্দা। (শ্রীরাধাকে অবলোকনপূর্ব্বক) হা কষ্ট হা কষ্ট!

কমলোচন শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেও নেত্রদ্বয় জলধারায় পরিপূর্ণ হইয়া কোনক্রমে অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছে না, আলিঙ্গনে শক্তিমতী হইয়াও ভুজবল্লী

কৃষ্ণঃ। (রাধামভিসৃত্য।)

স্বান্তং হন্ত ! মমান্তরীণ-বিরহজ্বালা-জটালং ক্ষণা-
দুৎকণ্ঠা নিকুরম্বচুম্বিতমিদং কুম্ভস্তনি ! ক্ষুভ্যতি।
তেনাস্তর্নববিভ্রম-স্তবকিনীং দৃষ্টিং সুধা-স্যন্দিনীং
ভ্রাম্যদ্ভঙ্গুর-চিল্লি-লাস্যলহরী সম্বাধমুত্তম্ভয় ॥ ১০ ॥

রাধা। (সত্রপং) ণঅবৃন্দে ! ণিচ্চিদং এসো সিবিণো
জ্জেব্বং, জং বারং বারং এব্বং সোকৃখসাঅরে কৃখণং

কৃষ্ণ ইতি। স্বান্তমিতি। ইদং মম স্বান্তং অন্তরীণ-বিরহজ্বালা-জটাযুক্তং সৎ ক্ষুভ্যতি। ভ্রাম্যন্তী ভঙ্গুরা যা চিল্লিভ্রূর্লতা তস্যা লাস্যলহরী-নর্তনপরম্পরা তয়া সম্বাধং সংযুক্তং যথা স্যাত্তথা দৃষ্টিমুত্তম্ভয়োত্থাপয় ॥ ১০ ॥

রাধেতি। নববৃন্দে। নিশ্চিতং এষ স্বপ্ন এব, যৎ বারম্বারং সৌখ্যসাগরে

গুরুতর স্তম্ভভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অক্ষম হইতেছে এবং গদগদ-কণ্ঠ হওয়াতে বাণী আর উত্তর প্রদান করিতে পারিতেছে না, হায় ! চিরকালের পর, সঙ্গমনীতি উপস্থিত হইলেও হরিণাক্ষীর এ কোন অপূর্ব্ব বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল ! ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধার নিকটে গমনপূর্ব্বক।)

হে কুম্ভস্তনি ! আমার মন আন্তরিক বিরহজ্বালা-জটাযুক্ত ও ক্ষণকাল পরেই উৎকণ্ঠাসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া ক্ষুব্ধ হইতেছে, অতএব তুমি অন্তর্নববিলাসে স্তবকিত এবং সুধা-ক্ষরণী দৃষ্টিকে ভ্রাম্যমান ভ্রূভঙ্গবিলাসযুক্ত করিয়া একবার আমার প্রতি উত্তোলিত কর ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধা। (লজ্জার সহিত) নববৃন্দে। নিশ্চয় ইহা স্বপ্নই

ণিমজ্জিঅ পুণো পুণো পবুদ্ধাএ কেত্তিঅং মএ মুক্ককণ্ঠং
ণ কৃখু কন্দিদং অত্থি ॥

নববৃন্দা। সখি! খেদনিদ্রান্তরাৎ প্রবুদ্ধাসি, তদত্রাবধেহি ॥

অচণ্ড কিরণদ্যুতি-দ্রুতমৃগাঙ্ক-কান্তাচল-
স্খলত্তরল-সারণী শত-বিস্তীর্ণবৃক্ষোৎসবা।
বিকস্বর-সরোজিনী-পরিমলান্ধ-ভৃঙ্গাবলী
সলীল-বিরুতৈরিবাহ্বয়তি নব্যবৃন্দাটবী ॥ ১১ ॥

ক্ষণং নিমজ্য পুনঃ পুনঃ প্রবুদ্ধয়া কিয়ৎ ময়া মুক্তকণ্ঠং, ন খলু ক্রন্দিতমস্তি ॥

নববৃন্দেতি। খেদ এব নিদ্রান্তরস্তস্মাৎ, অচণ্ডকিরণশ্চন্দ্রস্তস্য দ্যুত্যা দ্রুতো দ্রবীভূতো যো মৃগাঙ্ক-কান্তাচলঃ, চন্দ্রকান্তমণি-পর্ব্বতস্তস্মাৎ স্খলন্ত্যঃ তরলো যাঃ সারণ্যঃ ক্ষুদ্র-কৃত্রিম-জলপ্রবাহাস্তাসাং শতেন বিস্তীর্ণো বৃক্ষেষু উৎসবো যস্যাং সা। বিকস্বরা যা সরোজিনী কমলিনী তস্যাঃ পরিমলেন সৌরভ্যেনান্ধায়া ভৃঙ্গাবলী তস্যাঃ সলীলানি যানি বিরুতানি তৈঃ। অর্থাদস্মানাহ্বয়তি ॥ ১১ ॥

বটে, যে হেতু বারম্বার এইরূপ সখ্যসাগরে ক্ষণকাল নিমগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করত কিঞ্চিৎ মুক্তকণ্ঠ হইয়াছিলাম, কিন্তু রোদন করি নাই ॥

নববৃন্দা। সখি! গুরুতর খেদ-নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াছ, অতএব মনোযোগ কর ॥

এই নববৃন্দাটবী চন্দ্র-চন্দ্রিকা স্পর্শে দ্রবীভূত চন্দ্রকান্ত-মণি পর্ব্বত হইতে স্খলিত ক্ষুদ্র-কৃত্রিম শত শত স্রোতস্বতী-পরিবৃত বৃক্ষগণের উৎসববিশিষ্টা কমলিনী-সৌরভান্ধ ভৃঙ্গ-

কৃষ্ণঃ। নববৃন্দে! সাধু সাধু, স্ফুটমভূতপূর্ব্বিস্তোষিত-প্রাতি-
স্বিক-পরিবারাণামৃতূনাং সন্নিপাতঃ কল্পিতঃ॥

নববৃন্দা। সখি রাধে! পশ্য পশ্য,

ধৃত-নীলকণ্ঠতুষ্টিঃ সুমনোদ্যোতেন তারকোল্লঙ্ঘী।
স্ফুরিতঃ শৈলভুবোহঙ্কে পশ্য বিশাখায়তে শাখী॥ ১২॥

রাধা। (সোৎসুক্য মাত্মগতং) হা! কহিং বিসাহা মে
পিঅসহী?॥

কৃষ্ণ ইতি। তোষিতাঃ প্রাতিস্বিকাঃ স্বীয়ঃ স্বীয়াঃ পরিবারা যৈস্তেষাং। সন্নিপাতো মিশ্রীভাবঃ। সন্নিপাতস্ত সঙ্কুল ইত্যমরঃ॥

নববৃন্দেতি। নীলকণ্ঠঃ হরো ময়ূরশ্চ। সুমনঃ পুষ্পং সুষ্ঠু মনশ্চ তারকা নক্ষত্রং তারকোহসুরশ্চ। শৈলভুবো পর্ব্বতভূমিঃ পার্ব্বতী চ। বিশাখঃ কার্ত্তিক ইবাচরতি বিশাখায়তে শাখী মহীরুহঃ বিশাখঃ শিখিবাহন ইত্যমরঃ॥ ১২॥

রাধেতি। হা! কুত্র বিশাখা মে প্রিয়সখী?॥

বৃন্দের সবিলাস শব্দসমূহ-দ্বারা তোমাদিগকেই যেন আহ্বান করিতেছে॥ ১১॥

শ্রীকৃষ্ণ। নববৃন্দে! সাধু সাধু, যে সকল ঋতু স্বীয় স্বীয় পরিবারবর্গকে অপূর্ব্ব সন্তুষ্ট করিয়াছে, তুমি সেই সকলের একত্র সংযোজন করিলা॥

নববৃন্দা। সখি রাধে! দেখ দেখ,

গোবর্দ্ধনপর্ব্বতোপরি শাখাহীন এই ময়ূরের তুষ্টি ধারণ করত পুষ্প-ছটায় তারকা সকলকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে, অবলোকন কর॥ ১২॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) নূনং নববৃন্দাগিরা স্মারিত-বিশাখা সখ্যেয়ং দুর্ম্মনায়তে, ততস্তাং বর্ণয়ামি ॥

(প্রকাশং।)

প্রিয়ে! ক্ষণমদ্ভুতমাকর্ণ্যতাং, সাম্প্রতমহং সুরসৌগন্ধিকমাহরিষ্যন্ পাণ্ডবেন সহ খাণ্ডবাটবীং প্রাবিশং, তত্র মৃগানাহিণ্ডতো গাণ্ডীবিনঃ শ্যেনাভ্যাং নিগৃহীতয়োঃ পক্ষিণোরেকঃ প্রাহ, হা সখে কীর! রাধিকায়াঃ কন্দ-

কৃষ্ণ ইতি। তস্যা বৃত্তং কথয়ামীত্যর্থঃ ॥

তত্রেতি। আহিণ্ডতঃ অন্বিষ্যতঃ। গাণ্ডীবিনঃ অর্জ্জুনস্য। কন্দস্য সত্রং সদা দানস্থানং তস্মিন্। সত্রমাচ্ছাদনে যজ্ঞে সদা দানে বনেঽপি চেত্যমরঃ।

শ্রীরাধা। (ঔৎসুক্যের সহিত মনে মনে) হায়! আমার প্রিয়সখী বিশাখা কোথায়! ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) নিশ্চয় নববৃন্দার বাক্যে বিশাখা-সখীকে স্মরণ হওয়ায় এই শ্রীরাধা দুর্ম্মনা হইয়াছেন, যাহা হউক এখন বিশাখার বৃত্তান্ত বর্ণন করি ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

প্রিয়ে! ক্ষণকাল অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর, সম্প্রতি আমি সুরসৌগন্ধিক-পুষ্প আহরণ জন্য অর্জ্জুনের সহিত খাণ্ডববনে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তথায় গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন মৃগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, হঠাৎ দুইটী বাজ-পক্ষী আসিয়া দুইটী পক্ষীকে আক্রমণ করায় ঐ নিগৃহীত পক্ষিদ্বয়ের মধ্যে একটী বলিল, সখে কীর! (সখে শুকপক্ষি!) শ্রীরাধার কন্দ-যজ্ঞে

সত্রে ন ময়া পুনরাস্বাদনীয়ানি নবীন-কলানিধি-সপিণ্ডানি বিসকাণ্ডানি ॥

শুকঃ প্রাহ, হন্ত! সখে মরাল! রাধিকায়াঃ ফলসত্রে রঙ্গায় মে বক্রাঙ্গারকবিড়ম্বীনি নাগরঙ্গাণি ন ভাবীনি ॥

রাধা। (সাদ্ভুতং) তদো তদো? ॥

কৃষ্ণঃ। ততস্তদাকর্ণনাদুৎসুকেন ময়া পক্ষিণৌ বিমোক্ষ্য

নবীনা যে কলানিধয়শ্চন্দ্রনসম্ভেষাং সপিণ্ডানি সদৃশানি সপিণ্ডস্ত সনাভয় ইতি কোষঃ। সপিণ্ডানি সদৃশানি। বিসকাণ্ডানি মৃণালখণ্ডানি ॥

শুক ইতি। হে সখে মরাল! (রাজহংস!) বক্রাঙ্গারকো বক্রীভূত মঙ্গল-গ্রহস্তস্থ বিড়ম্বীনি। বক্রাঙ্গারয়োঃ মঙ্গলস্য স্থূলত্ব রক্তত্বয়োঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ। নাগ-রঙ্গাণি নারঙ্গ ইতি খ্যাতোক্তিঃ ॥

কৃষ্ণ ইতি। বিমোক্ষ্য শ্যেনাভ্যাং মোচয়িত্বা ॥

আমি পুনর্ব্বার আর নূতন চন্দ্র-সদৃশ মৃণালখণ্ড-সকল ভোজন করিতে পাইলাম না ॥

ইহা শুনিয়া শুক বলিল, হা সখে রাজহংস! শ্রীরাধার ফলসত্রে বক্র অঙ্গারক-বিড়ম্বি অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহ অপেক্ষা লোহিতবর্ণ নাগরঙ্গফল আর দেখিতে পাইব না ॥

শ্রীরাধা। (আশ্চর্য্যের সহিত) তার পর তার পর? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। তাহার পর আমি সেই কথা শুনিয়া উৎসুকসহকারে ঐ পক্ষী দুইটীকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, পরে-

পর্য্যটন্তা কাচিৎ প্রশান্তাকৃতির্জরতী দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ, হন্ত! কা ত্বমসীতি?॥

তয়োক্তং পতত্রিভ্যঃ সত্রীকৃতেয়ং, যা তপঃ প্রভাবাদাবির্ভূতেন সুগন্ধিনা সুরসৌগন্ধিকবৃন্দেন পূর্ণা দীর্ঘিকা, সুধামৃষ্টেন সুষ্ঠু ফলমণ্ডলেন বাটিকা চ, তয়োঃ পালিকাস্মি পুলিন্দী॥

ততশ্চাহং মপৃচ্ছং, কেন সত্রং কৃতমিদং?॥

সা প্রাহ, কয়াচিত্তপোধনয়া, যা খলু সমাপিতোদাবাসব্রতা রাধাভীষ্টসাধনং নাম বন্যব্রতমারব্ধবতী॥

অসত্রং সত্রং ক্রিয়তে যা সা সত্রীকৃতা

পর্য্যটন করিতে করিতে কোন এক প্রশান্তাকৃতি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হায়! তুমি কে?॥

তাহাতে বৃদ্ধা উত্তর করিল, তপস্যার প্রভাবে আবির্ভূত সুরসৌগন্ধিকসমূহে পরিপূর্ণা এই যে দীর্ঘিকা এবং অমৃতপূর্ণ মনোহর ফলবিশিষ্টা এই যে বৃক্ষবাটিকা পক্ষিদিগের যজ্ঞস্বরূপ হইয়াছে, আমি এই দুইয়ের পালিকা পুলিন্দী॥

তাহার পর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যজ্ঞ কে করিয়াছে?॥

তাহাতে সে বলিল, কোন তপস্বিনী, যিনি জলমধ্যে বাসরূপ ব্রত সমাপন করিয়া শ্রীরাধার অভীষ্টসাধন নামক বন্যব্রত আরম্ভ করিয়াছেন॥

রাধা। তদো তদো ॥

কৃষ্ণঃ। ততশ্চ তয়োদ্দিষ্টং গিরিগহ্বরং জিহানস্য,—

শবল-রুচিনা সম্বীতাঙ্গী-মহীরুহচর্ম্মণা
মলিনিত-তনুর্ধূলীজালৈর্জটাল-শিরোরুহা।
কমল-মণিভিঃ কৢপ্তাং মালামুদীর্য্য করাম্বুজে
মম নয়নয়োঃ কাচিদ্বীথীমবাপ তপস্বিনী ॥ ১৩ ॥

সা চ সমুদ্বীক্ষ্য সদ্যঃ পরিক্রোশমারব্ধরোদনা লুপ্তবর্ণ-পদমবাদীৎ,—

রাধেতি। ততস্ততঃ ॥

কৃষ্ণ ইতি। তয়া বৃন্দয়োদ্দিষ্টং দর্শিতং জিহানস্য গচ্ছতো মম,—

শবলং মলদূষিতমিত্যমরাৎ। শবলা রুচির্যস্য তেন মহীরুহচর্ম্মণা বল্কলেন। জটালা জটাযুক্তাঃ কেশাঃ যস্যাঃ। কমলমণিভিঃ পদ্মরাগমণিভিঃ। উদীর্য্য ধৃত্বা। বীথীং পদ্ধতিং ॥ ১৩ ॥

সাচেতি। লুপ্তবর্ণপদং সগদ্গদং যথা-স্যত্তথা ॥

শ্রীরাধা। তার পর, তার পর ? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। তাহার পর বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে তপস্বিনী কোথায় ? তাহাতে ঐ বৃন্দা আমাকে গিরিগুহা দেখাইয়া দিলে আমি তথায় গিয়া দেখিলাম;—

মল-দূষিত বৃক্ষত্বক্ পরিধান, ধূলিধূসরিত তনু ও জটিল-কেশী এক জন তপস্বিনী পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত মালা হস্তাগ্রে ধারণ করিয়া আমার নেত্রদ্বয়ের পথে উপস্থিত হইলেন ॥১৩॥

হা গোকুলেন্দ্রনগরী-যুবরাজলীল !
হা বল্লবী-হৃদয়পঙ্কজ-চঞ্চরীক ! ।
হা রাধিকা-কুচকুরঙ্গ-মদাঙ্গরাগ !
ভূয়োঽপি হা ! মম দৃশোঃ পদবীং গতোঽসি ॥ ১৪ ॥

ততশ্চ সুষ্ঠু বিস্মিতেন ময়া কাসীতি সগদ্গদং পৃষ্টয়া তয়োক্তং, হা নাথ ! কিঙ্করী তে হতাশা বিশাখাস্মীতি ॥

রাধা। হদ্ধী হদ্ধী ! হা পিঅসহি বিসাহে ! হদম্হি মন্দ-ভাইণী ॥

কুরঙ্গমদঃ কস্তুরী ॥ ১৪ ॥
রাধেতি। হা ধিক্ ধিক্। হা প্রিয়সখি বিশাখে ! হতাস্মি মন্দভাগিনী ॥

অনন্তর তিনি আমাকে দেখিয়া সশব্দে রোদন আরম্ভ করত গদ্গদস্বরে কহিলেন,—

হা গোকুলেন্দ্র-নগরী-যুবরাজ-লীলাশালিন্ ! হা বল্লবী-হৃদয়-কমল ! হা শ্রীরাধা-কুচকুরঙ্গ-কস্তুরিকাঙ্গরাগ ! হায় ! পুনর্ব্বার তুমি কি আমার নেত্রদ্বয়ের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলা ! ॥ ১৪ ॥

অনন্তর আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে ? তাহাতে তিনি গদ্গদস্বরে বলিলেন, হা নাথ ! আমি তোমার সেই হতভাগিনী দাসী বিশাখা ॥

শ্রীরাধা। হা ধিক্ হা ধিক্ ! হা প্রিয়সখি বিশাখে ! এই মন্দভাগিনী শ্রীরাধা তোমার জন্য মৃতপ্রায় হইতেছে ॥

কৃষ্ণঃ।

উষ্ণৈস্তুষারৈশ্চ দৃগম্বুপূরৈঃ
সিঞ্চন্নহং কিঞ্চন পীতচেলং।
ক্ষণং বিশাখার্পিত-পূর্ব্বকায়ঃ
শূন্যান্তরঃ স্থাণুরিবাবতস্থে॥ ১৫॥

ততশ্চ—

তামাশ্বস্য ক্ষমার্থী তে ক্ষামাঙ্গীং ক্ষেমবার্ত্তয়া।
প্রাবেশয়ং সুবেশাঢ্যাং কুশলেন কুশস্থলীং॥ ১৬॥

রাধা। (সোৎকণ্ঠং) সুন্দর। বন্দিজ্জসি, দংসেহি বিশাহং॥

কৃষ্ণ ইতি। উষ্ণৈঃ শীতলৈশ্চ বিষাদ হর্ষোদ্ভবৈঃ॥ ১৫॥

ততশ্চেতি। ক্ষমার্থী তস্যাঃ শান্তিপ্রার্থকোঽহং তে ক্ষেমবার্ত্তয়া তাং বিশাখামাশ্বাস্য কুশস্থলীং দ্বারকাং ক্ষামাঙ্গীং কৃশাঙ্গীং প্রাবেশয়ং॥ ১৬॥

রাধেতি। সুন্দর। বন্দ্যসে, দর্শয় বিশাখাং॥

উষ্ণ ও শীতল নয়নজলসমূহদ্বারা আমি পীতবসনকে কোনরূপে সেচন করতঃ বিশাখাতে পূর্ব্ব-শরীর সমর্পণপূর্ব্বক শূন্য-হৃদয়ে শুষ্ক-বৃক্ষের ন্যায় অবস্থিত হইয়া রহিলাম॥ ১৫॥

তাহার পর—

আমি তাহার কুশল-ইচ্ছায় তোমার কল্যাণবার্ত্তাদ্বারা আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক ঐ কৃশাঙ্গী বিশাখাকে সুসজ্জিত করিয়া দ্বারকা-নগরীতে প্রবেশ করাইয়াছি॥ ১৬॥

কৃষ্ণঃ। (নববৃন্দা-মুখমীক্ষতে।)

নববৃন্দা। সখি! বর্ণিতং মে বিশাখয়া, হন্ত! তাতস্য নিদেশেন হতাস্মি, যেন যাবৎ স্যমন্তক-বিপ্রয়োগং প্রিয়সখ্যাঃ প্রেক্ষণায় নিষিদ্ধাস্মি, তান্নিজ-নির্ঝরমেব বিশামীতি ॥

রাধা। সচ্চং সচ্চং, অম্মাএ সণ্ণাএবি মে কধিদং, বচ্ছে রাহি! সমন্তঅম্মি তুহ হত্থং গদে সব্বাহীট্ঠসিদ্ধী হুবিস্সদিত্তি ॥

নববৃন্দেতি। হন্তেতি। তাতস্য সূর্য্যস্য। যেন তাতেন। বিপ্রয়োগং বিয়োগোত্তীত্যর্থঃ। নিজ-নির্ঝরং নববৃন্দাবনস্থ-কালিন্দী-নির্ঝরং ॥

রাধেতি। সত্যং সত্যং, অম্বয়া সংজ্ঞয়াপি মে কথিতং, বৎসে রাধে! স্যমন্তকে তব হস্তং গতে সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবিষ্যতীতি ॥

শ্রীরাধা। (উৎকণ্ঠার সহিত) সুন্দর। বন্দনা করি, বিশাখাকে অবলোকন করান ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (নববৃন্দার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন) ॥

নববৃন্দা। সখি! বিশাখা আমাকে বলিয়াছেন, হায়! পিতার আজ্ঞায় আমি হত হইলাম, পিতা সূর্য্যদেব আমাকে নিষেধ করিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত স্যমন্তকমণির বিচ্ছেদ থাকিবে, তাবৎ তুমি আপনার প্রিয়সখীকে দর্শন করিবা না, এ কারণ আমি স্বীয় নির্ঝরেই অর্থাৎ পর্ব্বত-ঝরণাতেই বাস করিতেছি ॥

শ্রীরাধা। সত্য সত্য, মাতা সংজ্ঞাও আমাকে বলিয়াছেন,

নববৃন্দা। দেব! পশ্য পশ্য,

স্মিতং বাসন্তীভির্গিরিধর! শিরীষৈঃ কুসুমিতং,
কদম্বৈরুৎফুল্লং, হসিতমভিতো জাতিভিরলং।
উদীর্ণং পর্ণাসৈঃ, কলয় ফলিনীভির্মুকুলিতং,
মুহুর্মধ্বাদীনাং স্ফুরতি যুগপদ্বৈভবমিদং ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! পশ্য পশ্য,

নববৃন্দেতি। বাসন্তীভিরিতি বসন্তস্য। শিরীষৈরিতি গ্রীষ্মস্য। কদম্বৈরিতি বর্ষাণাং। জাতিভিরিতি শরদঃ। পর্ণাসৈরিতি হেমন্তস্য। ফলিনীভিরিতি শীতস্য প্রবেশো দর্শিতঃ। বাসন্তী মাধবীলতা। জাতী সপ্তলা। পর্ণাসো জম্বীরবিশেষঃ। ফলিনী শ্যামলতা। জম্বীরোপ্যথ পর্ণাসে কঠিঞ্জরকুঠেরকাবিত্যমরঃ ॥ ১৭ ॥

বৎসে রাধে! স্যমন্তকমণি যখন তোমার হস্তগত হইবে, তখন তোমার সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে ॥

নববৃন্দা। দেব! দেখুন দেখুন,

হে গিরিধর! বাসন্তী অর্থাৎ মাধবীলতা-সকল ঈষৎ হাস্যান্বিত, শিরীষ-সকল কুসুমিত, কদম্ব-সকল উৎফুল্ল, জাতি অর্থাৎ চামেলী-সকল প্রহসিত, জম্বীর-সকল উদ্গত এবং ফলিনী অর্থাৎ প্রিয়াঙ্গুবৃক্ষ-সকল মুকুলিত হইয়া বারম্বার বসন্তাদি ঋতু-সকলের সম্পদ একক়ালীন প্রকাশ করিতেছে ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! দেখ দেখ,

ক্বচিদ্ধ্বনতি কোকিলঃ স্বনতি হন্ত! ঝিল্লী ক্বচিৎ
ক্বচিন্নটতি চন্দ্রকী রটতি রাজহংসঃ ক্বচিৎ।
কিখী বিরৌতি ক্বচিৎ ক্বচন রৌতি হারীতকা
তনোতি সমিতির্মুদং মম পরাম্বৃতূনামসৌ ॥ ১৮ ॥

নববৃন্দা। দেব! পশ্য পশ্য,

কথঞ্চিদপি দস্তুরাৎ ফণিকুলস্য স্কন্ধাঞ্চলাৎ
পলায্য কৃত-মজ্জনঃ কমলভাজি-পম্পা-জলে।
প্রভুং ভুজগভোজিনো ননু পটীর-পৃথ্বীধরা-
স্তুবস্তুমিব সেবিতুং মরুদুপৈতি বৃন্দাবনং ॥ ১৯ ॥

ক্বচিদিতি। কৃষ্ণাগ্রে বসন্তাদীনাং প্রবেশং বর্ণয়তি ক্বচিদিত্যাদিনা। ঝিল্লী কীটবিশেষঃ। রটতি শব্দং করোতি। কিখী পক্ষিবিশেষঃ। সমিতিঃ সন্নিপাতঃ ॥ ১৮ ॥

নববৃন্দেতি। বাসন্তিকমনিলমালক্ষ্যাহ প্রক্রান্ত কথঞ্চিদিত্যাদি। পম্পা নদীবিশেষঃ। ভুজগভোজিনো শঙ্কচূড়স্য। পটীর পৃথ্বীধরাৎ চন্দনগিরেঃ ॥ ১৯ ॥

কোন স্থানে কোকিল শব্দ করিতেছে, কোন স্থানে ঝিল্লী-কীট রব করিতেছে, কোন স্থানে ময়ূর নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে রাজহংস শব্দ করিতেছে, কোন স্থানে কিখী-পক্ষী রব করিতেছে এবং কোন স্থানে হারীতকা-পক্ষী ধ্বনি করিতেছে, হায়! এইরূপে ঋতু-সকলের সন্নিপাত আমার পরম আনন্দ বিস্তার করিতেছে! ॥ ১৮ ॥

নববৃন্দা। দেব। দেখুন দেখুন,

পবন কথঞ্চিৎ সর্পকুলের দন্তুর স্কন্ধদেশস্বরূপ চন্দনপর্ব্বত হইতে পলায়নপূর্ব্বক কমলশালিনী পম্পা-নদীর জলে স্নান

কৃষ্ণঃ । (তরু-গুল্মাবলীমবলোক্য ।)

কদম্বাঃ ! ক্ষেমং বঃ শিবকুলমিতো হন্ত ! বকুলাঃ !
ফলিন্যঃ ! কল্যাণং, ভবিকমভিতঃ পীলু-তরবঃ !
অমান্দ্যং মাকন্দাঃ ! কিমবিকলতা পুণ্ড্রকলতা-
শ্চিরেণাসৌ যুষ্মানন্সুসরতি রাধা-সহচরঃ ॥ ২০ ॥

নববৃন্দা । দেব ! নবাভিসার-মন্দিরীকৃত-কন্দরোঽয়ংনন্দীশ্বর-গিরির্মুদমুদ্গিরতি ॥

কৃষ্ণ ইতি। ফলিন্য ইতি প্রিয়ঙ্গবঃ। মন্দস্য ভাবঃ মান্দ্যং ন মান্দ্যং অমান্দ্যং কুশল মিত্যর্থঃ। রাধাসহচরঃ রাধাসঙ্গী সন্ ॥ ২০ ॥

করিয়া আপনি যে ভুজগভোজি গরুড়ের প্রভু, ইহা জানিয়াই যেন আপনাকে সেবা করিতে বৃন্দাবনে আসিতেছে ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । (তরু ও লতা সকলকে অবলোকন করিয়া ।)

অহে কদম্ব সকল ! তোমাদের ত কুশল ? হে বকুল-তরুগণ ! তোমাদের ত এ স্থানে সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল ? হে প্রিয়ঙ্গু-সকল ! তোমাদের ত কল্যাণ ? হে পিলুবৃক্ষসমূহ ! তোমাদের ত সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ? হে আম্রবৃক্ষনিকর ! তোমাদের ত মঙ্গল ? হে মাধবীলতা-শ্রেণি ! তোমাদের ত ক্ষেম ? হায় ! চিরকালের পর এই শ্রীরাধা সহচর শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের অনুসরণ করিতেছে ॥ ২০ ॥

নববৃন্দা । দেব ! এই নন্দীশ্বর-গিরি স্বীয়-গুহাকে নবাভিসারের মন্দির-স্বরূপ করিয়া আনন্দ-উদ্গার করিতেছে ॥

কৃষ্ণঃ। (রাধাং পশ্যন্।)

কিমুত্তুঙ্গে ক্ষামোদরি! পরিচিনোষি ক্ষিতিভৃত-
স্তটান্তে তিষ্ঠন্তীং তরলদৃশমেতাং মৃগবধূং।
নিরাতঙ্কং যা তে মরকতময়ীং হারলতিকাং
যবস্তম্ব ভ্রান্ত্যাব্রতমতিরদাঙ্ক্ষীদনুপদং ॥ ২১ ॥

রাধা। কীস ণ পরিচিণিস্সং, এসা মহ পিঅসহী রঙ্গিণী ণাম
।।

কৃষ্ণঃ।

অধ্যাস্য যাং মুহুরলোকি ময়া বিশালা
কল্যাণি! বল্লব-কদম্বক-মল্ললীলা।

ইতি। ক্ষিতিভৃতঃ নন্দীশ্বর নাম পর্বতস্য। নিরাতঙ্কং নির্ভয়ং। অদাঙ্ক্ষীৎ অদশৎ। অনুপদং প্রতিক্ষণং ॥ ২১ ॥

রাধেতি। কস্মান্ন পরিচেষ্যামি, এষা মম প্রিয়সখী রঙ্গিণী নাম কুরঙ্গী ॥

কৃষ্ণ ইতি। অধ্যাস্য স্থিত্বা ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া।)

হে ক্ষীণোদরি! নন্দীশ্বরগিরির উচ্চতটে দণ্ডায়মানা চঞ্চলাক্ষী হরিণীকে কি চিনিতে পারিয়াছ? এই মৃগবধূই নির্ভয়ে তোমার মরকতমণিময়ী হারাবলীকে যবগুচ্ছ-ভ্রমে নিরন্তর দংশন করিত ॥ ২১ ॥

শ্রীরাধা। চিনিব না কেন? এ আমার রঙ্গিণী নামে প্রিয়সখী কুরঙ্গী ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

কল্যাণি! আমি যাহার উপর উপবেশন করিয়া নিরন্তর

সেয়ং বরোপলময়ী শরদভ্র-শুভ্রা
বিভ্রাজতে মদুপবেশ-বিলাসপীঠী ॥ ২২ ॥

রাধা। নববৃন্দে ! কো এসো পুপ্‌ফেহিং ণাঅকেসর-থবঅং বিড়ম্বেদি ॥

নববৃন্দা। সরলে ! কুব্জকোঽয়ং ॥

রাধা। (পুষ্পস্তবকমুদ্ধৃত্য পশ্যন্তী) হদ্ধী হদ্ধী ! এত্থ লীণো দুট্‌ঠ-ভ্রমরো চিট্‌ঠদি ॥
(ইতি সাধ্বসং নাটয়তি) ॥

রাধেতি। নববৃন্দে। ক এষ পুষ্পৈর্নাগকেশর-স্তবকং বিড়ম্বয়তি ॥
রাধেতি। হা ধিক্ ধিক্ ! অত্র লীনো দুষ্ট-ভ্রমরস্তিষ্ঠতি ॥

গোপ-কদম্বের মল্ললীলা নিরীক্ষণ করিতাম, সেই এই শুভ্র-পাষাণময়ী আমার উপবেশন-বিলাসের পীঠ বিরাজ করিতেছে ॥ ২২ ॥

শ্রীরাধা। নববৃন্দে ! পুষ্প-সকলদ্বারা নাগকেশর স্তবককে বিড়ম্বিত করিতেছে, এ কে ? ॥

নববৃন্দা। সরলে ! ইহার নাম কুব্জকবৃক্ষ ॥

শ্রীরাধা। (পুষ্প-স্তবক উত্তোলনপূর্ব্বক অবলোকন করিয়া।) হা ধিক্ হা ধিক্ ! এই পুষ্প-স্তবকে দুষ্ট-ভ্রমর লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে ॥
(এই বলিয়া ভয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন) ॥

কৃষ্ণঃ।

চকিত কুরঙ্গনয়নে! বিমুঞ্চ ভৃঙ্গেণ সঙ্গতং বিটপং।

কুব্জাঃ সুভ্রু! ভয়স্য প্রভবভূবং কিল ভুবি খ্যাতাঃ ॥২৩॥

নববৃন্দা। (স্বগতং) দেবস্য গিরমাকর্ণ্য সস্মিতমপাঙ্গং কূণয়ন্তী রাধিকেয়ং মামবলোকতে ॥

(প্রকাশং।)

সখি! স্বয়মেব পৃচ্ছ পুণ্ডরীকাক্ষং ॥

কৃষ্ণঃ। নববৃন্দে! নিরাতঙ্কমুচ্যতাং, কিন্তে সখী-বিবক্ষিতং ॥

কৃষ্ণ ইতি। বিটপং সপুষ্প-পল্লবং। কুব্জাবৃক্ষাঃ, ভয়স্য তদীয়-পুষ্পস্য, প্রভবভূব উৎপত্তিস্থানানি। ভয়ং কুব্জকপুষ্পে স্যাদিতি কোষঃ। ভয়ং প্রতিভয়ে আসে প্রস্থনে কুব্জকস্য চেতি নানার্থঃ ॥ ২৩ ॥

নববৃন্দেতি। কূণয়ন্তী বক্রয়ন্তী ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

চঞ্চল-হরিণাক্ষি! এই ভৃঙ্গসঙ্গত পুষ্পের সহিত শাখা ও পল্লব পরিত্যাগ কর, হে সুভ্রু! এই কুব্জবৃক্ষই ভয়ের (পুষ্পের) উৎপত্তি স্থান বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ॥ ২৩ ॥

নববৃন্দা। (মনে মনে) শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া এই শ্রীরাধা হাস্যসহকারে অপাঙ্গ বক্র করত আমাকে অবলোকন করিতেছেন ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

সখি! স্বয়ংই কমললোচনকে জিজ্ঞাসা কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ। নববৃন্দে! নির্ভয়ে বল, তোমার সখীর বিবক্ষিত কি? অর্থাৎ ইনি কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ॥

নববৃন্দা । দেব ! কুব্জাসঙ্গঃ খলু মধুসূদনস্য পরমানন্দমেব তুন্দিলয়তি, কথং নু ভয়মিতি ॥

কৃষ্ণঃ । (সস্মিতং) নববৃন্দে ! মুষা শঙ্কিনী তব সখী, পশ্য কুব্জাসঙ্গমনঙ্গী কুর্ব্বিম্ময়মাননামোদবাসিত-কাননামেনামেব ধাবতি ॥

রাধা । (সভয়ং) হন্ত হন্ত ! চঞ্চল-চঞ্চরীঅ ! চিট্ঠ চিট্ঠ, এসা লীলাকিমলেণ তাড়েমি তুমং ধিট্ঠং ॥

নববৃন্দেতি । কুব্জানামাসঙ্গঃ । পক্ষে, কুব্জায়াঃ সঙ্গঃ । মধুসূদনস্য ভ্রমরস্য কৃষ্ণস্য চ ॥

কৃষ্ণ ইতি । অয়ং মধুসূদনঃ ॥

রাধেতি । হন্ত হন্ত ! চঞ্চল-চঞ্চরীক ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, এষা লীলাকমলেন তাড়য়ামি ত্বাং ধৃষ্টং ॥

নববৃন্দা । দেব ! কুব্জার সঙ্গই মধুসূদনের (ভ্রমরের) পরমানন্দ বৰ্দ্ধিত করে, তবে ইহাতে আর ভয় কি ? ॥

শ্রীকৃষ্ণ । (হাস্যের সহিত) নববৃন্দে ! তোমার সখী মিথ্যা শঙ্কা করিতেছেন, দেখ, এই মধুসূদন কুব্জা-সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুখসৌগন্ধে কাননামোদকারিণী শ্রীরাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে ॥

শ্রীরাধা । (ভয়ের সহিত) হা কষ্ট হা কষ্ট ! অরে চঞ্চল-ভ্রমর ! তুই অতি ধূর্ত্ত, থাক্ থাক্, এই আমি তোকে ক্রীড়া-কমলের দ্বারা প্রহার করিতেছি ॥

কৃষ্ণঃ। পশ্য পশ্য,

পলাসে নোল্লাসং বহতি বিফলাং বেত্তি ফলিনীং
ন বাসং বাসন্ত্যাং শ্রয়তি কুমুদে যাতি ন মুদং।
মধূকে মাধ্বীকং ন ধয়তি নবং নৈতি লবলীং
মদেনাভূদন্ধস্তব বদনগন্ধান্মধুকরঃ ॥ ২৪ ॥

নববৃন্দা।

ভৃঙ্গারাস্তনুনির্ঝরৈর্বিটপিভিস্ত্রাতপত্রাবলী-
পল্যঙ্কা স্ফটিকৈরলঙ্কৃতিকুলং ধৌতোজ্জ্বলৈর্ধাতুভিঃ।

কৃষ্ণ ইতি। পলাসে কিংশুকে। ফলিনীং প্রিয়ঙ্গুং। লবলীং হলকলীতি নীচোক্তিঃ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ দেখ,

এই মধুকর তোমার বদন-গন্ধে অন্ধ হইয়া পলাসে আর উল্লাস প্রকাশ করিতেছে না, প্রিয়ঙ্গুকে বিফল বিবেচনা করিতেছে, বাসন্তীর বাসকে আশ্রয় করিতেছে না, কুমুদের প্রতি আর আমোদ নাই, মধূকে ও মাধ্বীকের প্রতি ধাবিত হইতেছে না এবং লবলীর প্রতি কিঞ্চিৎকালের জন্যও গমন করিতেছে না, হে প্রিয়ে! কেবল তোমার বদন-গন্ধনিবন্ধন-মদে অন্ধ হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

নববৃন্দা।

যে স্বীয়-দেহস্থ নির্ঝর-সকলদ্বারা ভৃঙ্গার অর্থাৎ জলপাত্র-বিশেষ, বৃক্ষসমূহদ্বারা ছত্র, স্ফটিকশিলা-সকলদ্বারা পর্য্যঙ্ক,

রত্নানাং নিকুরম্বকেন হরয়ে যেনার্পিতা দর্পণাঃ
সোঽয়ং রাজতি শেখরঃ শিখরিণাং গোবর্দ্ধনাখ্যো গিরিঃ ॥২৫

কৃষ্ণঃ ।

বিলসতি কিল সোঽয়ং পশ্য মত্তো ময়ূরঃ
শিখরভুবিনিবিষ্টস্তন্বি । গোবর্দ্ধনস্য ।
মুহুরমলশিখণ্ডং তাণ্ডবব্যাজতস্তে
ব্যকিরদুপহরন্ যঃ কর্ণপূরোৎসবায় ২৬ ॥

রাধা । তাণ্ডবিঅ-শিঅণ্ডিরাঅ ! চিরং বড্ঢেহি ॥

নববৃন্দেতি । ভূষাদি-দর্পণাস্তা হরয়েঽর্পিতাঃ সোঽয়ং গিরিরিত্যম্বয়ঃ ॥২৫॥
কৃষ্ণ ইতি । যো ময়ূরস্তে তুভ্যমমলশিখণ্ডমুপহর্ত্তুং তাণ্ডবব্যাজতশ্চিক্ষেপ সঃ ॥ ২৬ ॥
রাধেতি । তাণ্ডবিক-শিখণ্ডিরাজ ! চিরং বর্দ্ধস্ব ॥

বিশুদ্ধ উজ্জ্বল-প্রকৃতিক নামা আভরণ এবং রত্নসমূহদ্বারা দর্পণ প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়াছে, এই সেই পর্ব্বতচূড়ামণি গোবর্দ্ধন নামক গিরি শোভিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ।

প্রিয়ে কৃশাঙ্গি ! যে ময়ূর বারম্বার নৃত্যচ্ছলে তোমার কর্ণাগ্রের ভূষণ নিমিত্ত পুচ্ছ-সকল অর্পণ করিয়াছিল, এক্ষণে এই সেই মদমত্ত-ময়ূর গোবর্দ্ধনের শিখর-ভূমিতে ক্রীড়া করিতেছে, অবলোকন কর ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাধা । হে তাণ্ডবিক-শিখণ্ডিরাজ ! চিরকাল বর্দ্ধিত হও ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! স্মর্য্যতে কিম্ গোবর্দ্ধনতঃ কলিন্দজা পদবী॥
রাধা। কীস ণ সুমীরঅদি॥
(ইতি সংস্কৃতেন।)

অগ্রে চম্পক-চক্রমস্য পুরতো পুন্নাগবীথী ততো
জম্বূনাং নিকুরম্বকং তদভিতস্তুঙ্গা কদম্বাটবী।
ইত্যুচ্চৈর্ব্বরশাখিভিঃ পরিচিতৈরেভিঃ ক্রমাদাচিতং
কালিন্দীমুপতিষ্ঠতে গিরিতটাৎ পন্থাঃ প্রথীয়ানসৌ॥২৭॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) তদেহি পতঙ্গতনযাগমনযা পদব্যা প্রযামঃ॥

রাধেতি। কস্মান্ন স্মর্য্যতে॥

অগ্রে চেতি। অগ্র চম্পক-চক্রস্য। পুন্নাগো নাগকেশরঃ। নিকুরম্বং সমূহঃ। পরিচিতৈর্জ্ঞাতৈঃ। কালিন্দীতি দেশাধ্বেতি দ্বিতীয়া। উপতিষ্ঠতে উপস্থিতো ভবতি॥ ২৭॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! গোবর্দ্ধন হইতে যমুনায় যাইবার পথ কি স্মরণ আছে?॥

শ্রীরাধা। স্মরণ না হইবে কেন!॥

(এই বলিয়া সংস্কৃতভাষায়।)

অগ্রে চম্পকবৃক্ষ-সকল, তাহার অগ্রে পুন্নাগশ্রেণী, তৎপরে জম্বুবৃক্ষসমূহ, তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ কদম্ববন ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-সকলে ক্রমশঃ পরিচিত বিখ্যাত পথ গোবর্দ্ধন হইতে কালিন্দীতট পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে॥ ২৭॥

(ইতি সর্ব্বে তথা কুর্ব্বন্তি) ॥

নববৃন্দা।

ভ্রমলালিত-সলিলেয়ং

কমলাবলিভিঃ পুরঃ পরীত-ধারা।

অমলা যমস্য যামী

মমলাস্যং নেত্রয়োস্তনুতে ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ।

প্রীত্যা কুণ্ডলিতঃ কুলেন মরুতাং স্কন্ধঃ শিখণ্ডোৎকরৈ-

র্যেন স্পর্দ্ধিত-নেত্রমণ্ডরুচিভির্ভাণ্ডীরশাখীপুরঃ।

নববৃন্দেতি। ভ্রমণ লালিতঃ সলিলং যস্যাঃ সা। ভ্রমঃ ভ্রমণং ঘূর্ণা ইত্যর্থঃ। যামী স্বসৃকুলস্ত্রিয়োরিত্যমরঃ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ ইতি। প্রীত্যা প্রেম্না, নেত্রমণ্ডরুচিভিঃ স্পর্দ্ধিতা নেত্রসমূহস্য রুচি-

শ্রীকৃষ্ণ। (হাস্য করিয়া) তবে আইস, আমরা এই পথ দিয়া সূর্য্যপুত্রী যমুনার তটে গমন করি ॥

(এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন) ॥

নববৃন্দা।

আহা! এই বিশুদ্ধা যম ভগিনী যমুনা জলঘূর্ণা ও নির্ঝর-সকলে কমলশ্রেণীপরিব্যাপ্তা হইয়া আমার নেত্রদ্বয়ের আনন্দ বিধান করিতে লাগিলেন! ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

প্রিয়ে! অগ্রে অবলোকন কর, এই যমুনাতটবর্ত্তি ভাণ্ডীর-তরু প্রণয়-নিবন্ধন বায়ুসমূহে কুণ্ডলিত ও নয়ন-স্পর্দ্ধাকারি

বিভ্রাণঃ শতকোটি-মণ্ডিত-মহাশাখা-ভুজোদ্দণ্ডতাং
কালিন্দীতটমণ্ডলে বিটপিনামাখণ্ডলত্বং যযৌ ॥ ২৯ ॥

রাধা।

বদ্ধতরলরোলম্বা
বিসারিণা হারিগন্ধবিসরেণ।
কোমল-মল্লীপুঞ্জা
মঞ্জুলকুসুমা হরন্তি মে চিত্তং ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ। (তদেব বদ্ধতরলেত্যাদি পঠতি) ॥

যৈস্তৈঃ। শতং কোটয়ো[illegible]র্মণ্ডিতা মহাশাখা এব ভুজাস্তৈরুদ্দণ্ডত্বং প্রচণ্ডত্বং বিভ্রাণঃ। [illegible] আখণ্ডলত্বমিন্দ্রত্বং ॥ ২৯ ॥

রাধেতি। বিসারিণা ব্যাপিনা মনোহরগন্ধনিকরেণ বদ্ধাস্তরলা রোলম্বা ভ্রমরা যৈস্তে। "[illegible]" ইত্যমরঃ ॥ ৩০ ॥

মনোহর ময়ূরপুচ্ছ-[illegible] এবং শত শত শাখারূপ উন্নত ভুজদণ্ডে [illegible] হইয়া কালিন্দীর তটমণ্ডলে বৃক্ষসকলের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

শ্রীরাধা।

শোভন-পুষ্পশালিনী কোমল মল্লী-সকল সর্ব্বত্র ব্যাপি মনোহর গন্ধসমূহে চঞ্চল-ভ্রমরপুঞ্জকে অবরুদ্ধ করিয়া আমার চিত্ত হরণ করিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধার বর্ণিত বদ্ধতরলা ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন) ॥

নববৃন্দা। হলা! তব হারসংঘর্ষণেন মুকুন্দবক্ষসঃ স্খলিতাং
সুরসৌগন্ধিস্রজং মরালী চঞ্চুপুটেনাদায় পশ্যোড্ডীনা॥
কৃষ্ণঃ। কথমবরোধ-দীর্ঘিকাদিশং প্রযাতা॥
নববৃন্দা।

অতিমুক্তোঽপি বিমুক্তুং বৃন্দাবনবাস-বাসনানন্দং।
ক্ষণমপি ন খলু ক্ষমতে ক্ষুদ্রাণাং কা কথাহন্যেষাং ॥৩১॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! প্রভূতান্যভূতপূর্ব্বসঙ্গমান্যতিমুক্তমালত্যোঃ

কৃষ্ণ ইতি। ([illegible] পঠনেনা [illegible]) [illegible] সম্পূর্ণং কুসুমং স্রজো [illegible] [illegible] লেখা যাসু তাঃ। কোমলানাং নলীনাং মল্লীকুসুমানাং ভূষাদিরূপতয়া পুঞ্জো যাসু তাঃ॥

নববৃন্দেতি। অতিমুক্তঃ পুণ্ড্রকঃ। পক্ষে, প্রাপ্তসালোক্যাদির্জনঃ॥ ৩১॥

কৃষ্ণ ইতি। প্রভূতানি প্রচুরাণি॥ ন ভূত. পূর্ব্বসঙ্গমো যেষাং তানি।

নববৃন্দা। সখি! তোমার হারের সংঘর্ষণে মুকুন্দের বক্ষঃস্থল হইতে সুরসৌগন্ধিকের মালা স্খলিত হইয়া পড়ায় ঐ দেখ হংসী চঞ্চুপুটদ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক উড়িয়া চলিল॥
শ্রীকৃষ্ণ। অন্তঃপুরের দীর্ঘিকার দিকে যাইতেছে কেন?॥
নববৃন্দা।

সাধু ব্যক্তিরাও যখন ক্ষণকাল বৃন্দাবনবাসের বাসনারূপ আনন্দ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না, তখন অন্য ক্ষুদ্রদিগের কথা কি? ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! মাধবী ও মালতীর পূর্ব্বে কখন এরূপ প্রচুর পরিমাণে পুষ্প হয় নাই, অতএব এই সকল পুষ্প-

প্রসূনাস্যবচিত্য কিমপ্যপূর্ব্বমাপীড়ং যোজয়িষ্যে, যন্ময়া গুরুকুলে কলাভ্যাসে শিক্ষিতং ॥

(ইতি দূরতঃ পরিক্রম্য সবিস্ময়ং।)

কোঽয়ং মাধুর্য্যেণ মমাপি মনোহরন্ মণিকুড্যমবষ্টভ্য পুরো বিরাজতে ॥

(পুনর্নিভাল্য।)

হন্ত ! কথমত্রাহমেব প্রতিবিম্বিতোঽস্মি ॥

(ইতি সৌৎসুক্যং।)

আপীড়ং কেশবন্ধনমাল্যং ॥

কোঽয়মিতি। মণিকুড্যমবষ্টভ্য মণিমণ্ডপিকামাশ্রিত্য ॥

হন্তেতি। অত্র মণিকুড্যে ॥

চয়ন করত কোন অপূর্ব্ব শিরোভূষণ নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করিব, যে হেতু আমি গুরুকুলে কলাবিদ্যা অভ্যাস-কালীন ইহা শিক্ষা করিয়াছিলাম ॥

(এই বলিয়া দূরে গমনপূর্ব্বক বিস্ময়ের সহিত।)

এ কে ! মাধুর্য্যদ্বারা আমারও মন হরণপুরঃসর মণিভিত্তি অবলম্বন করিয়া বিরাজ করিতেছে ! ॥

(পুনর্ব্বার অবলোকন করতঃ।)

হায় ! আমিই যে মণিভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছি ! ॥

(এই বলিয়া ঔৎসুক্যের সহিত।)

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত! প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৩২ ॥
(পুরো নিসৃত্য।)
নির্নিমেষেক্ষণাকার-সভৃঙ্গ-স্তবকদ্যুতিঃ।
মালত্যম্লানপুষ্পেয়ং ভুবি দেবীব দীব্যতি ॥ ৩৩ ॥

অপরীতি। পূর্ব্বমপরিকলিত ইতি দ্বিতীয়া তৎপুরুষঃ। যং মাধুর্য্যপূরং সরভসং সকৌতুকং ॥ ৩২ ॥

নির্নিমেষেতি। নির্নিমেষেক্ষণাকারবৎ সভৃঙ্গা যে স্তবকাস্তৈর্দ্যুতির্যস্যাঃ সা। পক্ষে, নির্নিমেষেক্ষণেত্যেকং পদং, ভৃঙ্গস্য ভৃঙ্গরাজস্য স্তবকাস্তেষাং দ্যুতয়স্তাভিঃ বর্ত্তমানা সভৃঙ্গ-স্তবকদ্যুতিঃ। আকারেণাকৃত্যা সভৃঙ্গ-স্তবক-দ্যুতিঃ; অম্লানানি পুষ্পাণি। পক্ষে, রজাংসি যস্যাঃ সা ॥ ৩৩ ॥

আহা! আমার কি গুরুতর আশ্চর্য্য মাধুর্য্য! ইহা পূর্ব্বে কখন নিরীক্ষিত হয় নাই, অধিক কি বলিব, যদ্দর্শনে এই আমিও লুব্ধচিত্ত হইয়া সকৌতুকে শ্রীরাধার ন্যায় উপভোগ করিতে বাসনা করিতেছি ॥ ৩২ ॥

(অগ্রে গমনপূর্ব্বক।)

আহা! নির্নিমেষ-নয়নতুল্য ভৃঙ্গযুক্ত স্তবকদ্বারা কান্তিমতী এই অম্লানপুষ্পা মালতী পৃথিবীতে দেবীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

(প্রবিশ্য দেবী।)

দেবী। মাহবি! ণিচ্চিদং ইদো বুন্দাবণাদো এসা হংসীএ ণীদা সুরসোগন্ধিঅমালা॥

মাধবী। অধ ইং, ণাঅরীসঙ্গ-সোরত্তভরুগ্গারিণীং, ণং তক্কিঅ তুমং এত্থ আণীদাসি॥

চন্দ্রাবলী। (স্বাঙ্গমালোক্য) হলা! সচ্চভামা-পসাহণেণ কীস মণ্ডিদম্হি॥

মাধবী। (সালীকং) ভট্টিদারিএ! ভমিদম্হি॥

দেবীতি। মাধবি! নিশ্চিতং ইতো বৃন্দাবনাদেষা হংস্যা নীতা সুরসৌগন্ধিকমালা॥

মাধবীতি। অথ কিং, নাগরীসঙ্গম-সৌরভ্য-ভরোদ্গারিণীং, এনাং মালাং তর্কিত্বা ত্বমত্র। নীতাসি॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি! সত্যভামা-প্রসাধনেন কস্মান্মণ্ডিতাস্মি॥

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে! ভ্রান্তাস্মি॥

(দেবী অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর প্রবেশ।)

দেবী। মাধবি! নিশ্চয় এই হংসী নববৃন্দাবন হইতে সুর-সৌগন্ধিকের মালা আনয়ন করিয়াছে॥

মাধবী। হাঁ সত্য, এই মালা নাগরীদিগের সঙ্গসৌরভ উদ্গার করিতেছে বিবেচনা করিয়া তোমাকে এ স্থানে আনয়ন করিয়াছি॥

চন্দ্রাবলী। (স্বীয়-অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি! সত্যভামার ভূষণদ্বারা আমি কেন ভূষিতা হইলাম?॥

চন্দ্রাবলী। (পুরো বিলোক্য) সহি! পেক্খ, এসো অজ্জ-
উত্তো ণাদিদূরে পপ্‌ফুরদি॥

মাধবী। ণ ক্খু পুরদো ভট্টা, এসো ইন্দণীলমঅ সো তস্স
পড়িবিম্বো॥

চন্দ্রাবলী। অম্মহে! চমক্কিদিকারিদা পড়িবিম্বস্‌স॥

(ইতি পুরোঽনুসৃত্য।)

হলা! মালদীঅং ওচিন্নন্তো পেক্খী অদু অজ্জউত্তো,
তা একিআ চ্চেঅ গমিস্‌সং॥

চন্দ্রাবলীতি! সখি! পশ্য, এষ আর্য্যপুত্রো নাতিদূরে প্রস্ফুরতি॥

মাধবীতি। ন খলু পুরতো ভর্ত্তা, এষ ইন্দ্রনীলময়স্তস্য প্রতিবিম্বঃ॥

চন্দ্রাবলীতি। আশ্চর্য্যং! চমৎকৃতিকারিতা প্রতিবিম্বস্য॥

সখি! মালতিকাং অবচিন্বন্ এষ প্রেক্ষ্যতে আর্য্যপুত্রঃ, তৎ একিকা এব
গমিষ্যামি॥

মাধবী। (অলীকবাক্যের সহিত) রাজকন্যে! আমি ভ্রান্তা
হইয়াছি অর্থাৎ ইহার বৃত্তান্ত কিছুই জানি না॥

চন্দ্রাবলী। (অগ্রে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) সখি! দেখ, এই
আর্য্যপুত্র অনতিদূরে বিরাজ করিতেছেন॥

মাধবী। নিশ্চয় অগ্রে ইনি ভর্ত্তা নহেন, ইহা তাঁহার ইন্দ্র-
নীলময় প্রতিবিম্ব॥

চন্দ্রাবলী। আহা! প্রতিবিম্বের কি আশ্চর্য্য চমৎকারিতা॥

(এই বলিয়া অগ্রে গমনপূর্ব্বক।)

সখি! মালতীপুষ্প চয়ন করিতে করিতে এই আর্য্যপুত্র

(ইতি তথা করোতি)॥

কৃষ্ণঃ। ([illegible] বিলোক্য সানন্দমাত্মগতং) কথমত্র জীবিতেশ্বরী মে [illegible]গতা॥

(প্রকাশং।)

প্রিয়ে! কথং বিদূরমাগতাসি॥

(ইতি সরোমাঞ্চমবলোক্য।)

মা খঞ্জরীটনয়নে! হৃদি সংশয়িষ্ঠাঃ
কুর্ব্বন্ ব্রবীম্যবিতথং শপথং গুরুভ্যঃ।
একা প্রিয়ঙ্করণবৃত্তিরসি ত্বমেব
প্রাণাবলম্বনবিধৌ পরমৌষধির্মে॥ ৩৪॥

মা খঞ্জেতি। অবিতথং সত্যং। প্রিয়ঙ্করণীবৃত্তিশ্রেষ্ঠা যস্যাঃ সা॥ ৩৪॥

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তবে আমি একাকী গমন করি॥

(এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন)॥

শ্রীকৃষ্ণ। (চন্দ্রাবলীকে অবলোকনপূর্ব্বক আনন্দের সহিত মনে মনে) আমার জীবনেশ্বরী শ্রীরাধা এ স্থানে কেন আগমন করিলেন?॥

(প্রকাশ করিয়া।)

প্রিয়ে! কিরূপে এত দূরে আগমন করিলা?॥

(এই বলিয়া রোমাঞ্চের সহিত অবলোকনপূর্ব্বক।)

হে খঞ্জরীটনয়নে! তুমি মনোমধ্যে কোন সংশয় করিও না, আমি গুরুজনের শপথ করিয়া সত্য বলিতেছি, একা

চন্দ্রাবলী। (সহর্ষমাত্মগতং) তধাবি তুহ্নিং ভবিঅ আউদং লক্‌খেমি ॥

নববৃন্দা। (লতান্তরে স্থিত্বা) হন্ত! কথমঙ্গীকৃত-রাধা-প্রসাধনা দেবীয়মুপলব্ধা, তদেষ মাধবো যাবদেনাং রাধিকাং প্রতীত্য ন প্রমাদমাদধাতি, তাবদেবাহং পদ্যমেকং হারীতেন হারয়ামি ॥

(ইতি কেতকীপত্রে-বিলিখ্য নেপথ্যে ক্ষিপতি) ॥

(পুনর্বিলোক্য সানন্দং।)

চন্দ্রাবলীতি। তথাপি তূষ্ণীং ভূয় আকূতং লক্ষয়ামি

তুমিই কেবল আমার প্রাণাবলম্বনের প্রিয়কারিণী পরমৌষধি-স্বরূপ ॥ ৩৪ ॥

চন্দ্রাবলী। (হর্ষের সহিত মনে মনে) তথাপি তূষ্ণীভূত হইয়া ইহাঁর অভিপ্রায় অবগত হই ॥

নববৃন্দা। (লতার অন্তরালে থাকিয়া) হায়! কিরূপে শ্রীরাধার বেশ-ভূষা পরিধান করিয়া দেবী আগমন করিলেন, অতএব এই মাধব যে পর্য্যন্ত ইনি শ্রীরাধা এই বলিয়া প্রত্যয় করতঃ প্রমাদগ্রস্ত না হয়েন, তাবৎ আমি একটী শ্লোক হারীতপক্ষিদ্বারা প্রেরণ করি ॥

(এই বলিয়া কেতকীপত্রে লিখনপূর্ব্বক বেশগৃহে নিক্ষেপ করিলেন) ॥

(পুনর্ব্বার অবলোকন করতঃ আনন্দসহকারে।)

দিষ্ট্যা! হরিরেষ হারীতেন করে ক্ষিপ্তং পদ্যমালোকয়তি, তদহং প্রচ্ছন্না ভবেয়ম্॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)॥

কৃষ্ণঃ। (পত্রং পশ্যন্ নিগূঢ়ং বাচয়তি।)

করোমি যস্যাং নবকর্ণিকার-
মালা ভ্রমং হন্ত! মধুব্রতেন্দ্র!।
প্রতীহি তাং কুঙ্কুমকর্দ্দমেন
লিপ্তচ্ছদাং কৈরব-কোরকাবলীং॥ ৩৫॥

(ইতি চন্দ্রাবলীং নিভাল্য স্বগতং।)

নববৃন্দেতি। হারীতেন পক্ষিবিশেষেণ॥

কৃষ্ণ ইতি। প্রতীহি জানীহি। কুঙ্কুমকর্দ্দমেন লিপ্তঃ ছদা পত্রাণি। পক্ষে, বস্ত্রাণি যস্যাঃ সা॥ ৩৫॥

কি সৌভাগ্য! হারীত-কর্ত্তৃক হস্তে নিক্ষিপ্ত পদ্য হরি অবলোকন করিতেছেন, তবে আমি প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিতি করি॥

(এই বলিয়া প্রস্থান)॥

শ্রীকৃষ্ণ। (পত্র দেখিয়া গোপনভাবে পড়িতে লাগিলেন।)

হায়! হে মধুব্রতেন্দ্র! তুমি যাহাতে নবকর্ণিকারের মালা ভ্রম করিতেছ, এ নবকর্ণিকারের মালা নয়, ইহা কুঙ্কুমকর্দ্দমলিপ্তচ্ছদা কৈরবশ্রেণী॥ ৩৫॥

(এই বলিয়া চন্দ্রাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মনে মনে।)

সাধু, নববৃন্দে! সাধু, বাঢ়মবসরে কৃতাপূর্ব্বসেবা-প্রপঞ্চাসি॥

(প্রকাশং।)

দেবি! কথমুদাসীনেব তিষ্ঠন্তী নান্তঃপ্রসাদসুধাবীচিং সূচয়সি॥

(ইতি সাদরমবেক্ষ্য।)

শৈত্যশ্রিয়া সৌরভসম্পদা চ
নির্ধূত-চন্দ্রদ্বয়-গৌরবেণ।
স্ববৈভবেনাদ্য মদঙ্গকানি
বিধেহি চন্দ্রাবলি! নির্বৃতানি॥ ৩৬॥

সাধ্বিতি। কৃতোঽপূর্ব্বসেবাপ্রপঞ্চো যয়া সা॥
শৈত্যেতি। চন্দ্রদ্বয়ং বিধুঃ কর্পূরঞ্চ। নির্বৃতানি সুখিতানি॥ ৩৬॥

ভাল, নববৃন্দে! ভাল, অবসর-ক্রমে অপূর্ব্ব সেবা বিস্তার করিলা?॥

(এই বলিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক।)

দেবি! কেন উদাসীনের ন্যায় হইয়া অন্তঃকরণের প্রসন্নতারূপ অমৃততরঙ্গ আর সূচনা করিতেছেন না?॥

(এই বলিয়া আদরসহকারে অবলোকন করিয়া।)

হে চন্দ্রাবলি! তুমি শৈত্য, শ্রী ও সৌরভসম্পদ্দ্বারা চন্দ্র ও কর্পূরের গৌরব বিনষ্ট করিয়াছ, অতএব তুমি আজ স্বীয়-বৈভবদ্বারা আমার অঙ্গ-সকলকে সুশীতল কর॥ ৩৬॥

মাধবী। (লতান্তরে স্থিত্বা সহর্ষমাত্মগতং) ণূণং বিস্সকম্ম-
পসাহণপহাবো এ সা সোহগ্গমাহুরী-লাহো॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! তদঙ্গসঙ্গমায় তরঙ্গিতরঙ্গং স্বয়মঙ্গীকুরু সুহৃ-
জ্জনং॥

(ইতি সানুরাগমিবোপসর্পন্ সালীক-শঙ্কং।)

ধিক্ কষ্টং! অজ্ঞানবিভ্রমেণ কৃত-মহাপরাধোঽস্মি,
যদিয়ং দেবী ন ভবেৎ, কিন্তু কদাচিদন্যা কুমারী॥

(ইতি বিমর্ষমভিনীয়।)

মাধবীতি। নূনং বিশ্বকর্ম্মপ্রসাধনপ্রভাব এষ সৌভাগ্যমাধুরী-লাভঃ॥
কৃষ্ণ ইতি। তরঙ্গবন্মুহুরাগত-কৌতুকং॥

মাধবী। (লতান্তরে থাকিয়া হর্ষেরসহিত মনে মনে) নিশ্চয়
বিশ্বকর্ম্মার ভূষণ-প্রসাদে এই সৌভাগ্যমাধুরী লাভ
হইল॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমার অঙ্গসঙ্গ নিমিত্ত তরঙ্গের ন্যায়
মুহুর্মুহুঃ কৌতুকান্বিত এই প্রিয়জনকে অঙ্গীকার কর॥

(এই বলিয়া অনুরাগের সহিতই যেন নিকটে গমনপূর্ব্বক
মিথ্যা শঙ্কাসহকারে।)

ধিক্ কষ্ট! আমি অজ্ঞানের ভ্রমে মহা অপরাধ করিলাম,
যে হেতু ইনি ত দেবী নহেন, কিন্তু অন্য কোন কুমারী॥

(এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক।)

আং জ্ঞাতং সেয় বিশ্বকর্ম্মণো নপ্ত্রী ভবিষ্যতি, যা মম দূরতস্তেনাদ্য প্রদেশিন্যা প্রদর্শিতা ॥

চন্দ্রাবলী। (ব্যাজেন মাল্যং দর্শয়তি) ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) হন্ত! হংসী-কৃতোঽয়মনর্থঃ ॥

(প্রকাশং।)

চিত্রং চিত্রমিদং! যমুনা ঝরঝাৎকারেণ হৃতা মে সৌগন্ধিকমালা, কথমেতয়া লব্ধা, তদহং শুদ্ধান্তমাসাদ্য সর্ব্বমিদমপূর্ব্ববৃত্তং স্বয়মেব দেব্যামাবেদয়ামি ॥

আং জ্ঞাতমিতি। যা নপ্ত্রী, তেন বিশ্বকর্ম্মণা কর্ত্রা। প্রদেশিন্যা তর্জ্জন্যা করণেন ॥

চন্দ্রাবলীতি। (মাল্যদর্শনেনেদং সূচিতবতী) ॥

কৃষ্ণ ইতি। বিশ্বকর্ম্মণো নপ্ত্রী মদ্দত্তাং মালাং বিভর্ত্তীতি ॥

চিত্রমিতি। যমুনা ঝরস্য ঝরৎকারিপ্রবাহেন, এতয়া বিশ্বকর্ম্ম-নপ্ত্র্যা। শুদ্ধান্তং অন্তঃপুরং ॥

হাঁ স্মরণ হইল, বোধ হয় ইনি সেই বিশ্বকর্ম্মার নপ্ত্রী হইবেন, ইহাঁকেই আজ বিশ্বকর্ম্মা দূর হইতে তর্জ্জনীদ্বারা আমাকে দেখাইয়াছিলেন ॥

চন্দ্রাবলী। (ছলপূর্ব্বক মালা দেখাইলেন) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) হায়! হংসী এই অনর্থ ঘটাইল ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! আমার এই সৌগন্ধিক-মালা যমুনা-প্রবাহে অপহৃত হইয়াছিল, কি প্রকারে এই বিশ্বকর্ম্মার

যথা নাপরাধ-কলঙ্কশঙ্কা-লবাঙ্কুরোঽপি মাং কটাক্ষয়তি ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥

মাধবী। (উপসৃত্য) ভট্টিদারিএ ! কা ক্‌খু পউত্তী ॥

চন্দ্রাবলী। সাভাবিঅস্‌স মহাণুরাঅপূরস্‌স, জা ক্‌খু অহিরূবা ভবে ॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ ! লোঅত্তরচাতুরীমুদ্দা-দুব্বোহববহারো এসো ণাঅরো, তা এহি সচ্চভামং পেক্‌খম্হ ॥

যথেতি। অপরাধ এব মালিন্য-করত্বাৎ কলঙ্কস্তস্য শঙ্কা-লবস্তদঙ্কুরোঽপি মাং প্রতি দেবীং যথা কটাক্ষান্বিতাং ন করোতি ॥

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে ! কা খলু প্রবৃত্তিঃ ॥

চন্দ্রাবলীতি। স্বাভাবিকস্য মহানুরাগপূরস্য যা খলু অভিরূপা-সদৃশী ভবেৎ ॥

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! লোকোত্তরচাতুরীমুদ্রা-দুর্ব্বোধব্যবহার এষ নাগরঃ, তদেহি সত্যভামাং পশ্যামঃ ॥ ৩৭ ॥

নপ্‌ত্রী প্রাপ্ত হইলেন ! তবে আমি অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক এই সমুদায় বৃত্তান্ত স্বয়ংই দেবীকে নিবেদন করিগা ॥

যাহাতে অপরাধ-কলঙ্ক-শঙ্কার লবাঙ্কুরও আমাকে কটাক্ষ-পাত না করে ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

মাধবী। (নিকটে গমনপূর্ব্বক) রাজকন্যে ! বৃত্তান্ত কি ? ॥

চন্দ্রাবলী। স্বাভাবিক মহা অনুরাগসমূহের যাহা অনুরূপ হইয়া থাকে ॥

মাধবী। রাজকন্যে ! অলৌকিক চাতুরীমুদ্রাদ্বারা এই নাগর

চন্দ্রাবলী। (পরিক্রম্য রাধাং পশ্যন্তী সব্যথং সংস্কৃতেন।)

পূর্ব্বেক্ষিত-ব্যসন-লক্ষ্ম-বিমুক্ত-মূর্ত্তি-
রন্তর্নিগূঢ়-সুখ-সাক্ষি-মুখ-প্রসাদা।
অদ্য স্ফুরত্তরল-দৃষ্টিরিহোপলব্ধিং
কংসারি-সঙ্গমনিধেঃ সুতনুর্ব্যনক্তি ॥ ৩৭ ॥

রাধা। (সমীক্ষ্য সখেদমাত্মগতং) হন্ত! কধং ইন্দীবরে রহঙ্গীএ সঙ্গমিদুং অহিণন্দিদে মচ্ছরা কলহংসী মিলিদা ॥

রাধেতি। কথমিন্দীবরে রথাঙ্গ্যা সঙ্গন্তুং অভিনন্দিতে মৎসরা কলহংসী মিলিতা ॥

দুর্ব্বোধ ব্যবহার অর্থাৎ ইহার ব্যবহার জানিতে পারা যায় না, অতএব আসুন্ সত্যভামাকে দেখিগা ॥

চন্দ্রাবলী। (গমনপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে অবলোকন করিষা ব্যথারসহিত সংস্কৃতভাষায়।)

আহা! পূর্ব্বদৃষ্ট বিপদচিহ্ন হইতে বিমুক্ত-শরীর, অন্তঃকরণের নিগূঢ় সুখের সাক্ষিস্বরূপ মুখ প্রসন্নতা ও মনোহর চঞ্চল-দৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়া অদ্য এই সুতনু কংসারির সঙ্গমনিধির উপলব্ধি বিস্তার করিতেছেন! ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাধা। (অবলোকনপূর্ব্বক খেদের সহিত মনে মনে।)

হায়! চক্রবাকী সঙ্গম নিমিত্ত ইন্দীবরকে অভিনন্দিত করায় কলহংসী আসিয়া মিলিত হইল কেন? ॥

চন্দ্রাবলী। (স্মিতং কৃত্বা) সখি-সচ্চে ! সচ্চং কহেহি, তস্মিং সুদিঢ়ে বলামোড়িঅ ভুঅদণ্ডপীড়ণে সো ক্খু সুবুত্তো-কোত্থুহো তুম্হাণং মজ্ঝত্থো আসি ণ বা ত্তি ॥

রাধা। দেই ! খিণ্ণম্মি পরিঅণে অলং উবালম্ভেণ ॥

মাধবী। (সখেদমাত্মগতং) ইমাএ সুরদরঙ্গিণীএ লাবণ্ণামিঅ-বিব্ভমলহরী-দরঙ্গে ওবগাঢ়ো সো পুরিস কুঞ্জরো অত্তাণ-অং চ্চেঅ ণ সুমরেদি কিং উণ-ভট্টিদারিআ দিহিঅং ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি সত্যে ! সত্যং কথয়, তস্মিন্ সুদৃঢ়ে বলাৎকারেণ ভুজ-দণ্ডপীড়নে স খলু সুবৃত্ত কৌস্তুভঃ যুবয়োর্মধ্যস্থ আসীন্ন বা ইতি ॥

রাধেতি। দেবি ! খিন্নে পরিজনে অলং উপালম্ভেন ॥

মাধবীতি। অস্যাঃ সুরতরঙ্গিণ্যাঃ সুরনদ্যা ইতি যাবৎ। পক্ষে, শোভন-রমণ-বিদগ্ধায়াঃ, লাবণ্যামৃতবিভ্রমলহরী তরঙ্গেঽবগাঢ়ঃ স পুরুষ-কুঞ্জর আত্মান-মেব ন স্মরতি কিং পুনর্ভর্তৃদারিকাং দীর্ঘিকাং ॥

চন্দ্রাবলী। (হাস্যের সহিত) সখি সত্যে ! সত্য বল, বল-পূর্ব্বক সুদৃঢ় আলিঙ্গনে সেই কৌস্তুভ এখন তোমাদের দুই জনের মধ্যবর্ত্তি আছে কি না ? ॥

শ্রীরাধা। দেবি ! খিন্ন-পরিজনে তিরস্কার বৃথা ॥

মাধবী। (খেদের সহিত মনে মনে) এই সুরতরঙ্গিণীর লাবণ্যামৃত বিভ্রম-লহরী-তরঙ্গে পুরুষ-কুঞ্জর নিমগ্ন হইয়া যখন আপনাকেই স্মরণ করিতে পারিতেছেন না, তখন পুনর্ব্বার রাজকন্যারূপ দীর্ঘিকার স্মরণ কি প্রকারে করি-বেন ॥

চন্দ্রাবলী। (সোল্লুণ্ঠ-স্মিতং) অই লোলুহে! আলি! কীস
মং অণামন্তিঅ তং ণিঅ-মহাব্বদং তুএ সুট্‌ঠু-পড়িট্‌ঠিদং॥
রাধা। দেই! সরণ্ণস্‌স জণস্‌স সংরক্‌খণে অক্‌খমাসি, তধাবি
পরিহসেসি ণং ঈস্‌সরীণং ক্‌খু যুত্তং এদং॥
(ইতি সংস্কৃতেন।)
কন্যা বন্ধুজনৈর্ভবেং পরবতী দত্তাস্মি যুষ্মদ্‌গৃহে
তৈরস্মিন্নতিচঞ্চলো গৃহপতিঃ সাধ্বীব্রতধ্বংসনঃ।

চন্দ্রাবলীতি। অয়ি লোলুপে! হে আলি! কস্মান্মামনামন্ত্র্য অর্থান্মামনা-পৃষ্ট্বা তন্নিজ মহাব্রতং সুপ্রতিষ্ঠিতং অর্থাৎ পূরিতং॥

রাধেতি। দেবি! শরণ্যস্য জনস্য সংরক্ষণেঽক্ষমাসি, তথাপি পরিহসসি? নূনং ঈশ্বরীণাং খলু যুক্তমেতৎ॥

চন্দ্রাবলী। (কপট-হাস্যের সহিত) অয়ি লোলুপে! সখি!
কেন আমাকে না বলিয়া তুমি আপনার সেই মহাব্রত
প্রতিষ্ঠা করিলা?॥
শ্রীরাধা। দেবি! শরণাগত-জনের রক্ষণবিষয়ে অক্ষম হইয়া
আবার পরিহাস করিতেছেন? ইহাই কি ঈশ্বরীদিগের
উপযুক্ত!॥
(এই বলিয়া সংস্কৃতভাষায়।)
আমি বন্ধুজনের অধীনা কন্যা, তাঁহারা আমাকে আপনা-
দের গৃহে সমর্পণ করিয়াছেন, এ গৃহের গৃহপতি অতি চঞ্চল,
তিনি সতীদিগের ব্রত-ধ্বংস করিয়া থাকেন এবং এ আশ্রমে

ভব্যাস্মিন্নভিভাবিকা ন বসতি প্রামাণিকী চাশ্রমে
নিস্তারায় তবাদ্য দেবি! করুণা-নৌরেব ধৌরেয়িকা ॥৩৮

চন্দ্রাবলী। (স্বগতং) জহত্থং বাহরেদি ॥

(প্রকাশং।)

সহি! কিস্তেদাণিং অহিমদং ॥

রাধা। দেই। জাব সমন্তএণ বরদুজ্জাবণং করেমি, তাব রক্খেহি মং ॥

কন্যেতি। পরবতী পরতন্ত্রা, তৈর্বন্ধুজনৈঃ, তস্মিন্ গৃহে। ধৌরেয়িকা পারকারিণী ॥ ৩৮ ॥

চন্দ্রাবলীতি। যথার্থং ব্যাহরতি ॥

সখি! কিন্তে ইদানীমভিমতং ॥

রাধেতি। দেবি! যাবৎ স্যমন্তকেন ব্রতোদ্যাপনং সমাপ্তিরিত্যর্থঃ করোমি, তাবৎ রক্ষ মাং ॥

কোন প্রামাণিক ভব্য অভিভাবকও বাস করিতেছেন না, অতএব হে দেবি! আজ আপনার করুণাস্বরূপ পারকারিণী নৌকা ব্যতিরেকে অন্য নিস্তারের উপায় নাই ॥ ৩৮ ॥

চন্দ্রাবলী। (মনে মনে) যথার্থ বলিতেছে ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

সখি! এখন তোমার অভিমত কি? ॥

শ্রীরাধা। দেবি! স্যমন্তকমণিদ্বারা যে পর্য্যন্ত আমি ব্রত সমাপন না করি, তাবৎ আমাকে রক্ষা করিবেন ॥

চন্দ্রাবলী। সহি! বিসদ্ধা হোহি, পুণো ছলেণ মং বঞ্চেদুং, এসো ণ পহবিস্সদি, জং সব্বদা মে পাসবট্টিণী বিঅক্‌খণা মাহবী॥

মাধবী। সুন্দরি! বিস্সকম্মেণ দিণ্ণং তুহ মণ্ডণকরণ্ডিঅং দাণিং পত্থাবইস্সং॥

চন্দ্রাবলী। সহি! জাহি মাহবীমণ্ডবং, অহংপি মাহবীজুত্তা অন্তেউরং জামি॥ ৩৯॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি! বিশ্বস্তা ভব, পুনশ্ছলেন মাং বঞ্চয়িতুং এষ ন প্রভবিষ্যতি, যং সর্ব্বদা মে পার্শ্ববর্ত্তিনী বিচক্ষণা মাধবী॥

মাধবীতি। সুন্দরি! বিশ্বকর্ম্মণা দত্তাং তব মণ্ডনকরণ্ডিকামিদানীং প্রস্থাপয়িষ্যামি॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি! যাহি মাধবীমণ্ডপং, অহমপি মাধবীযুক্তা অন্তঃপুরং যামি॥ ৩৯॥

চন্দ্রাবলী। সখি! তুমি বিশ্বস্তা হও, এই শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার আর ছলপূর্ব্বক আমাকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবেন না, যে হেতু সর্ব্বদা বিচক্ষণা মাধবী আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী রহিয়াছে॥

মাধবী। সুন্দরি! বিশ্বকর্ম্মা তোমাকে যে ভূষণ-পেটিকা সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা এখন প্রেরণ করিব?॥

চন্দ্রাবলী। সখি! তুমি মাধবীমণ্ডপে গমন কর, আমিও মাধবীর সহিত অন্তঃপুরে যাত্রা করি॥ ৩৯॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তা) ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে নববৃন্দাবনবিহারো নামাষ্টমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে অষ্টমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

(অনন্তর সকলে চলিয়া গেলেন) ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত ব্যাখ্যায় নববৃন্দাবনবিহার নামক অষ্টম অঙ্ক ॥ * ॥

ললিতমাধবনাটকং

নবমোঽঙ্কঃ।

—— ০:*:০·

(ততঃ প্রবিশতি নববৃন্দা।)

নববৃন্দা। (পুরোঽবলোক্য সহর্ষং।)

নির্ম্মিত-ভুবন-বিশুদ্ধির্বিধুমধুরালোকসাধনে নিপুণা।
উল্লসিত-পরমহংসা ভক্তিরিবেয়ং শরম্মিলতি ॥ ১ ॥

(প্রবিশ্য শরৎ।)

শরৎ। সহি ণঅবুন্দে ! কহিং গদাসি ॥

নববৃন্দা। শরল্লক্ষ্মি ! গুরোরভ্যর্ণে ॥

নববৃন্দেতি। ভুবনং জগৎ। পক্ষে, জগতী। হংসঃ শ্বেতগরুৎ। পক্ষে, পরমভাগবতঃ। বিধুশ্চন্দ্রঃ। পক্ষে, কৃষ্ণঃ ॥ ১ ॥

শরদিতি। (মূর্ত্তিমতী শরৎ আহ) সখি নববৃন্দে ! কুত্র গতাসি ॥

নববৃন্দেতি। গুরোর্বিশ্বকর্ম্মণঃ সমীপে ॥

(অনন্তর নববৃন্দার প্রবেশ।)

নববৃন্দা। (অগ্রে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক হর্ষের সহিত।)

আহা ! ভুবন-বিশুদ্ধকারিণী বিধুর (চন্দ্রের) মধুর আলোক-সাধননিপুণা শরৎ-ঋতু পরমহংসশ্রেণীকে উল্লসিত করতঃ ভক্তির ন্যায় আসিয়া মিলিত হইল ॥ ১ ॥

(মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক শরতের প্রবেশ।)

শরৎ। সখি নববৃন্দে ! কোথায় গিয়াছিলা ? ॥

শরৎ। কিত্তি ॥

নববৃন্দা। দেবস্য নিদেশেন ॥

শরৎ। কস্মিং অত্থে সো ণিদেসো ॥

নববৃন্দা। রৈবতে সদ্মনাং ষোড়শসহস্রী নির্ম্মাণে ॥

শরৎ। তত্থ কিং ণিদাণং ॥

নববৃন্দা।

জগদ্বিঘ্নং নিঘ্নপগতনয়ং ক্ষৌণি-তনয়ং
হৃতাস্যন্তর্গোষ্ঠাৎ কপট-কলিনা তেন বলিনা।

শরদিতি। কিমিতি ॥

নববৃন্দেতি। নিদেশেন আজ্ঞয়া ॥

শরদিতি। কস্মিন্নর্থে স নিদেশঃ ॥

নববৃন্দেতি। রৈবতগিরৌ ॥

শরদিতি। তত্র কিং নিদানং ॥

নববৃন্দা। শরল্লক্ষ্মি! গুরু বিশ্বকর্ম্মার নিকটে ॥

শরৎ। কি জন্য ? ॥

নববৃন্দা। রাজেন্দ্রের আজ্ঞায় ॥

শরৎ। কোন্ বিষয়ে সে আজ্ঞা ? ॥

নববৃন্দা। রৈবতপর্ব্বতে ষোড়শসহস্র গৃহ নির্ম্মাণবিষয়ে ॥

শরৎ। কিং নিমিত্ত ? ॥

নববৃন্দা।

জগতের বিঘ্নকারি দুর্নীতপরায়ণ কপট-কলহশীল ধরণি-তনয়-নরকাসুর ব্রজপুর হইতে ষোড়শসহস্র একশত অশ্রু-

সহস্রাণ্যস্রালী বলয়িতদৃশাং পঙ্কজদৃশাং
শতাঢ্যানি ক্রীড়া-গুরুরুদহরৎ ষোড়শ হরিঃ ॥ ২ ॥

শরৎ । (সাদ্ভুতং) কিং তাও চ্চেঅ গোউল কণ্ণাও ॥

নববৃন্দা । অথ কিং !

কেশিরিপোরবকেশী ভজনাভাস-ক্ষুপোঽপি নেহাস্তি ।
কিং পুনরপূর্ব্বপর্ব্বা প্রেমামরপাদপস্তাসাং ॥ ৩ ॥

নববৃন্দেতি । কলিনা কলহেন তেন নরকাসুরেণ । পঙ্কজদৃশাং শতাঢ্যানি ষোড়শসহস্রাণি উদহরৎ উদ্দধার ॥ ২ ॥

শরদিতি । কিং তা এব গোকুলকন্যাঃ ॥

নববৃন্দেতি । ভজনাভাস এব ক্ষুপো হ্রস্বশাখাশিফস্তরুঃ । হ্রস্বশাখাশিফঃ ক্ষুপ ইত্যমরাং । ইহ জগতি, অবকেশী ফলহীনো নাস্তি । বন্ধ্যফলোঽবকেশী স্যাদিত্যমরঃ । পর্ব্বা গ্রন্থিদ্বয় মধ্যভাগঃ । পক্ষে, উৎসাহঃ । তাসাং প্রেমৈবা-মরপাদপো দেবতরুঃ কিং পুনর্নিষ্ফলঃ স্যাৎ ॥ ৩ ॥

নয়নী গোপকুমারী হরণ করিয়াছিল, ক্রীড়া-গুরু শ্রীকৃষ্ণ ঐ নরকাসুরকে সংহার করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া-ছেন ॥ ২ ॥

শরৎ । (বিস্ময়ের সহিত) তাঁহারাই কি গোকুলকন্যা ? ॥

নববৃন্দা । তবে কি !

সম্প্রতি যখন গোকুলমধ্যে কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণের ফলহীন ভজনাভাস একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষও নাই, তখন গোপীদিগের অপূর্ব্ব পর্ব্ববিশিষ্ট প্রেমরূপ কল্পতরুর কথা আর কি বলিব ! ॥ ৩ ॥

শরৎ। কহং রাঅকণ্ণাও ত্তি প্রসিদ্ধি সুব্বই ॥

নববৃন্দা। কয়াপি কুমারীণাং মাধুর্য্য-মধুরধারয়া মোহিতেন মহীসূনুনা কামাখ্যাপ্রতারণায় তাসাং দানব-কুমারেভ্যঃ প্রতিপাদনং মৃষৈব বিশ্রাব্য রাজসুতাত্বেন বিখ্যাতিরুদ্ভাবিতা ॥

শরৎ। সচ্চং সচ্চং, জং দুআরবদীপুরে তাণং প্রত্থাণং কামক্খাএ অহিমদং ॥

নববৃন্দা। তয়ৈব-রুষ্টয়া দেব্যা প্রেষিতঃ পাকশাসনো দ্বারবতীমাসাদ্য ভৌমবধমর্থিতবান্ ॥

শরদিতি। কথং রাজকন্যা ইতি প্রসিদ্ধিঃ শ্রূয়তে ॥

শরদিতি। সত্যং সত্যং, যদ্দ্বারবতীপুরে তাসাং প্রস্থাপনং কামাখ্যায়া অভিমতং ॥

নববৃন্দেতি। পাকশাসনঃ ইন্দ্রঃ ॥

শরৎ। তাঁহারা রাজকন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এ কথা শুনা যায় কেন ? ॥

নববৃন্দা। কুমারীদিগের কোন মাধুর্য্য-মধুরধারায় ভূমি-নন্দন-নরকাসুর বিমোহিত হইয়া কামাখ্যাদেবীর প্রতারণার্থ তাঁহাদের দানব কুমারদিগের সহিত বিবাহ হইবে, এই মিথ্যা কথা রটনা করতঃ রাজপুত্রী বলিয়া খ্যাতি উদ্ভাবন করিয়াছে ॥

শরৎ। সত সত্য, যে হেতু তাঁহাদের দ্বারকাপুরে গমন জন্য কামাখ্যাদেবীর অভিমত ॥

শরৎ। হলা! সব্বাণং গোউলকুমারীণং এত্থ সঙ্গমো সংবুত্তো কেঅলং পউমাপমুহং চ্চেঅ কণ্ণআ চউক্কং পরিসিট্ঠং ॥

নববৃন্দা। তাসাং পূর্ব্বমেব সমাহৃতির্বভূব ॥

শরৎ। কহং সা সমাহৃতিঃ ॥

নববৃন্দা।

লীলয়ৈব পশুপালপুঙ্গবঃ স্তম্ভয়ন্ সপদি সপ্তপুঙ্গবান্।
সত্যদৃষ্টিমনুরাগসাগরে লগ্নজিদ্দুহিতরং সমাহরৎ ॥ ৪ ॥

শরদিতি। সখি! সর্ব্বাসাং গোকুলকুমারীণাং অত্র সঙ্গমঃ সংবৃত্তঃ কেবলং পদ্মাপ্রমুখং কন্যা-চতুষ্কং অর্থাৎ পদ্মা শৈব্যা-ভদ্রা শ্যামলারূপং এব পরিশিষ্টং ॥

শরদিতি। কথং সা ॥

নববৃন্দেতি। পুঙ্গবান্ বলীবর্দ্দান লগ্নজিদ্দুহিতরং নাগ্নজিতীং পদ্মাং ॥ ৪ ॥

নববৃন্দা। দেবী কামাখ্যা রুষ্টা হইয়া ইন্দ্রকে বলিলে, ইন্দ্র দ্বারকায় গিয়া নরকাসুরের বধ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥

শরৎ। সখি! সমুদায় গোকুলকুমারীদিগের ত এ স্থানে সঙ্গম সম্পন্ন হইল? কেবল পদ্মা প্রভৃতি অর্থাৎ পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা ও শ্যামলা এই কন্যা চতুষ্টয়মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন? ॥

নববৃন্দা। তাঁহাদের পূর্ব্বেই সমাগম হইয়াছে ॥

শরৎ। কিরূপে সমাগম হইল? ॥

নববৃন্দা।

পশুপালশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ অবলীলায় এককালীন সপ্ত বৃষকে

কিঞ্চ—

শব্যাং ঘনপ্রণয়-ঘূর্ণন-ঘোরতৃষ্ণাং
কন্দর্প-সর্পগরলগ্নপিতাঞ্চ ভদ্রাং।
স্মেরাবলোক-সুধয়া কিল সঙ্গমষ্য
রঙ্গস্থলাম্বুরহরস্তরসা জহার॥ ৫॥

অপিচ—

মীনস্য প্রতিবিম্বমম্ভসি বর-স্তম্ভস্য মূলার্পিতে
পশ্যন্ বিম্বমলক্ষয়ন্ ভ্রমরিকা-চক্রে ভ্রমন্তং মুহুঃ।
উৎক্ষিপ্তেন শিলীমুখেন শকলীকৃত্য প্রমোদাদমুং
মদ্রাধীশ্বর-নন্দিনীং পুনরসৌ লেভে সুভদ্রাগ্রজঃ॥ ৬॥

কিঞ্চেতি। শৈব্যাং মিত্রবৃন্দাং॥ ৫॥

মীনস্যেত। শিলীমুখেন বাণেন। শকলীকৃত্য দ্বিধাকৃত্বা। মদ্রাধীশ্বর-নন্দিনীং শ্যামলাং লক্ষ্মণাং নাম্নীং॥ ৬॥

বন্ধন করিয়া অনুরাগসাগরে নিমগ্ন-দৃষ্টি লগ্নজিৎ-দুহিতা মিত্র-বৃন্দা নাম্নী পদ্মাকে গ্রহণ করিয়াছেন॥ ৪॥

অপর—

ঘনপ্রণয়-ঘূর্ণায় ঘোর তৃষ্ণান্বিতা শৈব্যাকে এবং কন্দর্প-সর্পের গরলজ্বালা-জ্বলিতা ভদ্রাকে ঈষৎ হাস্যসহকৃত অব-লোকন সুধার সহিত সঙ্গত করিয়া মুরনাশন বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াছেন॥ ৫॥

আরোও বলি—

উচ্চ স্তম্ভের মূলার্পিত জলে মৎস্যের প্রতিবিম্ব অব-

শরং। (সানন্দং) দিট্‌ঠিয়া পুণোবি গোউলসোক্‌খং পেক্‌খিস্‌সং ॥

নববৃন্দা। সখি! মধুশ্রিয়া সার্দ্ধমধুনা মণ্ডয় বৃন্দাটবীং। পশ্যায়ং মাধবো রাধয়া সহ সাধয়তি ॥

শরং। কহং দেঈএ অণুমদী লদ্ধা ॥

নববৃন্দা।

মাধবীবিরহিতাং মধুবীরঃ কুণ্ডিলেশ্বর-সুতাং নিশময্য।
নন্দয়ন্ স্ফুরদমন্দবিলাসৈর্হাস-কন্দল-লসম্মুখমাহ ॥ ৭ ॥

শরদিতি। (সানন্দং) দিষ্ট্যা পুনরপি গোকুলসৌখ্যং দ্রক্ষ্যামি
নববৃন্দেতি। সাধয়তি আগচ্ছতি ॥
শরদিতি। কথং দেব্যা অনুমতির্লব্ধা ॥ ৭ ॥

লোকনপূর্ব্বক ভ্রমরিকা-চক্রে মুহুর্মুহুঃ ভ্রমণশীল মৎস্যকে লক্ষ্য করতঃ উৎক্ষিপ্ত বাণদ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া মদ্রেশ্বর-নন্দিনী লক্ষ্মণা নাম্নী শ্যামলাকে শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

শরৎ। (আনন্দসহকারে) কি সৌভাগ্য! পুনর্ব্বার গোকুল-সুখ সন্দর্শন করিব ॥

নববৃন্দা। সখি! বসন্তশোভার সহিত সম্প্রতি বৃন্দাটবীকে বিভূষিত কর। দেখ, মাধব শ্রীরাধার সহিত আগমন করিতেছেন ॥

শরৎ। কি প্রকারে দেবীর অনুমতি লাভ করিলেন? ॥

নববৃন্দা।

মধুবীর শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডিলেশ্বর-নন্দিনী চন্দ্রাবলী মাধবীবির-

সত্যাখ্যং বিলোকায় লোকস্যাত্ম-ভুবার্থিতঃ।
প্রতিষ্ঠাসুরহং দেবি! অত্রানুজ্ঞা বিধীয়তাং॥ ৮॥

শরৎ। সহি! পমাদো পমাদো॥

নববৃন্দা। কঃ প্রমাদঃ॥

শরৎ। মণ্ডণকরণ্ডিঅং সমপ্পিঅ মাহবীএ দেবসিণো সিক্খা সুঅণ্ঠী ণাম কিণ্ণরী তত্থ পেসিদম্হি॥

নববৃন্দেতি। সত্যেতি। লোকস্য ভুবনস্য। পক্ষে, জনস্য। আত্মভুবা ব্রহ্মণা। পক্ষে, কামেন। প্রতিষ্ঠাসুঃ প্রস্থাতুমিচ্ছুঃ। অনুজ্ঞা অনুমতিঃ॥ ৮॥

শরদিতি। সখি। প্রমাদঃ প্রমাদঃ॥

শরদিতি। মণ্ডনকরণ্ডিকাং সমর্প্য মাধব্যা দেবর্ষিণঃ শিষ্যা সুকণ্ঠী নাম কিন্নরী তত্র রাধা সমীপে প্রেষিতাস্মি॥

হিতা হইয়া রহিয়াছেন, শুনিয়া স্ফুরিত অমন্দবিলাসদ্বারা তাঁহাকে আনন্দিত করতঃ হাস্য (ফুল্ল) মুখে বলিয়াছিলেন॥ ৭॥

দেবি! সত্যাখ্য লোকের সন্দর্শন নিমিত্ত আত্মভু (ব্রহ্মা) প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব আমি যাহাতে ইচ্ছা করিয়াছি, তদ্বিষয়ে অনুমতি বিধান কর॥ ৮॥

শরৎ। সখি! প্রমাদ প্রমাদ!॥

নববৃন্দা। প্রমাদ কি?॥

শরৎ। মাধবীভূষণ করণ্ডিকা সমর্পণ করিয়া দেবর্ষির শিষ্যা সুকণ্ঠী নাম্নী কিন্নরীকে শ্রীরাধার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন॥

নববৃন্দা । নাত্র কাপি শঙ্কা, যদিয়ং সত্যায়ামনুরাগিণী ॥
শরৎ । তদো বীসদ্ধা এসা পত্থিদম্হি ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তা) ॥

(ততঃ প্রবিশতি রাধামানন্দয়ন্ কৃষ্ণঃ ।)

কৃষ্ণঃ ।

নির্ধূতামৃতমাধুরী-পরিমলঃ কল্যাণি ! বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরিত-শ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ ।
অঙ্গশ্চন্দন-শীতলস্তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য-সর্ব্বস্ব ভাক্-
ত্বামাসাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে ! মুহুর্মোদতে ॥ ৯ ॥

শরদিতি । ততো বিস্রব্ধা এষা প্রস্থিতাস্মি ॥

কৃষ্ণ ইতি । রসনা-নাসিকা-কর্ণ ত্বক্ নেত্ররূপং ত্বামাসাদ্য মুহুর্মোদতে ইত্যন্বয়ঃ। কুহুরিতং কোকিলধ্বনিঃ তস্য শ্লাঘাং ভিন্দন্তীতি তাঃ। বিম্বাধর ইত্যাদি ক্রমেণ রসনাদীনাং বিষয়ো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৯ ॥

নববৃন্দা । ইহাতে কোন শঙ্কা নাই, যে হেতু ইনি সত্যভামার প্রতি অনুরাগিণী ॥

শরৎ । তবে আমি বিশ্বস্ত-চিত্তে গমন করিতেছি ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

(অনন্তর শ্রীরাধাকে আনন্দিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।)

কল্যাণি ! তোমার বিম্বাধর অমৃতমাধুরীর পরিমলকে দূরীভূত করিতেছে, তোমার বদনপদ্ম গন্ধযুক্ত, তোমার বাক্যসকল কোকিলের কণ্ঠরবকে তিরস্কার করিতেছে এবং

(সমন্তাদালোক্য।)

লক্ষ্মীঃ কৈরবকাননেষু পরিতঃ শুদ্ধেষু বিদ্যোততে
সম্মার্গদ্রুহি সর্ব্বশার্ব্বরকুলে প্রোন্মীলতি ক্ষীণতা।
নক্ষত্রেষু কিলোদ্ভবত্যপচিতিঃ ক্ষুদ্রাত্মসু প্রায়িকী
শঙ্কে শঙ্করমৌলিরভ্যুদয়তে রাজা পুরস্তাদ্দিশি ॥ ১০ ॥

নববৃন্দা। (উপসৃত্য।)

(শ্রীকৃষ্ণশ্চন্দ্রোদয়ং বর্ণয়তি।)

লক্ষ্মীরিত্যাদি। কৈরবকাননেষু কুমুদবনেষু। পক্ষে, কৈরবমেব কৈরবকং, তদ্বৎ প্রফুল্লমাননং যেষাং তেষু শুদ্ধেষু। সতাং মার্গঃ। পক্ষে, প্রশস্তো মার্গঃ পন্থাঃ। শার্ব্বরো রজনীচরঃ চৌরঃ। পক্ষে, শার্ব্বরং তমঃ। নক্ষত্রেষু ঋক্ষেষু। পক্ষে, ক্ষত্রেষু ক্ষত্রিয়েষু। অপচিতি রপচয়ঃ। শঙ্করমৌলিশ্চন্দ্রঃ! পক্ষে, শঙ্করাণাং মঙ্গলকরাণাং মৌলিঃ। পুরস্তাদ্দিশি রাজা অভিত উদয়তে ॥ ১০ ॥

তোমার এই অঙ্গ চন্দনতুল্য সুশীতল ও সৌন্দর্য্যের সারস্বরূপ, অতএব হে রাধে! তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ মুহুর্মুহুঃ আনন্দিত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া।)

আহা! কি আশ্চর্য্য! সম্প্রতি শোভা সর্ব্বতোভাবে কুমুদকাননে বিরাজ করিতেছে, সৎপথবিদ্রোহী অন্ধকার সকল ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং ক্ষুদ্রাত্মা নক্ষত্র-সকলে প্রায় অপচয় উপস্থিত দেখিতেছি, অতএব বোধ হয়, শঙ্কর-শিরো-ভূষণ দ্বিজরাজ পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

নববৃন্দা। (নিকটে গমনপূর্ব্বক।)

হৃত-ভুবনতমাঃ ক্রমাদ্বিরাগঃ
কলয় কলানিধি-বৈষ্ণবো বিশুদ্ধঃ।
রুচিমমৃতময়ীং ক্ষিপন্ বিদূরে
প্রবিশতি বিষ্ণুপদপ্রপত্তি-বীথীং ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে কৌস্তুভ ! সোঽয়ং বিলাসিনীবিশ্লেষ-লব্ধ শোকঃ কোকবীতি কোকগ্রামণীস্তদ্বিস্তারয় ময়ূখলেখাং ॥

নববৃন্দেতি। হৃত-ভুবনেত্যাদি। তমোঽন্ধকারঃ। পক্ষে, অজ্ঞানং। ক্রমাদুদয়ক্রমাদ্বিগত-রাগঃ। পক্ষে দীক্ষাতঃ পশ্চাৎ ক্রমাৎ বিগতসংসারাশক্তিঃ। কলানিধিরেব বৈষ্ণবঃ। অমৃতময়ীং মোক্ষাত্মিকাং রুচিমিচ্ছাং। পক্ষে, সুধা-ময়ীং কান্তিং। বিষ্ণুপদস্য প্রপত্তয়ঃ শরণাগতয়ঃ তাসাং বীথীং শ্রেণীং। পক্ষে, বিষ্ণুপদস্যাকাশস্য প্রপত্তেঃ প্রাপ্তের্বীথীং মার্গং ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ ইতি। কোকগ্রামণীঃ কোকশ্রেষ্ঠঃ। ময়ূখলেখাং কিরণশ্রেণীং। "গ্রামণীর্নাপিতে পুংসি ত্রিষু শ্রেষ্ঠেঽধিপে ত্রিষু" ইত্যমরঃ ॥

দেখ, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবকলানিধি চন্দ্র ভুবনের অন্ধকার হরণ-পূর্ব্বক ক্রমশঃ রাগশূন্য হইয়া এবং অমৃতময়ী রুচি দূরে নিক্ষেপ করতঃ বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তির পথে প্রবেশ করিতে-ছেন ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে কৌস্তুভ ! বিলাসিনীবিরহে শোকাকুল এই চক্রবাকশ্রেষ্ঠ অগ্রে বারম্বার শব্দ করিতেছে, অতএব কিরণমালা বিস্তার কর ॥

রাধা। (সকৌতুকং পশ্যতি)॥

কৃষ্ণঃ। পশ্য পশ্য,

মধ্যে ব্যোমাধিরূঢ়-দ্যুমণি সম-মণিগ্রামণী ধামপালী-
ব্যালীঢ়ধ্বান্তপূরান্ বরতনু। পরিতঃ প্রেক্ষমাণস্তটান্তান্।
পারে কালিন্দিরাত্রাবপি দিবসধিয়াক্রান্তচেতা গভীরৈ-
রুৎকণ্ঠা চক্রবালৈরথচরণযুবা কান্তয়া জাঘটীতি॥ ১২॥

(প্রবিশ্য করণ্ডিকাপাণিঃ সুকণ্ঠী।)

কৃষ্ণ ইতি। মধ্যে ইতি। ব্যোম্নো মধ্যেঽধিরূঢ়ো মাধ্যাহ্নিকো যো দ্যুমণিঃ সূর্য্যস্তস্য সমো যো মণিগ্রামণীঃ কৌস্তভস্তস্য ধামপালী কিরণশ্রেণী তয়া ব্যালীঢ়ো নাশিতোধ্বান্তপূরস্তিমিরসমূহো যেষাং তান্। পারে কালিন্দি-কালিন্দ্যাঃ পারে। রথচরণযুবা চক্রবাকযুবা। কান্তয়া চক্রবাক্যা সহ। ভ্রান্তিমা নত্রালঙ্কারঃ। ভ্রান্তিমানন্যসংবিত্তত্তুল্যদর্শনে ইতি কাব্যপ্রকাশঃ॥ ১২॥

শ্রীরাধা। (কৌতুকের সহিত অবলোকন করিতে লাগিলেন)॥

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ দেখ,

বরতনু! মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যসদৃশ মণিরাজ কৌস্তুভের কিরণরাশিতে কালিন্দীর-তটান্ত-ভূমির অন্ধকার সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া চক্রবাকযুবা রাত্রিতেও দিবস-ভ্রমে আক্রান্তচিত্ত হওত অতিশয় উৎকণ্ঠায় বারম্বার কান্তার সহিত মিলিত হইতেছে॥ ১২॥

(করণ্ডিকা-হস্তে সুকণ্ঠীর প্রবেশ।)

সুকণ্ঠী। দিট্‌ঠিআ! এত্থ ভট্টা সচ্চাএ সদ্ধং রমেদি, তা লদান্তরিদা ভবিঅ পেক্‌খামি ॥

(ইতি তথা স্থিতা) ॥

নববৃন্দা।

কুন্দদন্তি! দৃশোর্দ্বন্দ্বং চন্দ্রকান্তময়ং তব।
উদিতে হরিবক্ত্রেন্দৌ স্যন্দতে কথমন্যথা ॥ ১৩ ॥

রাধা। (সাশ্চর্য্যং) কধং এত্থ পউমাঅরে চন্দালোএবি পউমাইং পপ্‌ফুল্লাইং ॥

সুকণ্ঠীতি। দিষ্ট্যা! অত্র ভর্ত্তা সত্যয়া সার্দ্ধং রমতে, তৎ লতান্তরিতা ভূত্বা পশ্যামি ॥

নববৃন্দেতি। চন্দ্রময়ং চন্দ্রকান্তিরূপং। অন্যথা কথং স্যন্দতে স্রবতি ॥ ১৩ ॥

রাধেতি। কথমত্র পদ্মা-করে চন্দ্রালোকেঽপি পদ্মানি প্রফুল্লানি ॥

সুকণ্ঠী। কি সৌভাগ্য! এ স্থলে ভর্ত্তা সত্যার সহিত বিহার করিতেছেন, তবে লতার অন্তরালে থাকিয়া অবলোকন করি ॥

(এই বলিয়া লতাজালে লুক্কায়িত হইলেন) ॥

নববৃন্দা। (শ্রীরাধার প্রতি উক্তি।)

হে কুন্দদন্তি! তোমার নেত্রদ্বয় চন্দ্রকান্তমণি-সদৃশ, অতএব হরি-মুখচন্দ্র উদিত হইলে চন্দ্রকান্তমণি কেন অন্য প্রকারে দ্রবীভূত হইবে? ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাধা। (আশ্চর্য্যের সহিত) কেন পদ্মা-করে চন্দ্রের আলোকেতেও পদ্ম-সকল প্রফুল্লিত হইল! ॥

কৃষ্ণঃ।

শুদ্ধকাচস্থলী পশ্য পুরঃ পদ্মাকরায়তে।

পদ্মানি পরাগাণি যত্র ফুল্লান্যহর্নিশং॥ ১৪ ॥

(নেপথ্যে।)

বৃন্দাবনে স্ফুরত্যেষা মাধবী সুমনস্বিনী।

(ইত্যর্দ্ধোক্তে।)

কৃষ্ণঃ। (সসম্ভ্রমং) হন্ত! দেবী প্রত্যাসীদতি, তদস্মাক-মস্মাদপক্রমঃ শ্রেয়ান্॥

কৃষ্ণ ইতি। পদ্মা-করায়তে পদ্মা-কর ইবাচরতি। শুদ্ধকাচস্থল্যাং পদ্ম-রাগাণ্যেব পদ্মানি অহর্নিশং ফুল্লানি বর্ত্তন্তে॥ ১৪ ॥

(নেপথ্যে।) বৃন্দাবন ইত্যাদি। মাধবী বাসন্তী। পক্ষে, স্বাধীনপতিকা। সুমনস্বিনী পুষ্পবতী। পক্ষে, প্রশস্তমনাঃ॥

কৃষ্ণ ইতি। অপক্রমঃ পলায়নং॥ ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

দেখ, অগ্রে বিশুদ্ধ কাচস্থলীই পদ্মা-কর তড়াগের ন্যায়, ইহাতে পদ্মরাগমণি-সকলই পদ্মসমূহরূপে দিবা-রাত্র প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে॥ ১৪ ॥

(বেশগৃহে।)

এই সুমনস্বিনী মাধবী বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছে।

(এই অর্দ্ধোক্তির পর।)

শ্রীকৃষ্ণ। (সম্ভ্রমের সহিত) হায়! দেবী যে নিকটে

(ইতি সর্ব্বে সর্ব্বতো নিষ্ক্রান্তাঃ) ॥

(পুনর্নেপথ্যে।)

ভবতি স্তবকো যস্যা জগদ্ভূষণভূষণং ॥ ১৫ ॥

সুকণ্ঠী। হদ্ধী হদ্ধী ! মহুমঙ্গল-হত্থগতেণ তিণা কামরূবুপ্প-ণ্ণেণ সুঅবইণা বিগ্‌ঘো কিদো, তা এত্থ কন্দরে পইট্‌ঠং সচ্চভামং অণুসরিস্‌সং ॥

(ইতি তথা করোতি) ॥

(প্রবিশ্য রাধা।)

রাধা। হন্ত হন্ত ! কধং দিট্‌ঠহ্মি, জং কাবি প্পবিসদি ॥

সুকণ্ঠীতি। হা ধিক্ হা ধিক্ ! মধুমঙ্গল-হস্তগতেন তেন কামরূপোৎপন্নেন শুকপতিনা বিঘ্নঃ কৃতঃ। তদত্র কন্দরে প্রবিষ্টাং সত্যভামামনুসরিষ্যামি ॥

আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তবে আমাদের এ স্থান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ ॥

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান) ॥

(পুনর্ব্বার বেশগৃহে।)

যাহার গুচ্ছ জগদ্ভূষণ শ্রীকৃষ্ণের ভূষণস্বরূপ ॥ ১৫ ॥

সুকণ্ঠী। হা ধিক্ হা ধিক্, মধুমঙ্গলের হস্তগত কামরূপ-দেশীয় শুকপক্ষীই এই বিঘ্ন উপস্থিত করিল, তবে এই কন্দরস্থা সত্যভামার অনুসরণ করি ॥

(এই বলিয়া সুকণ্ঠী পর্ব্বত-গুহায় গমন করিলেন) ॥

(অনন্তর শ্রীরাধার প্রবেশ।)

সুকণ্ঠী। সামিণি! বীসদ্ধা হোহি, এসা কিঙ্করী দে সুঅণ্ঠী ॥
রাধা। (সহর্ষং) সুঅণ্ঠি! জাণামি জাণামি ॥
সুকণ্ঠী। সামিণি! কীস ওল্লংসুআসি ॥
রাধা। থলব্ভমেণ জলে খলিদহ্মি ॥
সুকণ্ঠী। মাহবী-পেসিদং এদং পসাহণং গেহ্ণ ॥

রাধেতি। হন্ত হন্ত! কথং দৃষ্টাস্মি, যৎ কাপি প্রবিশতি ॥
সুকণ্ঠীতি। স্বামিনি! বিস্রব্ধা ভব, এষা কিঙ্করী তে সুকণ্ঠী ॥
রাধেতি। সুকণ্ঠি! জানামি জানামি ॥
সুকণ্ঠীতি। স্বামিনি! কস্মাৎ উর্দ্ধাংশুকাসি আর্দ্রাংশুকাসীত্যর্থঃ ॥
রাধেতি। স্থলভ্রমেণ জলে স্খলিতাস্মি ॥
সুকণ্ঠীতি। মাধব্যা প্রেষিতং এতৎ প্রসাধনং গৃহাণ ॥

শ্রীরাধা। হা কষ্ট হা কষ্ট! আমি আর গোপন থাকিতে পারিলাম না, আমাকে দেখিতে পাইয়াছ, যে হেতু কোন এক ব্যক্তি এ স্থানে আসিয়া প্রবেশ করিল ॥
সুকণ্ঠী। স্বামিনি! বিশ্বাস করুন, আমি আপনার কিঙ্করী সুকণ্ঠী ॥
শ্রীরাধা। (হর্ষের সহিত) সুকণ্ঠি! জানিলাম জানিলাম ॥
সুকণ্ঠী। স্বামিনি! আপনার বসন আর্দ্র দেখিতেছি কেন? ॥
শ্রীরাধা। আমি স্থল-ভ্রমে জলে পড়িয়াছিলাম ॥
সুকণ্ঠী। মাধবীর প্রেরিত-এই অলঙ্কার গ্রহণ করুন ॥

রাধা । পেক্খ, এত্থ পত্থরে কিম্বি আলেখং লক্খীঅদি, তা ইমস্স দংশণে জুত্তিং কুণ ॥

সুকণ্ঠী । বাহিরে গদুঅ আলোঅস্স উবাঅং করিস্সং ॥

রাধা । অহম্বি ওল্লংসুঅং পরিহরেমি ॥

(ইতি করণ্ডিকামাদায় নিষ্ক্রান্তা) ॥

সুকণ্ঠী । (নিষ্ক্রম্য) কধং মহুমঙ্গলেণ সদ্ধং ভট্টা পুরদো বট্টদি ॥

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ ।)

রাধেতি । পশ্য, অত্র প্রস্তরে কিমপি আলেখ্যং লক্ষ্যতে, তদস্য দর্শনে যুক্তিং কুরু ॥

সুকণ্ঠীতি । বহির্গত্বা আলোকায় উপায়ং করিষ্যামি ॥

রাধেতি । অহমপি উর্দ্রাংশুকং পরিহরামি ॥

সুকণ্ঠীতি । কথং মধুমঙ্গলেন সমং ভর্ত্তা পুরতো বর্ত্ততে ॥

শ্রীরাধা । দেখ, এই প্রস্তরে কোন আলেখ্য দৃষ্ট হইতেছে, অতএব ইহার দর্শনবিষয়ে যুক্তি কর ॥

সুকণ্ঠী । বাহিরে গিয়া আলোকের উপায় করি ॥

শ্রীরাধা । আমিও আর্দ্র-বসন পরিত্যাগ করিগা ॥

(এই বলিয়া করণ্ডিকা গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান) ॥

সুকণ্ঠী । (নির্গত হইয়া) মধুমঙ্গলের সহিত ভর্ত্তা অগ্রে উপস্থিত হইলেন কেন ? ॥

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।)

কৃষ্ণঃ। সখে! ক্বানর্থকারকস্তব হস্তবর্ত্তী স কীরঃ॥

মধুমঙ্গলঃ। উড্ডীয় পুরো দাড়িমে পড়িদো॥

কৃষ্ণঃ। তদেহি প্রাণবল্লভামেব মৃগয়ামহে॥

(ইতি মারুতমুপলভ্য।)

ভজসি ন হি রজস্ত্বং ধীর! দাক্ষিণ্যচর্য্যা-
মনুসরসি বিধিৎসে মাধবস্যানুবৃত্তিং।
ইতি মলয়সমীর! ত্বাং সখে! প্রার্থয়েঽহং
কথয় কুবলয়াক্ষী কুত্র মে রাধিকাস্তি॥ ১৬॥

মধুমঙ্গল ইতি। উড্ডীয় পুরো দাড়িমে পতিতঃ॥

কৃষ্ণ ইতি। ভজসীতি। রজো ধূলিং। পক্ষে, রাগং রজোগুণং বা। দাক্ষিণ্যচর্য্যাং দাক্ষিণ্যদেশাচ্চর্য্যাং গতিং। পক্ষে, আনুকূল্যকরণং। মাধবস্য বসন্তস্য। পক্ষে, কৃষ্ণস্য মমানুবৃত্তিমনুগতিং॥ ১৬॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! তোমার হস্তবর্ত্তী সেই অনর্থকারী শুক কোথায়?॥

মধুমঙ্গল। উড়িয়া গিয়া অগ্রবর্ত্তি দাড়িম্ববৃক্ষে পড়িয়াছে॥

শ্রীকৃষ্ণ। তবে আইস, প্রাণবল্লভাকে অন্বেষণ করি॥

(এই বলিয়া বায়ু উপলব্ধি করিয়া।)

ধীর! তোমাতে ধূলিমাত্র নাই, তুমি দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া বসন্তের অনুবৃত্তি বিধান করিতেছ, অতএব হে সখে! হে মলয়ানিল! তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, পদ্মাক্ষী শ্রীরাধা কোথায় আছেন বলিয়া দাও?॥ ১৬॥

মধুমঙ্গলঃ । ভো ! ণিহুদং ভণ ॥

কৃষ্ণঃ । (পরিক্রম্য ।)

লব্ধা কুরঙ্গি ! নব-জঙ্গম-হেমবল্লী
রম্যা স্ফুটং বিপিন-সীমনি রাধিকাত্র ।
অস্যাস্ত্বয়া সখি ! গুরোর্যদিয়ং গৃহীতা
মাধুর্য্যবল্গিত-বিলোচন-কেলি-দীক্ষা ॥ ১৭ ॥

(পুরো দাড়িমীমুপলভ্য ।)

কান্তিং পীতাং শুক ! স্ফীতাং বিভ্রতী বীক্ষিতা বনে ।
ময়াদ্য মৃগ্যমানা সা ত্বয়া মৃগবিলোচনা ॥ ১৮ ॥

মধুমঙ্গল ইতি । ভো ! নিভৃতং ভণ ॥

কৃষ্ণ ইতি । হে কুরঙ্গি ! অত্র বিপিন-সীমনি রাধা ত্বয়া লব্ধা, হে সখি ! যস্মাদস্যা গুরোঃ সকাশাদিয়ং মাধুর্য্যবল্গিত বিলোচন কেলি দীক্ষা গৃহীতা । মাধুর্য্যেণ বল্গিতং যদ্বিলোচনং তস্য কেলয়ো বিলাসাস্তদ্বিষয়ে যা দীক্ষা সা ॥১৭॥

কান্তিমিতি । হে শুক ! স্ফীতাং পীতাং কান্তিং বিভ্রতী ময়া মৃগ্যমানা সা মৃগলোচনা ত্বয়া বনে বীক্ষিতেতি প্রশ্নঃ ॥ ১৮ ॥

মধুমঙ্গল । অহে ! গোপনে বল ॥

শ্রীকৃষ্ণ । (প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ।)

হে কুরঙ্গি ! স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তুমি এই বন-সীমায় রমণীয়া নবীন জঙ্গম-হেমলতা শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছ ? হে সখি ! যে হেতু শ্রীরাধারূপ গুরুর নিকট হইতে তোমার এই মাধুর্য্যময় চঞ্চল-নেত্রলীলা-দীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

(অনন্তর সম্মুখে দাড়িমীবৃক্ষ দেখিয়া ।)

মধুমঙ্গলঃ। বঅস্স! তুম্হ পণ্হং অণুবদন্তেণ চ্চেঅ উত্তরং দিণ্ণং কীরেণ ॥

সুকণ্ঠী। (উপসৃত্য) জয়দু জয়দু ভট্টা ! ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সভয়ং) ভোদি ! কিন্তি আঅদাসি ॥

সুকণ্ঠী। ইমস্স পণ্হোত্তরস্স সরিক্খং অণ্ণং বি মহুরং সুণিদুং ॥

মধুমঙ্গল ইতি। বয়স্য! তব প্রশ্নং অনুবদতা এবং উত্তরং দত্তং কীরেণ। যথা—"হে পীতাংশুক! ক্ষীতাং কান্তিং বিভ্রতী ত্বয়া মৃগ্যমানা সা মৃগলোচনা ময়াদ্য বনে বীক্ষিতেত্যুত্তরং ॥

সুকণ্ঠীতি। জয়তু জয়তু ভর্ত্তা ! ॥

মধুমঙ্গল ইতি। ভবতি। কিমিতি আগতাসি ॥

সুকণ্ঠীতি। অস্য প্রশ্নোত্তরস্য সদৃক্ষং অন্যদপি মধুরং শ্রোতুং ॥

হে শুক ! তুমি কি এই বনে সেই নিরুপম গৌরকান্তি-মতী শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়াছ ? আমি আজ তাঁহা-কেই অন্বেষণ করিতেছি ॥ ১৮ ॥

মধুমঙ্গল। বয়স্য ! শুকপক্ষী তোমার প্রশ্নের অনুবাদ করিয়া উত্তর দিয়াছে অর্থাৎ "হে পীতবসন ! তোমা-কর্ত্তৃক অন্বিষ্যমানা মৃগলোচনাকে আজ আমি বনে দেখি-য়াছি" ॥

সুকণ্ঠী। (নিকটে আসিয়া) ভর্ত্তা ! জয় হউক জয় হউক ॥

মধুমঙ্গল। (ভয়ের সহিত) ভবতি ! কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ ? ॥

মধুমঙ্গলঃ। পণ্হোত্তরং বি তুএ সুণিদং ॥

সুকণ্ঠী। ণ কেঅলং ইদং জ্জেব্ব ॥

মধুমঙ্গলঃ। অবরং কিং ॥

সুকণ্ঠী। জং কিম্বি দিট্‌ঠং, তং গদুঅ দেঈএ ণিবেদিস্‌সং ॥

(ইতি পরিক্রামতি) ॥

কৃষ্ণঃ। (সসম্ভ্রং) ভদ্রে সুকণ্ঠি! মা খলু দেবী-মনঃ কালুষ্যায় সমুদ্যথাঃ, বৃণীষ্ব মত্তঃ সঙ্গীতবিদ্যাসাম্রাজ্যং ॥

মধুমঙ্গল ইতি। প্রশ্নোত্তরমপি ত্বয়া শ্রুতং ॥

সুকণ্ঠীতি। ন কেবলমিদমেব ॥

মধুমঙ্গল ইতি। অপরং কিং ॥

সুকণ্ঠীতি। যং কিমপি দৃষ্টং, তং গত্বা দেব্যৈ নিবেদয়িষ্যামি।

কৃষ্ণ ইতি। ভদ্রে সুকণ্ঠি! সমুদ্যথাঃ সম্যগুদ্যমং কুর্ব্বীথাঃ ॥

সুকণ্ঠী। এই প্রশ্নোত্তরের সদৃশ অন্যও কোন মধুর শ্রবণের নিমিত্ত ॥

মধুমঙ্গল। তুমি প্রশ্নোত্তরও ত শুনিয়াছ? ॥

সুকণ্ঠী। কেবল ইহা নয় ॥

মধুমঙ্গল। অপর কি? ॥

সুকণ্ঠী। যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা গিয়া দেবীকে নিবেদন করিব ॥

(এই বলিয়া যাইতে লাগিল) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (সম্ভ্রমের সহিত) ভদ্রে সুকণ্ঠি! 'দেবীর মনঃ

সুকণ্ঠী। দেইএ পসাদেণ রুদ্দাণী গায়ণীহিং বি বন্ধিদচরণম্হি, তা কিং ইমিণা॥

কৃষ্ণঃ। তর্হি প্রার্থয়স্ব, কিং তবাভীষ্টং॥

সুকণ্ঠী। দেঅ! এক্কং পত্থইস্সং॥

কৃষ্ণঃ। কামমাবেদ্যতাং॥

সুকণ্ঠী। এত্থ কন্দরে কিম্পি আলেক্খং বিলোইদুং, মহ আরাহণিজ্জা একা বিজ্জাহরী উক্কণ্ঠদি, তা কত্থুহালোএণ ণং পআসিঅ পসাদী করেদু ভট্টা!॥

সুকণ্ঠীতি। দেব্যাঃ প্রসাদেন রুদ্রাণী-গায়নীভিরপি বন্দিতচরণাস্মি, তৎ কিমনেন বরেণ॥

সুকণ্ঠীতি। দেব! একং প্রার্থয়িষ্যামি॥

সুকণ্ঠীতি। অত্র কন্দরে কিমপি আলেখ্যং বিলোকয়িতুং মম আরাধনীয়া একা বিদ্যাধরী উৎকণ্ঠতে, তৎ কৌস্তুভালোকেন এতৎ আলেখ্যং প্রকাশ্য প্রসাদীকরোতু ভর্ত্তা!॥

কলুষিত করিতে আর উদ্যত হইও না, আমার নিকট সঙ্গীতবিদ্যার আধিপত্যের বর গ্রহণ কর॥

সুকণ্ঠী। দেবীর অনুগ্রহে রুদ্রাণীর যে সকল গায়িকা, তাহারাও আমার চরণবন্দনা করিয়া থাকে, তবে আর বরের প্রয়োজন কি?॥

শ্রীকৃষ্ণ। তথাপি প্রার্থনা কর, তোমার ইচ্ছা কি?॥

সুকণ্ঠী। দেব! একটী প্রার্থনা করিব॥

শ্রীকৃষ্ণ। যাহা ইচ্ছা হয় বল॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা পরিক্রামন্) সখে কৌস্তুভ! রত্নমণ্ডলীমূর্দ্ধাভিষিক্ত। সাধু সাধু, যদনুক্তোঽপি মে মনোরথং করোষি॥

মধুমঙ্গলঃ। হন্ত হন্ত! দরীমজ্ঝে মজ্ঝংদিণাদোবি জাদো বলিট্ঠো উজ্জোদো॥

(ততঃ প্রবিশতি রাধা।)

কৃষ্ণ ইতি। মূর্দ্ধাভিষিক্ত চক্রবর্ত্তিন্॥

মধুমঙ্গল ইতি। হন্ত হন্ত! দরীমধ্যে মধ্যন্দিনতোঽপি জাতো বলিষ্ঠ-উদ্দ্যোতঃ॥

সুকণ্ঠী। এই পর্ব্বতগুহায় কোন একটী চিত্রপট আছে, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত আমার এক জন পূজ্যতমা বিদ্যাধরী উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, অতএব ভর্ত্তা! কৌস্তুভের আলোকদ্বারা সেই আলেখ্য প্রকাশ করিয়া অনুগ্রহ করুন॥

শ্রীকৃষ্ণ। (হাস্যসহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া) সখে কৌস্তুভ! তুমি সমস্ত রত্নের চূড়ামণি। ভাল ভাল, যে হেতু না বলিলেও আমার অভিলাষ সিদ্ধি করিলা॥

মধুমঙ্গল। কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য! পর্ব্বতগুহামধ্যে মধ্য দিন অপেক্ষাও অধিকতর আলোক উৎপন্ন হইয়াছে॥

(অনন্তর শ্রীরাধার প্রবেশ।)

রাধা। (স্বাঙ্গমবেক্ষ্য) কথং মাহবীএ দেঈপসাহণং পেসিদং॥

(পরিক্রম্য কৃষ্ণং পশ্যন্তী।)

অঞ্জলিমেত্তং সলিলং সতরীএ অহিলসন্তীএ।

উবরি সঅং ণঅজলদো ধারাবরিসী সমুল্লসই॥

মধুমঙ্গলঃ। (অপবার্য্য) ভো বঅস্স ! দুট্‌ঠ-দাসীএ ধীদাএ

বণেঅরীএ মহাসঙ্কড়ে পাড়িদম্হি॥

কৃষ্ণঃ। সখে ! কিং নাম সঙ্কটং॥

রাধেতি। কথং মাধব্যা দেবীপ্রসাধনং প্রেষিতং॥

অঞ্জলিমিতি। অঞ্জলিমাত্রং সলিলং শফর্য্যা অভিলসন্ত্যা উপরি স্বয়ং নব-জলদো ধারাবর্ষী সমুল্লসতি॥

মধুমঙ্গল ইতি। ভো বয়স্য ! দুষ্ট-দাস্যাঃ পুত্র্যাঃ বনচর্য্যাঃ মহাশঙ্কটে পতিতোঽস্মি॥

শ্রীরাধা। (আপনার অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) মাধবী ! কেন দেবীর অলঙ্কার পাঠাইয়া দিল ?॥

(এই বলিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করতঃ।)

যে শফরী অঞ্জলিমাত্র জল অভিলাষ করিতেছিল, তাহার উপর নবজলধর স্বয়ংই জলধারাবর্ষণ করিয়া তাহাকে উল্লাসিত করিতে লাগিলেন॥

মধুমঙ্গল। (কর্ণেসংলগ্ন হইয়া) হে বয়স্য ! দুষ্ট-দাসীপুত্রী বনচারীকর্ত্তৃক মহাসঙ্কটে পতিত হইলাম॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে ! কি প্রকার সঙ্কট ?॥

মধুমঙ্গলঃ। (সরোষং) মং জ্জেব্ব পুচ্ছসি, বামে পেক্‌খ ॥
কৃষ্ণঃ। (সমীক্ষ্য সাবেগং) কথমত্র দেবী ॥
রাধা। (স্বগতং) হদ্ধী হদ্ধী! কন্দরে দেঈ পইট্‌ঠা ॥
(ইত্যান্তিরিতা ভবতি) ॥
কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) নূনং মন্যুসংরম্ভস্য গম্ভীরতয়া প্রচ্ছন্নেয়ং বভূব ॥
মধুমঙ্গলঃ। (নীচৈঃ) হদাসে কিন্নরি! পিঅবঅস্‌সেবি তুজ্‌ঝ জুত্তা এরিসী ণিইদী ॥

মধুমঙ্গল ইতি। মামেব পৃচ্ছসি, বামে পশ্য ॥
রাধেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! কন্দরে দেবী প্রবিষ্টা ॥
কৃষ্ণঃ। মন্যুসংরম্ভস্য ক্রোধাতিশয়স্য। মন্যুর্দৈন্যে ক্রতৌ ক্রুধীত্যমরঃ ॥
মধুমঙ্গল ইতি। হতাশে কিন্নরি! প্রিয়বয়স্যেঽপি তব যুক্তা নিকৃতিঃ? শাঠ্যতা ইত্যর্থঃ। কুসৃতির্নিকৃতিঃ শাঠ্যমিত্যমরঃ ॥

মধুমঙ্গল। (ক্রোধের সহিত) আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছ! বামদিকে দৃষ্টিপাত কর ॥
শ্রীকৃষ্ণ। (অবলোকন করিয়া উদ্বেগের সহিত) দেবী এ স্থানে কেন? ॥
শ্রীরাধা। (মনে মনে) হা ধিক্ হা ধিক্! দেবী কন্দর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥
(এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন) ॥
শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) নিশ্চয় ক্রোধবেগের গম্ভীরতায় শ্রীরাধা প্রচ্ছন্না হইলেন ॥

সুকণ্ঠী। (স্বগতং) গহিদ-দেঈ-ণেবচ্ছং সচ্চভামং চ্চেঅ দেঈং তক্কিঅ ভএদি এসো, তা গদুঅ বিণ্ণবেমি ॥

(ইত্যুপসৃত্য জনান্তিকং।)

সামিণি ! এব্বং ণেদং ॥

রাধা। (সস্মিতং) পরিহসেহি ণং ॥

সুকণ্ঠী। (পরিক্রম্য) অজ্জ মহুমঙ্গল ! রুট্ঠা কৃখু দেঈ ভণাদি ॥

সুকণ্ঠীতি। গৃহীত-দেবী-নেপথ্যাং সত্যভামামেব দেবীং তর্কিত্বা বিভেতি এষঃ, তৎ গত্বা বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ॥

হে স্বামিনি ! এবমেতৎ, অর্থাৎ ত্বয্যস্য দেবী-ভ্রমঃ সংজাত ইতি ॥

রাধেতি। পরিহস এনং, মধুমঙ্গলমিত্যর্থঃ ॥

সুকণ্ঠীতি। আর্য্য মধুমঙ্গল ! রুষ্টা খলু দেবী ভণতি ॥

মধুমঙ্গল। (ধীরে ধীরে); হতাশে কিন্নরি ! প্রিয়বয়স্যের প্রতি তোমার ঈদৃশী শঠতা কি উচিত ? ॥

সুকণ্ঠী। (মনে মনে) দেবী-বেশ-ধারিণী সত্যভামাকে দেবী বিবেচনা করিয়া ইনি ভীত হইতেছেন, অতএব ইহাঁর নিকটে গিয়া নিবেদন করি ॥

(এই বলিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক হস্তাবরণ দিয়া।)

স্বামিনি ! তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছে ॥

শ্রীরাধা। (হাস্যসহকারে) এই মধুমঙ্গকে পরিহাস কর ॥

মধুমঙ্গলঃ। কিং তং॥

সুকণ্ঠী। অন্তেউরে গদং ণং বহ্মবন্ধুং বন্ধিঅ রক্খিস্সং॥

মধুমঙ্গলঃ। (সভয়ং) ভো সখে! দাণিম্পি থম্ভোবিঅ গম্ভীরোসি॥

কৃষ্ণঃ। সখে! বিস্ময়েন স্তম্ভিতোঽস্মি, যদিয়ং দক্ষিণা নৈসর্গিকীমপি ধীরতামবধীরিতবতী॥

(বিমৃশ্য।)

মধুমঙ্গল ইতি। কিং তৎ॥

সুকণ্ঠীতি। অন্তঃপুরে গতং এনং ব্রহ্মবন্ধুং বদ্ধা রক্ষিষ্যামি॥

মধুমঙ্গল ইতি। ভো সখে! ইদানীমপি স্তম্ভ ইব গম্ভীরোঽসি॥

কৃষ্ণ ইতি। অবধীরিতবতী ত্যক্তবতী॥

সুকণ্ঠী। (প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক) আর্য্য মধুমঙ্গল! দেবী রুষ্টা হইয়া বলিতেছেন॥

মধুমঙ্গল। কি বলিতেছেন?॥

সুকণ্ঠী। এই অধম ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে আসিয়াছে, ইহাকে বন্ধন করিয়া রাখিব॥

মধুমঙ্গল। (ভীতসহকারে) হে সখে! এখন যে স্তম্ভের ন্যায় গম্ভীর হইয়া রহিলা?॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! বিস্ময়বশতঃ স্তম্ভিত হইয়াছি, যে হেতু এই দক্ষিণা স্বাভাবিকী ধীরতাকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন॥

(এই বলিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক।)

অথবা—

ধীরঃ প্রকৃত্যাপি জনঃ কদাচি-
দ্ধত্তে বিকারং সময়ানুরোধাৎ।
ক্ষান্তিং হি মুক্ত্বা বলবচ্চলন্তী
সর্ব্বংসহা ভূরপি ভূরি-দৃষ্টা ॥ ১৯ ॥

সুকণ্ঠী। (স্বগতং) অলং ইমিণা ভট্টারঅ-পুরদো ধিট্ঠদা-
সাহসেণ, তা জহত্থং কহেমি ॥
(প্রকাশং।)
অজ্জ ! সচ্চভামা এসা ণ ক্খু দেঈ ॥

ধীর ইতি। প্রকৃত্যা স্বভাবেন। বিকারং অধৈর্য্যং। ভূরি বহুধা ॥ ১৯ ॥
সুকণ্ঠীতি। অলমনেন ভট্টারক-পুরতো ধৃষ্টতা-সাহসেন, তৎ যথার্থং কথ-
য়ামি ॥
হে আর্য্য ! সত্যভামা এষা ন খলু দেবী ॥

অথবা—

...ম স্বাভাবিক ধীর ব্যক্তিও অধৈর্য্য হইয়া থাকেন,
সময়অ... বসুমতীও ক্ষমাগুণ পরিত্যাগ করিয়া
অধিক কি, সর্ব্বংসহা ... গিয়াছে ॥ ১৯ ॥
অনেকবার বিচলিত হইয়াছেন, দেখ।

সুকণ্ঠী। (মনে মনে) রাজেন্দ্রের অগ্রে ধৃষ্টতা-সাহসের আর
প্রয়োজন নাই, অতএব যথার্থ বলি ॥
(এই বলিয়া প্রকাশপূর্ব্বক।)
হে আর্য্য ! নিশ্চয় ইনি দেবী সত্যভামা নহেন ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভো ! সুদো তুএ দুম্মুহীএ সোল্লুণ্ঠো পলাও ॥

কৃষ্ণঃ । সুকণ্ঠি ! বৈদর্ভী-প্রিয়ত্বাদ্গর্ব্বেণ তরলাসি, কিন্তে গিরাং দারিদ্র্যং ॥

মধুমঙ্গলঃ । (সংস্কৃতেন ।)

অসি বিষকণ্ঠী কঠিনে ! কিমিতি সুকণ্ঠী ভণ্যসে চেটি ! ।
অথবা কামমশস্তা ভদ্রেত্যভিধীয়তে বিষ্টিঃ ॥ ২০ ॥

মধুমঙ্গল ইতি । ভোঃ ! শ্রুতস্ত্বয়া দুর্ম্মুখ্যাঃ সোল্লুণ্ঠঃ প্রলাপঃ ॥

কৃষ্ণ ইতি । সুকণ্ঠি ! বৈদর্ভ্যাঃ প্রিয়াঽথবা বৈদর্ভী প্রিয়া যস্যাঃ সা বৈদর্ভী প্রিয়া তস্যাং । তরলাসি চঞ্চলাসি । দারিদ্র্যং সঙ্কোচঃ ॥

মধুমঙ্গল ইতি । হে কঠিনে ! ত্বং বিষকণ্ঠ্যসি, হে চেটি ! কিমিতি ত্বং সুকণ্ঠীতি ভণ্যসে, অশস্তা বিষ্টির্ভদ্রা নামকরণং ॥ ২০ ॥

মধুমঙ্গল । অহে ! তুমি দুর্ম্মুখীর সোল্লুণ্ঠ প্রলাপ শুনিলা ত ? ॥

শ্রীকৃষ্ণ । সুকণ্ঠি ! বৈদর্ভীর প্রিয় বলিয়া গর্ব্বে চঞ্চল হইয়াছ, অতএব তোমার বাক্যের দরিদ্রতা কেন ? ॥

মধুমঙ্গল । (সংস্কৃতভাষায় ।)

হে কঠিনে ! হে চেটি ! তুমি বিষকণ্ঠী, কেন সুকণ্ঠী বলিয়া কথিত হও ? অথবা হইতেও পারে, যেমন লোকে অমঙ্গলরূপা বৃষ্টিকে ভদ্রা বলিয়া থাকে, তদ্রূপ তোমার নাম সুকণ্ঠী ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণঃ। (পরিক্রম্য সানুনয়ং) দেবি ! প্রসীদ প্রসীদ ॥

রাধা। (সস্মিতং) ণাহং দেঈ, পেক্‌খ মাণুসীম্হি ॥

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষং) সুকণ্ঠিকে ! বাঢ়মস্মিন্নর্থে দুষ্করস্তে ময়া নিষ্ক্রয়ঃ ॥

মধুমঙ্গলঃ। হী হী ! অঞ্জে তুরঙ্গমুহি ! এসা বঙ্কিমবিজ্জা বি কিং ক্খু দেএসিণো পঢিদা ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে। সন্নিধায় চিত্রং দৃশ্যতাং ॥

রাধেতি। নাহং দেবী, পশ্য মানুষী অস্মি ॥

কৃষ্ণ ইতি। অস্মিন্নর্থে রাধয়া সঙ্গতৌ নিষ্ক্রয়ঃ প্রত্যুপকারঃ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। আশ্চর্য্যং ! হে চেটি তুরঙ্গমুখি ! এষা বক্রিমবিদ্যাপি কিং খলু দেবর্ষেঃ সকাশাদিত্যর্থঃ পঠিতা ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অনুনয়ের সহিত) দেবি ! প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও ॥

শ্রীরাধা। (হাস্যের সহিত) আমি দেবী নহি, মানুষী ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (হর্ষের সহিত) সুকণ্ঠিকে ! তুমি যে শ্রীরাধার সহিত মিলন করাইলা, তোমার এই উপকারে প্রত্যুপকার করা আমার দুঃসাধ্য ॥

মধুমঙ্গল। কি আশ্চর্য্য ! হে অশ্বমুখি চেটি ! এই কুটিল-বিদ্যাও কি তুমি দেবর্ষির নিকট পাঠ করিয়াছ ? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে ! নিকটে আসিয়া এই বিচিত্র চিত্রপট সন্দর্শন কর ॥

রাধা। নূনং ণঅবুন্দা-গুরুণো কলাকোসলং এদং ॥

(প্রবিশ্য নববৃন্দা।)

নববৃন্দা। সখি! সমীক্ষ্যতাং বিচিত্রমিদং চিত্রং, যত্রানু-ক্রমিকী মাধুরী মাধুরীতির্লীলামণ্ডলী ॥

মধুমঙ্গলঃ। এসো ণন্দমহূসবো পঢমো ॥

নববৃন্দা।

ক্ষেপেণ নবনীতানাং চিত্র-বালস্য চেক্ষয়া।
উহুঃ স্নেহভরং সান্দ্রং বহিরন্তশ্চ বল্লবাঃ ॥ ২১ ॥

রাধেতি। নূনং নববৃন্দা-গুরোর্বিশ্বকর্ম্মণঃ কলাকৌশলমেতৎ ॥
নববৃন্দেতি। মাধুরী মথুরাসম্বন্ধিনী ॥
মধুমঙ্গল ইতি। এষ নন্দমহোৎসবঃ প্রথমঃ ॥
নববৃন্দেতি। নবনীতানাং ক্ষেপেণ বল্লবা বহিঃস্নেহভরমূহুঃ। চিত্র-বালস্যেক্ষয়াচান্তঃস্নেহভরমূহুঃ। স্নেহোঽত্র চিক্কণত্বং প্রীতিবিশেষশ্চ ॥ ২১ ॥

শ্রীরাধা। নিশ্চয় ইহা নববৃন্দার গুরু বিশ্বকর্ম্মার কলা-বিদ্যার কৌশল ॥

(নববৃন্দার প্রবেশ।)

নববৃন্দা। সখি! এই বিচিত্র চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ইহাতে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট মাধুর্য্যময় মথুরাসম্বন্ধিনী লীলা-সকল বিরাজিত রহিয়াছে ॥

মধুমঙ্গল। প্রথমতঃ এই যে নন্দমহোৎসব ॥

নববৃন্দা।

গোপগণ নবনীত নিক্ষেপ ও বিচিত্র বালকের সন্দর্শন

(পুনঃ প্রদেশিন্যা প্রদর্শ্য।)

কঃ পূতনাগতিং গন্তুং পূতনাপি ক্ষমো ভবেৎ।

কণ্ঠে বভূব হরিণা যা হরিণ্মণিহারিণী ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ।

মৎ পাদাঙ্গুলিদলেন খণ্ডিতে

ভাণ্ডভাজি শকটে কুটীজুষি।

চত্বরে পিতরমার্ত্তিকাতরং

মাতরঞ্চ নিতরাং স্মরাম্যহং ॥ ২৩ ॥

ক ইতি। পবিত্র নরোঽপি, যা পূতনা-কণ্ঠকৃতেন হরিণা লক্ষণেন হরিণ্মণিহারযুক্তা বভূব ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ ইতি। ভাণ্ডভাজি ভাণ্ডযুক্তে শকটে অনসি কুটীজুষি কুটীযুক্তে ॥২৩॥

করিয়া অন্তর এবং বাহ্যে নিবিড়-স্নেহাতিশয় বহন করিতেছে ॥ ২১ ॥

(পুনর্ব্বার তর্জ্জনীরদ্বারা দেখাইয়া।)

কোন্ পবিত্র মনুষ্য পূতনার গতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে? যে পূতনা কণ্ঠসংলগ্ন হরির দ্বারা হরিণ্মণি-হারমুক্তা হইয়াছিল ॥ ২২ ॥

আমার পদাঙ্গুলির দলদ্বারা কুটী ও ভাণ্ডযুক্ত শকট ভগ্ন হইলে পর, আমার পিতা ও মাতা অঙ্গনে পতিত হইয়া পীড়ায় যে কাতর হইয়াছিলেন, নিতরাং (নিয়ত) আমি তাহাই স্মরণ করিতেছি ॥ ২৩ ॥

নববৃন্দা । তৃণাবর্ত্তে মরুন্নর্ত্তনমিদং ॥

কৃষ্ণঃ ।

সমচেষ্টত নিষ্ঠুরং ব্রজে
স তথা দুষ্ট-সমীরণাহসুরঃ ।
তমসী বত যেন নির্ম্মিতে
পিদধাতে সুহৃদাং মনোদৃশৌ ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ । এসা সঅং জ্জেব্ব গোউলেসসরী মথিদুং আঅদ্ধা ॥

রাধা । অম্ম গোউলেস্সরি ! বন্দীঅসি ॥

কৃষ্ণ ইতি। সমীরণাসুরঃ তৃণাবর্ত্তঃ, যেন তৃণাবর্ত্তেন নির্ম্মিতে তমসী অজ্ঞানান্ধকারৌ মনোদৃশৌ পিদধাতে আচ্ছাদিতবতী ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। এষা স্বয়মেব গোকুলেশ্বরী মন্থিতুং আরব্ধা ॥

রাধেতি। অম্ব গোকুলেশ্বরি ! বন্দ্যসে ময়েত্যর্থঃ ॥

নববৃন্দা । দেখ, এই বায়ুরূপধারি তৃণাবর্ত্তের নর্ত্তন ॥

শ্রীকৃষ্ণ ।

ব্রজে দুষ্ট-ব্যবহারকারি এটা সেই দুষ্ট-তৃণাবর্ত্ত, হায় ! ইহার নির্ম্মিত অজ্ঞান ও অন্ধকার দ্বারা সুহৃদ্দিগের মন ও নয়ন আচ্ছাদিত হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গল । এই যে গোকুলেশ্বরী স্বয়ংই দধিমন্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ॥

শ্রীরাধা । মা গোকুলেশ্বরি ! প্রণাম করি ॥

(ইত্যশ্রুমভিনয়তি) ॥

কৃষ্ণঃ। (সকরুণং)

কদর্থনাদপ্যুরু-বাল্যচাপলৈ-
রুৎসর্পতা প্রেমভরেণ বিক্লবাং।
বিলোক্যমানস্য মমাদ্য মাতরং
হবির্বিলায়ং হৃদয়ং বিলীয়তে ॥ ২৫ ॥

নববৃন্দা। গুরুণা মে পদ্যং লিখিতং ॥

তথাহি—

গুণৈস্ত্রিভিরনর্গলৈঃ কিল জগত্রয়ীবর্ত্তিন-
শ্চতুর্মুখপুরঃসরানপি ববন্ধ যঃ প্রাণিনঃ।

কৃষ্ণ ইতি। কদর্থনাদপ্যুরূণি যানি বাল্যচপলানি তৈরুৎসর্পতা আধিক্যং গচ্ছতা প্রেমভরেণ বিক্লবাং মাতরং বিলোকমানস্য মম হৃদয়ং হবিরিব বিলীয়তে দ্রবীভবতি॥ ২৫ ॥

(এই বলিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (করুণাসহকারে।)

কদর্থন অপেক্ষাও গুরুতর বাল্যচপলতা-সমূহ হইতে সমুদ্গত প্রেমভরে যে জননী বিহ্বলা হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় ঘৃতের ন্যায় দ্রবীভূত হইতেছে ॥ ২৫ ॥

নববৃন্দা। আমার গুরু একটী শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছেন ॥

যথা—

হে ব্রজরাজ-মহিষি! যে মুকুন্দ অনর্গল-সত্ত্বাদি-গুণত্রয়-

ব্রজেন্দ্রমহিষি ! ব্রুবে কিমিহ তে প্রভাবাবলী-

[illegible] স বলবান্ মুকুন্দস্ত্বয়া ॥ ২৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। এদং অজ্জুণজুঅলভঞ্জণং ॥

নবদৃন্দা। কথং গুহ্যকাভ্যামুদুখলবন্ধমবিমুচ্যৈব প্রস্থিতং ॥

কৃষ্ণঃ। (সাস্রং।)

বাৎসল্যমঙ্গলময়েন মমোরুদাম্না

যঃ কোঽপি বন্ধগরিমা নিরমায়ি মাত্রা।

তথাহীতি। অনর্গলৈঃ অসঙ্কুচিতৈঃ। যঃ মুকুন্দঃ ॥ ২৬ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। এতৎ অর্জ্জুনযুগলভঞ্জনং ॥

নববৃন্দেতি। নলকূবর-মণিগ্রীবাভ্যাং যমলার্জ্জুন-চরাভ্যাং নির্ব্বন্ধনমকৃ-
ত্যৈব ॥

কৃষ্ণ ইতি। বন্ধগরিমা দৃঢ়তরবন্ধনং ॥ ২৭ ॥

দ্বারা জগত্রয়বর্ত্তি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ ও প্রাণি-সমুদায়কে বন্ধন করিয়াছেন, তুমি কি না এক গাছ সামান্য সূক্ষ্ম রজ্জু-দ্বারা সেই বলবান্ মুকুন্দকে বন্ধন করিয়াছ ! অতএব তোমার প্রভাবের কথা আর কি বলিব ! ॥ ২৬ ॥

মধুমঙ্গল। এই অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয় ভঞ্জন ॥

নববৃন্দা। কুবের-নন্দন নলকূবর ও মণিগ্রীব এই দুই জন শ্রীকৃষ্ণের উদূখল-বন্ধন মোচন না করিয়া গমন করিল কেন ? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (সজলনয়নে।)

সখি ! মা যশোদা বাৎসল্যময় দৃঢ় রজ্জুদ্বারা আমার যে

তন্মুক্তয়ে পরমবন্ধবিমোক্ষণোঽপি
নাহং ক্ষমে সখি! পরস্য তু কা কথাত্র ॥ ২৭ ॥

নববৃন্দা।

ত্বং বৎসামৃতদায়ী যুক্তং বৎসামৃতত্বমাচরসি।
বিদধদমিত্রাবকতাং মিত্রাবকতাং কথং তনুষে ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ। (রাধামবেক্ষ্য।)

সখিভিরলঘুনাতিবাহিতেভ্য-
স্তটভুবি তর্ণকচারণোৎসবেন।

নববৃন্দেতি। বৎসেভ্যো জলদাতা সতোঽতস্ত্বং বৎসামৃতত্বং যদাচরসি বৎসস্য বৎসনাম্নোঽসুরস্যামৃতং মোক্ষো যস্মাত্তত্বং। তদ্যুক্তমেব। অমিত্রাবকতাং অমিত্রাণাং বকরাহিত্যং বিদধৎ কথং মিত্রাবকতাং মিত্রপালকতাং তনুষে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্লেষঃ, পরার্দ্ধে বিরোধঃ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ ইতি। হে শশিমুখি! অদ্য মম চিত্তং তেভ্যোঽহোভ্যো গুরুং স্পৃহাং

গুরুতর বন্ধন করিয়াছিলেন, আমি ভববন্ধন-মোচনকারী হইয়াও যখন সে বন্ধন মোচন করিতে সমর্থ হই নাই, তখন আর এ স্থানে অন্যের কথা কি ? ॥ ২৭ ॥

নববৃন্দা।

তুমি যখন বৎসাসুরকে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করিয়াছ, তখন তোমার বৎসগণের সম্বন্ধে অমৃতত্ব আচরণ উপযুক্ত বটে, কিন্তু বকাসুরের বকরাহিত্য বিধান করিয়া মিত্রগণের রক্ষা কিরূপে বিস্তার করিতেছ ? ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া।)

শশিমুখি! যমুনার তট-ভূমিতে সখাগণের সহিত বৎস-

গুরুমিহ কুরুতে মমাদ্য তেভ্যঃ
শশিমুখি ! চিত্তমহো স্পৃহামহোভ্যঃ ॥ ২৯ ॥

নববৃন্দা ।

তাসাং পাদাবলিমবিরতং বল্লবীনাং গবাঞ্চ
ন্যঞ্চৎকায়া বয়মিহ নমস্কুর্ম্মহে শর্ম্মহেতোঃ ।
যাসামন্তঃপ্রণয়-মধুর-ক্ষীরপানায় লুব্ধো
দুগ্ধাম্ভোধেঃপতিরপি মুদা পুত্রভাবং বভার ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণঃ ।

কুরুতে । তটভুবি যমুনাতটভূমৌ সখিভিঃ সহালঘুনা মহতা তর্ণকচারণোৎসবেনাতিবাহিতেভ্যঃ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥

নববৃন্দেতি । অন্তঃপ্রণয়েন মধুরং যৎ ক্ষীরং তস্য পানায় লুব্ধঃ সন্ । বভার ধৃতবান্ ॥ ৩০ ॥

চারণরূপ মহামহোৎসবে যে সকল দিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম, আজ আমার চিত্ত সেই সকল দিবসের প্রতি গুরুতর স্পৃহা করিতেছে ॥ ২৯ ॥

নববৃন্দা ।

আমরা মঙ্গল-জন্য শরীর অবনত করিয়া সেই সকল গোপরমণী ও গাভীবৃন্দের চরণপঙ্‌ক্তিতে প্রণাম করি, যাঁহাদের আন্তরিক-প্রণয়-সম্বলিত ক্ষীর-পানার্থ ক্ষীরোদপতিও লুব্ধ হইয়া পুত্রভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ।

অঘস্য পবনাশিনঃ পশুপডিম্ভ-কেলিস্থলী
পুরো গিরিদরীনিভা তনুরিয়ং দরীদৃশ্যতে।
মুখাদিকুহরেণ যা বিরচিত-প্রবেশৈঃ সদা
মৃতাপি পবনৈরভূদ্বনরুহাক্ষি! কুক্ষিম্ভরিঃ॥ ৩১॥

নববৃন্দা। পশ্য পশ্য,

সখি! বেদচতুষ্টয়স্য সারৈ-
শ্চতুরোঽয়ং চতুরাননো নিসৃষ্টৈঃ।
জনকং জনচক্ষুষামভীষ্টং
পরমেষ্ঠী প্রমদাদভিষ্টবীতি॥ ৩২॥

কৃষ্ণ ইতি। সর্পরূপস্য ইয়ং তনুর্দরী-দৃশ্যতে মুহুরালোক্যতে। তস্যাস্তস্যাঃ পুরোবর্ত্তী যো গিরিস্তস্য দরীতুল্যা। উভৌ আত্মম্ভরিঃ কুক্ষিম্ভরিঃ স্বোদর-পূরকে ইত্যমরঃ॥ ৩১॥

নববৃন্দেতি। নিসৃষ্টৈঃ নির্গতৈঃ। স্বপিতরং॥ ৩২॥

পদ্মাক্ষি! গোপ-বালকদিগের ক্রীড়াস্থলবিশেষ পর্ব্বত-গুহাতুল্য অগ্রে এই যে অঘাসুরের শরীর দেখিতেছ, ইহার মুখাদির ছিদ্র-পথে সর্ব্বদা বায়ু প্রবেশ করায় ইহাকে কুক্ষি-ম্ভরি অর্থাৎ উদরপূরক বলিয়া বোধ হইতেছে॥ ৩১॥

নববৃন্দা। দেখ দেখ,

ব্রহ্মা আনন্দভরে চারি মুখ হইতে উৎপন্ন বেদচতুষ্টয়ের সারভাগদ্বারা প্রেমভরে জন-সকলের নয়নানন্দ নিজ-পিতাকে স্তব করিতেছেন॥ ৩২॥

মধুমঙ্গলঃ। এদং সুঅন্ধি-দালবণং পেক্‌খিঅ জীইদোম্হি ॥

নববৃন্দা। (রামমবেক্ষ্য।)

ত্বমদ্ভুতোঽসি ধেনূনাং পাতাপি হত-ধেনুকঃ।

তালাঙ্কোঽপি কিলোত্তুঙ্গ-কামসম্পায় রঙ্গবান্ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণঃ। ভাণ্ডীর-রোধসি সেয়মার্য্যস্য বিক্রমাড়ম্বরসম্ভাবিনী প্রলম্বপশোরালম্ভ-বেদী ॥

নববৃন্দা। (স্বগতং) শঙ্কে রাধিকা-খেদমবধার্য্য দেবেনাবধীরিতা কালিয়দমনলীলা ॥

মধুমঙ্গল ইতি। এতৎ সুগন্ধি-তালবনং প্রেক্ষ্য জীবিতোঽস্মি ॥

নববৃন্দেতি। তালাঙ্কঃ তালধ্বজঃ। রঙ্গবান্ কৌতুকী ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ ইতি। ভাণ্ডীরবটস্য সমীপে সেয়ং প্রলম্বমারণবেদিকা বর্ত্ততে, বলস্য বিক্রমাড়ম্বরং শৌর্য্যাতিশয়ং সম্ভাবয়িতুং জ্ঞাপয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা ॥

নববৃন্দেতি। অবধীরিতা ন প্রকাশিতা ॥

মধুমঙ্গল। এই সুগন্ধি তালবন অবলোকন করিয়া জীবিত হইলাম ॥

নববৃন্দা। (রামকে অবলোকন করিয়া।)

তুমি বড় অদ্ভুত, ধেনু-সকলের রক্ষক হইয়া ধেনুক বধ করিলা! অপর তুমি তালধ্বজ হইয়া অত্যুচ্চে তাল-সকলের ভঙ্গে কৌতুকান্বিত হইয়াছ! ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। এই যে ভাণ্ডীরবটের সমীপে আর্য্য বলদেবের শৌর্য্যাতিশয়-সূচনাকারিণী সেই এই প্রলম্বমারণ-বেদিকা রহিয়াছে ॥

নববৃন্দা। (মনে মনে) বোধ হয় শ্রীরাধার খেদ উৎপন্ন

কৃষ্ণঃ।

মুঞ্জাটবী স্ফুরতি মঞ্জুলকণ্ঠি ! সেয়ং
যত্র ক্ষণাদনুসরন্তমীষীকতুলৈঃ।
দাবং বিলোক্য ধৃতারাম্বুজমালভারি-
ণ্যাভীরবীথিরভিতো ভবদাবৃতির্মে॥ ৩৪॥

নববৃন্দা। পুরস্তাদিদং বাসোহরণতীর্থং॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! বিশাখায়াঃ পৃষ্ঠতো মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিরবস্থিতা কেয়ং ন পরিচীয়তে॥

কৃষ্ণ ইতি। যত্র মুঞ্জাটব্যামিষীকতুলৈঃ শরপুষ্পৈঃ ক্ষণাদনুসরন্তং দাবং বিলোক্য আভীরবীথিরম্বুজমালভারিণী সতী কৃপয়া মেঽভিত আবৃতিরভূৎ॥৩৪॥
নববৃন্দেতি। বাসোহরণতীর্থং চীরঘট্টং॥

হইবে বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা কালিয়দমনলীলা প্রকাশ করেন নাই॥

শ্রীকৃষ্ণ।

হে মঞ্জুলকণ্ঠি। এই দেখ, সেই মুঞ্জাটবী শোভিত হইয়া রহিয়াছে, যাহাতে শরপুষ্পের সহিত দাবাগ্নিকে আগমন করিতে দেখিয়া আভীর সকল কৃপাপূর্ব্বক পদ্ম-মালার ন্যায় আমার চতুষ্পার্শ্বে আবরণ করিয়াছিল॥ ৩৪॥

নববৃন্দা। অগ্রে এই বস্ত্রহরণতীর্থ অর্থাৎ চীরঘট্ট॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! বিশাখার পশ্চাৎ দিকে মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধন করিয়া রহিয়াছেন, ইনি কে? চিনিতে পারিলাম না॥

রাধা। (সলজ্জমাত্মগতং) মং লিহিতং জাণন্তো চ্চেঅ পরি-
হসেদি ॥
(প্রকাশং।)
এসা পউমা ? ॥
কৃষ্ণঃ। পদ্মাক্ষি ! পদ্মায়াঃ সব্যতঃ ॥
রাধা। (সাসূয়ং) অলং অত্তণো গুণং বিথারিঅ ॥
কৃষ্ণঃ।
শিরসি কুরুত পাণিদ্বন্দ্ব-মাদত্ত মুগ্ধাঃ !
সিচয়মিতি মদুক্ত্যা ভুগ্নদৃষ্টি-স্থিতায়াঃ।

রাধেতি। মাং চিত্রিতাং জানন্নেব পরিহসতি ॥
এষা পদ্মা ? ॥
রাধেতি। অলং আত্মনো গুণং বিস্তার্য্য। বারণার্থালংশব্দযোগে ক্ত্বা ॥

শ্রীরাধা। (লজ্জার সহিত মনে মনে) আমাকে চিত্রিতা
জানিয়াও পরিহাস করিতেছেন ! ॥
(প্রকাশপূর্ব্বক।)
ইনি পদ্মা ? ॥
শ্রীকৃষ্ণ। পদ্মাক্ষি ! পদ্মার বামদিকে ॥
শ্রীরাধা। (অসূয়ার সহিত) আর আপনার গুণবিস্তার
করার প্রয়োজন নাই ॥
শ্রীকৃষ্ণ।

অহে মুগ্ধা-সকল ! মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া স্ব স্ব বসন
গ্রহণ কর, আমার এই বাক্যে তুমি ভ্রূযুগল কুটিলীকৃত করিয়া

স্ফুরদধরমুদঞ্চন্মন্দহাস্যং তবাস্যং
সরুদিতমনুবন্ধ-ভ্রূবিভেদং স্মরামি ॥ ৩৫॥

রাধা। কাও এত্থ মত্থঅপ্পিদ-হণ্ডিআও চিট্ঠন্তি ॥

নববৃন্দা। যজ্ঞপত্ন্যো ভবিষ্যন্তি ॥

কৃষ্ণঃ।

মন্দস্মিতং প্রকৃতিসিদ্ধমপি ব্যুদস্তং
সঙ্গোপিতশ্চ সহজোঽপি দৃশোস্তরঙ্গঃ।

কৃষ্ণ ইতি। আদক্ত গৃহীত। সিচয়ং বস্ত্রং। তবাস্যং কিলকিঞ্চিত-ভূষণান্বিতং স্মরামি। তল্লক্ষণমুজ্জ্বলনীলমণৌ,—"গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূযাভয়-ক্রুধাং। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥" ইতি॥ ভূগদৃষ্টীত্যনেন গর্ব্বঃ। স্ফুরদধরমিতি ক্রোধঃ, উদঞ্চদিতি হাস্যং অভিলাষশ্চ, সরুদিতমিতি-রুদিতং ভয়ঞ্চ। অনুবন্ধেতি অসূয়া ॥ ৩৫ ॥

রাধেতি। কা অত্র মস্তকার্পিত-ভাণ্ডাস্তিষ্ঠন্তি ॥

কৃষ্ণ ইতি। প্রকৃতিসিদ্ধং স্বভাবসিদ্ধং। ব্যুদস্তং দূরীকৃতং। ধূমায়িতে

অবস্থিত হইলে, তোমার যে স্ফুরিত অধর, ঈষৎ উদ্গত-হাস্য এবং রোদন ও ভ্রূভঙ্গযুক্ত বদন যাহাতে কিলকিঞ্চিত রস প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই স্মরণ করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীরাধা। নববৃন্দে! মস্তকে ভাণ্ড অর্পণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; ইহারা কে? ॥

নববৃন্দা। ইহারা যজ্ঞপত্নী হইবে ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বিজপত্নীগণকে অবলোকন করিয়া আমার যে স্বভাবসিদ্ধ

ধূমায়িতে দ্বিজবধূগণ-রাগবহ্নৌ-
বহ্নায় কাপি গতিরঙ্কুরিতামযাসীৎ ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সতৃষ্ণং সংস্কৃতেন।)
ইদং স্মরতি কিং ভবান্ প্রিয়বয়স্য! লপ্স্যামহে
মহীসুর-বধূকুলাদ্বিবিধমন্নমাস্বাদনং।

ধূমমুৎমতি সতি। কাপি গতির্ধীর-শান্তানুকূলস্বরূপাঽঙ্কুরিতাং প্রাদুর্ভাবময়াসীৎ। ধীর শান্তলক্ষণং, রসামৃতসিন্ধৌ,—"সম-প্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ। বিনয়াদিগুণোপেতো ধীর শান্ত উদাহৃত ॥" ইতি ॥ অনুকূললক্ষণমুজ্জ্বলনীলমণৌ,—"অতিরিক্ততয়া নার্য্যাং ত্যক্তান্য-ললনাস্পৃহং। সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" স্বভাবসিদ্ধ-স্মিত্যাদি-ত্যাগেনাত্র ধীর-শান্তত্বং। গোপীরূপ-ললনাশক্ততয়া ত্যক্ত-যজ্ঞপত্নীকস্বরূপানুকূলত্বঞ্চ ব্যক্তং। রসাভাসঃ, অত্র স্থায়ি-বৈরূপ্যং,—"দ্বয়োরেকতরস্যৈব রতির্যা খলু দৃশ্যতে।" অত্রৈকতর রতির্যথা—"যজ্ঞপত্নীষু দেহবৈরূপ্যমিব ব্রাহ্মণদেহত্বাৎ" ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। লপ্স্যামহে, অনুভাবয়ীত্যর্থঃ। স্মরণার্থে ধাতুযোগেঽনদ্য-

মন্দহাস্য, তাহা উদস্ত ও নেত্রদ্বয়ের সহজ চাঞ্চল্য সঙ্গোপন করিয়াছিলাম, কিন্তু মদ্দর্শনে দ্বিজপত্নীগণের যে মদনাগ্নি উদ্দীপিত হয়, তাহাতে শীঘ্র কোন এক গতি অঙ্কুরিত হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গল। (অভিলাষের সহিত সংস্কৃতভাষায়।)

প্রিয়বয়স্য! তোমার মনে আছে কি? দ্বিজপত্নীগণের নিকট হইতে যে বহু প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম,

বয়ং কিমপি কুণ্ডলীকৃতশিখণ্ডকাণ্ডোপমং
ক্রমেণ কিল কুণ্ডলীপটলমত্র ভোক্ষ্যামহে ॥ ৩৭ ॥

নববৃন্দা। পশ্য, গোবর্দ্ধনোদ্ধরণমিদং ॥

রাধা। (সংস্কৃতেন।)

শিখরিভরবিতর্কতঃ প্রতপ্তং
সমহমহর্নিশমীক্ষয়া প্রিয়স্য।
হৃদয়মিহ সমস্ত-বল্লবীনাং
যুগপদ-পূর্ব্ববিধং দ্বিধা বভূব ॥ ৩৮ ॥

তনভূতে সত্যাদি-বিভক্তির্ভবতি। কুণ্ডলীকৃতং যৎ শিখণ্ডকাণ্ডং তদুপমং। কুণ্ডলী জিলেবীতি। ভক্ষ্যামহে ভুক্তবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

রাধেতি। সমস্ত-বল্লবীনাং হৃদয়ং দ্বিধা বভূব। কীদৃশং তৎ? শিখরিভর-বিতর্কতঃ সতপ্তমিত্যেকং। অহর্নিশং প্রিয়স্যেক্ষয়া সমহং সোৎসবমিত্যেকঞ্চ। যৌগপদ্যেন তদপূর্ব্ববিধমাশ্চর্য্যপ্রকারং ভবতি ॥ ৩৮ ॥

তন্মধ্যে আমরা এই স্থানে ময়ুর-পুচ্ছসমূহের ন্যায় গোলাকৃতিক্রমে কুণ্ডলীসমূহবিশিষ্ট কোন এক আশ্চর্য্য দ্রব্য অর্থাৎ জেলেবী ভক্ষণ করি ॥ ৩৭ ॥

নববৃন্দা। এই দেখ, গোবর্দ্ধন ধারণ ॥

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতভাষায়।)

আহা! সমুদায় গোপনারীদিগের হৃদয় একে ত পর্ব্বতের গুরুতর ভার বিবেচনায় সন্তপ্ত, দ্বিতীয়তঃ আবার দিবা-রাত্র প্রিয়দর্শনরূপ মহোৎসবে আনন্দিতান্বিত হইয়া

নববৃন্দা। গিরিমেখলায়াং লিখিতমিদং পদ্যং,—

দরোদঞ্চদ্গোপী-স্তনপরিসর-প্রেক্ষণ-ভরাৎ
করোৎকম্পাদীষচ্চলতি কিল গোবর্দ্ধনগিরৌ।
ভয়ার্ত্তৈরারব্ধস্তুতিরখিল-গোপৈঃ স্মিতমুখং
পুরো দৃষ্ট্বা রামং জয়তি নমিতাস্যো মধুরিপুঃ ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ। (শৈলেন্দ্রকন্দরমবেক্ষ্য সস্মিতং।)

সরোরুহাক্ষি! স্মরসীদমদ্ভুতং
ত্বং ছদ্মনা দ্যূতবিধৌ বিনির্জ্জিতা।

নববৃন্দেতি। দরমীষদুদঞ্চন্তৌ যৌ স্তনৌ তয়োঃ পরিসরস্য যৎ প্রেক্ষণং তস্মাজ্জাতাৎ করোৎকম্পাৎ গোবর্দ্ধনগিরৌ ঈষচ্চলতি সতি। ভয়ার্ত্তৈঃ ভয়ং প্রাপ্য-ঋতৈরখিল-গোপৈরারব্ধা স্তুতির্যস্য সঃ ॥ ৩৯ ॥

এককালীন অপূর্ব্ব আশ্চর্য্যপ্রকারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

নববৃন্দা।

এই একটী শ্লোক পর্ব্বতমেখলায় লিখিত রহিয়াছে,—

গোপীদিগের ঈষৎ উদ্গত স্তনমণ্ডলের প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করায় করকম্পনহেতু গোবর্দ্ধন ঈষৎ চলিত হইয়াছিল, তাহাতে গোপ-সকল স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলে অগ্রে হাস্যমুখ বলদেবকে দেখিয়া নতবদন মধুসূদন জয়যুক্ত হউন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (পর্ব্বতগুহা অবলোকন করিয়া হাস্যেরসহিত।)

হে পদ্মাক্ষি! কপট দ্যূতক্রীড়ায় তুমি পরাজিত হইলে

ইতঃ সখী সাক্ষিতয়া পণীকৃতং
স্বয়ংগ্রহাশ্লেষযুগং বিধাস্যসি ॥ ৪০ ॥

রাধা। (সাপত্রপং পুরো দৃষ্ট্বা) কধং এথ গিরিসিহরে ণিসণ্ণাণং অহ্মাণং কণ্ঠে হারো ণত্থি ॥

কৃষ্ণঃ।

কথমিদমপি বিস্মৃতং ভবত্যা
সখি! তব কুণ্ডতটী নিকুঞ্জধাম্নি।

কৃষ্ণ ইতি। ইতঃ অত্র। আশ্লেষযুগং বারদ্বয়মালিঙ্গনমিত্যর্থঃ। বিধাস্যসি ব্যদধাঃ বিহিতবতীত্যর্থঃ। স্মরণার্থ-ধাতুযোগেঽনদ্যতনভূতে সত্যাদিঃ ॥ ৪০ ॥

রাধেতি। কথমত্র গিরিশিখরে বিষণ্ণয়োর্ব্বয়োঃ আবয়োঃ কণ্ঠে হারো নাস্তি ॥

কৃষ্ণ ইতি। হে সখি! তব কুণ্ডতটী নিকুঞ্জধাম্নি রতিপরিমলেন রতি-

পর যে আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ আছে? তুমি সখীগণকে সাক্ষী রাখিয়া স্বয়ং এই পণ করিয়াছিলে, যে ব্যক্তি পরাজিত হইবে, সে দুইবার আলিঙ্গন প্রদান করিবে ॥ ৪০ ॥

শ্রীরাধা। (লজ্জাসহকারে অগ্রে অবলোকন করিয়া) কেন এই পর্ব্বতশিখরে উপবিষ্ট আমাদের উভয়ের গলদেশে হার নাই? ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

তুমি কি ইহাও বিস্মৃতা হইলা? হে সখি! তোমার কুণ্ডতীরবর্ত্তি নিকুঞ্জগৃহে আমরা রতিশ্রমে উভয়ে নিদ্রিত

রতিপরিমল-লব্ধ-নিদ্রয়োর্নৌ
যদবহিতা ললিতা জহার হারৌ ॥ ৪১ ॥

নববৃন্দা।

যৈর্বীক্ষ্যসে বিপক্ষানপি তান্ ভববন্ধতো বিমোক্ষয়সি।
বারুণবন্ধান্নন্দং মোক্ষয়তস্তে কিমাশ্চর্য্যং ॥ ৪২ ॥
(ইত্যগ্রতো দর্শয়ন্তী।)
ভূমৌ ভারতমুত্তমং মধুপুরী তত্রাপি তত্রাপ্যলং
বৃন্দারণ্যমিহাপি হন্ত! পুলিনং তত্রাপি রাসস্থলী।

বিমর্দ্দনেন, বিমর্দ্দনং পরিমল ইত্যমরাৎ। লব্ধা নিদ্রা যাভ্যাং তয়োর্নাবাবয়ো-র্হারৌ ললিতা সাবহিতা সতী যজ্জহার তদিদমপি কথং কিং ভবত্যা বিস্মৃতং। যংশব্দপ্রয়োগে সতি স্মরণার্থধাতুযোগেঽনদ্যতনভূতে সত্যাদি বিকল্পঃ। তেন জহারেত্যত্র হরিষ্যতীতি নাভূৎ ॥ ৪১ ॥

নববৃন্দেতি। তচ্চরিতং কিমাশ্চর্য্যং? নাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

হইয়া থাকিলে ললিতা যে অলক্ষিতে আসিয়া আমাদের হার হরণ করিয়াছিল, তাহা কি স্মরণ নাই? ॥ ৪১ ॥

নববৃন্দা।

কৃষ্ণ! যে সকল ব্যক্তি তোমাকে দর্শন করিয়াছে, তাহারা বিপক্ষ হইলেও তুমি তাহাদিগকে ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছ, কিন্তু বরুণপাশ হইতে নন্দকে যে বিমুক্ত করিলা, ইহাতে তোমার আশ্চর্য্য কি? ॥ ৪২ ॥

(এই বলিয়া অগ্রে অবলোকনপূর্ব্বক।)

আহা! ভূমির মধ্যে ভারতবর্ষ উত্তম, তাহা অপেক্ষা

গোপীকান্তপদদ্বয়ী-পরিচয়প্রাচুর্য্য-পর্য্যাচিতা-
যস্যাং সন্তি মহামুনেরপি মনোরাজ্যার্চ্চিতা রেণবঃ॥৪৩॥

রাধা। (সচমৎকারং) হন্ত হন্ত! কথং সা বেণুসদ্দমাহুরী সুণীঅদি॥

(ইত্যানন্দভরাবেশেন কতিচিৎ পদানি গত্বা সোন্মাদং।)

বংশীং মাতর্বনভুবি জগন্মোহয়ন্তীং নিশম্য
প্রোদ্যদ্ঘূর্ণাভরতরলধীর্গন্তুমস্মি প্রবৃত্তা।

ভূমাবিত্যাদি। সারালঙ্কারঃ। তল্লক্ষণং, উত্তরোত্তরমুৎকর্ষো ভবেৎ সারঃ পরাবধিরিতি॥ ৪৩॥

রাধেতি। কথং সা বেণুশব্দমাধুরী শ্রূয়তে॥

মধুপুরী শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠতম, কি আশ্চর্য্য! এই বৃন্দাবনে আবার পুলিন এবং পুলিন অপেক্ষা রাসস্থলী সর্ব্ব প্রধান, কেন না, যাহাতে গোপীকান্তের চরণদ্বয় পরিচয়-প্রাচুর্য্যের রেণু-সকল মহামুনি নারদের মনোরাজ্যে অর্চ্চিত হইয়া বিস্তৃত রহিয়াছে॥ ৪৩॥

শ্রীরাধা। (চমৎকৃতের সহিত) কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য! সেই বেণুমাধুর্য্য শুনা যাইতেছে!॥

(এই বলিয়া আনন্দাবেশে দুই চারি পদ গমন করতঃ উন্মত্তার সহিত।)

হে মাতঃ! বনভূমিতে জগন্মোহিনী বংশীরব শ্রবণ করায় আমি উৎপন্ন উদ্ঘূর্ণাভরে চঞ্চলবুদ্ধি হইয়া তথায় যাইতে

দ্বারি স্থূলং নিহিতমচিরাদর্গলং চেত্তয়াগ্রে
কেনেদং বা মদ-সুপদবী-সীম্নি শক্যং বিধাতুং ॥ ৪৪ ॥
(ইত্যুদ্ঘূর্ণতে) ॥

কৃষ্ণঃ। (সৌৎসুক্যং।)
নিমজ্জতি নিমজ্জতি প্রণয়কেলিসিন্ধৌ মনো-
বিঘূর্ণতি বিঘূর্ণতি প্রমদ-চক্রকীর্ণং শিরঃ।
অহো ! কিমিদমাবয়োঃ সপদি রাস-নামাক্ষর-
দ্বয়ী-জনুষি নিস্বনে শ্রবণবীথিমারোহতি ॥ ৪৫ ॥

বংশীমিতি। মাতরিতি সম্বোধনং শব্দমাত্রোক্তত্বাদ্রসাবহং। কেন জনেন মদ-সুপদ-সীম্নি ইদমর্গলং নিধাতুং শক্যং স্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণ ইতি। নিমজ্জতীত্যাদি। আবশ্যকার্থে বীপ্সা। অবশ্যং নিমজ্জতি অবশ্যং বিঘূর্ণতীত্যর্থঃ। রাস নামেত্যক্ষরদ্বয্যা জনুর্যস্মাৎ তস্মিন্নিস্বনে শ্রবণবীথী-মারোহতি সতি ॥ ৪৫ ॥

প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি যদি এখন অগ্রে এই দ্বারে স্থূল অর্গল প্রদান কর, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার প্রাণ-সকলের নির্গম-পথ-সীমায় কে অর্গল দিতে সমর্থ হইবে ? অর্থাৎ আমি অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিব ॥ ৪৪ ॥

(এই বলিয়া উদঘূর্ণগ্রস্ত হইলেন) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ঔৎসুক্যের সহিত।)

হায় ! কি আশ্চর্য্য ! রাস এই নামাক্ষর দুইটীর যাহা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, সেই শব্দ শ্রবণপথে আরোহণ করায় প্রণয়কেলি-সমুদ্রে আমাদের দুই জনের মনঃ নিমগ্ন ও

নববৃন্দা। সখি! চিত্রগতোঽপি রাসোৎসবস্তব সত্যো-
বভূব॥

রাধা। হদ্ধী হদ্ধী! কথং কৃখু চিত্তং স্তেজবব এদং॥

কৃষ্ণঃ।

নব-মদনবিনোদৈঃ কেলিকুঞ্জেষু রাধে!
নিমিষবদুপরামং কামমাসেদুষীণাং।
উপচিতপরিতোষ-প্রোষিতাপত্রপাণাং
স্মরসি কিমিব তাসাং শারদীনাং ক্ষপাণাং॥ ৪৬॥

রাধেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! কথং খলু চিত্রমেবৈতৎ॥

কৃষ্ণ ইতি। উপরামং বিরামং। আসেদুষীণাং :প্রাপ্তানাং। উপচিতঃ সমৃদ্ধো যঃ.পরিতোষস্তেন প্রোষিতাগতা অপত্রপা লজ্জা যাসু তাসাং ক্ষপাণাং রাত্রীণাং কিং স্মরসি? ইবেতি বাক্যালঙ্কারে,—"স্মৃত্যর্থ-ধাতুনাং কর্ম্মণি ষষ্ঠী"॥ ৪৬॥

আনন্দচক্রে মস্তক পরিব্যাপ্ত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল!॥ ৪৫॥

নববৃন্দা। সখি! যদি এই রাসোৎসব চিত্রগত, তথাপি
তোমার সম্বন্ধে ইহা নূতন হইয়াছে॥

শ্রীরাধা। হা ধিক্ হা ধিক্! এ কিরূপে চিত্র হইল?॥

শ্রীকৃষ্ণ।

রাধে! যে সমুদায় রাত্রিতে কুঞ্জগৃহ সকলে নবকন্দর্প-ক্রীড়ায়-বৃদ্ধিশীল পরিতোষদ্বারা লজ্জা দূরীভূত হইয়াছিল এবং যে সকল রাত্রি ক্ষণকালের ন্যায় বিরাম প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত শারদীয়া রজনী কি তোমার স্মরণ আছে?॥ ৪৬॥

(ইত্যুৎকম্পমভিনীয়।)

যমুনোপবনে ভবদ্বিধাভি-
র্বিবিধৈঃ কেলিভিরস্মৃতাপরাণি।
পুনরপ্যতুলোৎসবানি রাধে!
ভবিতারঃ কিমুতানি বাসরাণি ॥ ৪৭ ॥

নববৃন্দা।

বিদ্যোততে তস্য সুদর্শনস্য
প্রসাদতীর্থং বনমম্বিকায়াঃ।
নীতস্তনুং কুণ্ডলিনীং হরির্যং
বিমোক্ষয়ন্ কুণ্ডলিকায়তোঽপি ॥ ৪৮ ॥

যমুনেতি। ভবদ্বিধাভিঃ সহ যে বিবিধাঃ কেলয়স্তৈরস্মৃতমপরং বস্তু যেষু তানি। অতুল উৎসবো যেষু তানি, কিমু ভবিতারো ভবিষ্যন্তি? বাসরাণি দিবসানি। বা তু ক্লীবে দিবস-বাসরাবিত্যমরঃ ॥ ৪৭ ॥

নববৃন্দেতি। বিদ্যোততে বিরাজতে। যং সুদর্শনং কুণ্ডলিকায়তঃ সর্প-শরীরাৎ বিমোক্ষয়ন্ হরিঃ কুণ্ডলিনীং কুণ্ডলশালিনীং তনুং নীতঃ ॥ ৪৮ ॥

(এই বলিয়া উৎকম্পের সহিত প্রকাশপূর্ব্বক।)

রাধে! যে সকল দিনে যমুনার তীরোপবনে তোমাদের সহিত বিবিধ ক্রীড়ায় অন্য বস্তুর প্রতি বিস্মরণ হইয়াছিল, সেই সকল মহামহোৎসবের দিন কি পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত হইবে? ॥ ৪৭ ॥

নববৃন্দা।

এই অম্বিকাবন, ইহাতে সেই সুদর্শনের প্রসাদতীর্থ

মধুমঙ্গলঃ। এসো সঙ্খউড়ো ॥
রাধা। (সভয়ং) পরিত্রাহি পরিত্রাহি ॥
(ইতি কৃষ্ণমালিঙ্গতি) ॥
কৃষ্ণঃ। (পরিরম্ভসুখমভিনীয়) সাধু, রে ভ্রাতঃ শঙ্খচূড় ! সংরম্ভাদুন্মথিতোঽপি মে ত্বমলব্ধপূর্ব্বং প্রমোদমেব কৃতবান্ ॥
নববৃন্দা। পশ্য পশ্য,
শম্ভুর্বৃষং নয়তি মন্দরকন্দরান্ত-
র্ভীতঃ সলীলমপি যত্র শিরোধুনানে।

মধুমঙ্গল ইতি। এসঃ শঙ্খচূড়ঃ ॥

বিরাজ করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে সর্প-শরীর হইতে বিমুক্ত করিয়া বিদ্যাধর দেহ প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥
মধুমঙ্গল। এই দেখ, শঙ্খচূড় ॥
শ্রীরাধা। (ভীতিসহকারে) পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর ॥
(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গিয়া আলিঙ্গন করিলেন) ॥
শ্রীকৃষ্ণ। (আলিঙ্গনসুখ অনুভব করিয়া) ভাল, অরে ভাই শঙ্খচূড় ! আমি তোমাকে ক্রোধভরে বিনষ্ট করিলেও তুমি আমার অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দই সম্পাদন করিলা ॥
নববৃন্দা। দেখ দেখ,
যে অরিষ্টাসুর অবহেলায় মস্তক কম্পিত করিলে শম্ভু ভীত হইয়া আপনার বৃষকে পর্ব্বত-গুহায় লইয়া যান, কি

আঃ কৌতুকং কলয়-কেলি লবাদরিষ্টং
তং দৈত্যপুঙ্গবমসৌ হরিরুন্মমাথ ॥ ৪৯ ॥
(পুনঃ প্রদর্শ্য ।)
স্কন্ধেষ্বিন্দীবরাক্ষীণাং যঃ কিলেন্দীবরায়তে ।
চিত্রং ভুজঃ স তে কেশিভিদায়াং ভিদুরায়তে ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণঃ । এতদ্ব্যোমাসুরং বৃণ্বত্যা মুক্তিপতিম্বরায়া রঙ্গস্থলং ॥
মধুমঙ্গলঃ । এসো অক্কূরো, ইত্যর্দ্ধোক্তে ॥
রাধা । হা হা ! কিং করিস্সং ॥

নববৃন্দেতি । যত্র অরিষ্টে । আ ইত্যাশ্চর্য্যে অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥
স্কন্ধেষ্বিতি । ভিদুরমিবাচরতি কুলিশং ভিদুরং পবিরিত্যমরঃ ॥ ৫০ ॥
কৃষ্ণ ইতি । পতিম্বরায়াঃ মুক্তিকন্যায়াঃ ॥
রাধেতি । হা হা খেদে ! কিং করিষ্যামি ॥

আশ্চর্য্য ! সেই বৃষাসুরকে শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ ক্রীড়াচ্ছলে বধ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

(পুনর্ব্বার দেখাইয়া ।)

কৃষ্ণ ! তোমার যে হস্ত ব্রজঙ্গনাদিগের স্কন্ধে ইন্দীবরের ন্যায় আচরণ করে, সেই হস্তই আবার কেশিদানবের শরীরে বজ্রের ন্যায় ব্যবহার করিল, অহো কি আশ্চর্য্য ! ॥ ৫০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । এই দেখ, ব্যোমাসুরকে বরণকারিণী মুক্তিরূপা কন্যার রঙ্গস্থল অর্থাৎ এই স্থানে ব্যোমাসুর মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিল ॥
মধুমঙ্গল । এই অক্রূর, এই অর্দ্ধোক্তিতে ॥
শ্রীরাধা । হায় হায় ! কি করিব ! ॥

(ইতি মূর্চ্ছতি) ॥

কৃষ্ণঃ। (সসম্ভ্রমমালিঙ্গ্য) কোমলে! মা কাতরীভূঃ, ইদং খলু চিত্রং ॥

রাধা। (সাবহিত্থং) অব্বো! দারুণদা পসঙ্গস্‌স, জো চিত্তগদোবি সন্তাবেদি ॥

নববৃন্দা। এষ মথুরাপ্রস্থানোপক্রমঃ ॥

কৃষ্ণঃ।

বিরমতু নববৃন্দে! গান্ধিনেয়স্য যাত্রা-
বিবৃতিরনুসরেমামগ্রিমালেখ্যলক্ষ্মীং।

রাধেতি। আশ্চর্য্যং! দারুণতা প্রসঙ্গস্য, যশ্চিত্রগতোঽপি সন্তাপয়তি ॥
কৃষ্ণ ইতি। আলেখ্যলক্ষ্মীং চিত্রশোভাং ॥ ৫১ ॥

(এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (সম্ভ্রমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া) কোমলে! কাতর হইও না, ইহা চিত্র ॥

শ্রীরাধা। (ভাবগোপনসহকারে) অহো! এই প্রসঙ্গের কি দারুণতা! ইহা চিত্রগত হইয়াও সন্তাপ প্রদান করিতেছে! ॥

নববৃন্দা। এই দেখ, মথুরা-গমনের উপক্রম ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

নববৃন্দে! অক্রূর-যাত্রা-বিবরণ ক্ষান্ত হউক, এই অগ্রবর্ত্তি চিত্রশোভার অনুসরণ কর, প্রিয়ার করুণ-বিলাপ-সকল

স্মৃতিপথমধিরূঢ়ৈর্ভূরিভিস্তৈঃ প্রিয়ায়াঃ
করুণবিলপিতৈর্মে বিস্ফুটত্যন্তরাত্মা॥ ৫১॥

নববৃন্দা।

হত-রাজকীয়-রজকং বায়ক-দরদায়কং দেবং।
ধৃত-দমনক-দামানং সুদাম দয়িতং নমস্যামি॥ ৫২॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) প্রিয়ে! পশ্য পশ্য, তাম্বূলিকানামনুরাগং,
যৈরুভয়থা রঞ্জিতোঽস্মি॥

রাধা। কীস এদং উল্লংঘিদং॥

নববৃন্দেতি। দমনক মালা ইতি খ্যাতিঃ। সুদামা মালাকারস্তস্য দয়িতং॥ ৫২॥

কৃষ্ণ ইতি। যৈস্তাম্বূলিকৈরুভয়থা হৃদয়গচ্ছতা, তাম্বূলরাগেণ চ রাগং প্রাপিতোস্মি॥

কৃষ্ণ ইতি। সৈরিন্ধ্রীং কুব্জাং॥

স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়ায় আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইতেছে॥ ৫১॥

নববৃন্দা।

যিনি রাজকীয় রজককে বধপূর্ব্বক তন্তুবায়কে বর প্রদান করিয়াছেন, সেই দমনকপুষ্পের মালাধারিও সুদাম-মালাকার প্রিয় দেবকে নমস্কার করি॥ ৫২॥

শ্রীকৃষ্ণ। (হাস্যপূর্ব্বক) প্রিয়ে! দেখ দেখ, তাম্বূলিকা দিগের কেমন অনুরাগ, যদ্দ্বারা আমি অন্তর্বাহ্যে রঞ্জিত হইয়াছি॥

শ্রীরাধা। এই চিত্রটী কেন উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিলা?॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) কথমপহ্নোতুং ন শক্তোঽস্মি, যদিয়ং সৈরিন্ধ্রীমেব বিলোকতে॥

রাধা। ণঅবুন্দে! কা এসা রাঅমগ্গে গোউলণাধস্স পীদংসুঅঞ্চলং আঅড্ঢদি॥

নববৃন্দা। (স্মিতং কৃত্বা মুখং নাময়তি)॥

কৃষ্ণঃ। (কিঞ্চিৎ বিহস্য।)

অনিযুক্তাপি নিপুণা দূতীয়ং ত্বয়ি বৎসলা।
মামভ্যর্থয়তে ধৃত্বা পটে গোষ্ঠনিনীষয়া॥ ৫৩॥

রাধেতি। কস্মাদেতদ্বল্লজ্জিতং॥

রাধেতি। নববৃন্দে! কা এষা রাজমার্গে গোকুলনাথস্য পীতাংশুকাঞ্চলমাকর্ষয়তি॥

কৃষ্ণ ইতি। গোষ্ঠনিনীষয়া গোষ্ঠং নেতুমিচ্ছয়া॥ ৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) আর বুঝি গোপন করিতে পারিলাম না, যে হেতু ইনি কুব্জার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন॥

শ্রীরাধা। নববৃন্দে! এ কে? রাজমার্গে গোকুলনাথের পীতবস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতেছে?॥

নববৃন্দা। (হাস্যসহকারে বদন অবনত করিলেন)॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া।)

প্রিয়ে! এই দূতী অতিশয় নিপুণা, তুমি ইহাকে নিযুক্ত না করিলেও এ তোমার প্রতি বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিয়া আমার বস্ত্রাঞ্চল ধারণপূর্ব্বক গোকুলে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় আমাকে অভ্যর্থনা করিতেছে॥ ৫৩॥

রাধা। এসা মুহরীকিদ-বহ্মণ্ডা-কিত্তিমণ্ডলী, তা কিত্তিঅং ঢক্কিস্সসি ॥

নববৃন্দা। পশ্য পশ্য,

বনমালাং ভজমানৈর্গুরুরপি পোষ্টাপি দানপূরেণ। •
অলিভিরমোচি করীন্দ্রো হরিসেবা ধর্ম্মতো হি বরা ॥৫৪॥

অহহ! ভোঃ! পশ্যত ॥

ত্রাসিত-মল্লমরালঃ কৃষ্ণঘনোঽয়ং নিরাকৃতোত্তাপঃ।

রাধেতি। এষা মুখরীকৃত-ব্রহ্মাণ্ডকীর্ত্তিমণ্ডলী, তস্মাৎ কিয়ৎ আচ্ছাদয়িষ্যতি ভবানিতি শেষঃ ॥

নববৃন্দেতি। কৃষ্ণস্য বনমালাং ভজমানৈরলিভির্গুরুরপি দানপূরেণ পোষ্টাপি করীন্দ্রোঽমোচি ত্যক্তঃ। হি যস্মাৎ হরিসেবা ধর্ম্মতো বরা স্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

ত্রাসিতমিতি। ত্রাসিতা মল্লা এব মরালা যেন সঃ। নিরাকৃতা উত্তাপা-আধ্যাত্মিকাদয়ঃ। পক্ষে,হংকজা যেন সঃ। জীবনদায়ী। পক্ষে, প্রাণরক্ষকঃ।

শ্রীরাধা। এ তোমার কীর্ত্তিরাশি ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার করিয়াছে, অতএব আর কত আচ্ছাদন করিবা ॥

নববৃন্দা। দেখ দেখ,

শ্রীকৃষ্ণের বনমালা-ভজনকারী অলিকুল ধর্ম্মপ্রযুক্ত হরিসেবাই শ্রেষ্ঠ, এই বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা গুরু ও দানবারিদ্বারা পোষ্টা হইলেও কুবলয়াপীড় করীন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ৫৪ ॥

কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য! অহে! তোমরা সকলে দেখ, কৃষ্ণমেঘ মল্ল-হংসগণের ভয় উৎপাদনপুরঃসর সমুদায়

জগতো জীবনদায়ী ন হি কংসস্যোদয়ং কুরুতে ॥ ৫৫ ॥

রাধা। কো এসো ? কেসবেণ কেসে আঅড্‌ঢিঅ মঞ্চাদো পাড়িদো ॥

নববৃন্দা। এষ দুষ্টো ভূপতিঃ ॥

রাধা। (সানন্দং) পিঅং মে পিঅং মে ॥

কৃষ্ণঃ। নূনমতিক্রান্তো যামিন্যাঃ প্রথমো যামঃ, যদেষ ছায়া-প্রপঞ্চঃ সঙ্কুকোচ, তৎ কালিন্দীতীরমনুসরামঃ ॥

কংসস্য কংসাখ্যাসুরস্যোদয়ং ন হি কুরুতে, পরং তু মৃতিং কুরুত ইত্যর্থঃ। মেঘপক্ষে, কমিত্যেকপদং। শিরশ্চালনেন কংসস্থানামুদয়ং ন হি কুরুতে, পরং তু সর্ব্বসস্যোদয়ং কুরুত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

রাধেতি। ক এষঃ ? কেশবেন কেশে আকৃষ্য মঞ্চাৎ পাতিতঃ ॥

রাধেতি। মে প্রিয়ং মে প্রিয়ং ॥

কৃষ্ণ ইতি। ছায়া প্রপঞ্চঃ কন্দরাদ্বহির্জ্ঞেয়ঃ, কন্দরেতু চন্দ্রাদীনাং অপ্রকাশত্বাৎ ॥

তাপ নিবারণ করিয়া জগতের জীবন প্রদান করিতেছেন, কিন্তু কংসরাজের কোন কল্যাণ বিধান করিলেন না ! ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরাধা। এ ব্যক্তি কে ? কেশব ইহার কেশাকর্ষণ করিয়া ভূমিতে ফেলাইতেছেন ? ॥

নববৃন্দা। এটা দুষ্ট ভূপতি ॥

শ্রীরাধা। (আনন্দসহকারে) আমার কি আনন্দ আমার কি আনন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। বোধ হয় রজনীর প্রথম প্রহর অতীত হইয়া

(ইতি সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তিং নাটয়ন্তি) ॥

কৃষ্ণঃ। নেদিষ্ঠেয়ং মদঙ্গপ্রতিমায়াঃ পিণ্ডিকা, যদুপকণ্ঠে মহাবিলাস-বিদ্যাসিদ্ধি-ভূমিস্তমাল-রসালয়োরন্তরালবর্ত্তিনী সা মে কুঞ্জশালিকা ॥

(সব্যতো বিলোক্য।)

মাণিক্যকুট্টিম-তটেষু কলিন্দজায়াঃ
পূরে চ কৌস্তুভমণাবপি বিম্বিতেন।
একেন চন্দ্রমুখি ! তে মুখমণ্ডলেন
চন্দ্রাবলী বনভুবি প্রকটীকৃতাস্তি ॥ ৫৬ ॥

(নাটয়ন্তি অনুকুর্ব্বন্তি) ॥

কৃষ্ণ ইতি। নেদিষ্ঠাঽতিনিকটে ॥ ৫৬ ॥

থাকিবে, যে হেতু ছায়া-সকল সঙ্কুচিত দেখিতেছি, তবে আইস কালিন্দীর তীরে গমন করি ॥

(এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। আমার প্রতিমূর্ত্তি নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছেন, ইহাঁর উপকণ্ঠে বিলাস-সকলের সিদ্ধ-ভূমি ও তমাল আম্রে পরিবেষ্টিতা আমার সেই কুঞ্জশালিকা বিরাজ করিতেছে ॥

(বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া।)

চন্দ্রমুখি ! মণিকুট্টিমের তটে কালীন্দীর জলপ্রবাহে এবং কৌস্তুভমণিতে তোমার একটী মুখমণ্ডলমাত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া বনভূমিতে যেন চন্দ্রাবলী প্রকটন করিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

(প্রবিশ্য মাধব্যা সহ চন্দ্রাবলী।)

চন্দ্রাবলী। হলা ! বিরহুব্ভমিদা বুন্দাবণং পইট্‌ঠহ্মি, জং ইন্দ-
নীলপড়িবিম্বং বিণা অণ্ণো মে ওলম্বো ণত্থি ॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ ! সুদং মএ, সুহক্খণে পখাণং কচ্চুঅ
ইধ জ্জেব্ব চিট্‌ঠদি ভট্টা, ণ ক্খু এহ্ণিম্পি ইদো বহ্ম-
লোঅং পত্থিদা ॥

চন্দ্রাবলী। সহি ! সচ্চং ভণাসি, জং এদং তস্‌স সোরব্ভং
পসরেদি, তা এত্থ চ্চেঅ হুবিস্‌সদি ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি ! বিরহোদ্ভ্রমিতা বৃন্দাবনং প্রতিষ্ঠাস্মি, যং ইন্দ্রনীল-
প্রতিমাং বিনাহন্যো মেহবলম্বো নাস্তি ॥

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে। শ্রুতং ময়া, শুভক্ষণে প্রস্থানং কৃত্বা ইহৈব তিষ্ঠতি
ভর্ত্তা, ন খলু ইদানীমপি ইতো ব্রহ্মলোকং প্রস্থিতঃ ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি। সত্যং ভণসি, যদেতং তস্য সৌরভ্যং প্রসরতি,
তদত্রৈব ভবিষ্যতি ॥

(মাধবীর সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ।)

চন্দ্রাবলী। সখি। বিরহে ভ্রান্ত হইয়া বৃন্দাবনে প্রবেশ
করিয়াছি, যে হেতু এখন ইন্দ্রনীলপ্রতিমা ব্যতিরেকে
আমার অন্য অবলম্ব নাই ॥

মাধবী ! রাজকন্যে ! আমি শুনিয়াছি, রাজেন্দ্র শুভক্ষণে
যাত্রা করিয়া এই স্থানেই অবস্থিত আছেন, এ পর্য্যন্ত
এ স্থান হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন নাই ॥

চন্দ্রাবলী। সখি ! সত্য বলিতেছ, যে হেতু এই তাঁহার

কৃষ্ণঃ । (কুঞ্জদেহলীমুপলভ্য) প্রিয়ে ! ক্ষিপ্রমিহোপেহি,
ক্ষণমনুভবাবো বিশ্রামসুখং ॥

নববৃন্দা । (স্বগতং) প্রণয়াভ্যসূয়য়া ভ্রুবৌ ভঙ্গুরীকৃত্য নম্র-
মুখী কথং রসালান্তরিতা বভূব রাধা ॥

চন্দ্রাবলী । (সোদগ্রীবকং) হলা ! পেক্‌খ পেক্‌খ, কুঞ্জ-
ঘরদুআরে অজ্জউত্তো ॥

কৃষ্ণঃ ।

কৃষ্ণ ইতি । দেহলীং দ্বারং ॥

নববৃন্দেতি । প্রণয়াভ্যসূয়য়েত্যাদি বাক্যেন নববৃন্দায়াঃ সম্ভোগো বাঞ্ছিত ইতি জ্ঞেয়ং ॥

চন্দ্রাবলীতি । সখি ! পশ্য পশ্য, কুঞ্জগৃহদ্বারে আর্য্যপুত্রঃ ॥

অঙ্গের সৌরভ প্রবাহিত হইতেছে, তবে বোধ করি এ
স্থানে থাকিতে পারেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ । (কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইয়া) শীঘ্র এ স্থানে আইস,
আমরা ক্ষণকাল বিশ্রামসুখ অনুভব করি ॥

নববৃন্দা । (মনে মনে) প্রণয় অসূয়াদ্বারা ভ্রূদ্বয় বক্র করিয়া
নম্রমুখী শ্রীরাধা কেন আম্রবৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত
হইলেন ? ॥

চন্দ্রাবলী । (গ্রীবা উত্তোলনসহকারে) সখি ! দেখ দেখ,
কুঞ্জগৃহদ্বারে আর্য্যপুত্র ॥

শ্রীকৃষ্ণ ।

অত্র ভাবি নিরাতঙ্কমারামে রমণং মম।
স্ফুরত্যন্তে কুশস্থল্যা যদ্বিদর্ভাঙ্গভূরিয়ং ॥ ৫৭ ॥

চন্দ্রাবলী। মাহবি! ণূণং দিট্‌ঠহ্মি, জং বিদব্ভঙ্গভু ত্তি বাহরী-অদি ॥

মাধবী। লদন্তরিদাসি, কুদো দংসণসম্ভাবণা? ণূণং উক্কণ্ঠিদো এসো ভাবণাএ তুমং পেক্‌খদি, তা অতক্কিদং একিআ গদুঅ আণন্দেহি ণং ॥

কৃষ্ণ ইতি। অত্রারামে মম নিরাতঙ্কং রমণং ভবিষ্যতি। যৎ যস্মাদঙ্গ হে নববৃন্দে! কুশস্থল্যা অন্তে বিদর্ভাঙ্গভূরিয়ং স্ফুরতি। ভূমের্দর্ভরাহিত্যে-নোত্তরীয়াস্তরণমাত্রাৎ রমণমপি সুখজনকং স্যাদিতি ব্যঙ্গং। পক্ষে, বিদর্ভ-দেশীয়ো রাজা বিদর্ভো ভীষ্মকঃ। তস্যাঙ্গাজ্জাতা রুক্মিণী ॥ ৫৭ ॥

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি! নূনং দৃষ্টাস্মি, যদ্বিদর্ভাঙ্গভূরিতি ব্যাহরতি ॥

মাধবীতি। লতান্তরিতাসি কুতো দর্শনসম্ভাবনা? নূনং উৎকণ্ঠিত এষ ভাবনয়া ত্বাং পশ্যতি, তৎ অতর্কিতং একিকা গত্বা আনন্দয় এতং ॥

এই উপবনে আমার নির্ব্বিঘ্নে রমণ হইবার সম্ভব, যে হেতু এখন বিদর্ভনন্দিনী দ্বারকায় অবস্থিত আছেন ॥ ৫৭ ॥

চন্দ্রাবলী। মাধবি! নিশ্চয় দেখিয়াছি, যে হেতু রাজেন্দ্র বিদর্ভ অঙ্গভূ এই কথা বলিতেছেন ॥

মাধবী। লতায় আচ্ছাদিতা আছ, দেখিবার সম্ভাবনা কি? তবে নিশ্চয় বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবনা করিতে করিতে তোমাকে দেখিতেছেন, অতএব তুমি

কৃষ্ণঃ।

উচিতা হৃদয়ার্পণায় গৌরী
তরলালোকময়ী গুণোজ্জ্বলাত্মা।
নব হারলতেব রুক্মিণী মে
কিমিয়ং কণ্ঠতটে ন সন্নিধত্তে ॥ ৫৮ ॥

চন্দ্রাবলী। (উপসৃত্য কৃষ্ণমপাঙ্গেন পশ্যন্তী পুরোঽবতস্থে)॥

কৃষ্ণঃ। (সবিস্ময়ানন্দং) অহো! রসালতরুণা তিরোধায় কথং তমালমূলাদুপস্থিতাসি ॥

কৃষ্ণ ইতি। ইয়ং রাধা নব-হারলতেব কিং মে কণ্ঠতটে ন সংনিধত্তে। গৌরী গৌরবর্ণা। পক্ষে, স্বর্ণময়ত্বাদ্গৌরী। তরলশ্চঞ্চলো য আলোকো দৃষ্টিস্তৎপ্রচুরা। প্রাচুর্য্যে ময়ট্। পক্ষে, তরলহারমধ্যগত-নায়কঃ। তস্যালোকো দীপ্তিস্তন্ময়ী। গুণৈঃ পক্ষে, গুণেন সূত্রেণোজ্জ্বলাত্মা। রুক্মিণী কান্তমতী। পক্ষে, স্বর্ণময়ী। রুক্মিণীতি পদেন দেব্যা অপি বোধো ভবতি ॥ ৫৮ ॥

অলক্ষিতে একা গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করগা ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

চঞ্চলাক্ষী ও গুণোজ্জ্বলস্বরূপা এই গৌরাঙ্গী রুক্মিণী কি নবীন-হারলতার ন্যায় আমার হৃদয়ে অর্পিত হইবার নিমিত্ত কণ্ঠে সংলগ্ন হইবেন না ? ॥ ৫৮ ॥

চন্দ্রাবলী। (নিকটে গমনপূর্ব্বক অপাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করতঃ অগ্রে অবস্থিতা হইলেন)॥

শ্রীকৃষ্ণ। (বিস্ময় ও আনন্দসহকারে) কি আশ্চর্য্য ! তুমি

চন্দ্রাবলী। (সশঙ্কং নববৃন্দা-মুখমীক্ষতে)॥

নববৃন্দা। দেব ! দেবী সাক্ষাদীয়ং দীব্যতি॥

কৃষ্ণঃ। নববৃন্দে ! ন কেবলমাকল্পেন,—কিন্তু সঙ্কল্পেনাপি, যদীয়ং তাদৃশীমেব গম্ভীরতামবলম্বতে॥

চন্দ্রাবলী। (স্বগতং) ইমিণা বাহারেণ সুট্‌ঠু সংদিহাণহ্মি কিদা॥

কৃষ্ণ ইতি। আকল্পেন বেশেন। সংকল্পেনাপি অন্তর্বৃত্ত্যাপি। ইয়ং রাধা তাদৃশীমেব দেবী-সদৃশীমেব গম্ভীরতাং গাম্ভীর্য্যমবলম্বতে॥

চন্দ্রাবলীতি। অনেন ব্যাহারেণ সুষ্ঠু সন্ধিগ্ধাস্মি কৃতা॥

আম্রতরুতে লুক্কায়িত থাকিয়া কিরূপে তমালমূল হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলা ?॥

চন্দ্রাবলী। (শঙ্কাসহকারে নববৃন্দার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন)॥

নববৃন্দা। দেব ! তোমার সাক্ষাতেই দেবী ক্রীড়া করিতেছেন॥

শ্রীকৃষ্ণ। নববৃন্দে ! কেবল বেশদ্বারা নহে, কিন্তু অন্তর্বৃত্তিতেও, যে হেতু ইনি সেই প্রকার গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন॥

চন্দ্রাবলী। (মনে মনে) এরূপ বাক্যে আমি অতিশয় সন্দিগ্ধা হইলাম॥

কৃষ্ণঃ। (নববৃন্দামবেক্ষ্য) সত্যভামা ময়ি কথং॥

(ইত্যর্দ্ধোক্তে নববৃন্দা দৃশং কূণয়তি)॥

চন্দ্রাবলী। (সখেদং নীচৈঃ) হুঁ, বিণ্ণাদং পেম্মগউরবং॥

কৃষ্ণঃ। (নিভাল্য স্বগতং) হন্ত! কথমসৌ দেবী! ভবতু সম্বরীতুং প্রযতিষ্যে॥

(প্রকাশং।)

সতী কথমভামা মে দেবী নাদ্য প্রসীদতি।
নিদানমবিদৎ সদ্যঃ খিদ্যতে হৃদয়ং মম॥ ৫৯॥

কৃষ্ণ ইতি। সত্যভামা ময়ি কথং। শ্রান্তেনাদ্য প্রসীদতীতি বক্তব্যে সত্যভামা ময়ি কথং॥

(ইত্যর্দ্ধোক্তে সতি)॥

চন্দ্রাবলী। হুঁ, বিজ্ঞাতং প্রেমগৌরবং॥

কৃষ্ণ ইতি। অভামা অকোপনা॥ ৫৯॥

শ্রীকৃষ্ণ। (নববৃন্দাকে অবলোকন করিয়া) সত্যভামা আমাতে কেন?॥

(এই অর্দ্ধবাক্যে নববৃন্দা নেত্র সঙ্কুচিত করিলেন)॥

চন্দ্রাবলী। (খেদের সহিত ধীরে ধীরে) হুঁ, প্রেমের গৌরব জানিলাম॥

শ্রীকৃষ্ণ। (অবলোকন করিয়া মনে মনে) হায়! ইনি কি দেবী! তবে সম্বরণ করিবার জন্য যত্ন করি॥

(প্রকাশ করিয়া।)

সতী ও অকোপনা দেবী কেন এখনও প্রসন্না হইতেছেন

চন্দ্রাবলী। মাহবি ! কুদোসি ॥

মাধবী। (উপসৃত্য) এসম্হি ॥

কৃষ্ণঃ। (সশঙ্কমাত্মগতং।)

" নিজতনোর্বিতনোতু সখে ! ভবান্
সপদি বাল-রসাল ! বিশালতাং।
যদুতমুং পুরতস্তবস্তম্ভুষীং
ন হি যথা পরিপশ্যতি রুক্মিণী ॥ ৬০ ॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ ! রসালমূলে পেক্খ অপ্পনো দুদিঅং তণুঅং ॥

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি ! কুতোঽসি ॥

মাধবীতি। এষাস্মি ॥

কৃষ্ণ ইতি। বিশালতাং প্রকাণ্ডতাং। তনুষীং স্থিতাং ॥ ৬০ ॥

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে ! রসালমূলে পশ্য আত্মনো দ্বিতীয়াং তনুকাং ॥

না ! ইহার কারণ জানিতে না পারায় আমার হৃদয় খেদ করিতেছে ॥ ৫৯ ॥

চন্দ্রাবলী। মাধবি ! কোথায় আছ ? ॥

মাধবী। (নিকটে আসিয়া) আমি এই আছি ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (শঙ্কার সহিত মনে মনে।)

হে সখে ! হে বালআম্রতরো ! তুমি আপনার তনুর বিশালতা বিস্তার কর, তোমার পৃষ্ঠদেশে শ্রীরাধা অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব রুক্মিণী যেন তাঁহাকে দেখিতে না পান ॥ ৬০ ॥

চন্দ্রাবলী। (সমীক্ষ্য) যুক্তং খল্বেতৎ ॥

(ইতি নম্রী ভবতি।)

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) সহকারস্য নাত্র সহকারিতা জাতা, ভবতু কৈতবমেব সহায়ং করিষ্যে ॥

(প্রকাশং।)

তুণ্ডমুন্নময় তাণ্ডবিতাক্ষং

লজ্জতাং দিবি কুরঙ্গকলঙ্কঃ।

ম্লানতাং তব সমীক্ষ্য বিদূয়ে

জীবিতাদপি মমাভ্যধিকাসি ॥ ৬১ ॥

চন্দ্রাবলীতি। যুক্তং খল্বেতৎ ॥

কৃষ্ণ ইতি। সহকারস্য আম্রস্য, সহকারিতা সাহায্যং। আম্রশ্চূতো রসালোঽসৌ সহকারোঽতিসৌরভ ইত্যমরঃ ॥

তুণ্ডমুন্নময়েতি। তুণ্ডং মুখং। তাণ্ডবিতে অক্ষিণী যত্র তৎ। দিবি আকাশে। কুরঙ্গকলঙ্কশ্চন্দ্রঃ। বিদূয়ে দুঃখং লভে। জীবিতাৎ জীবনাৎ ॥ ৬১ ॥

মাধবী। রাজকন্যে! আম্রমূলে আপনার দ্বিতীয় তনু অবলোকন কর ॥

চন্দ্রাবলী। (অবলোকন করিয়া) নিশ্চয় ইহা উপযুক্ত বটে ॥

(এই বলিয়া নত হইলেন)॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) এ স্থানে সহকারের (আম্রের) সহকারিতা ত হইল না! না হউক, তবে এখন কৈতবকে সহায় করি ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক।)

দেবি! নৃত্যসম্পন্ন-নয়নশালী বদনচন্দ্র উত্তোলন কর,

মাধবী। দেঅ! ইমাণং পেম্মকোমলাণং অক্করাণং মা ক্খু --ণং অহিরূবং জাণাহি, জং এসা সচ্চা ণ হোদি॥

কৃষ্ণঃ। সাধু সাধু, মাধবিকে! সাধু, মদীয়-হৃদয়াশঙ্কা ত্বয়া নিরস্তা, তদিন্দ্রজালাভিজ্ঞয়া নববৃন্দয়ৈব নির্ম্মিতেয়ং মায়িকী দেবী, রসালমূলবর্ত্তিনী খলু সত্যা॥

(ইতি সসম্ভ্রমেণাম্রমুপেত্য সানুনয়ং।)

অন্তঃপ্রসাদ-সুধয়া প্লবনাদ্বিশুদ্ধা

শুদ্ধান্ততস্ত্বমভিতঃ স্বয়মাগতাসি।

মাধবীতি। দেব! এষাং প্রেমকমলানাং অক্ষরাণাং মা খলু এতামভিরূপাং জানীহি, যৎ এষা সত্যা ন ভবতি॥

অন্তরিতি। শুদ্ধান্ততঃ অন্তপুরাৎ। অন্তঃকরণে প্রসাদ এব সুধা তয়া

গগনে মৃগলাঞ্ছন চন্দ্র লজ্জিত হউন, হে প্রিয়ে! তোমার ম্লানতা দেখিয়া পরিতপ্ত হইতেছি, অতএব তুমি আমার জীবন অপেক্ষাও অধিকা॥ ৬১॥

মাধবী। দেব! এই সপ্রেম-কোমল অক্ষর-সকলের যোগ্য-পাত্র বলিয়া ইহাঁকে জানিও না, যে হেতু ইনি সত্যভামা নহেন॥

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল ভাল, মাধবিকে! ভাল, তুমি আমার হৃদয়ের আশঙ্কা দূর করিলা, তবে বোধ হয় ইন্দ্রজালপটীয়সী নববৃন্দা মায়াদ্বারা এই দেবীকে নির্ম্মাণ করিয়াছে, আম্র-মূলে সত্যা আছেন॥

(এই বলিয়া সসম্ভ্রমে আম্রমূলে গিয়া মিনতির সহিত।)

দেবি! অন্তঃকরণের প্রসন্নতারূপ অমৃতদ্বারা প্লবনহেতু

এতাং বৃথা প্রথয়সি প্রবলামকাণ্ডে
কিং কুণ্ডিনেশ্বরসুতে! ময়ি মানমুদ্রাং ॥ ৬২ ॥

নববৃন্দা। দেব! মাধবীপার্শ্বে দেবী ॥

কৃষ্ণঃ। নববৃন্দে! তর্হি কিমিয়ং রসালমূলে মায়িকী ॥

নববৃন্দা। ন মায়িকী, কিন্তু দেব্যাঃ কাচিদেষা প্রিয়সখী, সত্যা নাম ॥

কৃষ্ণঃ। অহো! গভীরতা দেবী কারুণ্যনির্ঝরাণাং যৈরালীজনেঽপি সারূপ্যামৃতং প্রণীয় বাঢ়ং ভ্রমিতোঽস্মি ॥

প্লবনাৎ বিশুদ্ধা মালিন্যাদিরহিতা। অকাণ্ডে অসময়ে। হে কুণ্ডিনেশ্বরসুতে! হে দেবি! ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণ ইতি। গভীরতা গাম্ভীর্য্যং। প্রণীয় প্রকর্ষেণ নীত্বা ॥

তোমার অন্তঃকরণের মালিন্য নাই, তুমি অন্তঃপুর হইতে স্বয়ং আগমন করিয়াছ, হে কুণ্ডিনেশ্বরসুতে! অকারণ কেন অসময়ে আমার প্রতি মানমুদ্রা বিস্তার করিতেছ? ॥ ৬২ ॥

নববৃন্দা। দেব! এই দেখ, মাধবীর পার্শ্বে দেবী বিরাজ করিতেছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ। নববৃন্দে! তবে কি ইনি আম্রমূলে মায়াময়ী? ॥

নববৃন্দা। মায়াময়ী নহেন, কিন্তু ইনি দেবীর কোন প্রিয়সখী, ইহাঁর নাম সত্যা ॥

শ্রীকৃষ্ণ। কি আশ্চর্য্য! দেবীর কারুণ্যনির্ঝরের কি গভীরতা! যদ্দারা সখীজনেরও স্বারূপ্য প্রদান করায় আমি অতিশয় ভ্রান্ত হইয়াছি ॥

রাধা। (স্বগতং) ইদো ণীস্সরণং ক্খু সরণং ॥

(ইতি নববৃন্দয়া সহ নিষ্ক্রান্তা) ॥

চন্দ্রাবলী। (সোৎপ্রাস স্মিতং।)

কজ্জল-সামলমজ্ঝং পল্লঅসোণুজ্জলং মুউন্দস্স।

গুঞ্জফলমৃব্ব অহরং মাহবি ! দট্‌ঠুণ ণন্দামি ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণঃ। দেবি ! মান্যথা শঙ্কিষ্ঠাঃ, সমাঘ্রায়মানাদামোদিনঃ শৈলশিলাখণ্ডাৎ কস্তুরী লিলগ্না ॥

রাধেতি। ইতো নিঃসরণং খলু শরণং ॥

চন্দ্রাবলীতি। কজ্জল-শ্যামমধ্যং পল্লবশোণোজ্জ্বলং মুকুন্দস্য। গুঞ্জা-ফল-মিব অধরং মাধবি ! দৃষ্ট্বা নন্দামি ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণ ইতি। আমোদিনঃ সুগন্ধিনঃ ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) এখান হইতে নির্গমন করাই আমার আশ্রয় ॥

(এই বলিয়া নববৃন্দার সহিত প্রস্থান করিলেন) ॥

চন্দ্রাবলী। (আনন্দসহকারে হাস্যপূর্ব্বক।)

মাধবি ! মধ্যে কজ্জলের ন্যায় শ্যাম ও নব-পল্লবতুল্য উজ্জ্বল রক্তবর্ণ গুঞ্জাফল-সদৃশ মুকুন্দের অধর সন্দর্শন করিয়া আমি আনন্দিত হইলাম ॥ ৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি ! অন্য প্রকার আশঙ্কা করিও না, আমি সুগন্ধিপর্ব্বতশিলা-খণ্ডের আঘ্রাণ করিয়াছিলাম, বোধ হয় তাহা হইতেই কস্তুরী সংলগ্ন হইয়া থাকিবে ॥

চন্দ্রাবলী। দেঅ! আকোমারং সুট্ঠু অজ্ঝাবিদম্হি, তা অলং ইমিণা অজ্ঝাবণপরিস্সমেণ ॥

মাধবী। ভট্টিদারিএ! ওসরে উবস্সপ্পিণিজ্জা ঈস্সরা হোন্তি, তা অণহিণ্ণাণং অম্হাণং ণীদিপ্পবন্ধাদিক্কমং ক্খমাবেহি দুআরবদীণাধং ॥

কৃষ্ণঃ। মাধবি! চিত্রা তে প্রকৃতিঃ, যা ধৃতজিহ্মগীভাবাপি নকুলীণাং চর্য্যামুদ্গিরতি ॥

চন্দ্রাবলীতি। দেব! আকৌমারং সুষ্ঠু অধ্যাপিতাস্মি, তদলমনেন অধ্যাপনপরিশ্রমেণ ॥

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! অবসরে উপসর্পণীয়াঃ ঈশ্বরা ভবন্তি, তদনভিজ্ঞানাং অস্মাকং নীতিপ্রবন্ধাতিক্রমং ক্ষময় দ্বারবতীনাথং ॥

কৃষ্ণ ইতি। যা ভবতী প্রকৃতির্বা অজিহ্মগীভাবা অকুটিলীভাবা। পক্ষে, সর্পীভাবা। কুলীনাং কুলাঙ্গনানাং। পক্ষে, নকুলীনাং নকুলস্ত্রীণাং, চর্য্যাং চরিত্রং ॥

চন্দ্রাবলী। দেব! কৌমারকাল হইতেই অধ্যয়ন করিয়াছি, অতএব আর অধ্যাপন-পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই ॥

মাধবী। রাজকন্যে! অবসরক্রমে ঈশ্বরদিগের আরাধনা করিতে হয়, অতএব আমরা অনবধানবশতঃ যে নীতি-প্রবন্ধ অতিক্রম করিয়াছি, তজ্জন্য দ্বারকানাথের নিকট প্রার্থনা কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ। মাধবি! তোমার বিচিত্র প্রকৃতি, তুমি সর্পিণীর

(ইত্যঞ্জলিং বদ্ধা।)

অদ্য প্রসীদ দেবি ! প্রাণাধিকবল্লভে ! সহসা।

স্পৃশতি ন চন্দ্রকলাঞ্চ ত্বাং চন্দ্রাবলি ! তমঃ কিমুত ॥৬৪॥

মাধবী। অলং ইমিণা সম্বোহণেণ, জং এসা ণ সচ্চভামা ॥

কৃষ্ণ। সখি ! সত্যমাত্থ, যদেষা নাসত্যকোপা দেবী ॥

অদ্যেতি। সহসা হাসেন হাস্তেন সহ বর্ত্তমানা। পক্ষে, সহসা হঠাৎ। তমো রাহুশ্চন্দ্রকলাং ন স্পৃশতি। হে চন্দ্রাবলি ! ত্বাং ন স্পৃশতীতি কিমুত বক্তব্যং ? পক্ষে, তমঃ ক্রোধঃ ॥ ৬৪ ॥

মাধবীতি। অলমনেন সম্বোধনেন, যৎ এষা ন সত্যভামা ॥

স্বভাব অবলম্বন করিয়া নকুল-স্ত্রীর চরিত্র উদগার করিতেছ ॥

(এই বলিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক।)

হে দেবি ! হে প্রাণাধিকবল্লভে ! আজ আমার প্রতি প্রসন্ন হও, সহসা তমঃ অর্থাৎ রাহু চন্দ্রকলা স্পর্শ করিতে পারে না, হে চন্দ্রাবলি ! তোমাকে যে স্পর্শ করিবে, ইহা আর কি বলিব ? ॥ ৬৪ ॥

মাধবী। এরূপ সম্বোধনে প্রয়োজন নাই, যে হেতু ইনি সত্যভামা নহেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখি ! সত্য বলিয়াছ, এই দেবী অকোপনা অর্থাৎ ইহাঁর কোপমাত্র নাই ॥

চন্দ্রাবলী। দেঅ! তুম্ম সঙ্কুইদং পেক্‌খিঅ চ্চেঅ দূএমি, তা পসীদ ণীস্সঙ্কং কীলেহি, এসা অন্তেউরং গচ্ছেমি॥

(ইতি সপরিজনা নিষ্ক্রান্তা)॥

কৃষ্ণঃ। গতাবরোধং দেবী তদ্বয়মপি গচ্ছাম॥

(ইতি পরিক্রম্য।)

রাধা মদানন-তরঙ্গদপাঙ্গকোটিঃ
ক্রীড়াপ্রসঙ্গভরভঙ্গ-বিবর্ণবক্ত্রা।
দেবীং বিলোক্য সহসা নমিতোত্তমাঙ্গা
মাকন্দগূঢ়তনুরাশ্রয়তে মনো মে॥ ৬৪॥

চন্দ্রাবলীতি। দেব! তব সঙ্কোচিতাং প্রেক্ষ্য এব দুনোমি, তৎ প্রসীদ ক্রীড়, এষা অন্তঃপুরং গচ্ছামি॥

কৃষ্ণ ইতি। মমাননে তরঙ্গন্তী অপাঙ্গ-কোটির্যস্যাঃ। ক্রীড়াপ্রসঙ্গভরস্য ভঙ্গেন বিবর্ণং বক্ত্রং যস্যাঃ সা। মাকন্দেন গূঢ়া তনুর্যস্যাঃ সা॥ ৬৪॥

চন্দ্রাবলী। দেব! আপনার সঙ্কোচ দেখিয়া আমি বিদীর্ণ হইতেছি, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া নির্ভয়ে ক্রীড়া করুন, এই আমি অন্তঃপুরে চলিলাম॥

(এই বলিয়া পরিবারবর্গের সহিত প্রস্থান)॥

শ্রীকৃষ্ণ। দেবী ত অন্তঃপুরে গমন করিলেন, তবে আমরাও যাই॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক।)

শ্রীরাধা আমার বদনের প্রতি অপাঙ্গতরঙ্গ নিক্ষেপপূর্ব্বক ক্রীড়াপ্রসঙ্গ-ভঙ্গে বিবর্ণমুখী হইয়া এবং দেবীর সন্দর্শনে মস্তক

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥

— (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে চিত্রদর্শনো নাম নবমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধনাটকে নবমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

অবনত করত: আম্রতরুতে লুক্কায়িত হইয়া আমার মনকে আশ্রয় করিলেন ॥ ৬৪ ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

(তদনন্তর সকলে চলিয়া গেলেন) ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধরনাটকে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্ন-কৃতানুবাদে চিত্রদর্শন নামক নবম অঙ্ক ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

ললিতমাধবনাটকং

দশমোঽঙ্কঃ।

——•:•:•

(ততঃ প্রবিশতো যুবত্যৌ।)

তুলসী। সখি মালতি! কাপি মঙ্গলবার্ত্তা কর্ণপদবীং কিং তবারূঢ়া? ॥

মালতী। সহি তুলসি! কীরিসী সা ॥

তুলসী। সা ভগবতী পৌর্ণমাসী সকুটুম্বং গোষ্ঠেশ্বরমাদায় সৌরাষ্ট্রং প্রবিবেশ ॥

(যুবত্যৌ তুলসীমালত্যৌ।)

তুলসীতি। দেবীত্বাৎ সংস্কৃতমাহ ॥

মালতীতি। মানুষীত্বাৎ প্রাকৃতমাহ, সখি তুলসি! কীদৃশী সা ॥

(অনন্তর তুলসী ও মালতী যুবতিদ্বয়ের প্রবেশ।)

তুলসী। সখি মালতি! কোন মঙ্গলবার্ত্তা কি তোমার কর্ণ-পদবীতে প্রবেশ করিয়াছে? ॥

মালতী। সখি তুলসি! সে কিরূপ? ॥

তুলসী। ভগবতী পৌর্ণমাসী সকুটুম্ব নন্দকে গ্রহণ করিয়া সৌরাষ্ট্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন ॥

মালতী। (সানন্দং) হলা! মাহবীচউস্সালং গদুঅ ণং সুহবুত্তং রাহিআএ নিবেদিস্সং ॥
তুলসী। সরলে! নাধুনা মাধবীচতুঃশালে রাধিকা ॥
মালতী। তদো কহিং এসা ॥
তুলসী। তত্র চিত্রদর্শন-দিবসে দেব্যা কেলিলক্ষণাবলোকনেন পরিহস্য সা খলু শুদ্ধান্তমুপনীতাস্তি ॥
মালতী। কেরিসং পরিহসিদং ? ॥
তুলসী।

মালতীতি। সখি! মাধবীচতুঃশালং গত্বা এতং শুভবৃত্তান্তং রাধিকাস্যৈ নিবেদয়িষ্যামি ॥
মালতীতি। তদা কুত্র এষা ॥
মালতীতি। কীদৃশং পরিহসিতং ॥

মালতী। (আনন্দের সহিত) সখি! মাধবীচতুঃশালায় গিয়া এই বৃত্তান্ত শ্রীরাধাকে নিবেদন করিব ॥
তুলসী। সরলে! শ্রীরাধা এখন মাধবীর চতুঃশালে নাই ॥
মালতী। তবে এখন তিনি কোথায় ? ॥
তুলসী। সেই চিত্রদর্শনের দিন দেবী রুক্মিণী রতিচিহ্ন দর্শনহেতু পরিহাস করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছেন ॥
মালতী। পরিহাস কি রূপ ? ॥
তুলসী (চন্দ্রাবলীর উক্তি)।

স্তনে কীরৈর্মন্যে তব নিবিড়য়া দাড়িমধিয়া
তথা বিম্বভ্রান্ত্যা ক্ষতমধরমধ্যে কৃতমিদং।
ময়ূরৈর্মালেয়ং ব্যদলি ফণিবুদ্ধ্যা মণিময়ী
বনান্তর্বাসস্তে ভগিনি! হৃদয়ং মে ব্যথয়তি ॥ ১ ॥

মালতী। হসিজ্জউ ণাম, তহবি লহুঈ চ্চেঅ সোহগ্গেণ গুরুঈ ॥

তুলসী। সত্যং ব্রবীমি, পশ্য পশ্য,
কৈরস্তিরস্কৃত্য সহস্ররশ্মিং
পরঃ সহস্রৈরিহ কৌস্তুভস্য।

তুলসীতি। ভ্রান্তিমানলঙ্কারোঽয়ং ॥ ১ ॥

মালতীতি। হস্যতাং নাম, তথাপি লঘ্বী কনিষ্ঠা এব সৌভাগ্যেন গুর্ব্বী, সত্যা ইতি শেষঃ ॥

তুলসীতি। কৌস্তুভস্য পরঃ সহস্রৈঃ সহস্রাদপি পরৈঃ কিরণৈঃ সহস্ররশ্মিং

ভগিনি! কি দুঃখের বিষয়, তোমার নিবিড় স্তনদ্বয়কে দাড়িম্ব বিবেচনা করিয়া এবং অধরকে বিম্বফল জ্ঞান করিয়া শুকপক্ষী ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে, হা কষ্ট! সর্পভ্রমে আবার ময়ূরগণ-কর্ত্তৃক তোমার মণিময় হার বিদলিত হইয়াছে, যাহা হউক, হে সখি! তোমার বনবাস আমার হৃদয়কে অতিশয় ব্যথা প্রদান করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

মালতী। হাস্য করুন, যদিচ সত্যা কনিষ্ঠাই বটেন, তথাপি তিনি সৌভাগ্যবশতঃ গরীয়সী ॥

তুলসী। সত্য বলিতেছি, দেখ দেখ,

সঙ্গায় যুক্তিং হরিরদ্য তস্যা
কুর্ব্বন্নসৌ তিষ্ঠতি সৌধপৃষ্ঠে ॥ ২ ॥
তদাবামপি স্ববাটিকাং প্রয়াব ॥
(ইতি নিষ্ক্রান্তে) ॥
বিষ্কম্ভকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি কীরাবলম্বজাম্বূনদ দণ্ডিকা-মণ্ডিত-পাণিনা বিদূষকেণোপাস্যমানঃ কৃষ্ণঃ।)

কৃষ্ণঃ।

অর্থাৎ তিরস্কৃত্য হরিরদ্য তস্যা রাধায়াঃ সঙ্গায় যুক্তিং কুর্ব্বন্নসৌ ইহ সৌধপৃষ্ঠে তিষ্ঠতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

বিষ্কম্ভক ইতি। বিষ্কম্ভস্য লক্ষণমুক্তং, যথা—"বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ। সংক্ষেপার্থস্ত-বিষ্কম্ভো মধ্যপাত্রপ্রয়োজিতঃ ॥"

হরি আজ কৌস্তুভের সহস্রাধিক কিরণদ্বারা সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেবকে তিরস্কারপূর্ব্বক শ্রীরাধার সঙ্গ নিমিত্ত যুক্তি করতঃ সৌধপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২ ॥

তবে আমরাও এখনও স্বীয়-বাটীতে গমন করি ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

বিষ্কম্ভক অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কার্য্যের সূচনা ॥

(অনন্তর স্বর্ণদণ্ডোপরি অবস্থিত শুকপক্ষী হস্তে করিয়া মধুমঙ্গল-কর্ত্তৃক উপাস্যমান শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ।

স্নেহেন দীপ্তাপি তমঃ প্রিয়া মে
হর্ত্তুং বিদর্ভেন্দ্রসুতোপরুদ্ধা।
শক্তিং ন ধত্তে কলসীপরীতা
প্রদীপরেখেব নিকেতনস্থ ॥ ৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ। মা কৃখু উচ্চং ভণাহি, সব্বদো সঞ্চারী এথ দেঈ পরিঅণো ॥

কৃষ্ণঃ। সখে কৌস্তুভ! ভবদ্বিদ্যোতনাদত্র মামনুমাস্যন্তি, তদদ্য মার্দ্দবমাপদ্যস্ব ॥

কৃষ্ণ ইতি। স্নেহেনানুরাগেণ। পক্ষে, ঘৃতাদিনা। তমো হৃদয়মালিন্যং। পক্ষে, ধ্বান্তং ॥ ৩ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। মা খলু উচ্চং ভণ, সর্ব্বতঃ সঞ্চারী অত্র দেবী-পরিজনঃ ॥

কৃষ্ণ ইতি। মার্দ্দবং মৃদুতাং ॥

এই প্রিয়তমা স্নেহে প্রদীপ্তা হইলেও বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণী-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধা হওয়াতে কলসীতে আবৃত প্রদীপ-শিখা যেমন গৃহের অন্ধকার হরণ করিতে পারে না, তাহার ন্যায় আমার মনোমালিন্য হরণ করিতে সমর্থা হইতেছেন না ॥ ৩ ॥

মধুমঙ্গল। উচ্চ করিয়া কথা বলিও না, এ [illegible] পরিবারবর্গ সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে কৌস্তুভ! তোমার জ্যোতিতে চন্দ্রাবলীর দাসী সকল এ স্থানে আমাকে অনুমান করিতে পারিবে, অতএব মৃদুতা অবলম্বন কর ॥

(প্রবিশ্য নববৃন্দা।)

নববৃন্দা। দেব! দেব্যাঃ প্রেষিতাস্মি ॥

কৃষ্ণঃ। নববৃন্দে! কিমিতি ॥

নববৃন্দা। কীররাজার্থং ॥

কৃষ্ণঃ। সখে! সমর্পয় কীরেন্দ্রং ॥

মধুমঙ্গলঃ। নববৃন্দা-করে কীরদণ্ডিকামর্পয়তি ॥

কৃষ্ণঃ। (সোৎকণ্ঠং) সখি! নববৃন্দে!

অদ্য প্রিয়াং পরিমলোজ্জ্বলরম্য গাত্রাং
সাত্রাজিতীতি বিদিতামবরোধমধ্যে।
তাং রত্নকুণ্ডল-মরীচি-পরীতগণ্ডাং
হা! রাধিকাং কলয়িতুং বলতে মনো মে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ ইতি। হা খেদে! পক্ষে, হারেণাধিকাং। বলতে উৎকণ্ঠতে ॥ ৪ ॥

(নববৃন্দার প্রবেশ।)

নববৃন্দা। দেব! দেবী আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ। নববৃন্দে! কি জন্য? ॥

নববৃন্দা। শুকপক্ষির নিমিত্ত ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! শুকপক্ষিকে সমর্পণ কর ॥

মধুমঙ্গল। নববৃন্দার হস্তে শুকাবলম্বিত দণ্ড অর্পণ করিলেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠার সহিত) সখি নববৃন্দে!

যাঁহার অঙ্গ হইতে অতিশয় সৌরভ উদ্গত হইতেছে, যিনি অন্তঃপুরমধ্যে সত্রাজিৎনন্দিনী বলিয়া বিদিতা হইয়াছেন এবং যাঁহার কর্ণাবলম্বিত রত্নকুণ্ডল-কান্তিতে গণ্ডযুগল পরি-

নববৃন্দা। দেব! দুর্লভোঽয়মর্থঃ প্রতিভাতি, সা খলু দেবী বহুধা বঞ্চনেন স্বয়মেব চাতুরীবিদ্যামধ্যাপিতা, যদদ্য নির্ভররাগমভিব্যজ্য কায়চ্ছায়ামিব সত্যভামামকরোৎ॥

মধুমঙ্গলঃ। হীমাণহে! সচ্চং, তরলো এসো কোথুহো, জং ণিবারিদোবি হম্মপুট্ঠং বিজ্জোদেদি॥

কৃষ্ণঃ। সখে! নামী কৌস্তুভস্য গভস্তয়ঃ, তদলমুপালম্ভেন॥

নববৃন্দেতি। রাধিকাদর্শনরূপঃ, স্বয়মেব ভবতা॥

মধুমঙ্গল ইতি। হীমানহে বিস্ময়ে! সত্যং, তরল এষ কৌস্তভঃ, যৎ নিরাকৃতোঽপি হর্ম্ম্যপৃষ্ঠং বিদ্যোতয়তি॥

কৃষ্ণ ইতি। গভস্তয়ঃ কিরণাঃ॥

ব্যাপ্ত, হা কষ্ট! সেই শ্রীরাধাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে॥ ৪॥

নববৃন্দা। দেব! এ বিষয় দুর্লভ বোধ হইতেছে, আপনি বহুপ্রকার বঞ্চনাপূর্ব্বক নিজেই দেবীকে চাতুরীবিদ্যা অধ্যয়ন করাইয়াছেন, এ কারণ তিনি আজ গুরুতর অনুরাগ প্রকাশ করিয়া সত্যভামাকে স্বীয়-দেহচ্ছায়ার ন্যায় করিয়াছেন॥

মধুমঙ্গল। অহো! সত্য, এই কৌস্তুভ অতিশয় চঞ্চল, যে হেতু নিবারিত হইয়াও অট্টালিকার উপরিভাগ আলোকময় করিতেছে॥

শ্রীকৃষ্ণ! সখে! এ গুলি কৌস্তুভের কিরণ নহে, অতএব আর ইহাকে তিরস্কার করিও না॥

নববৃন্দা। আর্য্য মধুমঙ্গল! সেয়ং পিঙ্গলা নাম ভামায়াঃ সখী, স্যমন্তকেন সার্দ্ধমিত এবাভিবর্ত্ততে॥

(প্রবিশ্য পিঙ্গলা।)

পিঙ্গলা। (কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা সত্রপং) দেঅ! সামিণা সত্তাজিদেণ ভট্টিদারিআএ সচ্চাএ পেসিদো এসো মণীন্দো॥

(ইতি কৃষ্ণ-করে অর্পয়তি)॥

কৃষ্ণঃ। (মণিং হৃদয়ে নিধায় সানন্দং) হন্ত! প্রিয়াপরিবারস্য সঙ্গমাদস্য তস্যাঃ সঙ্গমায় লব্ধতীর্থোঽস্মি॥

নববৃন্দেতি। আর্য্য! হে মধুমঙ্গল!॥

পিঙ্গলামিতি। দেব! স্বামিনা সত্রাজিতা ভর্ত্তৃদারিকায়ৈ সত্যায়ৈ প্রেষিত এষ মণীন্দ্রঃ॥

কৃষ্ণ ইতি। তস্যাঃ প্রিয়ায়াঃ, লব্ধতীর্থোঽস্মি লব্ধঘট্টোঽস্মি॥

নববৃন্দা। হে আর্য্য মধুমঙ্গল! এ সেই পিঙ্গলা নামে সত্যভামার সখী, স্যমন্তকমণি লইয়া এই দিকে আসিতেছে॥

(পিঙ্গলার প্রবেশ।)

পিঙ্গলা। (শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া লজ্জার সহিত) দেব! আমার প্রভু সত্রাজিৎ রাজতনয়া সত্যভামার নিমিত্ত এই মণীন্দ্র প্রেরণ করিয়াছেন॥

(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করিল)॥

শ্রীকৃষ্ণ। (হৃদয়ে মণি অর্পণ করতঃ আনন্দের সহিত) আহা! প্রিয়ার পরিবারের যখন সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি,

মধুমঙ্গলঃ। কেরিসং তং ॥

কৃষ্ণঃ।

পিঙ্গলামনুস্থতো মণিসঙ্গী
সঙ্গতো যুবতিবেশকলাভিঃ।
আদরাদনুমতো নিশি দেব্যা
তামহং রময়িতাস্মি মৃগাক্ষীং ॥ ৫ ॥

নববৃন্দা। সত্যং, দুর্লক্ষ্যোঽয়ং বিধিঃ ॥

কৃষ্ণঃ। নববৃন্দে! নেদীয়সী সন্ধ্যা, ততস্তং সাধয় শুদ্ধান্তং, বয়মত্র বিবিক্তে যোষিদ্বেশং রচয়াম ॥

মধুমঙ্গল ইতি। কীদৃশং তৎ অর্থাৎ তৎ ঘট্টং ॥
নববৃন্দেতি। দুর্লক্ষ্যঃ দুর্জ্ঞেয়ঃ ॥
কৃষ্ণ ইতি। নেদীয়সী নিকটবর্ত্তিনী। বিবিক্তে নির্জনে ॥

তখন ইঁহার সঙ্গ হইতেই তাঁহার সঙ্গলাভের সোপান প্রাপ্ত হইলাম ॥

মধুমঙ্গল। সে কিরূপ? ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

সখে! আমি হাবভাবশালিনী যুবতীর বেশ ধারণপূর্ব্বক মণিহস্তে পিঙ্গলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া দেবীর নিকট যাইব এবং তথায় সাদরে অনুমোদিত হইয়া রজনীতে সেই মৃগাক্ষীর সহিত বিহার করিব ॥ ৫ ॥

নববৃন্দা। সত্য, এই বিধান দুর্জ্ঞেয় বটে ॥

শ্রীকৃষ্ণ। নববৃন্দে! সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছে, অতএব

(ইত্যুভাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তঃ) ॥

নববৃন্দা। (পরিক্রম্য) ইয়ং সহপরিবারা সত্যয়ালঙ্কৃত-দক্ষিণপার্শ্বা দেবী মণিমন্দিরে নিবিষ্টা বিরাজতে ॥

(ততঃ প্রবিশতি তথাবিধা চন্দ্রাবলী।)

চন্দ্রাবলী। (সনর্ম্ম-স্মিতং) সহি সচ্চে ! মএ গম্ভীরগোরবেণ অন্তেউরে লালিদাবি বণমালাসহবাসসোক্খং চ্চেঅ সুমরন্তী হরিণীব্ব কীস উব্বিগ্‌গাসি ॥

(উভাভ্যাং মধুমঙ্গল-পিঙ্গলাভ্যাং) ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি সত্যে ! ময়া গম্ভীরগৌরবেণান্তঃপুরে লালিতাপি বনমালা। পক্ষে, বনশ্রেণী-সহবাসসৌখ্যমেব স্মরন্তী হরিণীব কস্মাদুদ্বিগ্নাসি ॥

তুমি অন্তঃপুরে গমন কর, আমরা এই নির্জনে স্ত্রীবেশ রচনা করি ॥

(এই বলিয়া মধুমঙ্গল ও পিঙ্গলার সহিত প্রস্থান করিলেন) ॥

নববৃন্দা। (প্রদক্ষিণপূর্ব্বক) এই যে, দেবী চন্দ্রাবলী পরিবারবর্গ এবং দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তিনী সত্যভামার সহিত অলঙ্কৃত হইয়া মণিমন্দিরের উপরি উপবেশনপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন ! ॥

(অনন্তর তথাবিধরূপে চন্দ্রাবলীর প্রবেশ।)

চন্দ্রাবলী। (পরিহাসের সহিত হাস্যপূর্ব্বক) সখি সত্যে ! আমি গুরুতর গৌরববশতঃ তোমাকে অন্তঃপুরে লালন করিলেও তুমি বনমালার সহবাসসুখই স্মরণ করিয়া হরিণীর ন্যায় উদ্বিগ্না হইলা কেন ? ॥

রাধা। (বিহস্য সাকূতং) দেঈ ! এত্থ সঅলসোক্খং সংরো-
হণে অবরোহে কিং মে বণমালাসঙ্গাহিলাসেণ ॥

নববৃন্দা। (উপসৃত্য) দেবি ! সোঽয়ং কামরূপাদানীতঃ
শ্রুতপূর্ব্বস্ত্বয়া কীরেন্দ্রঃ ॥

চন্দ্রাবলী। (সানন্দং) সুষ্ঠু পরিতুট্‌ঠহ্মি, জং আইদি সুন্দরো
এসো ॥

নববৃন্দা। দেবি ! মেধাসমৃদ্ধিং ধারয়ন্ প্রকৃতিসুন্দরঃ ॥

রাধেতি। দেবি ! অত্র সকলসৌখ্যং সংবোধনে কিং মে বনমালাসঙ্গাভি-
লাষেণ ॥

চন্দ্রাবলীতি। সুষ্ঠু পরিতুষ্টাস্মি, যদাকৃতিসুন্দর এষঃ ॥

শ্রীরাধা। (উচ্চহাস্য করিয়া অভিলাষের সহিত) দেবি !
সকল-সুখের প্রাপ্তিস্থল-স্বরূপ এই অবরোধে কেন
আমার বনমালার সঙ্গ নিমিত্ত অভিলাষ হইবে ? ॥

নববৃন্দা। (নিকটে গিয়া) দেবি ! আপনি পূর্ব্বে যাহা
শুনিয়াছেন, সেই এই কামরূপদেশ হইতে আনীত
শুকপক্ষী ॥

চন্দ্রাবলী। (আনন্দের সহিত) সন্তুষ্ট হইলাম, যে হেতু
ইহার আকৃতি অতি মনোহর ॥

নববৃন্দা। দেবি ! অতিশয় মেধাধারণ করায় ইহার প্রকৃতি
অতি সুন্দর ॥

চন্দ্রাবলী। সোবিদল্ল ! পাইমদালিমীফলেহিং ণন্দেহি কীরিন্দং ॥

কঞ্চুকী। যথাদিশতি দেবি ! ॥

(ইতি সকীরো নিষ্ক্রান্ত) ॥

(ততঃ প্রবিশতি প্রমদাবেশধারিণা কৃষ্ণেন পিঙ্গলয়া চানুগম্যমানো মধুমঙ্গলঃ।)

মধুমঙ্গলঃ। (পরিক্রম্য) দেঈ ! সত্তাজিদেণ সচ্চাএ সমন্তঅং দাদুং প্রহিদা এসা ইত্থিআজুঅলী ॥

চন্দ্রাবলীতি। সৌবিদল্লঃ কঞ্চুকী। খোজা ইতি প্রসিদ্ধো। সৌবিদল্ল-কঞ্চুকিনাবিত্যমরঃ। অন্তঃপুরচরো বিপ্রঃ কঞ্চুকী ত্বভিধীয়তে ইতি কোষান্তরং। পাকিমদাড়িমফলৈর্নন্দয় কীরেন্দ্রং ॥

মধুমঙ্গল ইতি। দেবি ! সত্রাজিতা সত্যায়ৈ স্যমন্তকং দাতুং প্রহিতা এষা স্ত্রীযুগলী ॥

চন্দ্রাবলী। হে সৌবিদল্ল ! অর্থাৎ হে কৃতক্লীব মনুষ্য ! সুপক্ক-দাড়িমীফলদ্বারা এই শুকপক্ষিকে আনন্দিত কর ॥

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা দেবি ! ॥

(এই বলিয়া শুকপক্ষির সহিত প্রস্থান) ॥

(অনন্তর স্ত্রীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ ও পিঙ্গলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মধুমঙ্গলের প্রবেশ।)

মধুমঙ্গল। (প্রদক্ষিণপূর্ব্বক) দেবি ! সত্রাজিৎ সত্যাকে স্যমন্তকমণি দিবার জন্য এই স্ত্রীযুগল প্রেরণ করিয়াছে ॥

চন্দ্রাবলী । (কৃষ্ণমবেক্ষ্য স্বগতং) অম্মহে ! সুন্দেরং ইমাএ ॥
(প্রকাশং ।)
কা এসা সামমুজ্জলা সুন্দরী কান্তিকন্দলীহিং মম অলিন্দং ইন্দণীলমঅং করেদি ॥

নববৃন্দা । দেবি ! সৌভাগ্যভাগসৌ রথাঙ্গী নাম সত্যায়াঃ সবয়াঃ ॥

রাধা । (কৃষ্ণং পরিচিত্য স্মিতং করোতি) ॥

চন্দ্রাবলীতি । আশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যমস্যাঃ ! কা এষা শ্যামলোজ্জ্বলা সুন্দরী কান্তিকন্দলীভির্মমালিন্দং ইন্দ্রনীলময়ং করোতি ॥

নববৃন্দেতি । সৌভাগ্যভাগিতি স্ত্রী-পুংসয়োঃ সমানরূপং । অসাবিতি তথা । রথাঙ্গীতি স্ত্রিয়ামীপ্ পুংস্যর্থে ইন । সবয়া ইতি দ্বয়োঃ সমানরূপং ॥

চন্দ্রাবলী । (শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া মনে মনে) আহা ! ইহার বড় আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ! ॥
(প্রকাশপূর্ব্বক ।)
আহা ! উজ্জল শ্যামবর্ণা এই সুন্দরীটী কে ? ইনি যে আপনার কান্তিসমূহদ্বারা আমার বহির্দ্বার ইন্দ্রনীলময় করিতেছেন ॥

নববৃন্দা । দেবি ! ইনি সৌভাগ্যভাগিনী রথাঙ্গী নামে সত্যার বয়স্যা ॥

শ্রীরাধা । (শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া হাস্য প্রকাশ করিলেন) ॥

মাধবী। অজ্জ মহুমঙ্গল! এসা সামলা সুট্ঠু অগণ্ঠিদা ণব-
— বহূবিঅ অন্তেউরে কীস লজ্জেদি ॥

পিঙ্গলা। সহি! বাঢ়ং সঙ্কোইণী ইমাএ পইদী ॥

নববৃন্দা। (দেবীং বিলোক্য।)

মুহুরুৎসুকধীরপি ত্বদগ্রে
ত্রপতে বক্তুমসৌ সখীং রথাঙ্গী।
তদিমাং প্রিয়লোকসঙ্গকামাং
প্রহিণু স্বর্ণনিকেতনায় ভামাং ॥ ৬ ॥

মাধবীতি। আর্য্য মধুমঙ্গল! এষা শ্যামলা সুষ্ঠু অবগুণ্ঠিতা নব-বধূরিব অন্তঃপুরে কস্মাল্লজ্জতে ॥

পিঙ্গলামিতি। সখি! বাঢ়ং সঙ্কোচিনী অস্যাঃ প্রকৃতিঃ ॥

নববৃন্দেতি। উৎসুকধীরিতি দ্বয়োঃ সমানরূপং। প্রিয়লোকো রথাঙ্গী তস্য সঙ্গে কামো যস্যাস্তাং প্রহিণু প্রস্থাপয় ॥ ৬ ॥

মাধবী। আর্য্য মধুমঙ্গল! এই শ্যামলা অতিশয় অবগুণ্ঠিত হইয়া নব-বধূর ন্যায় অন্তঃপুরে লজ্জা করিতেছে কেন? ॥

পিঙ্গলা। সখি! ইহাঁর প্রকৃতিই অতিশয় সঙ্কুচিতা ॥

নববৃন্দা। (দেবীকে অবলোকন করিয়া।)

এই রথাঙ্গী বারম্বার উৎসুকবুদ্ধি হইয়া তোমার অগ্রে সখীকে সম্ভাষণ করিতে লজ্জিতা হইতেছে, অতএব প্রিয়-লোকসঙ্গমাভিলাষিণী সত্যভামাকে স্বর্ণনিকেতনে প্রেরণ কর ॥ ৬ ॥

চন্দ্রাবলী ! সহি সচ্চে ! সুঅণ্ণমন্দিরং গচ্চুঅ আলিঙ্গীঅদু রহঙ্গী ॥

রাধা । (স্মিত্বা) জধা আণবেদি দেঈ ॥

(ইতি কৃষ্ণেন সমং সপরিবারা নিক্রান্তা) ॥

চন্দ্রাবলী । মাহবি ! সুদং মএ, বহিণীএ রাহিআএবি রইবিম্ব-সরিচ্ছং মণিরঅণং আসি ॥

(নেপথ্যে ।) (স্নেহেন দীপ্তেত্যাদি) ॥

চন্দ্রাবলীতি । সখি সত্যে । সুবর্ণমন্দিরং গত্বা আলিঙ্গ্যতাং রথাঙ্গী । ভবত্যেতি শেষঃ ॥

রাধেতি । যথা আজ্ঞাপয়তি দেবী ॥

চন্দ্রাবলীতি । মাধবি ! শ্রুতং ময়া ভগিন্যা রাধায়া অপি রবিবিম্বস্য সদৃশং মণিরত্নমাসীৎ । রত্নশব্দোঽত্র শ্রেষ্ঠবাচকঃ । অন্যথা পুনরুক্ততাদোষাপাতাৎ ॥

(নেপথ্যে কৃষ্ণোক্তচরং পদ্যং পঠতি) ॥

চন্দ্রাবলী । সখি সত্যে ! সুবর্ণমন্দিরে গিয়া রথাঙ্গীকে আলিঙ্গন কর ॥

শ্রীরাধা । (মধুর হাস্যসহকারে) যে আজ্ঞা দেবি ! ॥

(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সপরিবারে প্রস্থান) ॥

চন্দ্রাবলী । মাধবি ! শুনিয়াছি, ভগিনী শ্রীরাধার নিকট সূর্য্য-বিম্ব-সদৃশ একটী শ্রেষ্ঠ মণি আছে ॥

(বেশগৃহে ।)

(শুকপক্ষী তৃতীয় সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণোক্ত "স্নেহেন দীপ্তা" ইত্যাদি পদ্য পাঠ করিতে লাগিল) ॥

চন্দ্রাবলী। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) সুণক্ষ, এসো কীরো কিং পঢ়েদি ॥

(নেপথ্যে।) অদ্য প্রিয়াং পরিমলোজ্জ্বলরম্যগাত্রাং সাত্রাজিতীত্যাদিঃ ॥

চন্দ্রাবলী। (সখেদং) হলা ! সুদং সোদব্বং ॥

(পুনর্নেপথ্যে।) (পিঙ্গলামমুস্হতো মণিসঙ্গীত্যাদিঃ) ॥

চন্দ্রাবলী। মাহবি ! আঅণ্ণিদং তুএ ॥

চন্দ্রাবলীতি। শৃণুম, এষ কীরঃ কিং পঠতি ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি ! শ্রুতং শ্রোতব্যং। ময়েতি শেষঃ ॥

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি। আকর্ণিতং ত্বয়া ? ॥

চন্দ্রাবলী। (বেশগৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) শ্রবণ করি, এই শুক কি পড়িতেছে ॥

(বেশগৃহে।)

(শুকপক্ষী চতুর্থসংখ্যক শ্রীকৃষ্ণোক্ত "অদ্য প্রিয়াং পরিমলোজ্জ্বলরম্যগাত্রাং সাত্রাজিতী" ইত্যাদি পদ্য পাঠ করিতে লাগিল) ॥

চন্দ্রাবলী। (খেদের সহিত) সখি ! যাহা শুনিবার, তাহা শুনিলাম ॥

(পুনর্ব্বার বেশগৃহে।)

(শুকপক্ষী পঞ্চম সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণোক্ত "পিঙ্গলামমুস্হতো মণিসঙ্গী" ইত্যাদি পদ্য পাঠ করিতে লাগিল) ॥

চন্দ্রাবলী। মাধবি ! তুমি শুনিলা ত ? ॥

মাধবী। ণ কেঅলং আঅগ্নিদং আঅলিদঞ্চ ॥

চন্দ্রাবলী।

অন্তেউরে স্মিং সচ্চা জই বসই
সুহং তদো কহিং সহি! মে।
ইঅণং কুণ্ডিণবইণো
পহিণোমি ঘরে উবাএণ ॥ ৭ ॥

মাধবী। সাহু মন্তিদং ভট্টিআএ! ॥

চন্দ্রাবলী। অম্মহে! বঞ্চণবিজ্জা-বেঅক্‌খণ্ণং, জং অপ্পমত্তা অবি ভামিদম্হ, তা এহি হেমমন্দিরং গচ্ছম্হ ॥

মাধবীতি। ন কেবলং আকর্ণিতং আলোকিতঞ্চ। জ্ঞাতমিত্যর্থঃ ॥

চন্দ্রাবলীতি। অন্তঃপুরে সত্যা যদি বসতি শুভং তদা কস্মিন্ সখি! মে। অয়ি! এতাং কুণ্ডিনপতেঃ প্রহিণোমি গৃহে উপায়েন ॥ ৭ ॥

মাধবীতি। সাধু মন্ত্রিতং ভর্তৃদারিকয়া! ॥

চন্দ্রাবলীতি। আশ্চর্য্যং বঞ্চনবিদ্যা বৈলক্ষণ্যং, যৎ অপ্রমত্তা অপি ভ্রমিতাঃ স্ম বয়ং, তদেহি হেমমন্দিরং গচ্ছামঃ ॥

মাধবী। কেবল শুনি নাই, জানিয়াওছি ॥

চন্দ্রাবলী।

সখি! অন্তঃপুরে সত্যা যদি বাস করিল, তবে আমার কল্যাণ কোথায়? অয়ি! কোন উপায়দ্বারা কুণ্ডিনপতির গৃহে ইহাকে প্রেরণ করি ॥ ৭ ॥

মাধবী। রাজকন্যে! ভাল মন্ত্রণা করিয়াছ ॥

চন্দ্রাবলী। আশ্চর্য্য বঞ্চনবিদ্যার বৈলক্ষণ্য! আমরা সতর্কে

(ইতি নিষ্ক্রান্তা।)

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ।)

কৃষ্ণঃ। (সানন্দং।)

সুতনু! কিঞ্চিদুদঞ্চয় লোচনে
চলচকোরচমৎকৃতিচুম্বিনী।
স্মিতসুধাঞ্চ সুধাকরমাধুরী-
বিধুরতাবিষয়েহদ্য ধুরন্ধরাং ॥ ৮ ॥

রাধা। (সলজ্জং) সুন্দর! অলং ইমিণা মুহমেত্তবট্টিণা পিঅত্তণেণ ॥

কৃষ্ণ ইতি। উদঞ্চয় উদ্ঘাটয়। ধুরন্ধরাং নিপুণাং ॥ ৮ ॥

রাধেতি। সুন্দর। অলমনেন মুখমাত্রবর্ত্তিনা প্রিয়ত্বেন ॥

থাকিয়াও ভ্রান্ত হইলাম। যাহা হউক, তবে আইস, স্বর্ণমন্দিরে গমন করি ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। (আনন্দের সহিত।)

হে সুতনু! অদ্য চঞ্চল-চকোরের বিস্ময়প্রদ লোচনদ্বয় উদ্ঘাটন এবং সুধাকরমাধুরীর তিরস্কার-সুনিপুণা হাস্যসুধা বর্ষণ কর। ৮ ॥

শ্রীরাধা। (লজ্জিত হইয়া) সুন্দর! তোমার মুখমাত্রবর্ত্তিনী প্রিয়তার আর প্রয়োজন নাই ॥

(ইতি সংস্কৃতেন।)

জগৎকর্ণচমৎকারী দত্তো যে দেব ! যস্ত্বয়া।

স মূকঃ সাম্প্রতং বৃত্তঃ প্রেমোড্ডামরডিণ্ডিমঃ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে ! মৈবং ব্রবীঃ,

যস্তু ভ্রাম্যদপাঙ্গভঙ্গিখুরলীখেলাভুবঃ সুভ্রুবঃ

স্বস্তি স্যান্মদিরেক্ষণে ক্ষণমপি ত্বামন্তরা মে কুতঃ।

তারাণাং নিকুরম্বকেন বৃতয়া শ্লিষ্টেঽপি সোমাভয়া

নাকাশে বৃষভানুজাং শ্রিয়মৃতে নিষ্পাদ্যতে সচ্ছতা ॥ ১০ ॥

জগদিতি। স প্রেমা এবোড্ডামরডিণ্ডিমো বাদ্যবিশেষঃ। সাম্প্রতং মূকো বৃত্তঃ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ ইতি। ভ্রাম্যতামপাঙ্গানাং ভঙ্গ্যাঃ। খুরলী অভ্যাসঃ। অভ্যাসঃ খুরলী যোগ্যেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। সৈব খেলা তস্যা ভুবঃ স্থানানি। ত্বামন্তরা মে কুতঃ কস্যাঃ সকাশাৎ স্বস্তি স্যাৎ কস্যা অপি ইত্যন্বয়ঃ। তারাণাং নক্ষত্রাণাং। পক্ষে, শুভ্রমুক্তাফলানাং। সোমাভয়া চন্দ্রদীপ্ত্যা। পক্ষে, চন্দ্রাবল্যা।

(এই বলিয়া সংস্কৃতভাষায়)

দেব ! তুমি আমাকে জগতের কর্ণের চমৎকারীজনক যে প্রেমোদ্রেকরূপ ডিণ্ডিম প্রদান করিয়াছিলে, সম্প্রতি তাহা মূক হইয়া রহিয়াছে, আর শব্দ করিতেছে না ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে ! এ কথা বলিও না,

হে খঞ্জনাক্ষি ! ভ্রমণশীল অপাঙ্গভঙ্গির অভ্যাসে ক্রীড়ার স্থানস্বরূপ শোভন-ভ্রূসম্পন্না বহু বহু সুন্দরী থাকিলেও তোমা ব্যতিরেকে আমার কল্যাণের সম্ভাবনা কোথায় ? তাহার

নববৃন্দা। চারুমুখি! সোপচারেয়ং নোক্তিমুদ্রা॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! ত্বদাস্যং পশ্যতো মে নোপমানবস্তূনি হৃদয়-
মারোহন্তি॥

যতঃ—

ধত্তে ন স্থিতিযোগ্যতাং চরণয়োরঙ্কেঽপি পঙ্কেরুহং
নাপ্যঙ্গুষ্ঠনখস্য রত্নমুকুরঃ কক্ষাসু দক্ষায়তে।

আকাশে নভসি। পক্ষে, আ সম্যক্ কাশতে ইতি আকাশোঽহং তস্মিন্ময়ি। বৃষে বৃষরাশৌ স্থিতো ভানুর্বৃষভানুস্তস্মাজ্জাতাং শ্রিয়ং কান্তিং। পক্ষে, বৃষভানু-গোপবিশেষস্তস্মাজ্জাতাং শ্রিয়ং লক্ষ্মীং শ্রীরাধামিত্যর্থঃ॥ ১০॥

নববৃন্দেতি। সোপচারা অনুকূলাত্ববিধানমুপচারস্তৎসহিতা, কিন্তু যথা যথৈব॥

ধত্তে ইতি। অঙ্কে ক্রোড়ে। অথবা রেখাময়কমলসমীপেঽপীতি জ্ঞেয়ং।

দৃষ্টান্ত দেখ, তারানিকরে পরিবৃত এবং চন্দ্রকলায় আলিঙ্গিত হইলেও বৃষভানুজা অর্থাৎ বৃষরাশিস্থ ভাস্করের শোভা ব্যতি-রেকে কি কখন আকাশে স্বচ্ছতা সম্পন্ন হয়?॥ ১০॥

নববৃন্দা। চারুমুখি! এ কথা উপচার নয়, সত্যই বটে॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমার বদন সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে
কোন উপমার বস্তু উপস্থিত হইতেছে না॥

কারণ—

প্রিয়ে! তোমার চরণদ্বয়ের ক্রোড়দেশে পদ্ম-স্থানলাভ করিতে ও যোগ্যতা ধারণ করিতে পারিতেছে না, রত্নমুকুর চরণাঙ্গুষ্ঠ-নখরের তুল্যতা বিধান করিতে সমর্থ হইতেছে না।

চণ্ডি ! ত্বন্মুখমণ্ডলস্য পরিতো নির্ম্মঞ্ছনেঽপ্যঞ্জসা
নৌচিত্যং ভজতে সমুজ্জ্বলকলা সাম্রাপি চন্দ্রাবলী ॥১১॥

(প্রবিশ্য মাধব্যা সহ চন্দ্রাবলী।)

চন্দ্রাবলী। মাহবি ! সুদং তুএ ? ॥

মাধবী। অধইং ॥

কৃষ্ণঃ। (পুরোঽবলোক্য) পশ্যত পশ্যত, দেবীয়মদবীয়সী ॥

রত্নমুকুরো রত্নাদর্শঃ। দর্পণে মুকুরাদর্শাবিত্যমরঃ। কলা ষোড়শভাগঃ। পক্ষে, বিলাসঃ। চন্দ্রাবলী চন্দ্রশ্রেণী। পক্ষে, চন্দ্রভানুদুহিতা ॥ ১১ ॥

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি ! শ্রুতং ত্বয়া ? ॥

মাধবীতি। অথকিং ॥

কৃষ্ণ ইতি। অদবীয়সী নিকটবর্ত্তিনী ॥

হে চণ্ডি ! তোমার মুখমণ্ডলের সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মঞ্ছন-বিষয়ে সমুজ্জ্বলকলা চন্দ্রাবলীও অনায়াসে ঔচিত্য লাভ করিতে অপারগ হইতেছে, অতএব আর অধিক কি বলিব ? ॥ ১১ ॥

(মাধবীর সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ।)

চন্দ্রাবলী। মাধবি ! তুমি শুনিলা ত ? ॥

মাধবী। হাঁ, শুনিলাম ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (অগ্রে অবলোকন করিয়া) দেখ দেখ, দেবী আমার নিকটবর্ত্তিনী ॥

(ইতি সর্ব্বে সসম্ভ্রমেণাভ্যুত্থানং নাটয়ন্তি) ॥

চন্দ্রাবলী। (উপসৃত্য) হলা সচ্চভামে। তাদেণ সত্তাজিদেণ তুজ্ঝ পেসিদং অচ্চরিঅং মণিন্দং বিলোইদুং আঅদহ্মি ॥

নবন্দা। (কৃষ্ণকরান্মণিমুত্তার্য্য দর্শয়তি) ॥

চন্দ্রাবলী। সুদং মএ, মণিন্দো এসো ছীরসাঅরমন্থণে উপ্পণ্ণো ॥

মধুমঙ্গলঃ। দেই! এব্বমেদং ॥

(আভিমুখ্যেনোত্থানং নাটয়ন্তি কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ) ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি। সত্যভামে তাতেন সত্রাজিতেন তুভ্যং প্রেষিতং আশ্চর্য্যং মণীন্দ্রং বিলোকয়িতুমাগতাস্মি ॥

চন্দ্রাবলীতি। শ্রুতং ময়া, মণীন্দ্র এষ ক্ষীরসাগরমন্থনে সমুৎপন্নঃ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। দেবি। এবমেতৎ ॥

(এই বলিয়া সকলে সম্ভ্রমের সহিত উত্থান করিলেন) ॥

চন্দ্রাবলী। (নিকটে গমন করিয়া) সখি সত্যভামে! তোমার পিতা সত্রাজিৎ যে তোমাকে আশ্চর্য্য মণীন্দ্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাই দেখিবার জন্য আসিয়াছি ॥

নববৃন্দা। (শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে মণি গ্রহণ করিয়া অবলোকন করাইলেন) ॥

চন্দ্রাবলী। আমি শুনিয়াছি, ক্ষীরসাগর-মন্থনে এই মণীন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছে ॥

মধুমঙ্গল। দেবি! তাহাই বটে ॥

চন্দ্রাবলী। অন্নং বি তথ একং অচ্চরিঅং আসি ॥

নববৃন্দা। দেবি! তৎ কীদৃশং ॥

চন্দ্রাবলী। ধন্নন্তরিণো হত্থাদো অমিঅকুম্ভে দাণএহিং আ-অড্ঢিঅ ণীদে, অজ্জউত্তেণ কিম্বি অউরুব্বং রূবং পঅ-ডিদং, জস্স মোহিণীত্তি বিক্খাদী ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) নূনং বিজ্ঞাতোঽস্মি দেব্যা, যদকাণ্ডে মোহিনী প্রস্তূয়তে ॥

চন্দ্রাবলী। জহ্ত্থণামা সা কখু মুক্তী, জাএ জোঈস্সরো সঙ্করোবি সুট্ঠু মোহিদো, তথ অন্নাণং কা কধা ॥

চন্দ্রাবলীতি। অন্যদপি তত্র একং আশ্চর্য্যমাসীৎ ॥

চন্দ্রাবলীতি। ধন্বন্তরের্হস্তাৎ অমৃতকুম্ভে দানবৈরাকৃষ্টনীতে, আর্য্যপুত্রেণ কিমপি অপূর্ব্বং রূপং প্রকটিতং, যস্য মোহিনীতি বিখ্যাতিঃ ॥

চন্দ্রাবলী। তথায় আরও একটী আশ্চর্য্য আছে ॥

নববৃন্দা। দেবি! তাহা কিরূপ? ॥

চন্দ্রাবলী। দানবগণ ধন্বন্তরির হস্ত হইতে অমৃতকুম্ভ আকর্ষণ করিয়া লইলে, আর্য্যপুত্র কোন এক অপূর্ব্ব রূপ প্রকটন করিয়াছিলেন, তাহার নাম মোহিনী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) বোধ হয়, দেবী আমাকে জানিতে পারিয়াছেন, নতুবা অসময়ে মোহিনীর প্রস্তাব করিবেন কেন? ॥

সর্ব্বাঃ। (স্বগতং) এদং দুরূহং সংবিধাণঅং কধং দেঈএ উন্নীদং ॥

চন্দ্রাবলী। (সস্মিতং) সহি সচ্চভামে ! কিং সো উবাও অত্থি, জেণ অম্মেবি তং পেক্‌খম্ম ? ॥

রাধা। (সের্ষ্যং ভ্রূভঙ্গেন কৃষ্ণমীক্ষতে) ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) সাক্ষাদেবং গতস্য মম বাঙ্মাত্রেণাপি বঞ্চনচাতুরী সত্যমাতুরীবভূব ॥

চন্দ্রাবলীতি। যথার্থনাম্নী সা খলু মূর্ত্তিঃ, যয়া যোগীশ্বরঃ শঙ্করোঽপি সুষ্ঠু মোহিতঃ, তত্র অস্মাকং কা কথা ? ॥

সর্ব্বা ইতি। এতদ্দুরূহং সম্বিধানকং কথং দেব্যা উন্নীতং ॥

চন্দ্রাবলীতি। সখি সত্যভামে ! কিমত্র উপায়োঽস্তি ? যেন বয়মপি তৎ পশ্যামঃ ॥

কৃষ্ণ ইতি। আতুরীবভূব বৃথাবভূব ॥

চন্দ্রাবলী। সেই মূর্ত্তির মোহিনী নাম যথার্থই বটে, যখন সে যোগীশ্বর শঙ্করকেও সুন্দররূপে বিমোহিত করিয়াছিল, তখন আমাদের আর কথা কি ! ॥

সকলে। (মনে মনে) এই দুরূহ বিধান দেবী কিরূপে জানিতে পারিলেন ॥

চন্দ্রাবলী। (হাস্যের সহিত) সখি সত্যভামে। এমন কি উপায় আছে ? যাহাতে আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই ॥

শ্রীরাধা। (ঈর্ষার সহিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) আমার যখন এইরূপভাবে সাক্ষাৎ

(প্রকাশং)

দেবি ! কিমদ্য মাং প্রত্যভিজ্ঞাতুং ক্ষমাসি ন বেত্তি পরীক্ষণায় ময়েদং নাট্যমঙ্গীকৃতং ॥

চন্দ্রাবলী । (কৃত্রিমসম্ভ্রমমভিনীয়) হন্ত হন্ত । অজ্জউত্তো এসো ॥

(ইতি শিরো নাময়তি) ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভো পিঅবঅস্স ! তুমং পচ্চভিজ্জাণন্তীএ জিদং অহ্ম দেঈএ, তা অলং এত্থ চউরম্মণত্তণেণ ॥

নাট্যঃ নটানুকরণং ॥

চন্দ্রাবলীতি । হন্ত হন্ত । আর্য্যপুত্র এষঃ ॥

মধুমঙ্গল ইতি । ভো প্রিয়বয়স্য ! ত্বাং প্রত্যভিজানন্ত্যা জিতং অস্মদ্দেব্যা, তদলমত্র চতুরম্মণ্যত্বেন ॥

ঘটিল, তখন আমার বঞ্চনাচাতুর্য্য বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত অর্থাৎ মিথ্যা হইল ॥

(প্রকাশপূর্ব্বক ।)

দেবি ! আজ আমাকে চিনিতে পারিবা কি না, ইহার পরীক্ষার নিমিত্ত আমি এই নাট্য অঙ্গীকার করিয়াছি ॥

চন্দ্রাবলী । (কৃত্রিম সম্ভ্রম প্রকাশপূর্ব্বক) হা কষ্ট হা কষ্ট ! ইনি যে আর্য্যপুত্র ॥

(এই বলিয়া মস্তক অবনত করিলেন) ॥

মধুমঙ্গল । অহে প্রিয়বয়স্য ! আমাদের দেবী স্বীয়-বুদ্ধিবলে তোমাকে জয় করিয়াছেন অর্থাৎ চিনিতে পারিয়াছেন,

মাধবী। অজ্জ মহুমঙ্গল! কালভুঅঙ্গদট্টে কুলিসপ্পহারো এসো॥

চন্দ্রাবলী। মুদ্ধে মাহবি! মহূসবে কীস খিজ্জসি, ণং দুল্লহং রূআমিঅং পিবেহি॥

রাধা। (স্বগতং) হন্ত হন্ত! অণুভূদা মএ পারবস্‌সস্‌স পরাকট্‌ঠা॥

চন্দ্রাবলী। দেব! ইমাএ মন্দাএ মণিদংসণুক্কণ্ঠাএ, তুঅম্মি অবরাহিণী কিদম্হি, মন্দভাইণী॥

মাধবীতি। আর্য্য মধুমঙ্গল! কালভুজঙ্গদষ্টে কুলিশপ্রহার এষঃ॥

চন্দ্রাবলীতি। মুগ্ধে মাধবি। মহোৎসবে কস্মাৎ খিদ্যসে ন্বমিতি শেষঃ। এতৎ দুর্লভং রূপামৃতং পিব॥

রাধেতি। হন্ত হন্ত! অনুভূতা ময়া পারবশ্যপরাকাষ্ঠা॥

চন্দ্রাবলীতি। দেব! অনয়া মন্দয়া মণিদর্শোনোৎকণ্ঠয়া, ত্বয়ি অপরাধিনী কৃতাস্মি, মন্দভাগিনী॥

তবে আর আপনাকে চতুর বলিয়া মানিবার প্রয়োজন কি?॥

মাধবী। আর্য্য মধুমঙ্গল! কালভুজঙ্গদষ্ট-ব্যক্তির প্রতি ইহা বজ্রপ্রহার॥

চন্দ্রাবলী। মুগ্ধে মাধবি! মহোৎসবে কেন দুঃখ করিতেছ? এই দুর্লভ রূপামৃত পান কর॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) কি কষ্ট কি কষ্ট! আমি পরাধীনতার পরাকাষ্ঠা অনুভব করিলাম॥

চন্দ্রাবলী। দেব! এই মন্দবুদ্ধি মণিদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত

কৃষ্ণঃ। দেবি! যথাকামমুপলভ্যতাং, ত্বৎকারুণ্যমেব শরণং॥
(নেপথ্যে।) হলা! সুদং সোদব্বং॥
মধুমঙ্গলঃ। এসো কঞ্চুই হত্থে কীরো পঢ়েদি॥
কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) মেধাবিনা কীরেণৈব কৃতেয়ং কদর্থনা॥
(পুনর্নেপথ্যে। অন্তেউরেম্মি সচ্চা ইত্যাদি)॥
রাধা। (সখেদমাত্মগতং) সাহু, রে কীর! সাহু সাহু, বাঢ়ং

(নেপথ্যে।) সখি! শ্রুতং শ্রোতব্যং॥
মধুমঙ্গল ইতি। এষঃ কঞ্চুকিহস্তে কীরঃ পঠতি॥
(পুনর্নেপথ্যে। অন্তঃপুরেঽস্মিন্ সত্যা)॥

হইয়া তুমি আমাকে অপরাধিনী করিলা, অতএব আমি অতি মন্দভাগ্যা॥
শ্রীকৃষ্ণ। দেবি! যথেষ্ট তিরস্কার কর, তোমার করুণাই আমার আশ্রয়॥

(বেশগৃহে।)

সখি! শ্রোতব্য বিষয় শ্রুত হইল॥
মধুমঙ্গল। এই কঞ্চুকীর হস্তে শুক পড়িতেছে॥
শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) মেধাবী শুকপক্ষীই এই কদর্থনা করিল॥

সপ্ত সংখ্যক চন্দ্রাবলীর উক্তি। (পুনর্ব্বার বেশগৃহে। "অন্তেউরেম্মি সচ্চা" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ হইতে লাগিল)॥
শ্রীরাধা। (খেদের সহিত মনে মনে) ভাল, রে শুক!

কণু পহিদন্মি, তা দাণিং দুল্লহাহিট্ঠদাণং দক্খিণং তীথ-বরং কালিঅদহং পবিসিঅ-অপ্পাণং তুরিঅং সপ্পেভ্য উবহরিস্সং ॥

(ইতি নববৃন্দা-পিঙ্গলাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা) ॥

চন্দ্রাবলী। দেঅ! একং বিণ্ণবিস্সং ॥

কৃষ্ণঃ। দেবি! কামমাজ্ঞাপয় ॥

চন্দ্রাবলী। দেঅ! তুহ্ম বিলাসসোক্খাণং বাহাদেণ, কিদমহা-পাবহ্মি, তা কারুণ্ণেণ আণবেহি, জধা গোট্ঠবইণো গোট্ঠং গদুঅ-বসন্তী তুমং সুহিণং করেমি ॥

রাধেতি। সাধু, রে ধীর! সাধু সাধু, বহুমনুগৃহীতাস্মি, অদেতি শেষঃ। অদিদানীং দুর্লভাভীষ্টদানদক্ষিণাং তীর্থবরং কালিয়হ্রদং প্রবিশ্যাত্মানং ত্বরিতং সর্পেভ্য উপহরিষ্যামি ॥

চন্দ্রাবলীতি। দেব! একং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ॥

চন্দ্রাবলীতি। দেব! তব বিলাসসৌখ্যানাং ব্যাঘাতেন কৃত-মহাপাপাস্মি, তৎ কারুণ্যেনাজ্ঞাপয়, যথা গোষ্ঠপতের্গোষ্ঠং গত্বা ত্বাং সুখিনং করোমি ॥

ভাল ভাল, তুমি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলা, অতএব এখন দুর্লভ অভীষ্টদানের দক্ষিণাস্বরূপ তীর্থরাজ-কালিয়-হ্রদে প্রবেশ করিয়া আমার এই শরীর শীঘ্র সর্পগণকে উপহার দিব ॥

(এই বলিয়া নববৃন্দা ও পিঙ্গলার সহিত শ্রীরাধার প্রস্থান) ॥

চন্দ্রাবলী। দেব! একটী নিবেদন করি ॥

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি! যাহা ইচ্ছা হয়, আজ্ঞা কর ॥

চন্দ্রাবলী। দেব। তোমার বিলাসসুখ সকলের ব্যাঘাত

(নেপথ্যে।)

এষ ক্ষিপ্রং মধুরিপুপরিষঙ্গরঙ্গায় লুব্ধো

গোষ্ঠাধীশঃ কনকশকটী পৃষ্ঠপল্যঙ্কসঙ্গী।

বন্ধুশ্রেণীবৃতপরিসরঃ পৌর্ণমাসী-যশোদা-

পূর্ণাভ্যাসঃ প্রবিশতি মুদা দ্বারকাদ্বারবীথীং॥ ১২॥

কৃষ্ণঃ। (সানন্দং) সখে! দেব্যাঃ সদভিধ্যানেন সকুটুম্বো গোষ্ঠাধীশঃ প্রাপ্তস্তদেহি তত্র গচ্ছাব॥

(নেপথ্যে।) পৌর্ণমাসী যশোদাভ্যাং পূর্ণাবভ্যাসৌ দক্ষিণ-বামপ্রদেশৌ যস্য সঃ॥ ১২॥

করায় আমি মহা অপরাধ করিয়াছি, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আজ্ঞা করুন, গোষ্ঠপতির গোষ্ঠে গিয়া বাস-পূর্ব্বক আপনার আরাধনা করি॥

(বেশগৃহে।)

এই গোষ্ঠেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনবিষয়ে লুব্ধচিত্ত হইয়া দ্রুতগতি স্বর্ণশকটে পৃষ্ঠাবলম্বনপূর্ব্বক বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া পৌর্ণমাসী ও যশোদা এই দুই জনদ্বারা বাম এবং দক্ষিণ দিক্ পূর্ণ করিয়া আনন্দে দ্বারকার দ্বারপথে প্রবেশ করিতেছেন॥ ১২॥

শ্রীকৃষ্ণ। (আনন্দসহকারে) সখে! দেবীর অভিপ্রায় সহকারে কুটুম্বগণের সহিত গোষ্ঠাধীশ-নন্দ আগমন করিয়াছেন, তবে আইস, তথায় গমন করি॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) ॥

চন্দ্রাবলী। সমএ সংবুত্তো মে বান্ধবাণং সমাঅমো ॥

(নেপথ্যে।)

ইয়মুদ্দিশ্যমানাধ্বা পৌর্ণমাস্যা ব্রজেশ্বরী।

পরীতা পরিবারেণ রোহিণীমন্দিরং যযৌ ॥ ১৩ ॥

মাধবী। দিট্‌ঠিয়া দিট্‌ঠিয়া! জং সুদ তুম্হ দুক্‌খা ঠক্কুরাণী রোহিণী ॥

চন্দ্রাবলী। তা গচ্ছম্হ, গুরুঅণং বন্দণং কুণম্হ ॥

(ইতি পরিক্রম্য।)

চন্দ্রাবলীতি। সময়ে সংবৃত্তো মে বান্ধবানাং সমাগমঃ ॥
(নেপথ্যে)। পৌর্ণমাস্যোদ্দিশ্যমানোঽধ্বা যস্যাং সা ॥
মাধবীতি। দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা! যৎ শ্রুতং যুষ্মদ্দুঃখা ঠক্কুরাণী রোহিণী ॥
চন্দ্রাবলীতি। তৎ গত্বা, গুরুজনবন্দনং কুর্ম্মঃ ॥

(এই বলিয়া দুই জনে গমন করিলেন) ॥

চন্দ্রাবলী। সময়ক্রমে বান্ধবগণের সমাগম উপস্থিত হইল ॥

(নেপথ্যে।)

পথপ্রদর্শিকা পৌর্ণমাসীর সহিত সপরিবারে যশোদা রোহিণীদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

মাধবী। কি সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য, ঠাকুরাণী রোহিণী যে তোমাদিগের দুঃখ অবগত হইয়াছেন ॥

চন্দ্রাবলী। তবে চল, গুরুজনের বন্দনা করি ॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক।)

এদং চ্চেঅ রাউলাণীএ রোহিণীএ অন্তেউরং ॥

(নেপথ্যে।)

নয়নয়োস্তনয়োরপি মুখতঃ
পরিপতদ্ভিরসৌ পয়সাং ঝরৈঃ।
অহহ ! বল্লবরাজ-বিলাসিনী
স্বতনয়ং প্রণয়াদভিষিঞ্চতি ॥ ১৪ ॥

চন্দ্রাবলী। এসো গোউলেস্সরীএ অঙ্কে ণিবিট্‌ঠো অজ্জ-উত্তো, তা ক্‌খণং এত্থ চিট্‌ঠম্হি ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টা যশোদা-পৌর্ণমাসী-মুখরাদয়শ্চ।)

এতদেব রাজ্ঞ্যাঃ রোহিণ্যা অন্তঃপুরং ॥

(নেপথ্যে।) পয়সাং জলানাং দুগ্ধানাঞ্চ। পয়সী দুগ্ধবারিণী ইতি কোষঃ ॥১৪॥

চন্দ্রাবলীতি। এষ গোকুলেশ্বর্য্যা অঙ্কে নিবিষ্ট আর্য্যপুত্রঃ, তৎ ক্ষণমত্র তিষ্ঠামি ॥

এই ত রাণী রোহিণীর অন্তঃপুর ॥

(বেশগৃহে।)

আহা ! গোপরাজ-পত্নী যশোদা এককালীন স্তনদ্বয় ও নয়নদ্বয় হইতে পতিত অশ্রু এবং দুগ্ধধারা আদরসহকারে স্বীয়-পুত্রের অভিষেক করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

চন্দ্রাবলী। এই যে আর্য্যপুত্র গোকুলেশ্বরীর ক্রোড়ে উপ-বেশন করিয়া রহিয়াছেন, তবে আমি কিছুকাল এই স্থানেই অবস্থিতি করি ॥

যশোদা। (মূর্দ্ধ্নি হরিমাঘ্রায় সাস্রং) জাদ ! ণূণং বিস্মরিদম্হি, জং চিরং ণ মে উত্তালণং কিদং ॥

কৃষ্ণঃ। (সবাষ্পং) অম্ব ! কথমেবং ব্যাহরন্তী লজ্জিতমপি মাং লজ্জয়সি ॥

মুখরা। ভঅবদি ! বম্হণ্ড-কোড়িণাহোত্তি তুঅত্তো সুদোবি কহ্নো মম উণ গোঅণাঅরোত্তি পড়িভাদি ॥

যশোদেতি। জাত ! বৎস ইত্যর্থঃ। নূনং বিস্মৃতাস্মি, যস্মাৎ চিরং ন মে উত্তালনং কৃতং। উচ্চালনমিতি পাঠে উচ্চারণমিত্যর্থঃ ॥

মুখরেতি। ভগবতি ! ব্রহ্মাণ্ড-কোটিনাথ ইতি ত্বত্তঃ শ্রুতোঽপি কৃষ্ণঃ মম পুনর্গোপনাগর ইতি প্রতিভাতি ॥

(অনন্তর যথানির্দ্দিষ্টা যশোদা, পৌর্ণমাসী ও মুখরাদির প্রবেশ।)

যশোদা। (শ্রীকৃষ্ণের মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক অশ্রু মোচন করিতে করিতে) পুত্র ! নিশ্চয় আমাকে ভুলিয়াছ, যে হেতু বহুকাল আমাকে দেখা দাও নাই ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (নয়নজলের সহিত) মা ! কেন এরূপ কথা বলিলেন, ইহাতে আমি যে লজ্জান্বিত, পুনর্ব্বার আমাকে লজ্জিত করিতেছেন ॥

মুখরা। ভগবতি যশোদে ! শ্রীকৃষ্ণ কোটি-ব্রহ্মাণ্ডনাথ, এ কথা তোমার মুখে শুনিলেও, কিন্তু পুনর্ব্বার আমার সম্বন্ধে ইনি ত গোপনাগররূপে প্রতীত হইতেছেন ॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) আর্য্যে মুখরে ! হৃদয়ঙ্গমমুক্তং, কিন্তু শুভ-
মনুধ্যায়তাং, যথা ভূয়োঽপি তথা মঙ্গলভাজনং ভবেয়ং ॥

পৌর্ণমাসী। হন্ত ! চিরাদঙ্কুরিতানি মদ্ভাগধেয়বীজানি, যদদ্য
যশোদোৎসঙ্গমারূঢ়ং মাধবং পশ্যামি ॥

কৃষ্ণঃ। অম্ব ! ময়া সম্বর্দ্ধিতং পশু-পক্ষিণাং কদম্বং, কিং
বস্তত্র সৌখ্যমাতনোতি ॥

পৌর্ণমাসী। মুকুন্দ ! দুঃখে বক্তব্যে কিং নু সৌখ্যং
ব্রবীষি ॥

কৃষ্ণ ইতি। যথা শুভানুধ্যানেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (হাস্যসহকারে) আর্য্যে মুখরে ! আপনি আমার
হৃদয়ঙ্গম কথা বলিলেন, কিন্তু শুভচিন্তা করুন, যাহাতে
পুনর্ব্বার আমি সেই প্রকার মঙ্গলভাজন হই ॥

পৌর্ণমাসী। হায় ! বহুকাল পরে আমার সৌভাগ্যের
বীজ-সকল অঙ্কুরিত হইল, যে হেতু আজ যশোদার
ক্রোড়ে মাধবকে উপবিষ্ট দেখিলাম ॥

শ্রীকৃষ্ণ। মা ! আমার দ্বারা যে শুকপক্ষি-সকল কদম্ববৃক্ষে
রক্ষিত হইয়াছিল, তাহারা কি আপনার সুখ বিস্তার
করিয়াছে ? ॥

পৌর্ণমাসী। কৃষ্ণ ! দুঃখের কথা জিজ্ঞাসার স্থলে, কেন
সুখ বলিতেছ ? ॥

যশোদা। (সংস্কৃতেন।)

যঃ পারীপরিবাহিতেন কপিলাক্ষীরেণ খিন্নস্ত্বয়া
পুষ্টঃ প্রেমভরাদ্বিনষ্ট-জননী-সঙ্গঃ কুরঙ্গীশিশুঃ।
ত্বামপ্রেক্ষ্য স কাতরঃ প্রতিদিশং মুক্তার্ত্তনাদস্তুদ-
ন্নর্ম্মাণি ব্রজবাসিনাং বিতনুতে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং॥ ১৫॥

পৌর্ণমাসী।

কস্তান্ পশ্যন্ ভবদুপহৃত-স্নিগ্ধপিঞ্ছাবতংসান্
কংসারাতে! ন খলু শিখিনঃ খিদ্যতে গোষ্ঠবাসী।

যশোদেতি। পারী দুগ্ধস্য ভাণ্ডে স্যাদিতি কোষঃ। শার্দ্দূলবিক্রীড়িতমিতি পদ্যস্যাস্য শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং নাম ছন্দঃ সূচিতং। তল্লক্ষণং, অর্কাশ্বৈর্যদি মঃ সজৌ সততগাঃ "শার্দ্দূলবিক্রীড়িত"মিতি॥ ১৫॥

পৌর্ণেতি। ভবতে উপহৃতাঃ স্নিগ্ধাঃ পিঞ্ছরূপা অবতংসা যৈস্তান্ শিখিনঃ॥ ১৬॥

যশোদা। (সংস্কৃতভাষায়।)

কৃষ্ণ! তুমি স্নেহসহকারে যে মাতৃহীন হরিণীতনয়কে ভাণ্ডপরিপূরিত কপিলার দুগ্ধদ্বারা পোষণ করিয়াছিলে, সেই হরিণীতনয় তোমাকে দেখিতে না পাইয়া দিকে দিকে আর্ত্ত-নাদপূর্ব্বক সকল ব্রজবাসির মর্ম্মভেদ করিয়া শার্দ্দূলের ন্যায় ক্রীড়া প্রকাশ করিতেছে॥ ১৫॥

পৌর্ণমাসী।

কৃষ্ণ! যে সকল ময়ূর তোমাকে স্নিগ্ধপিঞ্ছরূপ অবতংস অর্পণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া কোন্ গোষ্ঠবাসী

উন্মীলন্তং নব-জলধরং নীলমদ্যাপি মন্থা

যে ত্বামন্তর্মুদিতমনসস্তন্বতে তাণ্ডবানি ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণঃ। (ক্ষণং তূষ্ণীং স্থিত্বা) ভগবতি ! কচ্চিদমী স্বস্তিমন্তো মম বয়স্যাঃ ॥

পৌর্ণমাসী। ভবদ্বিলোকনোৎকণ্ঠয়া তে ব্রজেন্দ্রেণ সার্দ্ধং সুধর্ম্মামধ্যাসতে তত্ত্বরয়া পূর্ণকামাঃ ক্রিয়ন্তাং ॥

কৃষ্ণঃ। যথা দিশন্তি, তত্র ভবত্যঃ ॥

(ইতি পরিক্রম্য স্বগতং।)

কৃষ্ণ ইতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নে। ত্বামহং প্রশ্নয়ামীত্যর্থঃ ॥

কৃষ্ণ ইতি। মাতুর্যশোদায়াঃ। উপসত্তিঃ সমীপাগতিঃ ॥

খেদ না করিতেছে ? হে কংসশত্রো ! ঐ সকল ময়ূর উদিত নীলবর্ণ নব-জলধর অবলোকন করিয়া তোমাকে বোধ করতঃ অন্তঃকরণের আমোদসহকারে অদ্যাপি নৃত্য বিস্তার করিতেছে ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভূত থাকিয়া।) ভগবতি ! আমার সেই সকল বয়স্যগণ ত সুখে আছে ? ॥

পৌর্ণমাসী। কৃষ্ণ ! তোমার দর্শনোৎকণ্ঠায় সেই সকল বয়স্য ব্রজরাজনন্দের সহিত সুধর্ম্মায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের বাসনা পরিপূর্ণ কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ। যে আজ্ঞা, তাহাই করিতেছি ॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মনে মনে।)

মাতুর্ব্বন্দনায় ললিতা-পদ্ময়োরুপসত্তিরত্রোচিতা ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥

চন্দ্রাবলী। উবসপ্পণস্‌স এসো ওসরো

(ইতি তথা করোতি)

পৌর্ণমাসী। (সহর্ষং) গোষ্ঠেশ্বরি ! পুরস্তাদিয়ং চন্দ্রাবলী ॥

(ইত্যুপপাদ্য ভুজাভ্যামাবৃণোতি) ॥

যশোদা। (সস্নেহং) বচ্ছে ! দিট্‌ঠিয়া পুণোবি দিট্‌ঠাসি ॥

(ইতি কণ্ঠে গৃহ্নাতি) ॥

চন্দ্রবলীতি। উপসর্পণস্য এষোঽবসরঃ ॥

যশোদেতি। বৎসে ! দিষ্ট্যা পুনরপি দৃষ্টাসি ॥

মাতা যশোদার বন্দনা করিতে ললিতা ও পদ্মার তথায় গমন করা উচিত ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান) ॥

চন্দ্রাবলী। নিকটে যাইবার ত এই অবসর ॥

(এই বলিয়া সমীপে গমন করিলেন) ॥

পৌর্ণমাসী। (হর্ষের সহিত) গোষ্ঠেশ্বরি ! অগ্রে এই চন্দ্রাবলী ॥

(এই বলিয়া চন্দ্রাবলীর নিকটে গমনপূর্ব্বক দুই হস্তদ্বারা আবরণ করিলেন) ॥

যশোদা। (স্নেহসহকারে গাত্রোত্থান করিয়া) বৎসে ! বড় সৌভাগ্য যে, পুনর্ব্বার তোমার সহিত দেখা হইল ॥

(এই বলিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন) ॥

চন্দ্রাবলী। (যশোদামভিবাদ্য সাস্রং) অম্ম! ইদোবি ভুইট্‌ঠো দেঅস্সো কো কৃখু কারুণ্ণবিলাসো, জং অপ্পণো পাঅপ্ফংস-সোহগ্‌গাণং ভাঅণী কিদম্হি॥

যশোদা। বচ্ছে! অবি ণাম ণ বিস্সুমরিদো সো অম্হ_গ্গোউল-বাসো॥

চন্দ্রাবলী। অম্ম! মাদু-কোড়ি-সিণিদ্ধাও, জহিং তুম্হে বসেধ, তত্থাবত্থাণং কল্লাণং কা ণাম পামরী অবি সুমরেদি॥

চন্দ্রাবলীতি। মাতরিতোঽপি ভূয়িষ্ঠস্তে অন্যঃ কারুণ্যবিলাসঃ, যৎ আত্মনঃ পদস্পর্শসৌভাগ্যানাং ভাগিনী কৃতাস্মি॥

যশোদেতি। বৎসে! অপি নাম বিস্মৃতঃ সোঽস্মদ্গোকুলনিবাসঃ॥

চন্দ্রাবলীতি। অম্ব! মাতৃ-কোটি-স্নিগ্ধা, যত্র যূয়ং বসথ, তত্রাবস্থানং কল্যাণং কা নাম পামরী অপি ন স্মরতি॥

চন্দ্রাবলী। (যশোদাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে) মাতঃ! ইহা অপেক্ষাও কি আপনার অন্য কারুণ্যের বিলাস আছে? যে হেতু আমাকে আপনার চরণস্পর্শ-সৌভাগ্য-সকলের ভাগিনী করিলেন॥

যশোদা। বৎসে। আমাদের সেই গোকুলনিবাস কি বিস্মৃত হইয়াছ?॥

চন্দ্রাবলী। মাতঃ! কোটি কোটি মাতা অপেক্ষাও স্নেহ-শালিনী, আপনারা যে স্থানে বাস করিতেছেন, সে স্থানে থাকা যে কল্যাণ, ইহা কোন্ পামরী স্মরণ না করিবে?॥

মুখরা। (চন্দ্রাবলীমালিঙ্গ্য) হা রাহি! চিরাদো তুমং চ্চেঅ ণ দিট্ঠাসি ॥

(ইতি মুক্তকণ্ঠং রোদিতি) ॥

যশোদা। (সব্যথং) হন্ত ধত্তি! পত্থুদা কীস এসা সোঅ-ণঅরগ্গলকুঞ্চিআ রাহিত্তি অক্খরজুঅলী ॥

চন্দ্রাবলী। হা বহিণীএ! অন্ধম্হি মন্দভাইণী, জাএ একবারম্বি ণ দিট্ঠা তুমং ॥

রোহিণী। হা তিল্লোঅসুন্দরি বচ্ছে! কহি গদাসি? ॥

মুখরেতি। হা রাধে। চিরাৎ ত্বং ন দৃষ্টাসি ॥

যশোদেতি। হন্ত ধাত্রি! প্রস্তুতা কস্মাৎ এসা শোকনগরার্গলকুঞ্চিকা কুঞ্জি ইতি প্রসিদ্ধিঃ। রাধেতি অক্ষরযুগলী ॥

চন্দ্রাবলীতি। হা ভগিনি! কোঽল্পার্থে কঃ, কনিষ্ঠেত্যর্থঃ। যয়া একবারমপি ন দৃষ্টা ত্বং ॥

রোহিণীতি। হা ত্রিলোকসুন্দরি বৎসে! কুত্র গতাসি ॥

মুখরা। (চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) হে রাধে! বহুকাল তোমাকে দেখিতে পাই নাই ॥

(এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন) ॥

যশোদা। (ব্যথার সহিত) হা ধাত্রি! তুমি কেন শোক-নগরের অর্গলকুঞ্চিকা-স্বরূপ অক্ষরযুগল প্রকাশ করিলা?

চন্দ্রাবলী। হা ভগিনি! এই আমি মন্দভাগিনী, অন্ধ হইয়াছি, তোমাকে একবারও দেখিতে পাইলাম না ॥

রোহিণী। হা ত্রিলোকসুন্দরি বৎসে! কোথায় গমন করিলা? ॥

পৌর্ণমাসী। হন্ত! শতকোটি-কঠোরাস্মি, যদদ্যাপি জীবামি॥

রোহিণী। (সধৈর্য্যং) পিঅসহি জসোএ! তপ্পই বাঢ়ং চন্দাঅলী, তা সোঅং মুক্কিঅং আস্সাসিঅদু॥

যশোদা। (চন্দ্রাবলীমালিঙ্গ্য) অম্ম! মা ঝীণেহি, অপ্পড়ি-কাদক্কো এসো অত্থো॥

পৌর্ণেতি। শতকোটি-কঠোর-জনতঃ কঠোরাস্মি, অথবা বজ্রাদপি। শত-কোটিঃ স্বরুঃ শম্ভোদম্ভোলিরশনির্দ্বয়োরিত্যমরঃ॥

রোহিণীতি। প্রিয়সখি যশোদে! তপ্যতে বাঢ়ং চন্দ্রাবলী, তৎ শোকং মুক্ত্বা আশ্বাস্যতাং॥

যশোদেতি। অম্ব! মা ক্ষীণা ভব, অপ্রতিকর্ত্তব্য এষোঽর্থঃ॥

(তত ইতি। বিযুক্তে পৃথগ্‌ভূতে।)

পৌর্ণমাসী। হায়! আমি বজ্র হইতেও কঠিন, যে হেতু এখনও জীবিত আছি॥

রোহিণী। (ধৈর্য্যসহকারে) প্রিয়সখি যশোদে! চন্দ্রাবলী অতিশয় পরিতাপ করিতেছে, অতএব শোক ত্যাগ করিয়া আশ্বাস প্রদান কর॥

যশোদা। (চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) মা! তুমি ক্ষীণা হইও না, এ বিষয় অপ্রতিকর্ত্তব্য অর্থাৎ ইহার আর প্রতিকার করিবার উপায় নাই॥

(ততঃ প্রবিশতঃ কঞ্চুকিনাবনুসরন্ত্যৌ বিযুক্তে ললিতা-পদ্মে।)

পদ্মা। (সব্যতঃ প্রেক্ষ্য সাশ্চর্য্যং) কা এসা অউরুব্বরূবা দিট্‌ঠপুব্বাত্তি পড়িভাদি ॥

(ইত্যুপসৃত্য সাস্রং।)

সুন্দরি ! তুমং পেক্‌খিঅ পিঅসহীং ললিদং সুমরন্তী পেম্মঘুম্মিদম্হি ॥

ললিতা। (সগদ্গদং) সহি ! অবি ণাম পোমাসি ॥

পদ্মেতি। কা এষা অপূর্ব্বরূপা দৃষ্টপূর্ব্বা ইতি প্রতিভাতি ॥
সুন্দরি ! ত্বাং প্রেক্ষ্য প্রিয়সখীং ললিতাং স্মরন্তী প্রেম-ঘূর্ণিতাস্মি ॥
ললিতেতি। সখি ! অপি নাম পদ্মাসি ॥

(অনন্তর কঞ্চুকী অর্থাৎ খোজাদ্বয়ের একদা এবং পৃথক্-রূপে ললিতা ও পদ্মার প্রবেশ।)

পদ্মা। (বামদিকে অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত) এ অপূর্ব্বরূপা কে ? পূর্ব্বে যেন ইহাঁকে কখন দেখিয়াছি, এমত বোধ হইতেছে ॥

(এই বলিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক সজলনয়নে।)

সুন্দরি ! তোমাকে দেখিয়া প্রিয়সখী ললিতাকে স্মরণ হওয়ায় প্রেমে ঘূর্ণিতা হইতেছি ॥

ললিতা। (গদ্গদবাক্যসহকারে) সখি ! তোমার নামই কি পদ্মা ? ॥

পদ্মা। (সাবেগং) হন্ত! কধং ললিতা জ্জেব্ব॥

(ইতি ভুজাভ্যাং গৃহ্লাতি।)

ললিতা। (বাঢ়ং পরিষ্বজ্য সাস্রং) পিঅসহী চন্দ্রাঅলী কীস দে বিজুত্তা॥

পদ্মা। সহি! মন্দভাইণীহ্মি॥

কঞ্চুকী। ইদং ভগবত্যা রোহিণ্যা মন্দিরং, তদত্র প্রবিশতাং ভট্টিন্যৌ॥

উভে। ণূণং রাউলাণীএ বন্দণস্স আণীদম্হ॥

পদ্মেতি। হন্ত! কথং ললিতৈব॥

ললিতেতি। প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী কস্মাত্তে বিযুক্তা॥

পদ্মেতি। সখি! মন্দভাগিনী অস্মি॥

কঞ্চুকেতি। রাজপুত্রিকে! দেবী কৃতাভিষেকাস্মাভিস্তরাস্থ তু ভট্টিনীতি কোষঃ॥

উভয়েতি। নূনং রাজপত্ন্যা বন্দনায় আনীতে স্ম॥

পদ্মা। (সত্বরভাবে) হায়! ইনি যে সেই ললিতাই॥

(এই বলিয়া দুই হস্তে ধারণ করিলেন)॥

ললিতা। (গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুমোচন করিতে করিতে) তোমার প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী বিযুক্তা হইলেন কেন?॥

পদ্মা। সখি! আমি মন্দভাগিনী হইয়াছি॥

কঞ্চুকী। এই ভগবতী রোহিণীর মন্দির, অতএব আপনারা দুই জনে প্রবেশ করুন॥

উভয়ে। নিশ্চয় রাজ্ঞীর বন্দনার নিমিত্ত আমাদিগকে আনয়ন করিয়াছে॥

রোহিণী। ভঅবদি! কা কৃখু এসা ললিদা বিব্ভমং উপ্পাদেহি॥

পৌর্ণমাসী। (সবৈয়গ্র্যং, হন্ত। পশ্যত, সৈবেয়ং রাধিকায়াঃ প্রাণসখী॥

(ইতি সর্ব্বাঃ পুরো ধাবন্তি)॥

ললিতা। অচ্চহে! কধং গোউলেসরীপমুহং এদং সর্ব্বং জ্জেব্ব গোউলবন্ধুউলং॥

(ইতি বিক্রোশন্তী সর্ব্বাসাং পাদান্তেষু পততি)॥

সর্ব্বাঃ। (সাক্রন্দমুত্থাপ্য কণ্ঠে গৃহ্নন্তি)॥

রোহিণীতি। ভগবতি! কা খলু এষা ললিতাবিভ্রমমুৎপাদয়তি॥

ললিতেতি। আশ্চর্য্যং! কথং গোকুলেশ্বরীপ্রমুখং এতৎ সর্ব্বমেব গোকুলবন্ধুকুলং॥

রোহিণী। ভগবতি। এ কে? ললিতার বিভ্রম উৎপাদন করিতেছে॥

পৌর্ণমাসী। (ব্যগ্রতাসহকারে) হায়! তোমরা দেখ, ইনি শ্রীরাধার প্রাণসখী॥

(এই কথা বলায় সকলের অগ্রে ধাবমানা হইলেন)॥

ললিতা। কি আশ্চর্য্য! কেন গোকুলেশ্বরী প্রভৃতি গোকুলবন্ধু সমুদয় এ স্থানেই উপস্থিত॥

(এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে সকলের চরণোপান্তে গিয়া পতিত হইলেন)॥

সকলে। (ক্রন্দনসহকারে উঠাইয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন)॥

চন্দ্রাবলী। হা সহি ললিদে! পরাণং ধারেসি॥

(ইত্যালিঙ্গতি)॥

ললিতা। (সহর্ষাদ্ভুতং) কধং পিঅসহী চন্দাঅলী॥

(ইত্যালিঙ্গ্য।)

এসো অমিঅসাঅরে দিব্ব চিন্তামণিলাহো, জো কৃখু গোউলকুড়ম্বেসু তুম্হ সঙ্গমো॥

চন্দ্রাবলী। ললিদে! তুমং জেব্ব সা বহিণী লদ্ধাসি॥

চন্দ্রাবলীতি। হা সখি ললিতে। প্রাণং ধারয়সি॥

ললিতেতি। কথং প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী॥

এষ অমৃতসাগরে দিব্যচিন্তামণিলাভঃ, যঃ খলু গোকুলকুটুম্বেষু যুষ্মৎসঙ্গমঃ॥

চন্দ্রাবলীতি। ললিতে। ত্বমেব ভগিনী লব্ধাসি। মন্মেতি শেষঃ॥

চন্দ্রাবলী। হা সখি ললিতে! প্রাণ ধারণ করিতেছ॥

(এই বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন)॥

ললিতা। (হর্ষসহকারে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া) এ কি প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী॥

(এই বলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক।)

ইহা যে অমৃতসাগরে দিব্য চিন্তামণিলাভ, যে হেতু গোকুল-কুটুম্ব-সকলে তোমার সঙ্গম উপস্থিত॥

চন্দ্রাবলী। ললিতে! আমি তোমাকেই সেই ভগিনীরূপে লাভ করিলাম॥

ললিতা। হা সহি রাহে! তুমং চ্চেঅ দুল্লহদংসনা সংবুত্তা ॥

(ইতি মুখরামালিঙ্গ্য রোদিতি) ॥

পদ্মা। (চন্দ্রাবলীমালিঙ্গ্য) হা পিঅসহি! দিট্‌ঠিআ দিট্‌ঠাসি ॥

পৌর্ণমাসী। পশ্যেয়ং রুক্মিণীমূর্ত্তিঃ, পদ্মামাশ্লিষ্য বাষ্পৈ-র্বিদ্রবন্তীব লক্ষ্যতে ॥

ললিতা। (সবিস্ময়ং) ভঅবদি! পিঅসহী চন্দাবলী জ্জেব্ব কিং কৃখু রুপ্পিণীত্তি সুণীঅদি ॥

ললিতেতি। হে সখি রাধে! ত্বমেব দুর্লভদর্শনা সংবৃত্তা ॥

পদ্মেতি। হা প্রিয়সখি! দিষ্ট্যা দৃষ্টাসি ॥

পৌর্ণেতি। রুক্মিণী নাম মূর্ত্তিঃ। পক্ষে, স্বর্ণময়ী মূর্ত্তিঃ। বাষ্পৈরশ্রুভিঃ। পক্ষে, উষ্মভিঃ ॥

ললিতেতি। ভগবতি! প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী এব কিং খলু রুক্মিণীতি শ্রূয়তে ॥

ললিতা। হা সখি রাধে! তোমারও যে দর্শন অতিশয় দুর্লভ হইল ॥

(এই বলিয়া মুখরাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন) ॥

পদ্মা। (চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) হা প্রিয়সখি! সৌভাগ্য ক্রমে তোমাকে দেখিতে পাইলাম ॥

পৌর্ণমাসী। এই রুক্মিণীমূর্ত্তিকে অবলোকন কর, দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি যেন পদ্মাকে আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পসমূহে দ্রবীভূতা হইয়াছেন ॥

পৌর্ণমাসী। অথ কিং ॥

ললিতা। তদো সুরদিণ্ণা অব্বাইণা সচ্চভামা ণাম কুমরী কধং ইমাএ দুক্খণিদাণং ত্তি পসিদ্ধী ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে চন্দ্রাবলি! ত্বালাঙ্কমাতুর্মুখাদস্মাভিরপি তবাধিরাকর্ণিতঃ, তদদ্য মা চিন্তয় ॥

যশোদা। বচ্ছে! রাহীট্ঠাণে তুমং বট্টসি, তা দাণীং অহ্মাণং পুরদো কা দে চিন্তা ণাম ॥

ললিতেতি। তদা সূর্য্যদত্তা অর্ব্বাচীনা সত্যভামা নাম কুমারী, কথমস্যাঃ দুঃখনিদানমিতি প্রসিদ্ধিঃ ॥

পৌর্ণেতি। আধির্মনঃপীড়া ॥

যশোদেতি। বৎসে! রাধাস্থানে ত্বং বর্ত্তসে, তদিদানীং অস্মাকং পুরতঃ কা তে চিন্তা নাম ॥

ললিতা। (বিস্ময়ের সহিত) ভগবতি! প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী-কেই কি রুক্মিণী বলিয়া শুনিতেছি! ॥

পৌর্ণমাসী। তবে কি? ॥

ললিতা। তবে সূর্য্যদত্তা অর্ব্বাচীনা সত্যভামা নামে কুমারী, ইহাঁর দুঃখের কারণ এরূপ প্রসিদ্ধি হইল কেন? ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে চন্দ্রাবলি! বলদেব-জননী রোহিণীর মুখে আমরা তোমার মনঃপীড়ার কথা শুনিয়াছি, অতএব আর চিন্তা করিও না ॥

যশোদা। বৎসে! তুমি শ্রীরাধার স্থানে রহিয়াছ, তবে এখন আমাদের অগ্রে তোমার চিন্তা কি? ॥

চন্দ্রাবলী। সহি ললিদে! সুণাহি॥

(ইতি সংস্কৃতেন।)

অপি প্রাণেভ্যো মে ভবিতুমুচিতো যঃ প্রিয়তমঃ
স সৌন্দর্য্যালোকঃ ক্ষণমপি যযৌ নাক্ষিপদবীং।
দুরান্তাধিশ্রেণীবিতরণবিধৌ যঃ খলু কৃতী
স সাক্ষাদত্রাসীদহহ! সহবাসী মম পরঃ॥ ১৭॥

(প্রবিশ্য সম্ভ্রান্তা বকুলা।)

চন্দ্রাবলীতি। সখি ললিতে! শৃণু॥

অপীতি। যো মে প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরো ভবতুমুচিতঃ। সৌন্দর্য্যালোকঃ সৌন্দর্য্যস্যালোকঃ ক্ষণমপি অক্ষিপদবীং ন যযৌ। সৌদর্য্যালোক ইতি পাঠে সোদর্য্যায়া ভগিন্যা আলোকোঽস্ত দুরন্তাধিশ্রেণীবিতরণবিধৌ যঃ কৃতী সোঽপরঃ অসৌ সৌন্দর্য্যালোকঃ সাক্ষাদত্র সহবাসী আসীদিত্যন্বয়ঃ॥ ১৭॥

চন্দ্রাবলী। সখি ললিতে! শ্রবণ কর॥

(এই বলিয়া সংস্কৃতভাষায়।)

যিনি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম হইবার উপযুক্ত, সেই সহোদরা অর্থাৎ ভগিনীস্বরূপা লোক ক্ষণকালের জন্যও দৃষ্টিপথে গমন করিতেন না অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না এবং যিনি দুরন্ত মনোবেদনা-প্রদানে কৃতী, হায়! তিনিই এখন পরম সহবাসিরূপে এই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন॥ ১৭॥

(ব্যতিব্যস্ত ভাবে বকুলার প্রবেশ।)

বকুলা। দেই! মএ পুণো পুণো ণিবারিদাবি সপ্পভীসণং কালিঅদহং সপ্পদি সচ্চা॥

পৌর্ণমাসী। দিষ্ট্যা! পদ্মিনী-হৃদুত্তাপিকা শীতবাতাবলী ব্যালানামাননবিলে বিলীনা॥

বকুলা। দিট্‌ঠং মএ, ণঅবৃন্দা-বিপ্পলদ্ধো ভট্টা ভেম্মলো বিঅ ণং সচ্চা অণুসপ্পদি॥

সর্ব্বাঃ। অলং বিলম্বারম্ভেণ ফণি-বাসং গচ্ছেম্ম॥

বকুলেতি। দেবি! ময়া পুনঃ পুনর্নিবারিতাপি সর্পভীষণং কালিয়হ্রদং সর্পতি সত্যা॥

পৌর্ণেতি। শীতবাতাবলী শীতকালীনবাতশ্রেণী॥

বকুলেতি। দৃষ্টং ময়া, নববৃন্দাবিপ্রলব্ধঃ ভর্ত্তা বিহ্বল ইব এনাং সত্যামনুসর্পতি॥

বকুলা। দেবি! আমি বারম্বার নিবারণ করিলেও সত্যা সর্পগৃহে ভয়ঙ্কর কালিয়হ্রদে গমন করিতেছেন॥

পৌর্ণমাসী। কি সৌভাগ্য! শীতকালীয় বাতাবলী (বায়ু-শ্রেণী) পদ্মিনীর হৃদয়ে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকে, অথচ তাহা সর্পগণের বদনবিবরে বিলীন হইল॥

বকুলা। আমি দেখিয়াছি, নববৃন্দার মুখে শুনিয়া ভর্ত্তা বিহ্বলের ন্যায় সত্যভামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন॥

সকলে। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, আমরা সকলে ফণি-নিবাস কালিয়হ্রদে গমন করি॥

(ইতি স্খলন্ত্যো নিষ্ক্রান্তাঃ) ॥

(ততঃ প্রবিশতি পিঙ্গলয়াভ্যর্থ্যমানা রাধা।)

রাধা। (সংস্কৃতেন।)

পরতন্ত্রতয়া সমন্ততো, মম রঙ্গায় ন শার্ঙ্গিসঙ্গমঃ।
ধিগিহাপি পুনর্বিয়োগভী,মৃ´তিরেবাদ্য গতির্বিনিশ্চিতা॥১৮॥

পিঙ্গলা। ভট্টিদারিএ! ণ কৃখু এদং সাহসং দে জুত্তং ॥

রাধা। (সাবজ্ঞং।)

আলি! কালিঅদহেণ দিট্ঠিণো
রঞ্জণং ঘনতরঙ্গভঙ্গিণা।

রাধেতি। ইহাপি শার্ঙ্গি´সঙ্গমেঽপি॥ ১৮ ॥
পিঙ্গলেতি। ভর্তৃদারিকে! ন খলু এতৎ সাহসং তে যুক্তং॥
রাধেতি। আলি! কালিয়হ্রদেন দৃষ্টেঃ রঞ্জনং ঘনতরঙ্গভঙ্গিনা শ্যামলো-

---

(এই বলিয়া স্খলিতগতিতে প্রস্থান করিলেন) ॥

(অনন্তর পিঙ্গলা-কর্তৃক প্রার্থিতা হইয়া শ্রীরাধার প্রবেশ।)

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতভাষায়।)

হায়! পরাধীন থাকার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম আমার রঙ্গের নিমিত্ত হইল না, ধিক্! ইহাতেও আবার বিচ্ছেদভয়, অতএব আজ মরণই আমার নিশ্চয়রূপে গতি হইল ॥ ১৮ ॥

পিঙ্গলা। রাজকন্যে! এরূপ সাহস তোমার উপযুক্ত নয় ॥

শ্রীরাধা। (অবজ্ঞাসহকারে।)

সখি! কৃষ্ণভুজঙ্গ-সঙ্গসঙ্গী, ঘনতরঙ্গ-ভঙ্গশালী কালিয়হ্রদ

সামলোচ্চলভুঅঙ্গমণ্ডলী-
সঙ্গিণা মহ চিরেণ কিজ্জই ॥ ১৯ ॥
(ইতি বামাক্ষিস্পন্দনমভিনীয় সোপালম্ভং সংস্কৃতেন।)
মদ্বাম-দৃষ্টিলূতা, পরিস্ফুরন্তী সমন্ততঃ কৃপণা।
আশাবন্ধং তনুতে, প্রাণপতঙ্গোপরোধায় ॥ ২০ ॥

পিঙ্গলা। আসণ্ণমঙ্গলসংসি, এদং মুহূত্তং তা পড়িবালেহি ॥
রাধা। দিট্‌ঠিমক্কডীএ আস্‌সাসে কো মে বীস্‌সাসো ॥

চ্চলভুজঙ্গমণ্ডলীসঙ্গিনা মম চিরেণ ক্রিয়তে ॥ ১৯ ॥
মদ্বাম-দৃষ্টিরেব লূতা। লূতা স্ত্রী তন্তুবায়োর্ণনাভমর্কটকাঃ সমা ইত্যমরঃ।
প্রাণ এব পতঙ্গো মক্ষিকা তস্তোপরোধায়াশাবন্ধং তনুতে ॥ ২০ ॥
পিঙ্গলেতি। আসন্নমঙ্গলশংসি, এতৎ মুহূর্ত্তং তৎ প্রতিপালয় ॥
রাধেতি। দৃষ্টিমর্কট্যা আশ্বাসে কো মে বিশ্বাসঃ ॥

চিরকালের জন্য আমার লোচনদ্বয়ের আনন্দ বিধান করিতেছে ॥ ১৯ ॥
(এই বলিয়া বামচক্ষুঃস্পন্দন অভিনয়পূর্ব্বক তিরস্কারের সহিত সংস্কৃতভাষায় কহিলেন।)
আমার বামদৃষ্টিরূপা কৃপণা লূতা (মাকড়সা) সর্ব্বতোভাবে নৃত্য করিয়া প্রাণপতঙ্গের উপরোধের নিমিত্ত আশাজাল বিস্তার করিতেছে ॥ ২০ ॥
পিঙ্গলা। ইহা আসন্ন মঙ্গলসূচক, অতএব মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা কর ॥
শ্রীরাধা। দৃষ্টিমর্কটীর আশ্বাসে আমার বিশ্বাস কি ? ॥

(ইত্যবতারণং নাটয়তি) ॥

(ততঃ প্রবিশতি নববৃন্দয়া সহ কৃষ্ণঃ।)

কৃষ্ণঃ।

গতির্জ্জাতা যা মে চিরবিরহিণঃ প্রাণশকুনে-
র্ঘনচ্ছায়ামেতাং পরিমলবতীং মূর্ত্তিলতিকাং।
ক্ষিপন্তী সদ্যস্ত্বং ফণিবিষকৃশানৌ কৃশতরাং
কঠোরে! নাকার্ষীর্ময়ি কিমনুকম্পালবমপি ॥ ২১ ॥
(ইতি হ্রদাবগাহমভিনয়তি) ॥

কৃষ্ণ ইতি। যা মূর্ত্তিলতিকা মে প্রাণশকুনের্গতির্জ্জাতা এতাং মূর্ত্তিলতিকাং ফণিবিষমেব কৃশানুর্বহ্নিস্তস্মিন্ সদ্যঃ ক্ষিপন্তী সতী হে কঠোরে। ময়ি কিমনুকম্পালবমপি নাকার্ষীরিত্যন্বয়ঃ ॥ ২১ ॥

(এই বলিয়া যমুনায় প্রবেশ করিলেন) ॥

(অনন্তর নববৃন্দার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ।

ঘনচ্ছায়া ও সৌরভশালিনী এই যে তনুলতিকা, যাহা আমার চিরবিরহি প্রাণপতঙ্গের আশ্রয়-স্বরূপ, হে কঠিনে! তাহাকেই তুমি সদ্যঃ কৃশ করিয়া ফণি-বিষাগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছ? আমাতে কিঞ্চিন্মাত্রও দয়া প্রকাশ করিলা না ॥ ২১ ॥

(এই বলিয়া যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিলেন) ॥

নববৃন্দা। দেব! সর্ব্বানর্থহরোঽয়ং মণীন্দ্রঃ॥

(ইতি হরের্মণিবন্ধে মণিং বধ্নাতি)॥

রাধা। হদ্ধী হদ্ধী! কধং মন্দভাইণিং ইমং জণং দন্দসূআ অবি ণ ডংসন্তি॥

(ইতি সর্পাননুসর্পতি)॥

কৃষ্ণঃ। (সসম্ভ্রমমেণোপসৃত্য) মহাসাহসিনি! কিমেতদসৌষ্ঠবমনুষ্ঠিতং॥

(ইতি পৃষ্ঠতো ভুজাভ্যাং কণ্ঠং গৃহ্লাতি।)

রাধেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! কথং মন্দভাগিনং ইমং জনং ক অপি ন দংশন্তি॥

কৃষ্ণ ইতি। অসৌষ্ঠবং গর্হ্যং॥

নববৃন্দা। দেব! এই মণীন্দ্র সর্ব্ব প্রকার অনর্থ নিবারণ করে॥

(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মণিবন্ধে (করতলের উপরিভাগে) মণি বন্ধন করিয়া দিলেন)॥

শ্রীরাধা। হা ধিক্ হা ধিক্, কেন এই মন্দভাগিনীজনকে সর্পেও দংশন করিতেছে না॥

(এই বলিয়া সর্পের নিকট গমন করিলেন)॥

শ্রীকৃষ্ণ। (সম্ভ্রমের সহিত নিকটে গমনপূর্ব্বক) মহাসাহসিনি! এ কি মন্দকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলা?॥

(এই বলিয়া পৃষ্ঠদেশ হইতে দুই বাহুদ্বারা কণ্ঠদেশ গ্রহণ করিলেন)॥

রাধা। (শোকাদশ্রুতিমভিনীয় সানন্দং) দিট্‌ঠিআ ! ভুঅঙ্গ-
জুঅলেণ বেঢ়িদহ্মি ॥
(ইতি স্পর্শসুখমভিনীয়।)
ঠাণে সমএ অবআরি সব্বং পিঅং হোদি, জং পন্নঅ-
প্‌ফংসোবি সুহাবেদি ॥
(ইতি সংস্কৃতেন।)
কৃষ্ণভুজঙ্গমিতাহং বিধিনাভিমতং কিলানুকূলেন।
চিররাত্রায় কৃতেহয়ং যাত্রা মম যাতনাবলিভিঃ ॥ ২২ ॥

রাধেতি। দিষ্ট্যা ! ভুজঙ্গযুগলেন বেষ্টিতাস্মি ॥

স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ। সময়ে অপকারি সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, যৎ পন্নগস্পর্শো-
ঽপি সুখাপয়তি ॥

কৃষ্ণভুজঙ্গমিতি। অনুকূলেন বিধিনা অভিমতং মদ্বাঞ্ছিতং কৃষ্ণভুজঙ্গমহমি-
তাস্মি। সরস্বতীতু তন্মুখেন তদভীষ্টং বাচয়তি। যথা, বিধিনা কর্ত্রাহং কৃষ্ণ-
ভুজঙ্গমিতাস্মীতি। মম যাতনাবলিভিঃ চিররাত্রায় চিরাৎ যাত্রা কৃতেত্যন্বয়ঃ।
চিরায় চিররাত্রায় চিরস্যাদ্যাশ্চিরার্থকা ইত্যমরঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীরাধা। (শোকহেতু অশ্রু অভিনয় করিয়া আনন্দের
সহিত) কি সৌভাগ্য ! ভুজঙ্গযুগলে বেষ্টিত হইলাম ! ॥
(এই বলিয়া স্পর্শসুখ অভিনয়পূর্ব্বক।)
উপযুক্ত সময়ে অপকারি বস্তু-সকলও প্রিয় হইয়া থাকে,
যে হেতু সর্পস্পর্শও সুখ প্রদান করিতে লাগিল ॥
(এই বলিয়া সংস্কৃতভাষায়।)
অনুকূল বিধাতা-কর্ত্তৃক আমার যে বাঞ্ছিত, আজ আমি

নববৃন্দা । দিষ্ট্যা ! কৃষ্ণভুজাভিজ্ঞানমস্যাঃ সম্বভূব ॥

রাধা । (দৃশং দরোন্মীল্য) অব্বো ! মণিকন্তিকিম্মীরিদ-
মত্থওবি এসো ভুঅঙ্গো মং ণ ডংসদি ॥

নববৃন্দা ।

চক্রাঙ্কিতস্য নির্ম্মলমলয়জপরিশীলিনো মণিং দধতঃ ।
কৃষ্ণভুজগস্য সুভগে ! কৃষ্ণভুজস্য চ মতো ভেদঃ ॥ ২৩ ॥

নববৃন্দেতি । দিষ্ট্যা ! কৃষ্ণভুজমভিলক্ষীকৃত্যাস্যাজ্ঞানং সম্বভূব ॥

রাধেতি । আশ্চর্য্যং ! মণিকান্তিকির্ম্মীরিতমস্তকোঽপ্যেষ ভুজগো মাং ন দংশতি ॥

নববৃন্দেতি । হে শুভগে ! কৃষ্ণভুজগস্য কৃষ্ণভুজস্য চ ভেদো মতো ভেদো নাস্তি, চক্রাঙ্কিতেত্যাদি তৃতীয়বিশেষণসাম্যাদিতি জ্ঞেয়ং । পক্ষে, মতো মকারাদ্ভেদঃ ॥ ২৩ ॥

তাহা প্রাপ্ত হইলাম, বোধ হয়, এখন আমার যাতনা-সকল চিরকালের জন্য যাত্রা করিল ॥ ২২ ॥

নববৃন্দা । কি সৌভাগ্য ! শ্রীকৃষ্ণেরভুজ উপলক্ষে ইহাঁর সর্প-জ্ঞান উপস্থিত হইল ! ॥

শ্রীরাধা । (নেত্র ঈষৎ উন্মীলন করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! মণি-ভূষিত-মস্তক হইয়াও এই ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করি-তেছে না ! ॥

নববৃন্দা ।

সুন্দরি ! চক্রাঙ্কিত ও নির্ম্মল চন্দনলিপ্ত মণিধারি কৃষ্ণ-ভুজঙ্গ এবং কৃষ্ণভুজ এতদুভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ॥২৩॥

কৃষ্ণঃ।

ত্রাসিতেন্দীবরমন্দমাধুরী-
কন্দলৈর্বপুরপূর্ব্বমুজ্‌ঝতী।
বল্গুরাঙ্গি! জগদেব কিং বৃথা
বন্ধ্যনেত্রমসি কর্ত্তুমুদ্যতা॥ ২৪॥

রাধা। (সাচিকন্ধরমবেক্ষ্য) হদ্ধী হদ্ধী! হদাবি সুট্‌ঠু জ্জেব্ব হদম্হি, জং ইমাএ বরাঈএ কিদে এসো তিল্লোঅ-সোক্‌খআরী অপ্পা সপ্পদহে ভুএ পক্‌খিত্তো॥

কৃষ্ণ ইতি। ইন্দিরা লক্ষ্মীঃ। বল্গুবাঙ্গি মনোহরাঙ্গি॥ ২৪॥
রাধেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! হতাপি সুষ্ঠু এব হতাস্মি, যদস্যাঃ বরাক্যাঃ কৃতে এষ ত্রিলোকসৌখ্যকারী আত্মা সর্পহ্রদে ত্বয়া প্রক্ষিপ্তঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ।

হে শোভনাঙ্গি! তোমার যে শরীর দেখিয়া লক্ষ্মী ত্রাসান্বিতা হইয়া থাকেন, সেই উৎকৃষ্ট মাধুরীবৃন্দবিশিষ্ট অপূর্ব্ব বপুঃ পরিত্যাগ করতঃ জগৎকে বিফলনেত্র করিতে উদ্যত হইতেছ কেন? ॥ ২৪॥

শ্রীরাধা। (বক্রগ্রীবায় অবলোকনপূর্ব্বক) হা ধিক্ হা ধিক্! হতা হইয়াও আবার অতিশয়রূপে হতা হইলাম, যে হেতু এই ক্ষুদ্রার নিমিত্ত আপনি ত্রিলোকসুখকারী স্বীয়-শরীর কালিয়হ্রদে নিক্ষেপ করিলেন! ॥

কৃষ্ণঃ। (তীরমাসাদ্য রাধাহস্তে রত্নগাবধ্নন্ সোপালম্ভ-স্মিতং।)

ভজন্তী নিস্ত্রপে রাগাদ্ভোগিনাং স্বয়মাশিষঃ।
ভোগিনং মাং কিমাশীর্ভ্যস্ত্বং বারয়িতুমুদ্যতা॥ ২৫॥

তদেহি মাধবীমণ্ডপং প্রযাব॥

(ইতি পিঙ্গলয়া সহ নিষ্ক্রান্তৌ)॥

(ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাস্যাদিভিরনুগম্যমানা বিক্রোশন্তী যশোদা।)

কৃষ্ণ ইতি। হে নিস্ত্রপে! রাগাদ্ভোগিনাং সর্পাণামাশিষো বিষদন্তান্ স্বয়ং ভজন্তী, ত্বং কিং ভোগিনং ভোগাভিষিক্তং মমাশীর্ভ্যঃ কামেভ্যো বারয়িতুমুদ্যতাসি। স্ত্রী ত্বাশীর্হিতাশংসাহিদংষ্ট্রয়োরিত্যমরঃ॥ ২৫॥

শ্রীকৃষ্ণ। (তীরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধার হস্তে মণিবন্ধন-পূর্ব্বক তিরস্কারসহকারে ঈষৎ হাস্য করিয়া।)

নির্লজ্জ! তুমি রাগবশতঃ স্বয়ং সর্পের বিষদন্ত-সকল ভজনা করিয়া ভোগাভিলাষি আমাকে কামনা-সকল হইতে বারণ করিতে উদ্যতা হইতেছ কেন?॥ ২৫॥

অতএব আইস, আমরা মাধবীমণ্ডপে গমন করি॥

(এই বলিয়া পিঙ্গলার সহিত দুই জনে প্রস্থান করিলেন)॥

(অনন্তর পৌর্ণমাসী প্রভৃতির অগ্রে রোদন করিতে করিতে যশোদার প্রবেশ।)

যশোদা। হন্ত হন্ত! অদিক্কন্তোবি সো হদাসো কালিও মহ মন্দভাইণীএ কিদে পুণোবি পরাবুত্তো॥

নববৃন্দা। (স্বগতং) রাধাপারবশ্যবাধানিরোধায় ময়া প্রণীতেয়ং চাতুরী সিদ্ধা বভূব॥

(প্রকাশং।)

হন্ত! পরমার্য্যাঃ! সমাশ্বসিত সমাশ্বসিত, খেদং মুঞ্চত, যদেষ সত্যামুত্তার্য্য তটীমবাপ নাগারিকেতুঃ॥

যশোদেতি। হন্ত হন্ত! অতিক্রান্তোঽপি স হতাশঃ কালিয়ো মম মন্দভাগিন্যাঃ কৃতে পুনরপি পরাবৃত্তঃ॥

নববৃন্দেতি। চাতুরী সর্ব্বেষামানয়নরূপা ক্রিয়া সিদ্ধা রাধাপারবশ্যনিরোধকারিণী বভূব। নাগারিকেতুর্গরুড়ধ্বজঃ॥

যশোদা। হা কষ্ট হা কষ্ট! আমি যে মন্দভাগিনী, এই হতাশ কালিয় গমন করিয়াও পুনর্ব্বার আমার জন্য ফিরিয়া আসিল॥

নববৃন্দা। (মনে মনে) আমি শ্রীরাধার পরাধীনতা নিবারণ নিমিত্ত যে চাতুরী উদ্ভাবন করিয়াছিলাম, তাহা সুসিদ্ধ হইল॥

(এই বলিয়া প্রকাশপূর্ব্বক।)

হা কষ্ট! হে আর্য্যাগণ! আপনারা আশ্বাসিত হউন আশ্বাসিত হউন, খেদ পরিত্যাগ করুন, যে হেতু সত্যভামাকে উত্তোলন করিয়া গরুড়ধ্বজ তীরে উঠিলেন॥

সর্ব্বাঃ। (সগদ্গদং) বাঢ়ং মঙ্গলং মঙ্গলং॥
(ইতি ধৈর্য্যং নাটয়ন্তি)॥

(নেপথ্যে।)

ত্রিভুবনগুরুমগ্রেকৃত্য রাজীবযোনিং
কলয়িতুমধিমৌলিং সত্বরঃ সাত্বতানাং।
বিশতি পুরমপর্ণাপূর্ণপার্শ্বঃ পুরস্তা-
দ্বৃষবরমধিরূঢ়ঃ খণ্ডশীতাংশুচূড়ঃ॥ ২৬॥

নববৃন্দা। পশ্যত পশ্যত, গিরীন্দ্রনন্দিনীজীবিতবন্ধোরানন্দায় মুকুন্দঃ পুরস্তাদয়ং সাধয়তি॥

(নেপথ্যে।) খণ্ডশীতাংশুরর্দ্ধচন্দ্রশ্চূড়ায়াং মস্তকে যস্য সঃ। মহাদেবো বৃষবরমধিরূঢ়ঃ সন্ ত্রিভুবনগুরুং রাজীবযোনিং ব্রহ্মাণমগ্রেকৃত্য সাত্বতানামধিমৌলিং শ্রীকৃষ্ণং দ্রষ্টুং দ্বারকাং বিশতীত্যন্বয়ঃ॥ ২৬॥

সকলে। (সগদ্গদবাক্যের সহিত) অতিশয় মঙ্গল অতিশয় মঙ্গল॥

(এই বলিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন)॥

(বেশগৃহে।)

অর্দ্ধচন্দ্রচূড় শঙ্কর বামপার্শ্বস্থা পার্ব্বতীর সহিত বৃষারোহণে ত্রিভুবনগুরু ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থ সত্বর দ্বারকাপুরী প্রবেশ করিতেছেন॥২৬॥

নববৃন্দা। দেখ দেখ, গিরিজাপতি শঙ্করের আনন্দের নিমিত্ত মুকুন্দের অগ্রে আগমন করিতেছেন॥

সর্ব্বাঃ। (কৃষ্ণং দূরতঃ সমীক্ষ্য হর্ষং নাটয়ন্তি)॥

পৌর্ণমাসী। নববৃন্দে! ক তে প্রাণসখী সত্যা ?॥

নববৃন্দা। পুরস্তাদ্বাসন্তীমণ্ডপে॥

পৌর্ণমাসী। হরেঃ পরোক্ষমেব সত্যাং সত্বরং কুণ্ডিনে প্রেষয়ামঃ॥

মুখরা। অমুং গদুঅ ণং আণেমি॥

(ইতি পরিক্রামতি।)

(প্রবিশ্য পিঙ্গলয়া সহ রাধা।)

রাধা। হলা! কাও এত্থ জপ্পন্তি॥

মুখরেতি। অহং গত্বা এনামানয়ামি॥

রাধেতি। সখি! কা অত্র জল্পন্তি॥

সকলে। (দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন)॥

পৌর্ণমাসী। নববৃন্দে! তোমার প্রাণসখী সত্যা কোথায় ?॥

নববৃন্দা। অগ্রবর্ত্তি মাধবীমণ্ডপে॥

পৌর্ণমাসী। শ্রীকৃষ্ণের অসাক্ষাতে শীঘ্র সত্যাকে কুণ্ডিননগরে প্রেরণ করি॥

মুখরা। আমি গিয়া ইহাঁকে লইয়া আসি॥

(এই বলিয়া প্রস্থান)॥

(পিঙ্গলার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ।)

শ্রীরাধা। সখি! কাহারা এ স্থানে কথোপকথন করিতেছে ?॥

পিঙ্গলা। মিলিদাইং দেঈএ রূপ্পিণীএ কুড়ুম্বাইং তুমং আক্খিবন্তি॥

রাধা। হা! মরণং বি মে দুল্লহং॥

(ইতি বক্ত্রমাবৃত্য রোদিতি)॥

মুখরা। (দূরতঃ প্রেক্ষ্য সচমৎকারং পর্য্যবর্ত্তত)॥

পৌর্ণমাসী। মুখরে! কিং নিবৃত্তাসি॥

মুখরা। ভঅবদি! কিম্বি বত্তুকামাবি সঙ্কেমি॥

পৌর্ণমাসী। মুগ্ধে! কৃতং শঙ্কয়া, বিশ্রব্ধমুচ্যতাং॥

পিঙ্গলেতি। মিলিতানি দেব্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ কুটুম্বানি ত্বাং আক্ষিপন্তি॥

রাধেতি। হা! মরণমপি মে দুর্লভং॥

মুখরেতি। ভগবতি! কিমপি বক্তুকামাপি শঙ্কে॥

পিঙ্গলা। দেবী রুক্মিণীর কুটুম্বগণ মিলিত হইয়া তোমাকে ভৎর্সনা করিতেছে॥

শ্রীরাধা। হায়! আমার মরণও দুর্লভ হইল॥

(এই বলিয়া বদন আবরণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।)

মুখরা। (দূর হইতে অবলোকনপূর্ব্বক চমৎকার বিবেচনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন)॥

পৌর্ণমাসী। মুখরে! নিবৃত্ত হইলা কেন?॥

মুখরা। ভগবতি! কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াও শঙ্কা করিতেছি॥

পৌর্ণমাসী। মুগ্ধে! শঙ্কা করিও না, বিশ্বস্তচিত্তে বল॥

মুখরা। (সাস্রগদ্গদং কর্ণে) এব্বন্নেদং ॥

পৌর্ণমাসী। (সোপালম্ভং) প্রলাপিনি ! তুষ্ণীং ভব, কুতস্তে তাদৃশং ভাগধেয়ং ॥

যশোদা। ভঅবদি ! কিং ভণাদি এসা ॥

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি ! বাঢ়মসম্ভাব্যং ॥

মুখরা। (পুনঃ কর্ণে লপতি) ॥

পৌর্ণমাসী। মূঢ়ে ! জ্ঞাতং জ্ঞাতং, মহারত্নেনৈব ভ্রান্তাসি কৃতা ॥

মুখরা। ণত্তিণি ললিদে ! তুমং আঅদুঅ পেকৃখ ॥

মুখরেতি। এবমেতৎ ॥

যশোদেতি। ভগবতি ! কিং ভণতি এষা ॥

মুখরেতি। নপ্ত্রি ললিতে ! ত্বমাগত্য পশ্য ॥

মুখরা। (অশ্রুমোচনপূর্ব্বক গদ্গদস্বরে কর্ণের নিকটে) এই বৃত্তান্ত ॥

পৌর্ণমাসী। (তিরস্কারের সহিত) প্রলাপিনি ! তুষ্ণীম্ভূতা হও, তোমার এ প্রকার ভাগ্য কোথায় ? ॥

যশোদা। ভগবতি ! এ কি বলিতেছ ? ॥

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি ! অতিশয় অসম্ভাবনীয় ॥

মুখরা। (পুনর্ব্বার কর্ণের নিকটে কহিলেন) ॥

পৌর্ণমাসী। মূঢ়ে ! জানিলাম জানিলাম, মহারত্নের জন্য ভ্রান্তা হইয়াছ ॥

মুখরা। নপ্ত্রি ললিতে ! তুমি আসিয়া অবলোকন কর ॥

ললিতা। (পৌর্ণমাসীমুখমীক্ষতে)॥

পৌর্ণমাসী। গচ্ছামস্তত্র কো দোষঃ॥

(ইতি সর্ব্বাঃ পরিক্রামন্তি)॥

পৌর্ণমাসী। (ললিতা-মুখরাভ্যাং সহ কিঞ্চিদগ্রে গত্বা সৌৎসুক্যং) কথমলক্ষ্যমাণসর্ব্বাঙ্গাপি বরাঙ্গী মদন্তরে কারুণ্যমুন্মীলয়ন্তী কঞ্চিৎ চমৎকারমারোপয়তি॥

ললিতা। (সন্নিধায় সগদ্গদং) অই মন্দোঅরি! কিং রোঅসি॥

পৌর্ণেতি। অলক্ষ্যসর্ব্বাঙ্গত্বমস্যা বস্ত্রাবৃতত্বাদ্‌ রক্ষিতত্বাচ্চ॥
ললিতেতি। অয়ি মন্দোদরি! কিং রোদিষি॥

ললিতা। (পৌর্ণমাসীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন)॥

পৌর্ণমাসী। আমরা গমন করি, তাহাতে দোষ কি?॥

(এই বলিয়া সকলে চলিয়া গেলেন)॥

পৌর্ণমাসী। (ললিতা ও মুখরার সহিত কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন করিয়া ঔৎসুক্যের সহিত) যদিচ ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি এই বরাঙ্গী আমার অন্তরে কারুণ্য প্রকাশ করিয়া কোন এক চমৎকার আরোপণ করিতেছে॥

ললিতা। (নিকটে গমনপূর্ব্বক গদ্গদবাক্যের সহিত) অয়ি ক্ষীণোদরি! কেন রোদন করিতেছ?॥

রাধা। (মুখাদঞ্চলমপাস্য সবিক্রোশং) হা হা! কধং পিঅসহী মে ললিদা। হা! কধং বচ্ছলা ভঅবদী। হা! কধং অজ্জিআ মুহরা॥

(ইত্যানন্দেন ঘূর্ণন্তী ভূমৌ স্খলতি)॥

ললিতা। (বিচিত্রং কূজন্তী রাধামালিঙ্গ্য প্রমোদমূর্চ্ছাং নাটয়তি)॥

পৌর্ণমাসী। অহহ! ভোঃ! কথং বৎসৈব সা মে রাধিকা!॥

(ইত্যুচ্চৈরাক্রন্দতি)॥

রাধেতি। (অপাস্ত ত্যক্ত্বা) হা হা! কথং প্রিয়সখী ললিতা। হা! কথং বৎসলা ভগবতী। হা! কথং আর্য্যা মুখরা॥

শ্রীরাধা। (মুখ হইতে বস্ত্র উদ্ঘাটনপূর্ব্বক রোদনসহকারে) হা হা! আমার প্রিয়সখি ললিতা কোথায়। হা! বৎসলা ভগবতী কোথায়। হা! আর্য্যা মুখরা কোথায়॥

(এই বলিতে বলিতে ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন)॥

ললিতা। (বিচিত্র শব্দ করিতে করিতে শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আনন্দমূর্চ্ছায় অচৈতন্য হইলেন)॥

পৌর্ণমাসী। আহা! অহে! সেই আমার বৎসা রাধিকা কোথায়?॥

(এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন)॥

মুখরা। ণত্তিণি ! পুণোবি লব্ধাসি ॥
(ইত্যুন্মাদং নাটয়তি) ॥
যশোদা। (রোহিণ্যা সহ ধাবন্তী সগদ্গদং) হা বচ্ছে !
জীঅসি ॥
(ইতি মুখং চুম্বতি) ॥
চন্দ্রাবলী। (সোৎকম্পং) কিং কৃখু মম বহিণী রাহী চ্চেঅ
এসা ॥
(ইতি স্খলন্তী কণ্ঠে গৃহ্লাতি) ॥

মুখরেতি। নপ্ত্রি ! পুনরপি লব্ধাসি ॥
যশোদেতি। হা বৎসে ! জীবসি ॥
চন্দ্রাবলীতি। কিং খলু মম ভগিনী রাধা এব এষা ॥

মুখরা। নপ্ত্রি ! পুনর্ব্বার তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম ॥
(এই বলিয়া উন্মাদগ্রস্তা হইলেন) ॥
যশোদা। (রোহিণীর সহিত ধাবমানা হইয়া গদ্গদবাক্য-
সহকারে) বৎসে ! বাঁচিয়া আছ ? ॥
(এই বলিয়া মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন) ॥
চন্দ্রাবলী। (কম্পিতাঙ্গে) ইনি কি আমার ভগিনী শ্রীরাধা ? ॥
(এই বলিয়া স্খলিতগতিতে শ্রীরাধার কণ্ঠে ধারণ করি-
লেন) ॥

পৌর্ণমাসী। অহো! তীব্রতৃষ্ণার্ত্তানাং মরুজাঙ্গলে পানক-
কুল্যা স্বয়মেবোন্মীলিতা॥

রাধা। (সর্ব্বাসাং পাদানভিবাদ্য সোৎকণ্ঠং) কুসলিণী কিং
বহিণী মে চন্দাঅলী॥

চন্দ্রাবলী। (গাঢ়ং পরিষ্বজ্য) বহিণি! এসা এসম্হি দুজ্জণী
হদচন্দাঅলিআ॥

(ইতি রোদিতি)॥

পৌর্ণেতি। মরুজাঙ্গলে তন্নাম্নি দেশে। পানকস্য কুল্যা কৃত্রিমনদী।
কুল্যাল্পা কৃত্রিমা সরিদিত্যমরঃ॥

রাধেতি। কুশলিনী কিং মম ভগিনী চন্দ্রাবলী॥

চন্দ্রাবলীতি। ভগিনি। এষা এষাস্মি দুর্জনী হতচন্দ্রাবলিকা॥

পৌর্ণমাসী। কি আশ্চর্য্য! অতিশয় তৃষ্ণার্ত্তদিগের পিপাসা
নিবারণার্থ মরুভূমিতে স্বয়ং কৃত্রিমনদী আসিয়া উপ-
স্থিত হইল॥

শ্রীরাধা। (সকলের চরণ বন্দনা করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত)
আমার ভগিনী চন্দ্রাবলী কি কুশলে আছেন?॥

চন্দ্রাবলী। (দৃঢ়রূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) ভগিনি! এই, এই
আমি দুর্জ্জন হতভাগ্যা চন্দ্রাবলী॥

(এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)॥

রাধা। (সানন্দসম্ভ্রমং পাদয়োঃ পতন্তী) হদ্ধী হদ্ধী! বিড়ম্বিদম্হি হদ দেব্বেণ॥

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ।)

কৃষ্ণঃ। (সানন্দং) চিরেণাদ্য গোকুলবাসিনমিবাত্মানমভিমন্যমানঃ প্রমোদমুগ্ধোঽস্মি॥

যশোদা। (কৃষ্ণমভিমৃশ্য) জাদ! দিট্ঠিআ বহূদুদিও সপ্পহ্রদাদো কুখেমী ণিকন্তোসি॥

নবৃন্দা। গোকুলেশ্বরি! মায়াময়ী সেয়ং ভুজঙ্গসঙ্ঘাতিঃ॥

রাধেতি। হা ধিক্ হা ধিক্। বিড়ম্বিতাস্মি হতদৈবেন॥

যশোদেতি। (কৃষ্ণং অভিমৃশ্য আলিঙ্গ্য) জাত! দিষ্ট্যা বধূদ্বিতীয়ঃ সর্পহ্রদাৎ ক্ষেমী নিষ্ক্রান্তোঽসি॥

শ্রীরাধা। (আনন্দেরসহিত সম্ভ্রমপূর্ব্বক পদে পতিত হইয়া) হা ধিক্ হা ধিক্! হত বিধাতৃ-কর্ত্তৃক হত হইলাম!॥

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। (আনন্দসহকারে) বহুকালের পরে আজ আমি আপনাকে গোকুলবাসির ন্যায় বিবেচনা করিয়া প্রমোদে মুগ্ধ হইয়াছি॥

যশোদা। (শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) পুত্র! বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, বধূ এবং তুমি উভয়ে সর্পহ্রদ হইতে কুশলে নির্গত হইয়াছ॥

নববৃন্দা। গোকুলেশ্বরি! সেই ভুজঙ্গসমূহ মায়াময়॥

(ইতি শৃণ্বন্তঃ সর্ব্বে স্মিতং কুর্ব্বন্তি) ॥

ললিতা। হলা রাহে! কহিং বিসাহা ॥

নববৃন্দা। পশ্যেয়ং বিশাখা নিজনির্ঝরাদুত্থায় সানন্দমায়াতি ॥

সর্ব্বাঃ। (প্রত্যুদ্গম্য বিশাখামালিঙ্গন্তি) ॥

বিশাখা। (গুরূণাং পাদানভিবন্দ্য রাধামালিঙ্গতি) ॥

ললিতা। হা সহি বিসাহে! কধং পুণোবি দিট্‌ঠাসি ॥

(ইত্যুক্তে গাঢ়মালিঙ্গতঃ) ॥

ললিতেতি। সখি রাধে! কুত্র বিশাখা ॥

ললিতেতি। হা সখি বিশাখে! কথং পুনরপি দৃষ্টাসি। ময়েতি শেষঃ ॥

(এই কথা শুনিয়া সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥

ললিতা। সখি রাধে! বিশাখা কোথায়? ॥

নববৃন্দা। ঐ দেখ, বিশাখা স্বীয়-নির্ঝর হইতে উত্থিত হইয়া আনন্দে আগমন করিতেছেন ॥

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া বিশাখাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন) ॥

বিশাখা। (গুরুবর্গের চরণবন্দনা করিয়া শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিলেন) ॥

ললিতা। হা সখি বিশাখে! পুনর্ব্বার তোমাকে দেখিতে পাইলাম ॥

(এই বলিয়া পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন) ॥

চন্দ্রাবলী। (জনান্তিকং) ভঅবদি! বহিণীএ করং গেহ্নিদুং মহ বঅণেণ অব্ভত্থীঅদু অজ্জউত্তো॥

পৌর্ণমাসী। বৎস! দাক্ষিণ্যভাজাং মূর্দ্ধন্যাসি, তদাকর্ণয়,—

এষা সাধ্বী চিরমুদয়তে দেবি! দৈবী প্রসিদ্ধি-
র্বিন্যস্তায়াং মধুরিপুকরে রাধিকায়াং ভবত্যা।
যস্মিন্ ভাবী ভুবনমনয়োঃ প্রেমসৌভাগ্যঘণ্টা-
নির্ঘোষাঢ্যঃ পরিণয়বিধৌ রত্নধারাভিষেকঃ॥ ২৫॥

চন্দ্রাবলীতি। ভগবতি! ভগিন্যাঃ রাধায়া ইত্যর্থঃ। করং গ্রহীতুং মম বচনেন অভ্যর্থতাং আর্য্যপুত্রঃ॥

পৌর্ণেতি। দাক্ষিণ্যভাজাং সরলানাং। দক্ষিণে সরলোদারাবিতি কোষঃ॥

হে দেবি! এষা সাধ্বী দৈবী প্রসিদ্ধিশ্চিরমুদয়তে। তাং প্রসিদ্ধিমাহ, বিন্যস্তায়ামিত্যাদিনা ভবত্যা। মধুরিপুকরে রাধিকায়াং বিন্যস্তায়াং সত্যাং। অনয়োঃ পরিণয়বিধৌ রত্নধারাভিষেকো ভুবনং যস্মিন্ ভাবী ভবিষ্যতি। প্রেমসৌভাগ্যঘণ্টায়া নির্ঘোষমাঢ্যাতি যস্তাদৃশ ইত্যন্বয়ঃ॥ ২৫॥

চন্দ্রাবলী। (হস্তাবরণ দিয়া) ভগবতি! আমার বাক্যানুসারে ভগিনী শ্রীরাধার কর গ্রহণ করিতে আর্য্যপুত্রকে অভ্যর্থনা করুন॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে! তুমি সরলার শিরোমণি, অতএব বলি শুন,—

হে দেবি! তুমি যদি মধুরিপুর করে শ্রীরাধাকে সমর্পণ কর, তাহা হইলে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরিণয়বিধিতে রত্নধারাভিষেক প্রেমসৌভাগ্যরূপ ঘণ্টার শব্দ ত্রিভুবনের দর্ষ-

চন্দ্রাবলী। (সহর্ষং) অজ্জে! মহবি এসো চ্চেঅ কামো, ত্তা গোউলেসসরীএ সমং সম্বাদীঅদু ॥
পৌর্ণমাসী। (যশোদামাবেদয়তি) ॥
যশোদা। জাদ! বচ্ছা অন্দাঅলী কিম্বি অব্ভত্থেদি ॥
কৃষ্ণঃ। অম্ব! কথয় কমস্যাঃ পরিপূরয়িষ্যাম্যভিলাষং ॥
যশোদা। এব্বমেদং ॥

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যে! মমাপি এষ এব কামঃ, তৎ গোকুলেশ্বর্য্যা সমং সম্পাদ্যতাং ॥
পৌর্ণেতি। (তং কামং যশোদাং প্রত্যাবেদয়তি) ॥
যশোদেতি। জাত! বৎসা চন্দ্রাবলী কিমপি অভ্যর্থয়তি ॥
কৃষ্ণ ইতি। অস্যাঃ ভীমকসুতায়াঃ ॥
যশোদেতি। এবমেতৎ ॥

বিধান করিবে এবং ইনি যে সাধ্বী, এই বলিয়া তোমার চির-কালের জন্য একটা দৈবী প্রসিদ্ধি উদিত হইয়া রহিবে ॥২৫॥
চন্দ্রাবলী। (হর্ষসহকারে) আর্য্যে! আমারও এই ইচ্ছা বটে, তবে ইহা গোকুলেশ্বরীর সহিত সম্পাদন করুন ॥
পৌর্ণমাসী। (যশোদাকে নিবেদন করিলেন) ॥
যশোদা। পুত্র! বৎসা চন্দ্রাবলী কিছু নিবেদন করিতেছে ॥
শ্রীকৃষ্ণ। মা! আজ্ঞা করুন, ইহাঁর বাসনা পরিপূর্ণ করিব ॥
যশোদা। এইরূপ? ॥

কৃষ্ণঃ। অম্ব! যথা জ্ঞাপয়তি॥

(ইত্যুপসৃত্য জনান্তিকং।)

দেবি! দুর্বিহোঽয়ং গরীয়ান্মহাভারঃ তদিতোঽন্যদাজ্ঞাপয়॥

চন্দ্রাবলী। (সপ্রণয়েৰ্ষং) ঠাণে বিজ্জ্মসি; জং লদ্ধকণ্ডোসি॥

(ইতি রাধাং করে ধৃত্বা।)

কৃষ্ণ ইতি। মাতঃ! যথা জ্ঞাপয়সি, তথা করিষ্যামীত্যর্থঃ॥

(জনান্তিকং কর্ণে লগিত্বাহ, কৃষ্ণ ইত্যর্থং বোধয়তি।)

দেবি! মহাভারঃ রাজ্যো বরদানাৎ॥

চন্দ্রাবলীতি। স্থানে বিভেষি, যং লদ্ধকাণ্ডোঽসি লব্ধসময়োঽসি। পক্ষে, লব্ধবাণোঽসি। কাণ্ডোঽবসরবাণয়োরিত্যমরঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ। মা! যাহা আজ্ঞা করিলেন॥

(এই বলিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রাবলীর কর্ণে কহিলেন।)

দেবি! এই গুরুতর মহাভার অতিশয় দুর্ব্বহ, অতএব ইহা ভিন্ন অন্য কোন আদেশ কর॥

চন্দ্রাবলী। (প্রণয় ও ঈর্ষাসহকারে) অবসর পাইয়া ভয় করা উপযুক্ত বটে॥

(এই বলিয়া শ্রীরাধার করে ধারণপূর্ব্বক।)

পুণ্ডরীককৃখ! এসা মে বহিণী, অম্হ সআসাদোবি

তুএ পউরপ্রেম্মেণ সংভাঅণিজ্জা ॥

(ইতি কৃষ্ণপাণৌ সমর্পয়তি) ॥

কৃষ্ণঃ। (নীচৈঃ) দেবি! কস্তে প্রসাদং নাভিনন্দতি ॥

(ইতি সাদরং গৃহ্লাতি) ॥

(নেপথ্যে।)

উদ্দিশ্যমানসরণির্নমু রৈবতেন

গোবর্দ্ধনস্য করসম্ভৃতবামপাণিঃ।

ভল্লুকমল্লবদনাদুপলভ্যবার্ত্তাং

বিন্ধ্যো মুকুন্দনগরীং নগরাডুপৈতি ॥ ২৬ ॥

পুণ্ডরীকাক্ষ! এষা মে ভগিনী, অস্মৎসকাশাদপি ত্বয়া প্রচুরপ্রেম্ণা সম্ভাবনীয়া ॥

(নেপথ্যে।) রৈবতেন পর্ব্বতেনোদ্দিশ্যমানা সরণিঃ পন্থাঃ যস্মিন্ সঃ। গোবর্দ্ধনস্য পর্ব্বতস্য করেণ সম্ভৃতো বামপাণির্যস্য সঃ। নগরাট্ নগরাজঃ ॥২৬॥

পুণ্ডরীকাক্ষ! ইনি আমার ভগিনী, আমা অপেক্ষাও আপনি প্রচুরতর প্রেমে ইঁহাকে আদর করিবেন ॥

(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ধীরে ধীরে) দেবি! কে তোমার এই অনু-গ্রহকে গ্রহণ না করে? ॥

(এই বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন) ॥

(বেশগৃহে।)

জাম্ববানের মুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পথপ্রদর্শক রৈবতপর্ব্বতের সহিত পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্য গোবর্দ্ধনের হস্তে

পৌর্ণমাসী। পশ্যত পশ্যত,

ধৃত-হলধরপাণিঃ পর্ব্ববেদীমপূর্ব্বাং
প্রবিশতি বসুদেবো বৃষ্ণিবীরৈঃ পরীতঃ।
যদুকুলরমণীনাং শ্রেণীভিঃ সেব্যমানা
সদয়মুপনয়ন্তী রেবতীং দেবকী চ ॥ ২৭ ॥

নববৃন্দা। পশ্যত পশ্যত,

ভদ্রায়া দক্ষিণং পাণিং সব্যায়াঃ সব্যমুৎসুকা।
করাভ্যাং গৃহ্নতী শ্যামা পুরস্তাদিয়মাযযৌ ॥ ২৮ ॥

পৌর্ণেতি। পর্ব্ববেদীং বিবাহোৎসববেদীং। সদয়ং যথা স্যাত্তথা দেবকী চ রেবতীমুপনয়ন্তী সতী পর্ব্ববেদীং প্রবিশতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

হস্ত প্রদান করতঃ শ্রীকৃষ্ণের নগরীতে আসিয়া প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

পৌর্ণমাসী। দেখ দেখ,

বসুদেব যদুবীর-সকলে বেষ্টিত হইয়া হলধরের হস্ত ধারণ-করতঃ বিবাহ-বেদীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং দেবকীও যদুকুলরমণীগণে পরিবৃতা হইয়া দয়াপূর্ব্বক ঐ পর্ব্ব-বেদীতে রেবতীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

নববৃন্দা। দেখ দেখ,

শ্যামা উৎকণ্ঠিতা হইয়া আপনার দুই হস্তদ্বারা ভদ্রার দক্ষিণ-হস্ত ও সব্যার বাম হস্ত গ্রহণ করিয়া আগমন করিতে-ছেন ॥ ২৮ ॥

(নেপথ্যে।)

বিনীতে রাধায়াঃ পরিণয়বিধানানুমতিভিঃ
স্বয়ং দেব্যা তস্মিন্ পিতুরিহ নিবন্ধে মুদিতয়া।
কুমারীণাং তাসাময়মুপনয়ন্ ষোড়শ কৃতী
সহস্রাণি স্মেরঃ প্রবিশতি শতাঢ্যানি গরুড়ঃ ॥ ২৯ ॥

যশোদা। অম্মহে ! দেবস্স একদা সব্বদোমুহী অণুউলদা ॥

পৌর্ণমাসী। পশ্যত পশ্যত,

(নেপথ্যে।) তস্মিন্ পিতুর্ভীষ্মকস্য নিবন্ধে ইহ রাধাপরিণয়বিধৌ মুদিতয়া দেব্যা স্বয়ং বিনীতে বিগতং নীতে সতি। অয়ং গরুড়ঃ স্মেরঃ সন্ তাসাং কুমারীণাং শতাঢ্যানি ষোড়শসহস্রাণি উপনয়ন্ সন্ পর্ব্ববেদীং প্রবিশতি ॥ ২৯ ॥

যশোদেতি। আশ্চর্য্যং ! দৈবস্যৈকদা সর্ব্বতোমুখ্যনুকূলতা ॥

(বেশগৃহে।)

দেবী চন্দ্রাবলী আহ্লাদসহকারে শ্রীরাধার বিবাহ-বিধানে স্বয়ং অনুমতি প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা পিতা ভীষ্মকের পণ খণ্ডন করিলে কার্য্যকুশল গরুড় হাস্যবদনে ষোড়শ-সহস্র এক শত কুমারী সঙ্গে লইয়া পর্ব্ববেদীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৯ ॥

যশোদা। কি আশ্চর্য্য ! এককালীন বিধাতার সর্ব্বতোমুখী অনুকূলতা ! ॥

পৌর্ণমাসী। দেখ দেখ,

দক্ষিণতঃ শ্রীদাম্না বলিতঃ সুবলেন সব্যতঃ স্ফুরতা।
উপচিত-পরমানন্দঃ প্রবিশত্যয়মগ্রতো নন্দঃ॥ ৩০॥

(প্রবিশ্য যথানির্দ্দিষ্টো নন্দঃ।)

নন্দঃ। ভগবতি! চরিতার্থোঽস্মি, চিরসম্ভৃতস্য মনোরথস্য পূরণেন॥

(কৃষ্ণমালিঙ্গতি)॥

ভগিন্যৌ। (পৌর্ণমাসীমন্তরা কৃত্য গোপেন্দ্রং প্রণমতঃ)॥

নন্দঃ। বৎসে! পরস্পরস্য প্রাণাধিক্যং ভজন্ত্যৌ সৌভাগ্যবত্যৌ ভূয়াস্তাং॥

পৌর্ণেতি। দক্ষিণতঃ স্ফুরতা শ্রীদাম্না বলিতঃ সর্ব্বতঃ স্ফুরতা সুবলেন বর্ত্তিতো নন্দোঽগ্রতঃ প্রবিশতীত্যন্বয়ঃ॥ ৩০॥

ভগিন্যৌ রাধা-চন্দ্রাবল্যৌ। (পৌর্ণমাস্যাঃ পশ্চাৎ তিরোধায়েত্যর্থঃ)॥

নন্দ ইতি। প্রাণাধিক্যং মধ্যমপুরুষদ্বিবচনাৎ যুবামিত্যধ্যাহার্য্যং॥

অগ্রে নন্দ দক্ষিণ দিকে ও শ্রীদাম বাম দিকে সুবলকে লইয়া মহানন্দে পর্ব্ববেদীতে প্রবেশ করিতেছেন॥ ৩০॥

(যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে নন্দের প্রবেশ।)

নন্দ। ভগবতি! আমি কৃতার্থ হইলাম, চিরবাঞ্ছিত মনোরথ পরিপূর্ণ হইল॥

(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন)॥

ভগিনীদ্বয় (রাধা ও চন্দ্রাবলী) (পৌর্ণমাসীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া গোপরাজ নন্দকে গিয়া প্রণাম করিলেন)॥

নন্দ। বৎসে! পরস্পর প্রাণাপেক্ষা প্রণয়ভজন করিয়া সৌভাগ্যবতী হও॥

পৌর্ণমাসী।

নিখিল-সতীনাং বৃন্দৈররুন্ধতীয়ং নিরুন্ধতী পদবীং।
অনবাপ্তব্রতলোপা লোপামুদ্রাপ্যসৌ মিলতি॥ ৩১॥

নববৃন্দা।

গীর্ব্বাণাধিপতিঃ পুলোমতনয়ামৃদ্ধিং সখা ধূর্জটে-
র্ধূমোর্ণামরবিন্দবান্ধবসুতো গৌরীমপামীশ্বরঃ।
ত্বাষ্ট্রীং চণ্ডরুচিঃ শিবাং মরুদসৌ স্বাহাং কৃশানুস্তথা
চন্দ্রঃ পশ্যত রোহিণীমুপনয়ন্ প্রাপদ্যত-দ্বারকাং॥ ৩২॥

পৌর্ণেতে। অরুন্ধতী বসিষ্ঠভার্য্যা নিখিল-সতীনাং বৃন্দৈঃ সহ পদবীং মার্গং নিরুন্ধতী সতী মিলতি। লোপামুদ্রাপি অগস্ত্যভার্য্যা অনবাপ্তব্রতলোপা সত্যসৌ মিলতীত্যন্বয়ঃ॥ ৩১॥

নববৃন্দেতি। ইন্দ্রঃ পুলোমতনয়াং শচীমুপনয়ন্ দ্বারকাং প্রাপদ্যত। কুবেরঃ ঋদ্ধিং স্বভার্য্যাং। অপামীশ্বরঃ বরুণঃ। ত্বাষ্ট্রীং বিশ্বকর্ম্মপুত্রীং সংজ্ঞাং॥ ৩২॥

পৌর্ণমাসী।

এই দেখ, বসিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী নিখিল-সতীসমূহের সহিত পথ অবরোধ করিয়া এবং অখণ্ডিতব্রতা অগস্ত্যপত্নী লোপা-মুদ্রা পর্ব্ববেদীতে আসিয়া মিলিত হইলেন॥ ৩১॥

নববৃন্দা।

এই দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র শচীকে লইয়া, কুবের আপন ভার্য্যা ঋদ্ধিকে লইয়া, সূর্য্যতনয় যম ধূমোর্ণা নাম্নী ভার্য্যাকে লইয়া, বরুণ গৌরীনাম্নী স্বীয়-বনিতাকে লইয়া, প্রচণ্ডকিরণ সূর্য্য সংজ্ঞাকে লইয়া, মরুৎ শিবাকে লইয়া, অগ্নি স্বাহাকে

(নেপথ্যে।)

সৈরিন্ধ্রীয়ং সুগন্ধান্ প্রণয়তি বিবিধানঙ্গরাগপ্রবন্ধান্,
দাম্নাম্যগ্রে সুদামা মুদিতমতিরসৌ ভূরিশো নির্ম্মিমীতে।
ভঙ্গীভির্বায়কোঽয়ং রুচিমিহ রচয়ত্যম্বরাণাং বরাণাং
পূর্ণানন্দাভিঘূর্ণৎপরিজনগহনা দ্বারকোল্লালসীতি ॥ ৩৩ ॥

ললিতা। বিসাহে! বাঢ়ং কিদত্থাসি, পুণোবি দোণং সঙ্গম-
মহূসবদংসণেণ ॥

(নেপথ্যে।) পরিজনৈর্গহনা নিবিড়া দ্বারকা অতিশয়ং বিরাজতে ॥ ৩৩ ॥
ললিতেতি। বিশাখে! অতিশয়ং কৃতার্থাস্মি, পুনরপি দ্বয়োঃ সঙ্গমমহোৎ-
সবদর্শনেন ॥

লইয়া এবং চন্দ্র রোহিণীকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকায় আসিয়া
প্রবেশ করিলেন ॥ ৩২ ॥

(বেশগৃহে।)

এই সৈরিন্ধ্রী নানাবিধ সুগন্ধ অঙ্গরাগ-সকল প্রস্তুত করি-
তেছে, অগ্রে সুদামা হৃষ্টচিত্তে ভূরি ভূরি মালা সকল নির্ম্মাণ
করিতেছে এবং তন্তুবায় বিবিধ ভঙ্গীতে উত্তম উত্তম বস্ত্র সক-
লের শোভা বিস্তার করিতেছে। যাহা হউক, এইরূপে
পূর্ণানন্দ-পরিপূর্ণ পরিজন-সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া দ্বারকা
অতিশয়রূপে শোভা পাইতেছে ॥ ৩৩ ॥

ললিতা। বিশাখে! পুনর্ব্বার শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গম-মহোৎ-
সব সন্দর্শনে তুমি অতিশয় কৃতার্থ হইলা ॥

পৌর্ণমাসী। যশোদামাতঃ! উপস্থিতোঽয়ং সর্ব্বাভিষেক-
সম্ভারঃ, তদলংক্রিয়তাং প্রথমং রাধয়া সহ পর্ব্ববেদী,
ততঃ ক্রমেণ কুমারীভিশ্চ ॥

কৃষ্ণঃ। (সর্ব্বমভিনন্দ্য জনান্তিকং) প্রাণেশ্বরি রাধে! প্রার্থ-
য়স্ব কিমতঃপরং প্রিয়ং করবাণি ॥

রাধা। (সানন্দং সংস্কৃতেন।)

সখ্যস্তা মিলিতা নিসর্গমধুরপ্রেমাভিরামীকৃতা
যামীয়ং সমগংস্ত সংস্তববতী শ্বশ্রূস্ত গোষ্ঠেশ্বরী।

পৌর্ণেতি। যশোদামাতঃ! ইত্যত্র বহুব্রীহৌ মাতৃশব্দস্য মাতাদেশো
বিহিতঃ ॥

রাধেতি। স্বভাবমধুরপ্রেম্নাঽভিরামীকৃতা সুন্দরীকৃতাঃ। সমগংস্ত সঙ্গত-

---

পৌর্ণমাসী। হে শ্রীকৃষ্ণের যশোদামাতঃ! অভিষেকের সমু-
দায় বস্তুউপস্থিত, অতএব প্রথমে শ্রীরাধার সহিত তৎ-
পরে কুমারীগণের সহিত বিবাহ-বেদী অলঙ্কৃত কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (সকলকে অভিনন্দনপূর্ব্বক হস্তাবরণ দিয়া) প্রাণে-
শ্বরি রাধে! প্রার্থনা কর, অতঃপর তোমার কি প্রিয়
কার্য্য করিব? ॥

শ্রীরাধা। (আনন্দের সহিত সংস্কৃতভাষায়।)

প্রাণনাথ! যে সকল সখী স্বাভাবিক প্রেমে অতিশয়
সৌন্দর্য্যশালিনী, তাঁহারা আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, পরি-
চয়বতী স্বীয়-ভগিনী চন্দ্রাবলীকে প্রাপ্ত হইলাম, শ্বশ্রূ ব্রজে-

বৃন্দারণ্য-নিকুঞ্জধাম্নি ভবতা সঙ্গোঽপ্যয়ং রঙ্গবান্
সংবৃত্তঃ কিমতঃ পরং প্রিয়তরং কর্ত্তব্যমত্রাস্তি মে॥ ৩৪ ॥
তথাপীদমস্তু,—
চিরাদাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়ো
বিদধ্যুর্মে বাসং মধুরিমগভীরে মধুপুরে।
দধানঃ কৈশোরে বয়সি সখিতাং গোকুলপতে!
প্রপদ্যেথাস্তেষাং পরিচয়মবশ্যং নয়নয়োঃ॥ ৩৫ ॥

বতী। যামী স্বস্কুলস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। সংস্তবো প্রস্তরাধ্বরাবিত্যমরঃ। যদ্বা, সংস্তবঃ স্যাৎ পরিচয় ইত্যমরঃ। পরিচয়বতীত্যর্থঃ॥ ৩৪ ॥

চিরাদিতি। মধুপুর ইত্যুপলক্ষণং, মথুরামণ্ডল ইত্যর্থঃ। সখিতাং সখ্যতাং অর্থাৎ শ্রীদামাদীনাং। পরিচয়ং গোচরং॥ ৩৫ ॥

শ্বরী উপস্থিত এবং এই বৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জধামে আপনার সহিত রঙ্গবান্ সঙ্গম সম্পন্ন হইল, তবে ইহার পর আর আমার প্রিয়তর কর্ত্তব্য কি আছে?॥ ৩৪ ॥

তথাপি ইহাই হউক,—

যে সকল্ স্থিরবুদ্ধি-ব্যক্তি বহুকাল হইতে তোমাতে আশামাত্র ধারণ করিয়া মাধুর্য্যময় মধুপুরে বাসবিধান করিয়াছে, হে গোকুলপতে! তুমি সেই কৈশোরবয়সের সখ্যতা ধারণ করিয়া অর্থাৎ মুরলীবদন হইয়া অবশ্য তাহাদের নয়নদ্বয়ের গোচর হইবা॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চ—

যা তে লীলাপদ-পরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারং ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! তথাস্তু ॥

রাধা। কথম্বিঅ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্থগিতমিবাপসব্যতো বিলোকতে) ॥

কিঞ্চেতি। লীলাপদানাং লীলাস্থানানাং। পরিমলোদ্গারিণী যা বন-সমূহস্তয়া পরীতা ব্যাপ্তা। মাথুরী মথুরাসম্বন্ধিনী মাধুরীভির্মাধুর্য্যৈর্বৃতা। তত্র ক্ষৌণ্যাং চটুলো যঃ পশুপীভাবো গোপীনাং মাধুর্য্যং তেন মুগ্ধমন্তরমন্তঃকরণং যাভিস্তাভিঃ সম্বীতো বেষ্টিতঃ সন্। বন্যা বনসমূহে স্যাদিত্যমরঃ ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণ ইতি। (অপসব্যতো দক্ষিণতঃ) ॥

আরও—

যে মাধুর্য্যময়ী ধন্যস্বরূপা মথুরাভূমি তোমার লীলাস্থান-সকলের সৌরভপ্রকাশকারি বনসমূহে পরিবৃতা হইয়া বিরাজ করিতেছে, সেই স্থানে মনোজ্ঞ গোপস্ত্রীভাবলুব্ধচিত্তা মাদৃশ-বিহারজনের সহিত মিলিত হইয়া প্রফুল্লবদনে বেণু ধারণ-পূর্ব্বক অঙ্গীকার কর ॥ ৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! তাহাই হইবে ॥

শ্রীরাধা। কিরূপে? ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (স্থগিত হইয়া দক্ষিণদিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন) ॥

(প্রবিশ্য গার্গ্যা সহাপটীক্ষেপেণ একানংশা ।)

একানংশা । সখি রাধে ! মাত্রসংশয়ং কৃথাঃ, যতো ভবত্যঃ শ্রীমদ্গোকুলে তত্রৈব বর্ত্তন্তে, কিন্তু ময়ৈব কালক্ষেপার্থমন্যথা প্রপঞ্চিতং, তদেতন্মনস্যনুভূয়তাং, কৃষ্ণোঽপ্যেব তত্র গত এব প্রতীয়তাং ॥

গার্গী । (স্বগতং) ফলিদং মে দাদমুহাদো সুদেণ ॥

রাধা । (প্রণিধায় বৈবশ্যং নাটয়তি) ॥

(অপটীক্ষেপেণ হটিতীত্যর্থঃ । একানংশা যশোদাসুতা । বিন্ধ্যবাসিনী অত্রৈব মথুরাভূমিবিহারে) ॥

গার্গীতি । ফলিতং মে তাতমুখতঃ শ্রুতেন ॥

(ত্বরিতগতিতে গার্গী ও যশোদাগর্ভসম্ভূতা একানংশা অর্থাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর প্রবেশ ।)

বিন্ধ্যবাসিনী । সখি রাধে ! সংশয় করিও না, যে হেতু তোমরা সকলে সেই শ্রীমান্ গোকুলেই বিরাজ করিতেছ, কিন্তু আমি কালক্ষেপণের নিমিত্ত অন্য প্রকারে বিস্তার করিয়াছি, ইহা মনে নিশ্চয় জানিও এবং শ্রীকৃষ্ণও সেই স্থানে গমন করিয়া রহিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস কর ॥

গার্গী । (মনে মনে) আমার পিতার মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম; তাঁহা সফল হইল ॥

শ্রীরাধা । (শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন) ॥

গার্গী। সহি! সমস্সসীহি সমস্সসীহি॥

রাধা। (সুমাশ্বস্য তির্য্যক্ কৃষ্ণমবলোকতে)॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! ভূয়ঃ কিন্তে প্রিয়ং করবাণি॥

রাধা। (স্মিতং কৃত্বা) বহিরঙ্গজনালক্ষ্যতয়া শ্রীগোকুলমপি স্বস্বরূপৈরলঙ্করবামেতি॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! তথাস্তু, তদেহি স্বসুস্তবাভ্যর্থনামবন্ধ্যাং করবাম॥

গার্গীতি। সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি॥

রাধেতি। বহিরঙ্গজনৈরলক্ষ্যতয়া তদীয়ৈঃ স্বরূপৈঃ স্বস্য চ স্বরূপৈরিত্যর্থঃ॥

কৃষ্ণ ইতি। তব স্বসুশ্চন্দ্রাবল্যা অভ্যর্থনাং যুষ্মৎপাণিগ্রহণরূপাং অবন্ধ্যাং সফলাং॥

গার্গী। সখি! স্থির হও স্থির হও॥

শ্রীরাধা। (বিশ্বস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন)॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! পুনর্ব্বার তোমার কি প্রিয় সাধন করিব?॥

শ্রীরাধা। (হাস্য করিয়া আমরা বহিরঙ্গজন-কর্ত্তৃক অলক্ষিত হইয়া স্বীয়-স্বীয় স্বরূপে শ্রীগোকুলকে বিভূষিত করি॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! তাহাই হইবে, এখন আইস, তোমার ভগিনীর প্রার্থনা সফল করা যাউক॥

(ইতি সর্ব্বৈরাবৃতো নিষ্ক্রান্তঃ) ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে পূর্ণমনোরথো নাম দশমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

নাটকে সমুচিতামপীশ্বরঃ
স্বৈরমপ্রকটয়ন্নুদাত্ততাং।
অত্র মন্মথমনোহরো হরি-
র্লীলয়া ললিতভাবমাযযৌ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবাখ্যং নাটকং সমাপ্তং ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে পূর্ণো গোপীনাং কৃষ্ণকর্ত্তৃক-স্বপরিণয়-রূপো মনোরথো যত্র সঃ। পূর্ণমনোরথো নাম দশমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

নাটকেতি। উদাত্ততাং উদাত্তনায়কতাং। ললিতং লালিত্যং ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবাখ্যনাটকটিপ্পনী সম্পূর্ণা ॥ * ॥

(এই বলিয়া সকলে আবৃত হইয়া গোকুলে প্রস্থান করিলেন) ॥

(এইরূপে সকলের প্রস্থান হইল) ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন-কৃতানুবাদে পূর্ণমনোরথ নামক দশম অঙ্ক ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

এই নাটকে কন্দর্পমনোহারী ঈশ্বর শ্রীহরি স্বেচ্ছাবশতঃ উদাত্তনায়কতা প্রকটনপূর্ব্বক লীলাদ্বারা ললিতভাব অর্থাৎ লালিত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটক সমাপ্ত ॥ * ॥

পূর্ণং কলাচতুঃষষ্ট্যা লক্ষণৈর্ভূষণৈরপি।
ভজন্তু শ্রিতগান্ধর্ব্বং ধীরা! ললিতমাধবং॥

নন্দেষুবেদেন্দুমিতে * শকাব্দে
শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাং।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য
সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধং॥

তটস্থেনাপি গম্ভীরে রসস্রোতসি যন্ময়া।

পূর্ণমিতি। পূর্ব্বোক্তয়া কলাচতুঃষষ্ট্যা লক্ষণৈর্নাটকলক্ষণৈঃ। পক্ষে, [illegible]লক্ষণৈঃ। ভূষণৈঃ নাটকভূষণৈঃ। পক্ষে, কৌস্তুভাদিভূষণৈঃ। শ্রিতাঃ গান্ধর্ব্বাশ্চতুর্থা নাটকোক্তা যেন স তং। পক্ষে, শ্রিতা গান্ধর্ব্বা রাধা যেন তং॥
নন্দেতি। চতুর্দ্দশশতোনষষ্টিশাকে। জ্যৈষ্ঠমাসস্য চতুর্থ্যাং তিথৌ [illegible]বারে প্রবন্ধং গ্রন্থং॥
তটস্থেতি। গম্ভীরে রসস্রোতসি তটস্থেনাপি ময়া যৎ সর্ব্বতোমুখং জল[illegible]

অহে ধীর ব্যক্তিগণ! চতুঃষষ্টিকলা নাটকলক্ষণ ও নাটক-ভূষণ-সকলে গান্ধর্ব্ববিদ্যাপরিপূর্ণ অথবা শ্রীরাধিকাশ্রিত শ্রীললিতমাধবনাটককে অনুশীলন করুন॥

আমি চতুর্দ্দশ শত ঊনষষ্টি শকাব্দীয় জ্যৈষ্ঠমাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া ভদ্রবনে এই গ্রন্থ সমাপন করিলাম॥

অহে পণ্ডিতগণ! আমি তটস্থ হইয়া এই গম্ভীর রস-

---

* নন্দাঙ্গবেদেন্দুমিতে, ইত্যপি পাঠঃ।

সর্ব্বতোমুখমাকীর্ণং তৎ ক্ষমধ্বং মনীষিণঃ ॥

কবন্ধমুদকং পাথঃ পুষ্করং সর্ব্বতোমুখমিত্যমরঃ। পক্ষে সর্ব্বত্র স্রোতসি মুখমাকীর্ণং নিক্ষিপ্তমিত্যর্থঃ ॥

স্রোতে সর্ব্বতোমুখ হইয়া যাহা বর্ণন করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন ॥

শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ-কর্ত্তৃক সংশোধিত
দ্বিতীয় সংস্করণ সমাপ্ত।
বঙ্গাব্দ ১৩১৫। ১২ই জ্যৈষ্ঠ।
বহরমপুর রাধারমণযন্ত্রে
শ্রীজানকীনাথ সাহা প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত ॥